বোর্ড প্রশ্ন ও উত্তরমালা ২০২৪ ও ২০২৩

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

ঢাকা বোর্ড– ২০২৪

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) **বিষয় কোড : 1 1 1**

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময়– ৩০ মিনিট **পূর্ণমান– ৩০**

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. হযরত ইদরিস (আঃ) এর উপর কতগুলো সহীফা অবতীর্ণ হয়?
ক ১০ খানা খ ৩০ খানা গ ৫০ খানা ঘ ১০০ খানা

২. কোনটির উপর শরিয়তের ভিত্তি ও কাঠামো প্রতিষ্ঠিত?
ক ইসলামের খ আল কুরআনের গ আল হাদিসের ঘ আকিদা-এর

৩. মহানবি (সাঃ) কয়টি রীতিতে কুরআন পাঠের অনুমতি দেন?
ক ৮টি খ ৭টি গ ৬টি ঘ ৫টি

৪. হযরত উসমান (রাঃ) এর খেলাফতকালে কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে নানা মতানৈক্য দেখা দেয় কেন?
ক বিভিন্ন মাযহাব থাকায় খ বিভিন্ন গোত্রীয় রীতিতে পাঠ করার কারণে
গ গোত্রীয় দ্বন্দ্বের জন্য ঘ বেদুইনদের দ্বন্দ্বের ফলে

৫. নাযিরা তিলাওয়াত বলা হয়, আল কুরআন –
ক মুখস্থ পড়াকে খ না দেখে পড়াকে
গ দেখে পড়াকে ঘ ধীরে ধীরে পড়াকে

৬. নবুয়ত লাভের পূর্বে আরবের লোকেরা মুহাম্মদ (সাঃ) কে –
i. সম্মান দেখাত ii. শ্রদ্ধা করত ii. আল-আমিন বলে ডাকত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭ থেকে ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মনু মিয়া একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। আত্মীয়-পরিজন, নিঃস্ব, দরিদ্র, এতিম সবাইকে তিনি উদার হস্তে দান করেন।

৭. প্রতিদিন সকালে মনু মিয়ার জন্য দোয়া করেন –
ক ফেরেশতাগণ খ সৃষ্টজীব গ জনগণ ঘ প্রতিবেশীগণ

৮. এরূপ দানের ফলে –
i. তার সম্পদ বরকতময় হবে ii. সে নিন্দনীয় হবে
iii. তার ঈমানের বহিঃ প্রকাশ ঘটবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. আমরা প্রতিনিয়ত মৃত বা জীবিত মাছ খাই। কুরআন ও হাদিসের দৃষ্টিতে মৃত মাছ খাওয়ার বিধান কী?
ক হারাম খ মাকরূহ গ হালাল ঘ মুবাহ

১০. রাসূল পাক (সাঃ) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কয়টি জিহাদে অংশগ্রহণ করেন?
ক প্রায় চারশত খ প্রায় তিনশত গ প্রায় দুইশত ঘ প্রায় একশত

১১. সাওমের উদ্দেশ্য হলো –
i. তাকওয়া অর্জন করা ii. উচুঁ-নিচু ভেদাভেদ সৃষ্টি করা iii. কুপ্রবৃত্তি দমন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২ থেকে ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
হাসান মোল্যা একজন ক্ষুদে ব্যবসায়ী। তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। বর্তমানে তিনি ৪০,০০,০০০ (চল্লিশ লক্ষ) টাকার সম্পদের মালিক। তিনি তার সম্পদ থেকে প্রতি বছর ২.৫% হারে দান করেন।

১২. হাসান মোল্লার উক্ত দান ইসলামের কততম স্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত?
ক ১ম খ ২য় গ ৩য় ঘ ৪র্থ

১৩. হাসান মোল্যা মোট কত টাকা যাকাত দিবেন?
ক ১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা খ ১ লক্ষ টাকা
গ ২ লক্ষ টাকা ঘ ১ লক্ষ ১ হজার টাকা

১৪. কোনটি হাক্কুল্লাহ এর দৃষ্টান্ত?
ক সাওম পালন খ অভাবীকে দান
গ রোগীকে সেবা ঘ জানাযায় উপস্থিত হওয়া

১৫. যে ব্যক্তি সত্য কথা বলে তাকে কী বলে?
ক সাদিক খ কাযিব গ আমিন ঘ আদিল

১৬. পরীক্ষায় নকল করা হলো এক প্রকার –
ক মিথ্যা খ প্রতারণা গ ওয়াদা ভঙ্গ ঘ গিবত

১৭. 'হুব্বুল ওয়াতান' মানে কী?
ক প্রকৃতি প্রেম খ পরিচ্ছন্নতা গ স্বদেশ প্রেম ঘ স্বাধীনতা

১৮. মহানবি (সাঃ) বৃক্ষরোপণকে কী বলে আখ্যায়িত করেছেন?
ক উত্তম কাজ খ উত্তম সেবা
গ পরিবেশ সংরক্ষণ ঘ সদকায়ে যারিয়া

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৯ থেকে ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রনি সাহেব ব্যাংকের ম্যানেজার। তিনি অতিরিক্ত টাকার বিনিময়ে কৃষিঋণ অনুমোদন দেন।

১৯. রনি সাহেবের কাজটি ইসলামী শরিয়তে কিসের অন্তর্ভুক্ত?
ক হারাম খ বিদআত গ মাকরুহ ঘ হালাল

২০. রনি সাহেবের অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ –
ক সুদ খ ঘুষ গ বখশিস ঘ আত্মসাৎ

২১. 'মদীনা সনদে' কয়টি ধারা ছিল?
ক ৫৭টি খ ৪৭টি গ ৩৭টি ঘ ২৭টি

২২. মহানবি (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে 'আসাদুল্লাহ' উপাধি দেন কেন?
ক তাবুক যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের জন্য
খ বদর যুদ্ধে বীরত্বের জন্য
গ হুদায়বিয়ার সন্ধি নিজ হাতে লেখার কারণে
ঘ কামুস দুর্গ জয় করেছিলেন বলে।

২৩. ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কে কী বলা হয়?
ক ফিকহ্ শাস্ত্রের জনক খ তাফসির শাস্ত্রের জনক
গ হাদিস শাস্ত্রের জনক ঘ ইলম শাস্ত্রের জনক

২৪. মুসলিম বাহিনী মক্কা বিজয় করেছিল –
i. বিনা রক্তপাতে ii. কুরাইশদের সাথে আপোষ করে iii. বিনা বাধায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. ইসলাম শব্দটির মূলধাতু কী?
ক সিলমুন খ সালামুন গ সালিমুন ঘ ইসলামুন

২৬. ইসলামে রয়েছে –
i. সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা ii. রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
iii. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. কোন সূরায় মহান আল্লাহ্ তায়ালার একত্ববাদের বর্ণনা রয়েছে?
ক আত ত্বীন খ আল ইখলাস গ আল মাউন ঘ আল কাফিরুন

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৮ থেকে ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

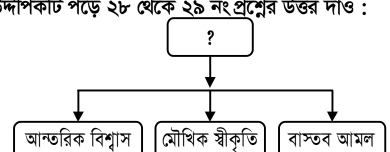

২৮. "?" চিহ্নিত স্থানে কী বসবে?
ক সালাত খ সাওম গ ঈমান ঘ যাকাত

২৯. ছক চিত্রের মূল বিষয়ের সাথে ইসলামের সম্পর্ক হলো –
i. গাছের মূল ও শাখা-প্রশাখার ন্যায় ii. একে অপরের বিপরীত
iii. একে অপরের পরিপূরক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i ও ii
নোট : উপরিউক্ত অপশনগুলোতে সঠিক উত্তর দেওয়া নেই।
সঠিক উত্তর হলো : i ও iii

৩০. জাহান্নামে কারা চিরকাল থাকবে?
ক মিথ্যুক খ সুদখোর গ ফাসিক ঘ কাফির

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ঢাকা বোর্ড– ২০২৪

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 1 1

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। মি. 'ক' মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের কতিপয় মৌলিক বিষয় অবিশ্বাস করে। অপরদিকে 'খ' তার এক বন্ধুকে তিন মাসের মধ্যে ফেরত দেয়ার শর্তে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ দেয়। কিন্তু তার বন্ধু সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যথাসময়ে টাকা ফেরত দেয়নি। এই নিয়ে তাদের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেয়। বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেব বলেন, এ ধরনের আচরণ পরিত্যাগ না করলে তাকে পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

ক. রিসালাত কী? ১
খ. তাকদিরে বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মি. 'ক' এর আচরণে যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মি. 'খ' এর বন্ধুর আচরণ প্রসঙ্গে ইমাম সাহেবের মন্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

২। জনাব সাহেদ সন্তানের সুস্থতার আশায় তার পীরের নামে একটি গরু জবাই করেন। অপরদিকে তার বন্ধু আনোয়ার সম্প্রতি ফেসবুকে একটি ভিডিও দেখেন। সেখানে আলিফ নামক এক ব্যক্তি দাবি করে যে, নবি-রাসুলের আগমন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এটি কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে। মুহাম্মদ (সঃ) এর পর আহমদ নামে পৃথিবীতে আরো একজন নবি এসেছিলেন।

ক. ইমান কী? ১
খ. ইসলাম শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সাহেদের কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আলিফের বক্তব্যের অসারতা কুরআন ও হাদিসের আলোকে প্রমাণ কর। ৪

৩। জনাব 'ম' ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তিনি পরকালে পুরস্কার পাওয়ার আশায় গরিব, ইয়াতিম ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদয় আচরণ করেন। তাছাড়া আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের ক্ষেত্রে তিনি লৌকিকতা পছন্দ করেন না। পক্ষান্তরে জনাব 'ন' মাদক ব্যবসা করে অনেক অর্থ উপার্জন করেন এবং বিলাসবহুল জীবন যাপন করেন। তার উপার্জন সম্পর্কে জানতে পেরে ইমাম সাহেব বলেন, "এ ধরনের উপার্জনের পরিণতি দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যন্ত ভয়াবহ।"

ক. 'সিহাহ সিত্তাহ' কী? ১
খ. "আল-হাদিস পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ"– কথাটি বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. জনাব 'ম' এর মধ্যে কোন সূরার শিক্ষা প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব 'ন' এর উপার্জন সম্পর্কে ইমাম সাহেবের মন্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। বন্যার পানিতে জনাব আমিনের মৎস্যখামার ভেসে যায়। এতে তিনি আর্থিকভাবে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু তিনি হতাশ হয়ে পড়েননি, বরং আল্লাহ তা'য়ালার উপর ভরসা করে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। অন্যদিকে তার বন্ধু জনাব হেলাল একজন বড় ব্যবসায়ী। তিনি সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পণ্যে ভেজাল মেশান না। তিনি ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি করেন। তার সম্পর্কে জানতে পেরে একজন ইসলামিক স্কলার বলেন, "এ ধরনের ব্যবসায়ীগণ কিয়ামতের দিন মহাপুরস্কার লাভ করবেন।"

ক. 'নাযিরা তিলাওয়াত' কী? ১
খ. ইসলামকে গতিশীল জীবন ব্যবস্থা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব আমিনের আচরণে যে হাদিসের শিক্ষা ফুটে উঠেছে তা চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব হেলাল সম্পর্কে ইসলামিক স্কলারের মন্তব্যটি তোমার পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। আঃ জলিল প্রতিবছরের মতো এবারও মাসব্যাপী রাতের শেষ ভাগে কিছু খেয়ে সারাদিন পানাহার থেকে বিরত থাকেন। অন্যদিকে আরমান তার ধনীবন্ধুদের নিয়ে পরিকল্পিতভাবে একটি ফরয ইবাদত পালনের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচনে উদ্যোগ গ্রহণ করেন, যেন ধনী-গরিবের পার্থক্য দূর হয়।

ক. হাক্কুল্লাহ কী? ১
খ. সালাতের মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আঃ জলিল যে ইবাদতটি পালন করেছেন তা চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আরমানের পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট ইবাদতের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৬। নাফিস একজন ধনী ব্যক্তি। তিনি নিয়মিত সালাত আদায় করেন। তিনি গত বছর হজও করেছেন। কিন্তু তিনি বছরান্তে তার সম্পদ থেকে আল্লাহর নির্ধারিত অংশ নির্দিষ্ট খাতে দান করেন না। অপরদিকে তার বন্ধু রফিক আযান শুনলে সকল কাজ রেখে একটি বিশেষ ইবাদতের প্রস্তুতি নেন এবং তা সম্পূর্ণ করেন। উক্ত ইবাদত প্রসংগে তার পিতা বলেন এটি মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করে।

ক. জিহাদ কী? ১
খ. ইসলামে ইল্ম অর্জন করা ফরজ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. নাফিস কোন ধরনের এবাদত পালন থেকে বিরত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রফিকের পিতার মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। আমিনা ও লামিয়া দুই বান্ধবী। একদিন আমিন একটি স্বর্ণের চেইন লামিয়ার নিকট জমা রাখেন। কিছুদিন পর আমিনা চেইনটি ফেরত চাইলে লামিয়া তা ফেরত দেয়। পক্ষান্তরে শিক্ষিকা শাহানা একদিন এক বৃদ্ধা ও গরিব মহিলার বাস ভাড়া দিয়ে দেন। এরপর তিনি তাকে একটি নতুন পোশাকও কিনে দেন। এতে বৃদ্ধা খুশী হয়ে বলেন, আপনার ভালো কাজের প্রতিদান আল্লাহ আপনাকে অবশ্যই দিবেন।

ক. শালীনতা কী? ১
খ. 'আখলাকে যামিমাহ ব্যক্তি জীবনে অশান্তি ডেকে আনে'– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. লামিয়ার মধ্যে আখলাকে হামিদার কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বৃদ্ধার মন্তব্যের যথার্থতা পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত আখলাকে হামিদাহর আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। জনাব জহির একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। কিছুদিন পর তার কাছে ভালো না লাগায় তা ছেড়ে দেন। এখন এদিক সেদিক ঘুরাঘুরি করে অলস সময় কাটান। পক্ষান্তরে জহিরের বন্ধু আবদুর রহিম কারো ভালো দেখলে খুব কষ্ট পায়। সব সময় অন্যের ক্ষতি আশা করে। বিষয়টি জানতে পেরে তার স্ত্রী সামিয়া তাকে বলল "অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীর গুনাহ মাফ হয় না।"

ক. মিতব্যয়িতা কী? ১
খ. "খিয়ানতকারী মুমিন নয়"– উক্তিটির ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জহিরের মধ্যে আখলাকে যামিমার কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সামিয়ার উক্তিটি কি সঠিক? ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। সোহেল সাহেব একজন শিক্ষক। উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য তিনি বিদেশে গমন করেন। বিদেশে অনেক সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তিনি দেশে ফিরে এসে পুনরায় শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। অপরদিকে তার বন্ধু রেজাউল সাহেব একজন শিল্পপতি। তিনি আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় মন্দকাজ থেকে বিরত থাকেন এবং সব সময় ভালো কাজ করেন। তার এ আচরণ লক্ষ করে বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ জনাব আব্দুল হামিদ বলেন– "এরূপ চরিত্রের অধিকারীগণ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত।"

ক. আত্মশুদ্ধি কী? ১
খ. 'পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক'– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সোহেল সাহেবের কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদার কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আব্দুল হামিদ সাহেবের মন্তব্যটি তোমার পাঠ্যবইয়ের উল্লিখিত আখলাকে হামিদার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব নাহিদ জনগণের উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতায় মানবাধিকার, নারীর অধিকার ও ধর্মীয় অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। অপরদিকে তার বন্ধু আশরাফ সাহেব একজন সৎ লোক, তিনি এলাকার মানুষদের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য একটি সংঘ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উদ্যোগের কথা আশরাফের পিতা জানতে পেরে তাকে বললেন, 'এরূপ কর্মকাণ্ড সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়ক'।

ক. 'দারুল আরকাম' কী? ১
খ. হযরত ওমর (রাঃ) কে 'ফারুক' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব নাহিদের বক্তব্যের সাথে রাসুল (সঃ) এর জীবনের কোন ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে। ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকের উদ্যোগটি কতটুকু ফলপ্রসূ? মহানবি (সঃ) এর জীবনের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব জামাল ইসলাম শিক্ষা ক্লাসে একজন মুসলিম মনীষীর জীবনী আলোচনা করেন, যার সংকলিত গ্রন্থকে আল-কুরআনের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

দৃশ্যকল্প-২ : জনাব আনিস একজন মুসলিম শাসকের জীবনী অধ্যয়ন করেন। যিনি ছিলেন ন্যায় ও ইনসাফের মূর্ত প্রতীক। অন্যায়-অপরাধের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি তার আপনজনকেও ছাড় দেননি।

ক. রসায়ন শাস্ত্রের জনক কে? ১
খ. হযরত আবু বকর (রাঃ) কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন? ২
গ. জনাব জামাল যে মনীষীর জীবনী আলোচনা করছিলেন তা চিহ্নিত করে জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বর্ণনা কর। ৩
ঘ. "আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় এমন শাসক অত্যাবশ্যক"। – দৃশ্যকল্প-২ এর আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	L	২	L	৩	L	৪	L	৫	M	৬	N	৭	K	৮	L	৯	M	১০	N	১১	L	১২	M	১৩	L	১৪	K	১৫	K
	১৬	L	১৭	M	১৮	N	১৯	K	২০	L	২১	L	২২	N	২৩	K	২৪	L	২৫	K	২৬	N	২৭	L	২৮	M	২৯	L	৩০	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ মি. 'ক' মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের কতিপয় মৌলিক বিষয় অবিশ্বাস করে। অপরদিকে 'খ' তার এক বন্ধুকে তিন মাসের মধ্যে ফেরত দেয়ার শর্তে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ দেয়। কিন্তু তার বন্ধু সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যথাসময়ে টাকা ফেরত দেয়নি। এই নিয়ে তাদের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেয়। বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেব বলেন, এ ধরনের আচরণ পরিত্যাগ না করলে তাকে পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

ক. রিসালাত কী? ১

খ. তাকদিরে বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মি. 'ক' এর আচরণে যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. 'খ' এর বন্ধুর আচরণ প্রসঙ্গে ইমাম সাহেবের মন্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাহ তায়ালার পবিত্র বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বকে রিসালাত বলা হয়।

খ তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস অত্যন্ত জরুরি। কারণ তকদির হলো নির্ধারিত পরিমাণ, ভাগ্য বা নিয়তি। আল্লাহ তায়ালা মানুষের তাকদিরের নিয়ন্ত্রক। তিনিই তাকদিরের ভালো মন্দ নির্ধারণকারী। মানুষ যা চায় তাই-ই করতে পারবে না; বরং মানুষ শুধু তার কাজের জন্য চেষ্টা সাধনা করবে। অতঃপর ফলাফলের জন্য আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করবে। যদি চেষ্টা করার পরও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না পায় তবে হতাশ হবে না। আর যদি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেয়ে যায়, তবে আনন্দে আত্মহারা হবে না; বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞশীল হবে।

গ মি. 'ক' এর আচরণে কুফর প্রকাশ পেয়েছে।

'কুফর' শব্দের অর্থ– অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা। ইসলামি পরিভাষায়– ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটির প্রতিও অবিশ্বাস করাকে কুফর বলা হয়। কুফরে লিপ্ত হওয়ার নানা ধরন রয়েছে। যেমন : আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব অস্বীকার করা, আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি অস্বীকার করা, ইমানের সাতটি বিষয়ে অস্বীকার করা, হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল মনে করা, ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা ইত্যাদি। আর কুফরে যুক্ত হওয়ার ফলে সমাজে পাপাচার-অনৈতিকতার প্রসার ঘটে, হতাশা সৃষ্টি হয় ও অনন্তকালের শাস্তি ভোগ করতে হয়।

উদ্দীপকে মি. 'ক' মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের কতিপয় মৌলিক বিষয় অবিশ্বাস করে। যার ফলে সে কুফরে লিপ্ত হয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, মি. 'ক' এর আচরণে কুফরের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ মি. 'খ' এর বন্ধুর আচরণে মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। এ বিষয়ে ইমাম সাহেবের মন্তব্যটি যথার্থ।

সাধারণভাবে যারা অন্তরে একরকম ভাব রেখে বাইরে তার বিপরীত অবস্থা প্রকাশ করে তাদের মুনাফিক বলা হয়। রাসুল (সা.) মুনাফিকের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, আর যখন কোনো কিছু তার কাছে আমানত রাখা হয় তার খিয়ানত করে'। (সহিহ বুখারি) মি. 'খ' এর বন্ধুর চরিত্রে ওয়াদা ভঙ্গের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

মি. 'খ' এর বন্ধু তিন মাস পর ফেরত দেওয়ার ওয়াদা করে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ নেয়। কিন্তু সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তিন মাস অতিক্রম হলেও সে টাকা ফেরত দেয়নি। এভাবে কথা দিয়ে কথা না রাখা, ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকের কাজ। এ বিষয়ে স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেব বলেন, এ ধরনের আচরণ পরিত্যাগ না করলে তাকে পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। তার এ বক্তব্য সম্পূর্ণ সঠিক। কারণ মুনাফিকি অত্যন্ত জঘন্য পাপ। এটি মানুষের চরিত্র ও নৈতিকতা ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে মানুষ মিথ্যাচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। মুনাফিকদের কেউ বিশ্বাস করে না। তাদের সন্দেহ ও ঘৃণার চোখে দেখে, সমাজের মানুষের কাছে তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জীবন কাটায়। তাদের পরকালীন পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৪৫)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, 'খ' এর বন্ধু ওয়াদা ভঙ্গ করে মুনাফিকের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেছে, যা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের জন্য ক্ষতিকর। তাই তার উচিত, ওয়াদার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা অর্থাৎ কথা ও কাজে সমন্বয় সাধন করা।

প্রশ্ন ▸ ০২ জনাব সাহেদ সন্তানের সুস্থতার আশায় তার পীরের নামে একটি গরু জবাই করেন। অপরদিকে তার বন্ধু আনোয়ার সম্প্রতি ফেসবুকে একটি ভিডিও দেখেন। সেখানে আলিফ নামক এক ব্যক্তি দাবি করে যে, নবি-রাসুলের আগমন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এটি কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে। মুহাম্মদ (সঃ) এর পর আহমদ নামে পৃথিবীতে আরো একজন নবি এসেছিলেন।

ক. ইমান কী? ১

খ. ইসলাম শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সাহেদের কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আলিফের বক্তব্যের অসারতা কুরআন ও হাদিসের আলোকে প্রমাণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং তদনুযায়ী আমল করাকে ইমান বলে।

খ ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ও আনুগত্য শিখতে পারি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চলাফেরা, উঠাবসা কীভাবে করতে হবে তা জানতে পারি। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, ক্ষমা, বিনয়, নম্রতা ইত্যাদি গুণের অনুশীলন করতে পারি। লোভ, হিংসা, মিথ্যাচার, অহংকার, পরনিন্দা ইত্যাদি খারাপ অভ্যাস পরিহার করে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে পারি। সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, সহনশীলতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি ইত্যাদির মাধ্যমে সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করতে পারি। পরকালীন জীবনে জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় জানতে পারি। এককথায় ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও সফলতা লাভের দিকনির্দেশনা অর্জন করতে পারি।

গ সাহেদের কর্মকাণ্ডে শিরক ফুটে উঠেছে।

জনাব সাহেদ সন্তানের সুস্থতার আশায় তার পিরের নামে একটি গরু জবাই করেন। এ ধরনের কাজ শিরকের অন্তর্ভুক্ত। শিরকের অপরাধ যে কত জঘন্য সে সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা বলেন– اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার গুনাহ ক্ষমা করেন না। তাছাড়া অন্য যেকোনো গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।' (সূরা আন-নিসা : আয়াত-৪৮)

শিরক যে অমার্জনীয় অপরাধ শুধু তাই নয়; বরং এতে আল্লাহ তায়ালার সেরা সৃষ্টি মানুষের অমর্যাদাও করা হয়। মানুষকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর অন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকারের জন্য। মানুষকে এমন সব গুণ দেওয়া হয়েছে, যা দ্বারা সে অন্য সকল সৃষ্টিকে বশে এনে নিজের কাজে ব্যবহার করতে সক্ষম।

অথচ মুশরিকরা ঐসবের সামনে মাথা নত করে। এভাবে নিজের মর্যাদাহানির জন্য সে নিজেই দায়ী। শিরকের মাধ্যমে মানব সমাজে বিবাদ ও বিভেদ সৃষ্টি হয়। বড়ো ছোটোর পার্থক্য সৃষ্টি হয়। মুশরিকরা নানারকম জড় পদার্থ, দেবদেবী, প্রতিমা, প্রাকৃতিক শক্তির সামনেও মাথা নত করে। এ হচ্ছে মানবতার চরম অবমাননা। শিরকের চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি।

ঘ আলিফের দাবিটি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খতমে নবুয়তে বিশ্বাসের পরিপন্থি। যার অসারতা কুরআন ও হাদিসে পরিলক্ষিত হয়। খতমে নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস বলতে নবুয়তের পরিসমাপ্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করাকে বোঝায়। মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে বহু নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে এ ধারা শুরু হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমে নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেছেন; কিন্তু আলিফের ধারণায় এর বিপরীত বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়।

আলিফ মনে করে, নবি-রাসুলের আগমন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এটি কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে। মুহাম্মাদ (সা.)-এর পর আহমদ নামে পৃথিবীতে আরও একজন নবি এসেছিলেন। কিন্তু তার এ মনোভাব ঠিক নয়। কারণ হযরত মুহাম্মাদ (সা.) হলেন শেষ নবি। তিনি খাতামুন নাবিয়্যিন। তাঁর পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবি আসবেন না। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'রিসালাত ও নবুয়তের ধারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমার পর আর কোনো নবি আসবে না' (জামি তিরমিযি)। একজন ইমানদার হিসেবে এ বিষয়টির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।

সুতরাং কুরআন-হাদিসের আলোকে এটাই প্রমাণিত হলো যে, আলিফের বক্তব্যটি ভ্রান্ত।

প্রশ্ন ▶ ০৩ জনাব 'ম' ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তিনি পরকালে পুরস্কার পাওয়ার আশায় গরিব, ইয়াতিম ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদয় আচরণ করেন। তাছাড়া আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের ক্ষেত্রে তিনি লৌকিকতা পছন্দ করেন না। পক্ষান্তরে জনাব 'ন' মাদক ব্যবসা করে অনেক অর্থ উপার্জন করেন এবং বিলাসবহুল জীবন যাপন করেন। তার উপার্জন সম্পর্কে জানতে পেরে ইমাম সাহেব বলেন, "এ ধরনের উপার্জনের পরিণতি দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যন্ত ভয়াবহ।"

ক. 'সিহাহ সিত্তাহ' কী? ১

খ. "আল-হাদিস পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ"– কথাটি বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. জনাব 'ম' এর মধ্যে কোন সূরার শিক্ষা প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব 'ন' এর উপার্জন সম্পর্কে ইমাম সাহেবের মন্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাদিসের ছয়খানা বিশুদ্ধ গ্রন্থই হলো সিহাহ সিত্তাহ।

খ আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে বিভিন্ন বিষয়ের সংক্ষিপ্ত মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। আর মহানবি (সা.) তাঁর সুন্নাহর মাধ্যমে এসব বিধি-বিধান ও বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। একটি উদাহরণের মাধ্যমে এ বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে। যেমন আল-কুরআনে বলা হয়েছে– 'তোমরা সালাত কায়েম কর।' কিন্তু কোথায়, কীভাবে, কোন সময়ে সালাত আদায় করতে হবে এর কোনো পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা আল-কুরআনে পাওয়া যায় না। বরং রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সালাতের সমস্ত নিয়মকানুন তাঁর হাদিস বা সুন্নাহ-এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছেন। তাই হাদিসকে আল-কুরআনের ব্যাখ্যা বলা হয়।

গ জনাব 'ম' এর মধ্যে সূরা আল-মাউন এর শিক্ষা প্রকাশ পেয়েছে।

সূরা আল-মাউন আমাদের যেসব শিক্ষা দেয় তন্মধ্যে অন্যতম কয়েকটি শিক্ষা হলো– ১. ইয়াতিম ও দুস্থদের তাড়িয়ে দেওয়া নয়, বরং তাদের যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে; ২. ইয়াতিম, নিঃস্বদের সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে উৎসাহ দিতে হবে; ৩. বিচার দিবস বা হাশরের দিনকে স্বীকার করতে হবে।

জনাব 'ম' এর এরূপ উক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ। কেননা সাহায্যকারী মুসলিম মহান আল্লাহর নিকট প্রিয়। মহান আল্লাহ সাহায্যকারী ব্যক্তিকে পরকালে উত্তম প্রতিদান প্রদান করবেন।

উদ্দীপকের জনাব 'ম' ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তিনি পরকালে পুরস্কার পাওয়ার আশায় গরিব, ইয়াতিম ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদয় আচরণ করেন। তাছাড়া আল্লাহ তায়ালার ইবাদাতের ক্ষেত্রে তিনি লৌকিকতা পছন্দ করেন না। তিনি সূরা মাউন থেকে শিক্ষা নিয়ে উপরিউক্ত কাজগুলো করেন।

সুতরাং জনাব 'ম' এর মধ্যে সূরা মাউন এর শিক্ষা প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে ইমাম সাহেব জনাব 'ন' কে উদ্দেশ্য করে বলেন– "এ ধরনের উপার্জনের পরিণতি দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যন্ত ভয়াবহ।"

মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলে। আখিরাতে মানুষের দুনিয়ার কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। পাপ-পুণ্যের হিসাব না দিয়ে সেদিন কেউই রেহাই পাবে না। দুনিয়াতে যারা নেক আমল করবে পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। আর মন্দকাজের জন্য রয়েছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। এজন্য আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। উদ্দীপকের ইমাম সাহেবের বক্তব্যেও এটি প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে জনাব 'ন' মাদক ব্যবসা করে অনেক অর্থ উপার্জন করেন এবং বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন। তার এই উপার্জনটি সম্পূর্ণ হারাম। তার এই হারাম উপার্জনের প্রেক্ষিতে জনাব ইমাম সাহেব বলেন, আখিরাতের ভয় থাকলে তুমি অবশ্যই এরূপ অন্যায় কাজ করতে না। কারণ দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। হারাম উপার্জনের পরিণতি সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। বার-বার এ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। এই হারাম উপার্জনের পরিণতি নিঃসন্দেহে জাহান্নাম। আর দুনিয়াতে যারা মন্দ কাজ করবে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'অনন্তর যে সীমালঙ্ঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয় জাহান্নামই হবে তার আবাস।' (সূরা আন-নাযিআত; আয়াত : ৩৭-৩৯) অতএব 'ন' এর উপার্জন সম্পর্কে ইমাম সাহেবের মন্তব্য যথার্থ।

প্রশ্ন ▸ ০৪ বন্যার পানিতে জনাব আমিনের মৎস্যখামার ভেসে যায়। এতে তিনি আর্থিকভাবে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু তিনি হতাশ হয়ে পড়েননি, বরং আল্লাহ তা'য়ালার উপর ভরসা করে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। অন্যদিকে তার বন্ধু জনাব হেলাল একজন বড় ব্যবসায়ী। তিনি সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পণ্যে ভেজাল মেশান না। তিনি ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি করেন। তার সম্পর্কে জানতে পেরে একজন ইসলামিক স্কলার বলেন, "এ ধরনের ব্যবসায়ীগণ কিয়ামতের দিন মহাপুরস্কার লাভ করবেন।"

ক. 'নাযিরা তিলাওয়াত' কী? ১

খ. ইসলামকে গতিশীল জীবন ব্যবস্থা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব আমিনের আচরণে যে হাদিসের শিক্ষা ফুটে উঠেছে তা চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব হেলাল সম্পর্কে ইসলামিক স্কলারের মন্তব্যটি তোমার পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল-কুরআনকে দেখে দেখে পড়াকে নাযিরা তিলাওয়াত বলা হয়।

খ মানবজীবন ও সমাজ সতত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তন ও বিবর্তনের ধারায় জগতে নতুন নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটে। ফলে নতুন নতুন জিজ্ঞাসা, সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ সমস্ত সমস্যার সমাধান সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকেই করতে হয়। ইসলাম অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে এসব সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। এ কারণে ইসলাম একটি গতিশীল জীবনব্যবস্থা। সর্বোপরি এর গতিশীলতা প্রমাণিত হয় শরিয়তের চতুর্থ উৎস কিয়াসের মাধ্যমে, যা অনাগত সমস্যা সমাধানের পথকে উন্মুক্ত রেখেছে।

গ জনাব আমিনের আচরণে পাঠ্যবইয়ের হাদিস নং ৯ অর্থাৎ 'ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা' সম্পর্কিত হাদিসটির শিক্ষা ফুটে উঠেছে।

আলোচ্য হাদিসটিতে রাসুল (সা.) বলেন, 'মুমিনের সকল কাজ বিস্ময়কর। আর প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আর এ কল্যাণ মুমিন ছাড়া আর কেউ লাভ করতে পারে না। যদি সে সুখ-শান্তি লাভ করে, তবে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এটা তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি সে দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়, তবে সে ধৈর্যধারণ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর।' (মুসলিম)

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব আমিন প্রাকৃতিক দুর্যোগের দ্বারা আর্থিকভাবে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও মনোবল হারাননি; বরং তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করে ধৈর্যধারণ করেছেন। অর্থাৎ তিনি উপরিউক্ত হাদিসের উপর পূর্ণ আমল করেছেন। এ হাদিসের শিক্ষা হলো– সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ এসব মানবজীবনের স্বাভাবিক বিষয়। দুঃখ-কষ্ট বা বিপদের সময় হতাশ হওয়া চলবে না। মনোবল হারানো যাবে না; বরং ধৈর্যসহকারে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও অন্যান্য করণীয় কর্তব্য পালন করতে হবে। আর উদ্দীপকে মি. আমিনের মধ্যে 'ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা' সম্পর্কিত এই হাদিসটির শিক্ষাই ফুটে উঠেছে।

ঘ জনাব হেলাল ব্যবসার ক্ষেত্রে পাঠ্যবইয়ের ৮নং হাদিস অর্থাৎ ব্যবসায়ে সততা সম্পর্কিত হাদিসের অনুসরণ করেছেন। যেমন রাসুল (সা.) বলেন– 'বিশ্বস্ত, সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহিদগণের সঙ্গে থাকবেন।' (ইবনে মাজাহ)

উদ্দীপকে জনাব হেলাল ভেজাল না করে ন্যায্যমূল্যে সততার সাথে ব্যবসা করেন। এজন্য একজন ইসলামিক স্কলার বলেছেন– "সৎ ব্যবসায়ীগণ কিয়ামতের দিন মহাপুরস্কার লাভ করবেন।" উপরিউক্ত হাদিসের প্রতিধ্বনি তার এ বক্তব্যে পাওয়া যায়। তাই ইসলামিক স্কলারের উক্তিটি যথার্থ।

মানুষ ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে পার্থিব উন্নতি সাধন করে। এ জাগতিক উন্নতির মোহে মানুষ অনেক সময় অসৎ পথ বেছে নেয়। অর্থের লোভে ধোঁকা বা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে। পাশাপাশি কিছু মানুষ সমাজের এ জাগতিক মোহের গড্ডালিকা প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে না দিয়ে বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতার পথ আঁকড়ে ধরে থাকে। ধৈর্যের পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে সৎ ও ন্যায়ভাবে ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনা করে। পণ্যদ্রব্যে কোনো ধরনের ভেজাল না দিয়ে যেভাবে আছে সেভাবেই বিক্রি করে। মাল বিক্রি করার সময় সে মালের অযথা তারিফ করে ক্রেতাকে বিভ্রান্তিতে ফেলে না। তার নিজের নিকট অন্যের ধার থাকলে পাওনাদারকে অযথা হয়রানি করে না। অপরপক্ষে কারও কাছে কিছু পাওনা থাকলে তাকে উত্যক্ত করে না। উক্ত হাদিসে এসব বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী ব্যবসায়ীদের সৎ ও ন্যায়ের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে তারা পুরস্কার হিসেবে কিয়ামতের দিন শহিদদের সঙ্গে থাকবেন। যা উদ্দীপকে ইসলামিক স্কলারের বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং বলা যায়– ইসলামিক স্কলারের উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▸ ০৫ আঃ জলিল প্রতি বছরের মতো এবারও মাসব্যাপী রাতের শেষ ভাগে কিছু খেয়ে সারাদিন পানাহার থেকে বিরত থাকেন। অন্যদিকে আরমান তার ধনী বন্ধুদের নিয়ে পরিকল্পিতভাবে একটি ফরয ইবাদত পালনের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচনে উদ্যোগ গ্রহণ করেন, যেন ধনী-গরিবের পার্থক্য দূর হয়।

ক. হাক্কুল্লাহ কী? ১

খ. সালাতের মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আঃ জলিল যে ইবাদতটি পালন করেছেন তা চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আরমানের পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট ইবাদতের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে হাক্কুল্লাহ বলে।

খ সালাতের কারণে দৈনিক পাঁচবার মুসলমানগণ একস্থানে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়। একে অপরের খোঁজখবর নিতে পারে। সুখে-দুঃখে একে অপরের সহযোগিতা করতে পারে। নামাজের সারিতে দাঁড়িয়ে উঁচু-নীচ ভেদাভেদ থাকে না। তাই সালাতের মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

গ উদ্দীপকে আব্দুল জলিল যে ইবাদতটি পালন করেছেন তা হলো ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ সাওম।

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় সাওম হলো সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকা। প্রাপ্তবয়স্ক সকল নর ও নারীর উপর রমযান মাসের এক মাস রোযা রাখা ফরজ। সকল সৎকাজের প্রতিদান আল্লাহ দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিবেন। কিন্তু সাওম-এর প্রতিদান সম্পর্কে হাদিসে কুদসিতে রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন– اَلصَّوْمُ لِىْ وَأَنَا أَجْزِىْ بِهٖ অর্থাৎ, 'সাওম আমার জন্য আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।' (বুখারি)

রাসুল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও সাওয়াবের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে, আল্লাহ তায়ালা তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন' (বুখারি)। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, আব্দুল জলিলের পালনকৃত ইবাদতটি হচ্ছে সাওম।

ঘ উদ্দীপকে আরমানের উপলব্ধিতে যাকাতের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যাকাতের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্যোগ গ্রহণ করে ধনী-গরিবের পার্থক্য দূর করা সম্ভব।

অর্থনৈতিকভাবে ধনী ও গরিব উভয় শ্রেণির মানুষ সমাজে রয়েছে। ধনী ও গরিবের মাঝে আর্থিক সমন্বয় সাধন করতেই আল্লাহ তায়ালা যাকাতের বিধান দিয়েছেন। যাকাত আদায় করলে সমাজের দুর্বল লোকেরাও আর্থিকভাবে সবল হয়ে উঠবে। ফলে ধনী ও গরিবের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি হবে। তাইতো প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেন– اَلزَّكٰوةُ قَنْطَرَةُ الْاِسْلَامِ অর্থাৎ, 'যাকাত হলো ইসলামের সেতুবন্ধ।' (বায়হাকি)

উদ্দীপকে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে ধনী-গরিবের পার্থক্য দূরীকরণে আরমান ও তার ধনী বন্ধুদের পরিকল্পনা বাস্তব। ধনীরা বছরান্তে তাদের যাকাতযোগ্য সম্পদের শতকরা ২.৫০ হারে দারিদ্র্য দূরীকরণে পরিকল্পিতভাবে খরচ করলে ধনী-গরিবের পার্থক্য দূর করা সম্ভব।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ অর্থাৎ, 'যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের অর্থশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।' (সূরা আল-হাশর : আয়াত-৭)

অতএব উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, যাকাতের পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজ থেকে ধনী-গরিবের মধ্যকার পার্থক্য দূর করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ০৬ নাফিস একজন ধনী ব্যক্তি। তিনি নিয়মিত সালাত আদায় করেন। তিনি গত বছর হজও করেছেন। কিন্তু তিনি বছরান্তে তার সম্পদ থেকে আল্লাহর নির্ধারিত অংশ নির্দিষ্ট খাতে দান করেন না। অপরদিকে তার বন্ধু রফিক আযান শুনলে সকল কাজ রেখে একটি বিশেষ ইবাদতের প্রস্তুতি নেন এবং তা সম্পূর্ণ করেন। উক্ত ইবাদত প্রসংগে তার পিতা বলেন এটি মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করে।

ক. জিহাদ কী? ১
খ. ইসলামে ইল্‌ম অর্জন করা ফরজ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. নাফিস কোন ধরনের এবাদত পালন থেকে বিরত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রফিকের পিতার মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক জানমাল, ইলম, আমল, লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করাই হলো জিহাদ।

খ ইসলাম শব্দের অর্থ হলো আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ। তাই প্রতিটি মুসলিমকে জানতে হবে– সে কার আনুগত্য করবে, কী আনুগত্য করবে, কার কাছে কীভাবে আত্মসমর্পণ করবে। আর এ জানার জন্য জ্ঞানার্জন আবশ্যক। তাছাড়া ইসলামের মূল দুটি উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। এ দুটো লিখিত আকারে রয়েছে। এ দুটোকে বুঝতে হলেও জ্ঞানের দরকার। এ কারণেই ইসলামে জ্ঞান অর্জনকে ফরজ করা হয়েছে।

গ নাফিস ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ যাকাত ইবাদতটি পালন থেকে বিরত রয়েছে।

ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো মুসলমান নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫০ ভাগ হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলে। জনকল্যাণমুখী প্রকল্পসমূহের সাফল্য যাকাতের উপর নির্ভরশীল। এতে সম্পদের প্রবাহ গতিশীল হয়। ধনীর সম্পদ পুঞ্জীভূত না থেকে দরিদ্র লোকদের হাতেও যায়। ফলে রাষ্ট্রের অর্থনীতি সচল হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বেকারত্ব হ্রাস পায়। মাথাপিছু আয় বেড়ে যায়। আর্থিকভাবে অসচ্ছল মানুষ ধীরে ধীরে সচ্ছল হতে থাকে। সুতরাং বলা যায় যে, নাফিস যাকাত ইবাদাত পালন থেকে বিরত রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে রফিকের পিতা বলেন, সালাত মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করে।

ইসলামের মূলভিত্তি ৫টি। সালাত তন্মধ্যে দ্বিতীয়। মহানবি (সা.) বলেন, সালাত দ্বীনের ভিত্তি। অন্যত্র তিনি বলেন, সালাত জান্নাতের চাবি। সালাত আদায় করতে গিয়ে বান্দা দৈনিক কমপক্ষে পাঁচবার শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা হাসিল করে আল্লাহর সান্নিধ্যে যায়। এতে তার ইমান বৃদ্ধি পায়। কুফর ও ইমানের মাঝে সালাত পার্থক্য সৃষ্টি করে। কারণ যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করে সে ইমানদার। আর যে নামাজ পরিত্যাগ করে তার ইমান নেই। ইমানহীন ব্যক্তি কাফির। মহানবি (সা.) বলেন, 'সালাত হলো ইমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী' (তিরমিযি)। সালাত মানুষকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে' (সূরা আল-আনকাবূত : আয়াত-৪৫)। সালাতের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি হয়। প্রতিদিন পাঁচবার একত্রে সালাত আদায় করার ফলে মুসলমানদের মধ্যে হৃদ্যতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, মুসলমানদের জীবনে সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যধিক এবং এ বিষয়ে রফিকের পিতার মন্তব্য যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৭ আমিনা ও লামিয়া দুই বান্ধবী। একদিন আমিন একটি স্বর্ণের চেইন লামিয়ার নিকট জমা রাখেন। কিছুদিন পর আমিনা চেইনটি ফেরত চাইলে লামিয়া তা ফেরত দেয়। পক্ষান্তরে শিক্ষিকা শাহানা একদিন এক বৃদ্ধা ও গরিব মহিলার বাস ভাড়া দিয়ে দেন। এরপর তিনি তাকে একটি নতুন পোশাকও কিনে দেন। এতে বৃদ্ধা খুশী হয়ে বলেন, আপনার ভালো কাজের প্রতিদান আল্লাহ আপনাকে অবশ্যই দিবেন।

ক. শালীনতা কী? ১

খ. 'আখলাকে যামিমাহ ব্যক্তি জীবনে অশান্তি ডেকে আনে'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. লামিয়ার মধ্যে আখলাকে হামিদার কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বৃদ্ধার মন্তব্যের যথার্থতা পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত আখলাকে হামিদাহর আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও চলাফেরায় ভদ্র, সভ্য ও মার্জিত হওয়াকেই শালীনতা বলে।

খ মানবসমাজে আখলাকে যামিমাহর কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ। এটি ব্যক্তি জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। ব্যক্তিকে পশুর চেয়েও অধমে পরিণত করে। ন্যায়নীতির অভাবে নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য সে মানবিক আদর্শসমূহকে বিসর্জন দেয়, ফলে অন্যায়, অত্যাচার ও অশালীন কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এভাবে আখলাকে যামিমাহ ব্যক্তিজীবনে অশান্তি ডেকে আনে।

গ লামিয়ার মধ্যে আখলাকে হামিদার 'আমানত' গুণটি প্রকাশ পেয়েছে।

আমানত আরবি শব্দ। এর অর্থ গচ্ছিত রাখা, নিরাপদ রাখা। সাধারণত কারও নিকট কোনো অর্থ-সম্পদ, কথা গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলা হয়। তবে ব্যাপকার্থে শুধু ধন-সম্পদ নয়; বরং যেকোনো জিনিস গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলে। একজনের জানমাল, সম্মান, কথা-প্রতিজ্ঞা সবকিছুই অন্যের নিকট আমানতস্বরূপ। যিনি গচ্ছিত সম্পদ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেন এবং তা প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেন তাকে বলা হয় আমিন বা আমানতদার।

উদ্দীপকে দেখা যায়, লামিয়া তার নিকট তার বান্ধবী আমিনার জমা রাখা স্বর্ণের চেইনটি নির্ধারিত সময়ে ফেরত দিয়ে আমানত রক্ষা করেছে।

আমানত রক্ষা করা আখলাকে হামিদাহর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। সচ্চরিত্র ব্যক্তির মধ্যে আমানতদারি বিশেষভাবে বিদ্যমান থাকে। আমানত রক্ষা করা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করতে' (সূরা আন-নিসা : আয়াত-৫৮)। আমানত রক্ষা করা মুমিনের জন্য আবশ্যক। প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি কোনো অবস্থাতেই আমানতের খিয়ানত করে না। যেমন মহানবি (সা.) বলেন– لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهٗ অর্থাৎ, 'যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ইমান নেই।' (মুসনাদে আহমাদ) সুতরাং বলা যায়, আমানত রক্ষা করা ইমানের অঙ্গাস্বরূপ। যা উদ্দীপকের লামিয়ার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে শিক্ষিকা শাহানার আচরণে 'মানবসেবা' গুণটি ফুটে উঠেছে।

মানবসেবা আখলাকে হামিদাহর অন্যতম বিষয়। মানবসেবা মানুষের উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক। যে ব্যক্তি মানুষের সেবা করেন, তিনি মহৎপ্রাণ। সমাজে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তায়ালাও এরূপ ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। যিনি মানুষের সেবা, সাহায্য-সহযোগিতা করেন, আল্লাহ তায়ালাও তাকে সাহায্য ও দয়া করেন। মহানবি (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।' (বুখারি)

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।' (তিরমিযি)

মানবসেবা করা মুমিনের অন্যতম গুণ। মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই অন্য মানুষের খেদমতে নিয়োজিত থাকে। মহানবি (সা.) এ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, রুগ্‌ণ ব্যক্তির সেবা কর, বন্দীকে মুক্ত কর এবং ঋণগ্রস্তকে ঋণমুক্ত কর।' (বুখারি)

উদ্দীপকে দেখা যায়, শিক্ষিকা শাহানা এক বৃদ্ধা ও গরিব মহিলার বাস ভাড়া দিয়ে দেন এবং তাকে একটি নতুন পোশাকও কিনে দেন। এটি মানবসেবার অনন্য দৃষ্টান্ত। এ সেবার ফলে বৃদ্ধা খুশি হয়ে বলেন– "আপনার ভালো কাজের প্রতিদান আল্লাহ আপনাকে অবশ্যই দিবেন।"

পরিশেষে বলা যায় যে, সকল মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা করা রাসুল (সা.)-এর আদর্শ। আমাদের তিনি এজন্য অনুপ্রাণিত করে গেছেন। সুতরাং আমাদের যথাসম্ভব সব মানুষের সেবা করা উচিত। আর এ বিষয়ে বৃদ্ধার মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৮ জনাব জহির একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। কিছুদিন পর তার কাছে ভালো না লাগায় তা ছেড়ে দেন। এখন এদিক সেদিক ঘুরাঘুরি করে অলস সময় কাটান। পক্ষান্তরে জহিরের বন্ধু আবদুর রহিম কারো ভালো দেখলে খুব কষ্ট পায়। সব সময় অন্যের ক্ষতি আশা করে। বিষয়টি জানতে পেরে তার স্ত্রী সামিয়া তাকে বলল "অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীর গুনাহ মাফ হয় না।"

ক. মিতব্যয়িতা কী? ১

খ. "খিয়ানতকারী মুমিন নয়"– উক্তিটির ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জহিরের মধ্যে আখলাকে যামিমার কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সামিয়ার উক্তিটি কি সঠিক? ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক মিতব্যয়িতা হলো প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করা, পরিমিতবোধ, কথাবার্তা, কাজকর্মে যথার্থতা, মালসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ইত্যাদি।

খ 'খিয়ানতকারী মুমিন নয়' উক্তিটি মহানবি (সা.)-এর বাণীর প্রতিধ্বনি। মহানবি (সা.) বলেন, যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ইমান নেই। (মুসনাদে আহমাদ)

খিয়ানত করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। এটি মুনাফিকের চিহ্ন। একজন মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আমানত রক্ষা করা এবং খিয়ানত না করা। খিয়ানতের মাধ্যমে বিশ্বাস ভঙ্গ হয়। আমানতকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই খিয়ানতকারী মুমিন নয়।

গ জহিরের মধ্যে আখলাকে যামিমার কর্মবিমুখতা বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোনো কাজ না করে অলস বা বেকার বসে থাকাকে কর্মবিমুখতা বলে। কর্মবিমুখতা একটি জাতির জন্য দুর্ভোগ ও কলঙ্কস্বরূপ। এ দুর্ভাগ্যজনক অবস্থাটিই জনাব জহিরের মধ্যে লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব জহির একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। কিছুদিন পর তার কাছে ভালো না লাগায় তা ছেড়ে দেন। এখন এদিক সেদিক ঘুরাঘুরি করে অলস সময় কাটান। আমরা জানি, যোগ্যতা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অলসতা বা অন্য যেকোনো কারণে স্বেচ্ছায় কোনো কাজ না করে বসে থাকা হলো কর্মবিমুখতা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে জহিরের কাজটি কর্মবিমুখতার আওতাভুক্ত এবং ইসলামে এর কোনো সুযোগ নেই। ইসলামে মানুষকে কাজ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর' (সূরা আল-জুমুআ : আয়াত-১০)। হাদিসে হালাল জীবিকা অর্জনকে ফরজ ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হয়, জনাব জহিরের কাজ অর্থাৎ কর্মবিমুখতা ইসলামে সমর্থনযোগ্য নয়।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে উল্লিখিত সামিয়ার উক্তিটি সঠিক।

হিংসা হচ্ছে আখলাকে যামিমাহর অন্যতম নিকৃষ্ট দিক। অন্যের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করা, নিজেকে বড় মনে করা, অন্যকে ঘৃণা করা বা শত্রুতাবশত তার ক্ষতি কামনা করা, পরের উন্নতি ও সুখ সহ্য করতে না পারা প্রভৃতি হলো হিংসা-বিদ্বেষজনিত মনোভাব। হিংসার আরবি প্রতিশব্দ হাসাদ। হিংসা-বিদ্বেষ মানবচরিত্রের অত্যন্ত নিন্দনীয় অভ্যাস যা সামিয়ার মধ্যে বিদ্যমান।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জহিরের বন্ধু আব্দুর রহিম কারো ভালো দেখলে খুব কষ্ট পায়। সব সময় অন্যের ক্ষতি আশা করে। বিষয়টি জানতে পেরে তার স্ত্রী সামিয়া তাকে বললো– "অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীর গুণাহ মাফ হয় না;" হিংসা-বিদ্বেষ মানবচরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়। হিংসুক ব্যক্তি কখনো ভালো মানুষ বা সমাজের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। কেননা গর্ব-অহংকার, পরশ্রীকাতরতা, শত্রুতা, অন্যের অনিষ্ট কামনা ইত্যাদি হিংসার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। হিংসুক ব্যক্তির মধ্যে এসব অভ্যাস গড়ে ওঠে। সামাজিক শান্তির জন্য প্রয়োজন সাম্য, মৈত্রী, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। হিংসা এসব সদগুণ ধ্বংস করে দেয়। হিংসুক ব্যক্তি নিজেকে বড় মনে করে এবং অন্যকে ঘৃণা করে। অন্যের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, পরের অনিষ্ট কামনা করে। এতে সমাজে ঐক্য, সংহতি বিনষ্ট হয় এবং শান্তি-শৃঙ্খলা থাকে না। এ কারণে হিংসাকারীর গুনাহ কখনো মাফ হয় না।

পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, হিংসা জাতীয় উন্নতির পথে অন্তরায়। হিংসুক নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখে এবং অন্যের অনিষ্ট কামনা করে। তাই এ ধরনের লোকদের আল্লাহ পছন্দ করেন না। সুতরাং হিংসা পরিহারে জনাব আব্দুর রহিমের স্ত্রীর পরামর্শ পুরোপুরি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▸ ০৯ সোহেল সাহেব একজন শিক্ষক। উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য তিনি বিদেশে গমন করেন। বিদেশে অনেক সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তিনি দেশে ফিরে এসে পুনরায় শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। অপরদিকে তার বন্ধু রেজাউল সাহেব একজন শিল্পপতি। তিনি আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় মন্দকাজ থেকে বিরত থাকেন এবং সব সময় ভালো কাজ করেন। তার এ আচরণ লক্ষ করে বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ জনাব আব্দুল হামিদ বলেন– "এরূপ চরিত্রের অধিকারীগণ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত।"

ক. আত্মশুদ্ধি কী? ১

খ. 'পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক'– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সোহেল সাহেবের কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদার কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আব্দুল হামিদ সাহেবের মন্তব্যটি তোমার পাঠ্যবইয়ের উল্লিখিত আখলাকে হামিদার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক আত্মশুদ্ধি হলো সর্বপ্রকার অনৈসলামিক কথা ও কাজ থেকে নিজ অন্তরকে মুক্ত ও নির্মল রাখা।

খ মানবজীবনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার গুরুত্ব অপরিসীম। পরিচ্ছন্ন থাকা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। নোংরা, ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত থাকা ইমানদারগণের স্বভাব নয়; বরং মুমিনগণ সদাসর্বদা পরিষ্কার ও পবিত্র থাকেন। যেমন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন– اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ অর্থাৎ, 'পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক' (মুসলিম)। পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিদের সবাই ভালোবাসে। তাই পবিত্রতাকে ইমানের অর্ধেক বলা হয়।

গ সোহেল সাহেবের কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদাহর 'স্বদেশপ্রেম' গুণটি ফুটে উঠেছে।

স্বদেশ বা নিজ মাতৃভূমির প্রতি মায়া-মমতা, আকর্ষণই হলো স্বদেশপ্রেম। এ আকর্ষণ মানুষ আজীবন অনুভব করে। কোনো কারণে দেশ ছেড়ে বাইরে গেলেও দেশপ্রেমের এ অনুভূতি হ্রাস পায় না। দেশের স্বার্থে কাজ করার দ্বারা দেশপ্রেম প্রমাণিত হয়। দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় কাজ করা, জাতীয় উন্নতিতে অবদান রাখা, দেশের স্বার্থবিরোধী কাজে কাউকে সাহায্য না করা, দেশের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করা, দেশের স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করা ইত্যাদি দ্বারা দেশকে ভালোবাসা যায়। দেশের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করা স্বদেশপ্রেমের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সর্বোপরি স্বদেশপ্রেম একটি মহৎ গুণ। উদ্দীপকে দেখা যায়, সোহেল সাহেব উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমন করেন। বিদেশে অনেক সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তিনি দেশে ফিরে এসে পুনরায় শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন।

সুতরাং বলা যায়, সোহেল সাহেবের কর্মকাণ্ডে স্বদেশপ্রেমের গুণটি ফুটে উঠেছে।

ঘ আব্দুল হামিদ সাহেবের মন্তব্যটি তাকওয়ার চরিত্র ধারণকারী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট।

তাকওয়া অর্থ– বিরত থাকা, বেঁচে থাকা, ভয় করা, নিজেকে রক্ষা করা। মহান আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচার ও পাপ কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করাকে তাকওয়া বলে। যিনি তাকওয়া অবলম্বন করেন তাকে মুত্তাকি বলা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রেজাউল সাহেব একজন শিল্পপতি। তিনি আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় মন্দকাজ থেকে বিরত থাকেন এবং সব সময় ভালো কাজ করেন। তিনি মনে করেন, আল্লাহ সবকিছু দেখছেন, অর্থাৎ তিনি একজন তাকওয়াবান ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া একটি মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মানবজীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। তাকওয়া মানুষকে ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জীবনেই সম্মান, মর্যাদা ও সফলতা দান করে। ইসলামি জীবনদর্শনে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি হলো মুত্তাকিগণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি সবচেয়ে সম্মানিত, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান' (সূরা আল-হুজুরাত : আয়াত-১৩)। মুত্তাকি ব্যক্তি কোনোরূপ অশ্লীল ও অশালীন কথা, কাজ ও চিন্তা-ভাবনা করে না। তারা সর্বদা কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক জীবনযাপন করেন এবং আল্লাহর ভয়ে নিজেদের অন্যায় কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। দৈনন্দিন জীবনে তারা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে নিয়োজিত থাকার চেষ্টা করেন। পরিশেষে এসব বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে বলা যায়, রেজাউল সাহেবের কর্মকাণ্ডে তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এবং এ সম্পর্কে আঃ হামিদ সাহেবের মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১০ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব নাহিদ জনগণের উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতায় মানবাধিকার, নারীর অধিকার ও ধর্মীয় অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। অপরদিকে তার বন্ধু আশরাফ সাহেব একজন সৎ লোক, তিনি এলাকার মানুষদের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য একটি সংঘ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উদ্যোগের কথা আশরাফের পিতা জানতে পেরে তাকে বললেন, 'এরূপ কর্মকাণ্ড সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়ক'।

ক. 'দারুল আরকাম' কী? ১

খ. হযরত ওমর (রাঃ) কে 'ফারুক' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব নাহিদের বক্তব্যের সাথে রাসুল (সঃ) এর জীবনের কোন ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে। ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকের উদ্দ্যোগটি কতটুকু ফলপ্রসূ? মহানবি (সঃ) এর জীবনের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক দারুল আরকাম হলো শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে মহানবি (সা.) কর্তৃক মক্কায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

খ হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার পর মহানবি (সা.)-কে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ইসলাম যদি সত্য হয় তাহলে আর গোপন নয়, এখন থেকে আমরা প্রকাশ্যে কাবার সামনে সালাত আদায় করব। মহানবি (সা.) তাতে খুশি হয়ে তাঁকে 'ফারুক' (সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী) উপাধি দেন। তাই তাঁকে ফারুক বলা হয়।

গ জনাব নাহিদের বক্তব্যের সাথে রাসুল (সা.)-এর জীবনের 'বিদায় হজের ভাষণের' সাদৃশ্য রয়েছে।

মহানবি (সা.) ৬৩২ খ্রি. (দশম হিজরিতে) তাঁর শেষ হজের নবম তারিখে আরাফাতের ময়দানে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, তা আমাদের নিকট বিদায় হজের ভাষণ নামে খ্যাত। 'জাবালে রহমত' নামক পাহাড়ে লক্ষ শ্রোতার সামনে সেদিনকার ভাষণ আজও মানবতা ও নৈতিকতার গুরুত্বপূর্ণ আইনি ভিত্তি হিসেবে ভূমিকা রাখছে। বিদায় হজের ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ দুটি নির্দেশ ছিল। যথা : ১. হে বিশ্বাসীগণ! স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে। তাদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তেমনই তোমাদের উপর তাদের অধিকার রয়েছে এবং ২. দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। তোমরা যা আহার করবে ও পরিধান করবে তাদেরকেও তা আহার করাবে ও পরিধান করাবে। তারা যদি কোনো অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলে, তবে তাদের মুক্ত করে দেবে। তবুও তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে না। কেননা তারাও তোমাদের মতো মানুষ। উদ্দীপকে চেয়ারম্যানের বক্তব্যে এ বিষয়গুলোই প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব নাহিদ জনগণের উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতায় মানবাধিকার, নারীর অধিকার ও ধর্মীয় অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। তাই তা রাসুল (সা.)-এর বিদায় হজের ভাষণের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে।

ঘ সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকের উদ্যোগটি 'হিলফুল ফুযুল' বা শান্তি সংঘকে নির্দেশ করছে। যা আশরাফ সাহেবের একটি মহতি উদ্যোগ।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) হারবুল ফিজারের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ যুদ্ধে বহু মানুষ আহত ও নিহত হন। তাতে তাঁর কোমল হৃদয় কেঁদে ওঠে। শান্তিকামী মানুষ হিসেবে এ অশান্তি দূর করতে তিনি যুবকদের নিয়ে হিলফুল ফুযুল গঠন করেন। উদ্দীপকে আশরাফের উদ্যোগের সংঘটি হিলফুল ফুযুলের অনুরূপ শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত। তাই ইমাম সাহেব এ উদ্যোগকে সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতিফলন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কেননা হিলফুল ফুযুলের উদ্দেশ্য ছিল আর্তের সেবা, অত্যাচারীকে প্রতিরোধ ও অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং গোত্রে গোত্রে শান্তি, সম্প্রীতি বজায় রাখা। বর্তমান বিশ্বের জাতিসংঘসহ বিভিন্ন শান্তিসংঘ তাই অনেকাংশে হিলফুল ফুযুলের কাছে ঋণী।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকের উদ্যোগটি পুরোপুরি ফলপ্রসূ।

প্রশ্ন ▸ ১১ **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব জামাল ইসলাম শিক্ষা ক্লাসে একজন মুসলিম মনীষীর জীবনী আলোচনা করেন, যার সংকলিত গ্রন্থকে আল-কুরআনের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

দৃশ্যকল্প-২ : জনাব আনিস একজন মুসলিম শাসকের জীবনী অধ্যয়ন করেন। যিনি ছিলেন ন্যায় ও ইনসাফের মূর্ত প্রতীক। অন্যায়-অপরাধের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি তার আপনজনকেও ছাড় দেননি।

ক. রসায়ন শাস্ত্রের জনক কে? ১

খ. হযরত আবু বকর (রাঃ) কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন? ২

গ. জনাব জামাল যে মনীষীর জীবনী আলোচনা করছিলেন তা চিহ্নিত করে জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় এমন শাসক অত্যাবশ্যক"। – দৃশ্যকল্প-২ এর আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাবির ইবনে হাইয়ানকে রসায়নশাস্ত্রের জনক বলা হয়।

খ মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর মুসলিম রাষ্ট্রে কতিপয় সমস্যা দেখা দেয়। হযরত আবু বকর (রা.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এসব মোকাবেলা করে ইসলাম ও মুসলমানদের বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করেন। এছাড়াও ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের অনেক হাফিয শাহাদাতবরণ করেন। এতে কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দিলে হযরত আবু বকর (রা.) পবিত্র কুরআনকে একত্র করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এসব যুগান্তকারী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করায় তাঁকে ইসলামের 'ত্রাণকর্তা' বলা হয়।

গ জনাব জামাল বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম মনীষী ইমাম বুখারি (রহ.)-এর জীবনী আলোচনা করেছিলেন।

ইমাম বুখারি (রহ.)-এর আসল নাম মুহাম্মাদ। তিনি ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির লালন কেন্দ্র বুখারা নগরীতে ১৯৪ হিজরিতে (৮১০ খ্রিস্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাত্র ৬ বছর বয়সে কুরআন হিফয করেন। ১৬ বছর বয়সে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ও আল্লামা ওয়াকি-এর লেখা হাদিস গ্রন্থদ্বয় মুখস্থ করেন। তিনি হাদিসের জ্ঞান লাভ করার জন্য কুফা, বাগদাদ, বসরা, মিসর, সিরিয়া, আসকালান, হিমস, দামেস্ক ইত্যাদি স্থানে গমন করেন। তিনি লক্ষাধিক হাদিস সনদসহ মুখস্থ করেন। ইমাম বুখারি (রহ.) দীর্ঘ ১৬ বছর সাধনা করে ৬ লক্ষ হাদিস থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ৭২৭৫টি হাদিস বুখারি শরিফে লিপিবদ্ধ করেন। পৃথিবীব্যাপী আল-কুরআনের পর বুখারি শরিফই সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, এই মুসলিম মনীষী ইমাম বুখারীর জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবদান সত্যিই অনস্বীকার্য।

ঘ "আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় এমন শাসক অত্যাবশ্যক"– এখানে শাসক হিসেবে হযরত উমর (রা.)-কে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হযরত উমর (রা.) ছিলেন এমন শাসক যাঁর মধ্যে একই সাথে সরলতা ও কঠোরতার গুণ বিরাজমান। তিনি প্রজাদের প্রতি ছিলেন খুবই দয়ালু। তাদের সদাসর্বদা খোঁজখবর নিতেন, প্রজাদের খোঁজে সারা রাত তিনি মদিনার অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াতেন। কোনো বাড়িতে ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনলে তিনি নিজের কাঁধে করে আটার বস্তা তাদের বাসায় দিয়ে আসতেন। অপরদিকে শাসনকার্য পরিচালনায় তিনি ছিলেন অনেক কঠোর। কোনো পক্ষপাতিত্বমূলক বিচার করতেন না। মদপানের অপরাধে নিজ পুত্র আবু শাহমাকে তিনি অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। উদ্দীপকে জনাব আনিস একজন মুসলিম শাসকের জীবনী অধ্যয়ন করেন। যিনি ছিলেন ন্যায় ও ইনসাফের মূর্তপ্রতীক। অন্যায় অপরাধের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি তার আপনজনকেও ছাড় দেননি। যা হযরত উমরের শাসনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

পরিশেষে বলা যায় যে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় হযরত উমরের মতো এমন শাসক সত্যিই অত্যাবশ্যক।

রাজশাহী বোর্ড– ২০২৪

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 1 1

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময়– ৩০ মিনিট পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. **কোন সূরায় মহান আল্লাহর একত্ববাদের পরিচয় রয়েছে?**
ক সূরা আদ দোহা খ সূরা আত তীন
গ সূরা আল-মাউন ঘ সূরা আল ইখলাস

২. **আবু বকর (রাঃ) কে বলা হয়–**
i. মহাসত্যবাদী ii. ইসলামের ত্রাণকর্তা iii. সিদ্দিক ও আতিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩. **ফারগাব শব্দের অর্থ–**
ক উচ্চ খ প্রশস্ত
গ পরিশ্রম ঘ অনন্তর মনোনিবেশ

৪. **তাকওয়া হলো–**
ক আল্লাহর ভক্তি খ আল্লাহর ভয়
গ আল্লাহর একত্ববাদ ঘ আল্লাহর সান্নিধ্য

৫. **জাহিলি যুগে আরবদের সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যম ছিল–**
ক নৃত্য খ নাটক গ কবিতা ঘ রম্য রচনা

৬. **খিয়ানতকারী একজন–**
ক মুশরিক খ ফাসিক গ মুনাফিক ঘ মুসলিম

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সুমন তার বন্ধু ফারুকের নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলে অন্য কারও কাছে তা প্রকাশ না করতে অনুরোধ করল। ফারুক কিছুক্ষণ পরই সে অন্যের নিক তা প্রকাশ করে দেয়।

৭. **ফারুকের কাজে প্রকাশ পেয়েছে–**
ক অকৃতজ্ঞতা খ অশ্লীলতা
গ আমানতের খিয়ানত ঘ অবহেলা

৮. **ফারুকের এরূপ আচরণের পরিণতি হচ্ছে–**
i. দারিদ্র্য ডেকে আনা ii. লোকেরা তাকে ঘৃণা করে
iii. সমাজে গ্রহণযোগ্যতা হারাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. **হাদিসে কোন গুণটিকে পুরোটাই কল্যাণময় বলা হয়েছে?**
ক তাকওয়া খ লজ্জাশীলতা গ আমানত ঘ সত্যবাদিতা

১০. **আকাইদের প্রায়োগিক দিক হচ্ছে–**
ক জান্নাত-জাহান্নাম খ নামায-রোজা
গ নবি-রাসুল ঘ ফেরেস্তা-পরকাল

১১. **কোনো বস্তুর প্রকৃত অবস্থা জানাকে কী বলে?**
ক ইলম খ সিলম গ তাযকিয়া ঘ হিকমাহ

১২. **সালাতের জন্য আজান দেওয়া কী?**
ক নফল খ ফরজ গ সুন্নত ঘ ওয়াজিব

১৩. **জানাযার সালাত আদায় করা কী?**
ক ফরজে আইন খ ফরজে কিফায়া
গ সুন্নত ঘ মুস্তাহাব

১৪. **সর্বপ্রথম লিখিত হাদিসের বিশুদ্ধ সংকলন গ্রন্থ কোনটি?**
ক বুখারি শরিফ খ মুসলিম শরিফ
গ নাসায়ি শরিফ ঘ আল-মুয়াত্তা

১৫. **শিক্ষার্থীকে অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে–**
ক পোশাক পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন রাখার অভ্যাস
খ জ্ঞানার্জনে লজ্জাশীলতা পরিহার করার অভ্যাস
গ সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের অভ্যাস
ঘ না বুঝে পড়ার অভ্যাস

১৬. **মানব জীবনে অনৈতিকতার প্রসার ঘটায়–**
ক শিরক খ নিফাক গ কুফর ঘ কিযব

১৭. **শরিয়তের সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গরূপ কোনটি?**
ক ইমান খ ইসলাম গ তাওহিদ ঘ তাকওয়া

১৮. **'আঞ্জির' একটি–**
ক পর্বত খ মূর্তি গ সহিফা ঘ ফল

১৯. **নবি-রাসুলগণ সারাজীবন মানুষকে কীসের দাওয়াত দিতেন?**
ক আল-কুরআনের খ আল-হাদিসের
গ ইলম শিক্ষার ঘ তাওহিদের

২০. **হিলফুল ফুযুল গঠনের উদ্দেশ্য ছিল?**
i. আর্তের সেবা করা ii. সম্প্রীতি বজায় রাখা
iii. শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. **ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি কী?**
ক আকাইদ খ ইমান গ সালাত ঘ যাকাত

২২. **ইলম হলো–**
ক আনুগত্য করা খ আত্মসমর্পণ করা
গ মিষ্টি কথা ঘ অবগত হওয়া

২৩. **ওয়াদা ভঙ্গ করা কার নিদর্শন?**
ক মুশরিক খ কাফির গ মুনাফিক ঘ ফাসিক

২৪. **আল্লাহর বৈশিষ্ট্য কোনগুলো?**
i. অনাদি ও অনন্ত ii. তন্দ্রা ও নিদ্রায় আচ্ছন্ন
iii. চিরস্থায়ী ও চির বিরাজমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. **শরিয়তের পরিধি অত্যন্ত–**
ক সংকীর্ণ খ ব্যাপক গ জটিল ঘ সাধারণ

২৬. **তারাবীর নামাজ ২০ রাকাতের তথ্যসূত্র–**
ক কুরআন খ সুন্নাহ গ ইজমা ঘ কিয়াস

২৭. **"কুরআন বিজ্ঞানীদের জন্য একটি বিজ্ঞান সংস্থা"– বক্তব্যটি কার?**
ক ফরাসি পণ্ডিতের খ জার্মান বিজ্ঞানীর
গ মুসলিম বিজ্ঞানীর ঘ ইসলামি গবেষকদের

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'ক' তার ইচ্ছামত শরিয়তের বিধান পালন করে থাকে। তার মতে মদ, জুয়া বর্তমান আধুনিক যুগে মানুষের জন্য প্রয়োজন।

২৮. **'ক'-এর এরূপ বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের ফলে সে একজন–**
ক ফাসিক খ মুনাফিক গ মুশরিক ঘ কাফির

২৯. **মদ-জুয়া ইত্যাদির ফলে সমাজে সৃষ্টি হয়–**
i. নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ii. সামাজিক বৈষম্য
iii. সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. **দ্বীনি ইলম বলতে বুঝায়–**
ক বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান খ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান
গ পার্থিব জ্ঞান ঘ তাত্ত্বিক জ্ঞান

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

রাজশাহী বোর্ড– ২০২৪

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল প্রশ্ন) **বিষয় কোড : 111**

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] **পূর্ণমান– ৭০**

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। জনাব নুমান একজন ধনী মানুষ। তিনি প্রতিদিন তার গ্রামের ১০ জন অসহায় দরিদ্রকে তিনবেলা খাবার সরবরাহ করেন। তাই ঐ সকল দরিদ্র পরিবার জনাব নুমান সাহেবকে রিজিকদাতা মনে করেন। এমনকি তারা নুমান সাহেবকে সিজদা করতেও পিছপা হয় না। পক্ষান্তরে নুমান সাহেবের বন্ধু ফারহান সাহেব নাইট ক্লাব চালু করে মদ ও জুয়ার আসর বসিয়ে টাকা উপার্জনকে অবৈধ মনে করেন না।
ক. আকাইদ কাকে বলে? ১
খ. ইমান ও ইসলাম পরস্পর সম্পর্কযুক্ত– বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে দরিদ্র লোকদের বিশ্বাস ও কর্মে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ফারহান সাহেবের কর্মে যে বিশ্বাস ফুটে উঠেছে তা চিহ্নিতপূর্বক এর কুফল ও পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

২। জনাব আলী একজন মসজিদের ইমাম। তিনি বিগত শুক্রবারে জুমাআর খুতবায় আখিরাতের দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে তিনি বলেন– মানুষ তার অপরাধের জন্য শাস্তি ভোগ করবে। ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হলে রক্ত, পুঁজ ও কাটাযুক্ত বৃক্ষ খাবার হিসেবে দেয়া হবে। পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে তিনি বলেন– মানুষ তার ভালো কর্মের জন্য সুশীতল ছায়াতলে অবস্থান করবে। মনে যা চাইবে তাই সে সেখানে ভোগ করবে।
ক. রিসালাত কাকে বলে? ১
খ. আখিরাতে বিশ্বাস করা অপরিহার্য কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব আলী সাহেবের বক্তব্যের ১ম বিষয়টি সম্পর্কে যে ইঙ্গিত রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব আলী সাহেবের বর্ণিত দ্বিতীয় বিষয়টি চিহ্নিতপূর্বক তা লাভ করার জন্য মানব মণ্ডলীর কী করা উচিত? ব্যাখ্যা কর। ৪

৩। **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব মনজুর একজন বৃক্ষপ্রেমিক। তিনি তার বাড়ির চারপাশে বনজ-ফলজ ও ঔষধি গাছ রোপণ ও এগুলোর পরিচর্যা করেন। এ কাজ করার পেছনে তাকে যে বিষয়টি উৎসাহ জুগিয়েছে তা হলো তার বাড়িঘর যেন বাগান বাড়ির মতো সুন্দর দেখায়। লোকে যেন তাকে বৃক্ষপ্রেমিক ও পরিবেশবাদী বলে।
দৃশ্যকল্প-২ : আদনান ও আরমান দু ভাই। তাদের পিতা ছোটোবেলাতেই মারা যান। ফলে দরিদ্র আদনান সংসারের হাল ধরেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম করে সংসার পরিচালনার পাশাপাশি ছোটো ভাই আরমানকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেন। আরমান সাহেব আজ বড়ো একটি কোম্পানিতে চাকরি করেন এবং বহু ধন সম্পদের মালিক। এদিকে আদনান সাহেবের বড়ো ছেলে আফজাল বিগত এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ পেয়ে পাস করে। কিন্তু টাকার অভাবে শহরের ভালো একটি কলেজে ভর্তি হতে না পেরে চাচা আরমান সাহেবের কাছে সাহায্যের জন্য গেলে চাচা আরমান বলেন, আমি দান খয়রাতের ব্যাপারে স্বজনপ্রীতি করি না।
ক. শরিয়ত কাকে বলে? ১
খ. পবিত্র কুরআন মাজিদ অল্প অল্প করে নাযিল হয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মনজুর সাহেবের কাজটি তোমার পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত আরমান সাহেবের বক্তব্যটি কি সঠিক? সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৪। নেপালে তীব্রমাত্রার ভূমিকম্প হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত অমুসলিম দেশের জনগণকে সাহায্য করার জন্য বাংলাদেশ সরকার খাদ্য, ডাক্তার ও ঔষধসামগ্রী দিয়ে সাহায্য করে। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র মিয়ানমারের নির্যাতনে রোহিঙ্গা মুসলিমদের বাংলাদেশ খাদ্য, নিরাপত্তা ও আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছে।
ক. তাকওয়া কাকে বলে? ১
খ. ইসলামে লজ্জাশীলতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নেপালের জনগণকে সহযোগিতা করায় ইসলামের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রোহিঙ্গা মুসলিমদের সাথে বাংলাদেশ সরকারের আচরণ তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। জনাব নোমান একজন ভ্যান চালক। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ইসলামের বিধি-বিধান মেনে জীবন পরিচালনা করেন। কেউ অসুস্থ হলে ভ্যানে করে হাসপাতালে নিয়ে যান। অপরদিকে জনৈক ইমাম সাহেব সিএনজি'র যাত্রী ছিলেন। তিনি হঠাৎ দেখেন যে, টাকা ভর্তি একটি ভ্যান সিএনজিতে পড়ে আছে। ইমাম সাহেব ব্যাগটি নিয়ে খোঁজ খবর করে প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দেন।
ক. ইহরাম বলতে কী বোঝায়? ১
খ. শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ভ্যান চালক নোমান সাহেবের কাজে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ইমাম সাহেবের কর্মটি চিহ্নিতপূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। মিসেস ফারিহা বছরান্তে দশ ভরি স্বর্ণের গহনার বাজারমূল্য দশ লক্ষ টাকা থেকে নির্দিষ্ট ইবাদত পালনবাবদ ২.৫০% টাকা দুঃস্থ বিধবাদের মধ্যে পুনর্বাসনের জন্য বিতরণ করেন। অপরদিকে ফারিহার স্বামী মুরাদ অপর একটি পবিত্র ইবাদত পালনের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে মক্কায় গমন করেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি বিভিন্ন দেশের মানুষের সাথে ভাবের আদান-প্রদান ও মতবিনিময় করেন।
ক. সাওম কাকে বলে? ১
খ. ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক হলো আত্মার সম্পর্ক– বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. মিসেস ফারিহা ইসলামের কোন ইবাদতটি পালন করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ফারিহার স্বামীর পালনকৃত ইবাদতটি চিহ্নিতপূর্বক এর থেকে কোন ধরনের শিক্ষা লাভ করতে পেরেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৪

৭। ফারদিন ও ফারজানা দু'ভাই-বোন। ফারদিন দীনি ইলম অর্জন করার জন্য ঢাকার একটি বিখ্যাত আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হতে আগ্রহী। সে কুরআন, হাদিস ও ফিকাহসহ যাবতীয় জ্ঞান অর্জন করে দেশের মানুষের সেবা করতে চায়। পক্ষান্তরে ফারজানা চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে দেশের অসহায়, হতদরিদ্র মানুষ ও দেশের সার্বিক কল্যাণে কাজ করতে চান।
ক. ইবাদত কাকে বলে? ১
খ. জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ এক নয়– বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. ফারদিন কোন ধরনের জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী? মানবজীবনে এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ফারদিন ও ফারজানার জ্ঞানার্জনের বিষয় ভিন্ন হলেও তাদের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন– বক্তব্যটির পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮। রিয়াদ গতকাল ইংরেজি বইটি খুঁজে না পেয়ে বন্ধু হানিফের নিকট থেকে ধার নেয় এবং কথামতো আজ স্কুলে উপস্থিত হয়েই বইটি ফেরত দেয়। সে রিকসা ভাড়া পরিশোধ করতে গিয়ে দেখে তার পকেটে টাকা নেই। নিরুপায় হয়ে অপর বন্ধু আরিফের নিকট একশত টাকা ধার চায়। উত্তরে আরিফ তার নিকট কোনো টাকা নেই বলে জানায়। অদূরে দাঁড়িয়ে আরিফের পিতা কথাটি শুনতে পেয়ে তাকে কাছে ডেকে বলেন, তোমার নিকট টাকা থাকা সত্ত্বেও অস্বীকার করা অন্যায়।
ক. আখলাকে হামিদা কাকে বলে? ১
খ. ফিতনা-ফাসাদ হত্যার চেয়েও জঘন্য– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রিয়াদের মধ্যে কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আরিফের আচরণে যে গুণের অভাব রয়েছে তা চিহ্নিতপূর্বক পিতার মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। বিদ্যালয়ের শিক্ষাসপ্তাহ পালনের সময় প্রধান অতিথি তার বক্তৃতায় আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি গঠনের নিমিত্তে জ্ঞানীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি তার বক্তৃতায় প্রথমত এমন একজন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন তিনি তার কাজের জন্য সারা রাষ্ট্রময় সুখ্যাতি অর্জন করেন। ফলে তার দেশের রাষ্ট্রপ্রধান তাঁকে রাজদরবারে গিয়ে জ্ঞানের শিক্ষা দেয়ার জন্য বলেন। কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধের কারণে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। দ্বিতীয়ত প্রধান অতিথি অপর একজন জ্ঞানীর কথা বলেন- যিনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন আইনের তত্ত্বকে বোর্ড গঠনের মাধ্যমে সহজ করে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেন। এজন্য সরকার তাকে বিচারপতির পদ দিতে চাইলে তিনি তা গ্রহণ করেননি। পরিশেষে প্রধান অতিথি বলেন- উভয় জ্ঞানীই আত্মমর্যাদাবোধকে সমুন্নত রেখেছেন।
ক. খুলাফায়ে রাশেদিন বলতে কী বোঝ? ১
খ. হযরত উমর (রা.)-কে 'ফারুক' উপাধি দেয়া হয়েছিল কেন? ২
গ. প্রধান অতিথির আলোচনায় প্রথমোক্ত ব্যক্তির মধ্যে কোন মনীষীর আদর্শ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দ্বিতীয়জন সম্পর্কে প্রধান অতিথির মন্তব্যের সঠিকতা সংশ্লিষ্ট মনীষীর জীবনাদর্শের আলোকে নিরূপণ কর। ৪

১০। **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব ফারুক একজন সমাজপতি। তিনি তার অধীনস্তদের প্রতি সবসময় সদয় ব্যবহার করেন। নিজে যা খান তা তাদেরকে খাওয়ান। তিনি তার স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করেন।
দৃশ্যকল্প-২ : জনাব হাদী একজন অসাধারণ শক্তিধর ব্যক্তি। তাঁর বীরত্বে খুশি হয়ে সরকার তাকে বীরত্বসূচক উপাধিতে ভূষিত করেন। পাশাপাশি তিনি একজন জ্ঞানতাপসও বটে।
ক. আল-বিরুনি এর পূর্ণনাম কী? ১
খ. হযরত উসমান (রা.)কে যুননুরাইন বলা হতো কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ বর্ণিত জনাব ফারুক সাহেবের কর্মে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ভাষণের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর সাথে খুলাফায়ে রাশেদিনের কোন খলিফার আদর্শের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৪

১১। জনাব গণি ও মনির দুভাই। গণি প্রবাসে কর্মরত। প্রতিমাসে তার পরিবার-পরিজন ও পিতামাতার ভরণপোষণের জন্য ছোটো ভাই মনিরের কাছে টাকা পাঠান। মনির বড়ো ভাই গণির সংসারে থেকে পড়াশুনা করে। সম্প্রতি মনিরের উচ্চ শিক্ষাগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। সে বাসাবাড়িতে বসে বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দেয়। কোনো কাজ করতে চায় না। মনিরের এরূপ অবস্থা দেখে মনিরের মামা বললেন– তুমি এক সময় সমাঝের জন্য বোঝা হয়ে যাবে।
ক. যুলফিকার কী? ১
খ. হযরত আবুবকর (রা.)কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন? ২
গ. জনাব গণির কাজে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মনিরের অবস্থা চিহ্নিতপূর্বক মামার বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	N	২	N	৩	N	৪	L	৫	M	৬	M	৭	M	৮	N	৯	L	১০	L	১১	K	১২	M	১৩	L	১৪	N	১৫	L
	১৬	M	১৭	L	১৮	N	১৯	N	২০	N	২১	L	২২	N	২৩	M	২৪	M	২৫	L	২৬	M	২৭	K	২৮	N	২৯	K	৩০	L

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ জনাব নুমান একজন ধনী মানুষ। তিনি প্রতিদিন তার গ্রামের ১০ জন অসহায় দরিদ্রকে তিনবেলা খাবার সরবরাহ করেন। তাই ঐ সকল দরিদ্র পরিবার জনাব নুমান সাহেবকে রিজিকদাতা মনে করেন। এমনকি তারা নুমান সাহেবকে সিজদা করতেও পিছপা হয় না। পক্ষান্তরে নুমান সাহেবের বন্ধু ফারহান সাহেব নাইট ক্লাব চালু করে মদ ও জুয়ার আসর বসিয়ে টাকা উপার্জনকে অবৈধ মনে করেন না।

ক. আকাইদ কাকে বলে? ১

খ. ইমান ও ইসলাম পরস্পর সম্পর্কযুক্ত– বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে দরিদ্র লোকদের বিশ্বাস ও কর্মে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ফারহান সাহেবের কর্মে যে বিশ্বাস ফুটে উঠেছে তা চিহ্নিতপূর্বক এর কুফল ও পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকেই আকাইদ বলে।

খ ইমান ও ইসলাম গাছের মূল ও শাখা-প্রশাখার মতো। ইমান হলো গাছের শিকড় বা মূল আর ইসলাম তার শাখা-প্রশাখা। মূল না থাকলে শাখা-প্রশাখা হয় না। আর শাখা-প্রশাখা ছাড়া মূল বা শিকড় মূল্যহীন। ইসলাম হলো ইমানের বহিঃপ্রকাশ। ইমান হলো অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। আর ইসলাম বাহ্যিক আচার-আচরণ ও কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত। তাই ইমান ও ইসলাম একে অন্যের পরিপূরক।

গ উদ্দীপকে দরিদ্র লোকদের বিশ্বাস ও কর্মে শিরক প্রকাশ পেয়েছে।
শিরক শব্দের অর্থ– অংশীদার সাব্যস্ত করা, একাধিক স্রষ্টা বা উপাস্যে বিশ্বাস করা। ইসলামি পরিভাষায়– মহান আল্লাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়। ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে শরিক করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যেমন : আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদাহ করা, কারও নামে পশু জবাই করা, অন্য কাউকে রিজিকদাতা মনে করা ইত্যাদি। দরিদ্র লোকদের আচরণে এ ধরনের বৈশিষ্ট্যই দেখা যায়।
উদ্দীপকে জনাব নুমান একজন ধনী মানুষ। তিনি প্রতিদিন তার গ্রামের ১০জন অসহায় দরিদ্রকে তিনবেলা খাবার সরবরাহ করেন। তাই ঐ সকল পরিবার জনাব নুমান সাহেবকে রিজিকদাতা মনে করেন। এমনকি তারা নুমান সাহেবকে সিজদা করতেও পিছপা হয় না। তাদের এ ধরনের কাজ ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ সিজদাহ শুধু আল্লাহকেই করা যায়। তাঁকে ছাড়া অন্য কারও সামনে সিজদাহ করা বা মাথা নত করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এতে আল্লাহ তায়ালার সম্মান ও মর্যাদার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করা হয়। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকে দরিদ্র লোকদের আচরণে শিরক প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ ফারহান সাহেবের কর্মে কুফরের বিশ্বাস ফুটে উঠেছে। এর কুফল ও পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।
কুফর শব্দের অর্থ– অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটির প্রতি অবিশ্বাস করাকেই কুফর বলা হয়। এ ধরনের কাজের মধ্যে রয়েছে– আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও গুণাবলিকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা, ইমানের মৌলিক সাতটি বিষয়কে অস্বীকার করা, ইসলামের মৌলিক ইবাদতকে অস্বীকার করা, হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল মনে করা, ইচ্ছাকৃতভাবে কাফিরদের অনুকরণ করা, ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা প্রভৃতি। এগুলোর মধ্যে ফারহান সাহেবের মানসিকতায় হারামকে হালাল মনে করার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়, যার কুফল ও পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।
ফারহান সাহেব মদ-জুয়া ইত্যাদিকে অবৈধ মনে করেন না। তার এরূপ মনোভাব কুফরের অন্তর্ভুক্ত। কারণ সে ইসলামে হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে বৈধ মনে করে। তার এমন মনোভাবের ফলে দুনিয়াতে অনৈতিকতার প্রসার ঘটবে এবং তাকে অনন্তকালের শাস্তি ভোগ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে যারা কুফরি করবে দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় স্থানেই তাদেরকে করুণ পরিণতি বরণ করতে হবে। কুফর মানবসমাজে পাপাচার বৃদ্ধি করে এবং অনৈতিকতার প্রসার ঘটায়। কাফিরদের কাছে দুনিয়ার জীবনই সবকিছু বলে মনে হয়। তাই তারা হালাল-হারাম, নীতি-নৈতিকতা বিবেচনা না করে যা খুশি তাই করে বেড়ায়। ফলে সমাজে মিথ্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার প্রভৃতি পাপ কাজ প্রসার লাভ করে। এ ধরনের কাজের জন্য কাফিররা জাহান্নামে অনন্তকালের শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ বলেন, 'যারা কুফরি করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।' (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-৩৯)
উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ফারহান সাহেবের মনোভাবে কুফরির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এর কুফল ও পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

প্রশ্ন ▸ ০২ জনাব আলী একজন মসজিদের ইমাম। তিনি বিগত শুক্রবারে জুমাআর খুতবায় আখিরাতের দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে তিনি বলেন– মানুষ তার অপরাধের জন্য শাস্তি ভোগ করবে। ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হলে রক্ত, পুঁজ ও কাটাযুক্ত বৃক্ষ খাবার হিসেবে দেয়া হবে। পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে তিনি বলেন– মানুষ তার ভালো কর্মের জন্য সুশীতল ছায়াতলে অবস্থান করবে। মনে যা চাইবে তাই সে সেখানে ভোগ করবে।

ক. রিসালাত কাকে বলে? ১
খ. আখিরাতে বিশ্বাস করা অপরিহার্য কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব আলী সাহেবের বক্তব্যের ১ম বিষয়টি সম্পর্কে যে ইঙ্গিত রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব আলী সাহেবের বর্ণিত দ্বিতীয় বিষয়টি চিহ্নিতপূর্বক তা লাভ করার জন্য মানব মণ্ডলীর কী করা উচিত? ব্যাখ্যা কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাহ তায়ালার পবিত্র বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বকে রিসালাত বলা হয়।

খ আখিরাতে বিশ্বাস করা ইমানের একটি অঙ্গ। আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া মুমিন ও মুত্তাকি হওয়া যায় না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর কেউ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি অবিশ্বাস করলে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।' আখিরাতে বিশ্বাস না থাকলে মানুষ সত্যপথ থেকে দূরে সরে যায়। তাই আখিরাতে বিশ্বাস করতে হয়।

গ জনাব আলী সাহেবের বক্তব্যের প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা হলো– আখিরাতে পাপীরা শাস্তি হিসেবে জাহান্নাম লাভ করবে। জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

পাপাচারীরা ক্রমাগত অগ্নিদগ্ধ হবে। শরীরের চামড়া আর গোশত পুড়ে খসে খসে পড়বে। আবার নতুন করে শরীরে গোশত আর চামড়া লাগিয়ে দেওয়া হবে। আবার অগ্নিদগ্ধ করা হবে। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে তাদের শাস্তি চলতে থাকবে। জাহান্নামিরা গরম রক্ত ও পুঁজের সাগরে হাবুডুবু খাবে। যাক্কুম নামক একটি কাঁটাযুক্ত দুর্গন্ধময় ফল তাদের খাদ্য হিসেবে দেওয়া হবে। প্রচণ্ড পিপাসায় তাদের উত্তপ্ত পানি পান করতে দেওয়া হবে। জাহান্নামের ভিতরে সত্তরটি অগ্নি উপত্যকা আছে। প্রত্যেক উপত্যকায় সত্তর হাজার বিষধর সাপ ও সত্তর হাজার বিষধর বিচ্ছু রয়েছে। এরা জাহান্নামিদেরকে অনবরত দংশন করতে থাকবে। জাহান্নামের আগুনের তেজস্ক্রিয়তার বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসুল (সা.) বলেন– نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِّنْ نَّارِ جَهَنَّمَ অর্থাৎ, 'তোমাদের এ পৃথিবীর আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র।' এরূপ আগুনে পাপীদের দগ্ধ করা হবে। জাহান্নামে পাপী লোকেরা অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। কখনো এ শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাবে না।

সুতরাং বলা যায়, সকল প্রকার পাপাচার থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুল (সা.) প্রদর্শিত পন্থায় জীবন পরিচালনার মাধ্যমে আমাদেরকে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা আবশ্যক।

ঘ জনাব আলী সাহেবের বর্ণিত দ্বিতীয় বিষয়টি জান্নাতের নিয়ামত লাভ প্রসঙ্গে।

পরকালে শান্তির আবাস লাভ করতে হলে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও মহানবি (সা.)-এর সুন্নাহর অনুসরণ করতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে তার উল্লিখিত শান্তির আবাস হলো জান্নাত। প্রকৃতপক্ষে জান্নাত চরম সুখের আবাস। দুনিয়াতে যারা ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করে চলবে তারা পরকালে জান্নাত লাভ করবে। সকল কাজকর্মে আল্লাহ তায়ালার আদেশ ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করলে জান্নাত লাভ করা সম্ভব হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে জান্নাতই হবে তার আবাস।' (সূরা আন-নাযিআত, আয়াত : ৪০–৪১) সুতরাং বলা যায়, ইমাম সাহেবের বক্তব্যের দ্বিতীয় বিষয়টি হলো জান্নাত। আর এই জান্নাত হলো চির সুখ-শান্তি ও অফুরন্ত নিয়ামতের স্থান।

প্রশ্ন ▸ ০৩ **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব মনজুর একজন বৃক্ষপ্রেমিক। তিনি তার বাড়ির চারপাশে বনজ-ফলজ ও ঔষধি গাছ রোপণ ও এগুলোর পরিচর্যা করেন। এ কাজ করার পেছনে তাকে যে বিষয়টি উৎসাহ জুগিয়েছে তা হলো তার বাড়িঘর যেন বাগান বাড়ির মতো সুন্দর দেখায়। লোকে যেন তাকে বৃক্ষপ্রেমিক ও পরিবেশবাদী বলে।

দৃশ্যকল্প-২ : আদনান ও আরমান দু ভাই। তাদের পিতা ছোটোবেলাতেই মারা যান। ফলে দরিদ্র আদনান সংসারের হাল ধরেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম করে সংসার পরিচালনার পাশাপাশি ছোটো ভাই আরমানকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেন। আরমান সাহেব আজ বড়ো একটি কোম্পানিতে চাকরি করেন এবং বহু ধন সম্পদের মালিক। এদিকে আদনান সাহেবের বড়ো ছেলে আফজাল বিগত এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ পেয়ে পাস করে। কিন্তু টাকার অভাবে শহরের ভালো একটি কলেজে ভর্তি হতে না পেরে চাচা আরমান সাহেবের কাছে সাহায্যের জন্য গেলে চাচা আরমান বলেন, আমি দান খয়রাতের ব্যাপারে স্বজনপ্রীতি করি না।

ক. শরিয়ত কাকে বলে? ১
খ. পবিত্র কুরআন মাজিদ অল্প অল্প করে নাযিল হয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মনজুর সাহেবের কাজটি তোমার পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত আরমান সাহেবের বক্তব্যটি কি সঠিক? সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামি কার্যনীতি বা জীবন পদ্ধতিকে শরিয়ত বলা হয়।

খ অন্যান্য আসমানি কিতাবের ন্যায় আল-কুরআন একসাথে নাজিল হয়নি। এটি আল-কুরআনের বিশেষ মর্যাদার পরিচায়ক। মক্কার কাফিররা এ সম্পর্কে রাসুল (সা.)-কে প্রশ্ন করলে তার জবাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'কাফিররা বলে, তাঁর উপর সমগ্র কুরআন একবারে অবতীর্ণ হলো না কেন? আমি এভাবেই অবতীর্ণ করেছি আপনার হৃদয়কে তার দ্বারা মজবুত করার জন্য এবং আমি তা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি।' (সূরা আল-ফুরকান : আয়াত-৩২)

গ মনজুর সাহেবের কর্মকাণ্ডে পাঠ্যবইয়ের ১নং হাদিস তথা নিয়ত সম্পর্কিত হাদিসের বিপরীতমুখী আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

পাঠ্যবইয়ের ১ নং হাদিসে কাজের সাথে উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। কাজের ফলাফল তাই হবে, যে উদ্দেশ্যে কাজটি করা হবে। কিন্তু উদ্দীপকে মনজুর সাহেবের কর্মকাণ্ডে এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যাচ্ছে।

উদ্দীপকে দেখা যায় জনাব মনজুর একজন বৃক্ষপ্রেমিক। তিনি তার বাড়ির চারপাশে বনজ-ফলজ ও ঔষধি গাছ রোপণ ও এগুলোর পরিচর্যা করেন। এ কাজ করার পেছনে তাকে যে বিষয়টি উৎসাহ জুগিয়েছে তা হলো তার বাড়িঘর যেন বাগান বাড়ির মতো সুন্দর দেখায়। লোকে যেন তাকে বৃক্ষপ্রেমিক ও পরিবেশবাদী বলে। মূলত তার কাজগুলো ভালো

হলেও উদ্দেশ্য সৎ নয়। কারণ তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়; বরং তিনি লোক দেখানো বা পার্থিব উদ্দেশ্যে এ কাজ করছেন। পাঠ্যবইয়ের ১নং হাদিসে বলা হয়েছে– إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ অর্থাৎ, 'প্রকৃতপক্ষে সকল কাজ (এর ফলাফল) নিয়তের উপর নির্ভরশীল' (বুখারি)। উল্লিখিত হাদিসটিতে কাজের উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত বা এর গুরুত্ব কী সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। মানুষ যদি সৎ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে ব্যর্থও হয় তবুও সে তার পুরস্কার লাভ করবে। আর যদি মন্দ বা অসৎ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে, তবে শাস্তি ভোগ করবে। এমনকি খারাপ উদ্দেশ্যে কেউ ভালো কাজ বা ইবাদত করলেও তাতে কোনো সাওয়াব হয় না। নিয়ত সৎ না হলে ভালো কাজও মন্দ হিসেবে পরিগণিত হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে জনাব মনজুর সাহেব অসৎ উদ্দেশ্যে ভালো কাজ করেছেন। আর পাঠ্যবইয়ের ১ নং হাদিস বা নিয়ত সম্পর্কিত হাদিস অনুসারে মহান আল্লাহর কাছে এ ধরনের কাজ অগ্রহণযোগ্য।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত জনাব আরমান সাহেবের বক্তব্যটি সঠিক নয়।

মানবজীবনে অর্থের ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে এ হাদিসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে দানশীলতার পুরস্কার ও কৃপণতার কুফল সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য খরচ করা ও দানশীলতা অত্যন্ত পুণ্যময় কাজ। নানাভাবে একাজ করা যায়। সন্তুষ্ট চিত্তে নিজ পিতা-মাতা, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবদের জন্য খরচ করাও একপ্রকার দানশীলতা। তাছাড়া গরিব, অভাবী, ইয়াতিম, দুঃস্থ, ফকির-মিসকিনকে সাহায্য করাও সকলের কর্তব্য। দান করার মাধ্যমে মানুষের ইমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বাহ্যিকভাবে এতে দেখা যায় যে, সম্পদ কমে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে সম্পদ কমে না; বরং আল্লাহ তায়ালা খুশি হয়ে দানশীলকে আরও প্রভূত পরিমাণে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। তার অবশিষ্ট সম্পদে বরকত হয়। আসমানের ফেরেশতা প্রতিদিন সকালে তার পক্ষে আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করেন।

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি সম্পদ খরচ না করে জমা করে রাখে সে কৃপণ। তার সম্পদ কোনো কাজে আসে না। এতে কোনোরূপ কল্যাণ ও বরকত নেই। আসমানের ফেরেশতাগণও তার প্রতি বদদোয়া করেন। এভাবে দুনিয়া ও আখিরাতে কৃপণ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সুতরাং এ আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, জনাব আরমান সাহেবের বক্তব্যটি যথার্থ নয়।

প্রশ্ন ▸ ০৪ নেপালে তীব্রমাত্রার ভূমিকম্প হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত অমুসলিম দেশের জনগণকে সাহায্য করার জন্য বাংলাদেশ সরকার খাদ্য, ডাক্তার ও ঔষধসামগ্রী দিয়ে সাহায্য করে। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র মিয়ানমারের নির্যাতনে রোহিঙ্গা মুসলিমদের বাংলাদেশ খাদ্য, নিরাপত্তা ও আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছে।

ক. তাকওয়া কাকে বলে? ১

খ. ইসলামে লজ্জাশীলতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নেপালের জনগণকে সহযোগিতা করায় ইসলামের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রোহিঙ্গা মুসলিমদের সাথে বাংলাদেশ সরকারের আচরণ তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক তাকওয়া হলো সকল প্রকার পাপাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা।

খ পূত-পবিত্রতা ও শালীনতার অন্যতম বিষয় হলো লজ্জাশীলতা। লজ্জাশীলতা মানুষকে শালীন হতে সাহায্য করে। লজ্জাশীলতার ফলে মানুষ পরকালীন সফলতা লাভ করবে। মহানবি (সা.) বলেন, 'লজ্জাশীলতার পুরোটাই কল্যাণ।' (মুসলিম)

লজ্জাশীলতার ফলে মানুষের মান-সম্মান সুরক্ষিত থাকে, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্যই বলা হয়, লজ্জাশীলতার পুরোটাই কল্যাণ।

গ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নেপালের জনগণকে সহযোগিতা করায় ইসলামের "ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি"র দিকটি ফুটে উঠেছে।

মানবসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিজ জীবনে যথাযথভাবে এগুলোর অনুশীলন করে থাকেন।

ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকলে কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না। এর অনুপস্থিতিতে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়, জাতির উন্নতি বাধ্যগ্রস্ত হয়, এমনকি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়।

উদ্দীপকে নেপালে তীব্রমাত্রার ভূমিকম্প হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত অমুসলিম দেশের জনগণকে সাহায্য করার জন্য বাংলাদেশ সরকার খাদ্য, ডাক্তার ও ঔষধসামগ্রী দিয়ে সাহায্য করে। এখানে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রকাশ পেয়েছে।

ভ্রাতৃত্ববোধ মানুষকে ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত করে, মানুষের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি গুণের বিকাশ ঘটায়। ফলে মানবসমাজে ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভ্রাতৃত্ববোধ না থাকলে মানুষ একে অন্যকে ভালোবাসে না, অন্যের কল্যাণ কামনা করে না। বরং নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য অন্যের প্রতি অন্যায়, অত্যাচার ও নির্যাতন করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মানুষের মধ্যে ধৈর্য, সহনশীলতা, পরমতসহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণের বিকাশ ঘটায়। মানুষ একে অন্যকে শ্রদ্ধা করতে শিখে। বিভিন্ন ধর্মের, জাতির ও সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে বসবাসের ফলে দেশীয় সভ্যতাও উন্নততর হয়। সকলের প্রচেষ্টায় দেশ ও জাতি উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করে। সুতরাং বলা যায়, মানবসমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভূমিকা অপরিসীম।

ঘ মিয়ানমারের নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলিমদের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের আচরণ দ্বারা ভ্রাতৃত্ববোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

ভ্রাতৃত্ববোধ হলো ভ্রাতৃত্বসুলভ অনুভূতি প্রকাশ। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির অপর ব্যক্তিকে ভাইয়ের ন্যায় মনে করা, ভ্রাতৃসুলভ আচার-আচরণ করা। তেমনিভাবে দুনিয়ার সকল মানুষের প্রতি এরূপ মনোভাব পোষণ ও নিজ কর্মের মাধ্যমে এর প্রমাণ উপস্থাপনই হলো ভ্রাতৃত্ববোধ।

ইসলামে সকল মুসলমান ভাই ভাই। মুসলমানগণ বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকুক। সে কালো হোক বা সাদা হোক, গরিব হোক কিংবা ধনী হোক সকলেই ভাই ভাই। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'মুমিনগণ তো পরস্পর ভাই ভাই।'

উদ্দীপকে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র মিয়ানমারের নির্যাতনে রোহিঙ্গা মুসলিমদের বাংলাদেশ খাদ্য, নিরাপত্তা ও আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছে। যা ভ্রাতৃত্বের প্রতিচ্ছবি।

প্রশ্ন ▶ ০৫ জনাব নোমান একজন ভ্যান চালক। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ইসলামের বিধি-বিধান মেনে জীবন পরিচালনা করেন। কেউ অসুস্থ হলে ভ্যানে করে হাসপাতালে নিয়ে যান। অপরদিকে জনৈক ইমাম সাহেব সিএনজি'র যাত্রী ছিলেন। তিনি হঠাৎ দেখেন যে, টাকা ভর্তি একটি ভ্যান সিএনজিতে পড়ে আছে। ইমাম সাহেব ব্যাগটি নিয়ে খোঁজ খবর করে প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দেন।

ক. ইহরাম বলতে কী বোঝায়? ১
খ. শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ভ্যান চালক নোমান সাহেবের কাজে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ইমাম সাহেবের কর্মটি চিহ্নিতপূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক আনুষ্ঠানিকভাবে হজের নিয়ত করাই হলো ইহরাম।

খ মালিকের সাথে শ্রমিকের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। মালিক শ্রেণি যেমন শ্রমিক শ্রেণির সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না, তেমনিভাবে শ্রমিক শ্রেণির দৈনন্দিন জীবন মালিক শ্রেণির বেতন-ভাতার উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অন্যের কাজ করে শ্রমের মূল্য গ্রহণ করা ঘৃণার কাজ নয়। আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)ও শ্রমিকের কাজ করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো– কোন প্রকারের উপার্জন উত্তম ও পবিত্র? তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তি নিজ শ্রমের উপার্জন এবং সৎব্যবসালব্ধ মুনাফা। (বায়হাকি)
ইসলাম অধীনস্ত লোকদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছে। মালিক-শ্রমিক যদি ইসলাম স্বীকৃত পন্থায় তাদের সম্পর্ক তৈরি করতে পারে, তাহলে শ্রমিক তার ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে আর মালিকও তার সঠিক শ্রম পাবে। শ্রমিক ও মালিকের মাঝে কোনো দিন মনোমালিন্য হবে না। কল-কারখানায় স্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করবে। কাজেই দেশ ও জাতির কল্যাণে আমাদের ইসলাম প্রদত্ত আদর্শ শ্রমনীতি অনুসরণ করা উচিত।

গ ভ্যান চালক নোমান সাহেবের কাজে 'মানবসেবা' প্রকাশ পেয়েছে।
মানবসেবা আখলাকে হামিদাহর অন্যতম বিষয়। মানবসেবা মানুষের উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক। যে ব্যক্তি মানুষের সেবা করেন, তিনি মহৎপ্রাণ। সমাজে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তায়ালাও এরূপ ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। যিনি মানুষের সেবা, সাহায্য-সহযোগিতা করেন, আল্লাহ তায়ালাও তাকে সাহায্য ও দয়া করেন। মহানবি (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।' (বুখারি)
অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।' (তিরমিযি)
মানবসেবা করা মুমিনের অন্যতম গুণ। মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই অন্য মানুষের খেদমতে নিয়োজিত থাকে। মহানবি (সা.) এ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, রুগ্ণ ব্যক্তির সেবা কর, বন্দীকে মুক্ত কর এবং ঋণগ্রস্তকে ঋণমুক্ত কর।' (বুখারি)
উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব নোমান একজন ভ্যান চালক। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ইসলামের বিধি-বিধান মেনে জীবন পরিচালনা করেন। কেউ অসুস্থ হলে ভ্যানে করে হাসপাতালে নিয়ে যান। এটি মানবসেবার অনন্য দৃষ্টান্ত।
পরিশেষে বলা যায় যে, সকল মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা করা রাসুল (সা.)-এর আদর্শ। আমাদের তিনি এজন্য অনুপ্রাণিত করে গেছেন। সুতরাং আমাদের যথাসম্ভব সব মানুষের সেবা করা উচিত।

ঘ ইমাম সাহেবের কর্মে তাকওয়া প্রকাশ পেয়েছে।
তাকওয়া শব্দের অর্থ বিরত থাকা, বেঁচে থাকা, ভয় করা, নিজেকে রক্ষা করা। আল্লাহ তায়ালার ভয়ে যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচার ও পাপকাজ থেকে বিরত থাকাকে তাকওয়া বলে। উদ্দীপকে মেয়ের উক্তিতে এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, জনৈক ইমাম সাহেব সিএনজি'র যাত্রী ছিলেন। তিনি হঠাৎ দেখেন যে, টাকা ভর্তি একটি ব্যাগ সিএনজিতে পড়ে আছে। তিনি ব্যাগটি নিয়ে খোঁজ-খবর করে প্রকৃত মালিকের নিকট ফেরত দেন। কারণ তার মতে, কেউ না দেখলেও মহান আল্লাহ এ অন্যায় কাজ দেখছেন। অপরাধ গোপনে হোক আর প্রকাশ্যে হোক তাঁর চোখ ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। তাকওয়ার প্রভাবেই মেয়ের এমন মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে।
আল্লাহভীতির ফলে মানুষ সবধরনের পাপাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করে। তাকওয়া মানুষকে মানবিক ও নৈতিক গুণাবলিতে উদ্বুদ্ধ করে। হারাম বর্জন করে হালাল গ্রহণ করতে প্রেরণা জোগায়। মুত্তাকি ব্যক্তি সবসময় আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করেন। আল্লাহ সবকিছু দেখেন, শোনেন, জানেন এ বিশ্বাস পোষণ করেন। তাই তিনি কোনো অন্যায় ও অনৈতিক কাজ করতে পারেন না। ফলে তাকওয়াবান ব্যক্তি আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করেন। দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করা তার জন্য সহজ হয়।
পরিশেষে বলা যায় যে, ইমাম সাহেবের কর্মে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি প্রকাশ পেয়েছে। যা মানবজীবনে সুফল বয়ে আনে।

প্রশ্ন ▶ ০৬ মিসেস ফারিহা বছরান্তে দশ ভরি স্বর্ণের গহনার বাজারমূল্য দশ লক্ষ টাকা থেকে নির্দিষ্ট ইবাদত পালনবাবদ ২.৫০% টাকা দুঃস্থ বিধবাদের মধ্যে পুনর্বাসনের জন্য বিতরণ করেন। অপরদিকে ফারিহার স্বামী মুরাদ অপর একটি পবিত্র ইবাদত পালনের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে মক্কায় গমন করেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি বিভিন্ন দেশের মানুষের সাথে ভাবের আদান-প্রদান ও মতবিনিময় করেন।

ক. সাওম কাকে বলে? ১
খ. ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক হলো আত্মার সম্পর্ক– বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. মিসেস ফারিহা ইসলামের কোন ইবাদতটি পালন করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ফারিহার স্বামীর পালনকৃত ইবাদতটি চিহ্নিতপূর্বক এর থেকে কোন ধরনের শিক্ষা লাভ করতে পেরেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলে।

খ ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক হলো আত্মার সম্পর্ক। এটি পিতা-পুত্রের সম্পর্কের ন্যায়। পিতা যেমন সর্বদা পুত্রের কল্যাণ কামনা করেন ও তাকে কল্যাণের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করেন; শিক্ষকও তেমনি তাঁর ছাত্রের কল্যাণ কামনা করেন ও তাকে সৎপথ দেখান। পুত্র ও পিতার মাঝে যেমন উত্তরাধিকারের সম্পর্ক আছে, ছাত্র-শিক্ষকের মাঝেও তেমন জ্ঞানের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক বিদ্যমান। পুত্র যেমন পিতা থেকে প্রাপ্ত সম্পদের পরিচর্যা করে বড় সম্পদশালী হতে পারে, শিক্ষার্থীও তেমনি শিক্ষক থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান সমৃদ্ধ করে বড় জ্ঞানী হতে পারে।

গ মিসেস ফারিহা ইসলামের অন্যতম ফরজ ইবাদাত 'যাকাত' পালন করেছেন।

যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। ধনী ও গরিবের মধ্যে আর্থিক সমন্বয় সাধনের জন্য আল্লাহ যাকাতের বিধান দিয়েছেন। নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের উপর যাকাত ফরজ।

উদ্দীপকে মিসেস ফারিহা বছরান্তে দশ ভরি স্বর্ণের গহনার বাজারমূল্য দশ লক্ষ টাকা থেকে নির্দিষ্ট ইবাদাত পালনবাবদ ২.৫০% টাকা দুঃস্থ বিধবাদের মধ্যে পুনর্বাসনের জন্য বিতরণ করেন। আমরা জানি, কোনো মুসলিম নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫০ হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলে। এটি ধনীদের উপর গরিবের অধিকার। এই যাকাত ব্যবস্থা ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান দিক। এর উপর ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও জনকল্যাণমুখী প্রকল্পসমূহের সাফল্য নির্ভর করে। এতে সম্পদের প্রবাহ গতিশীল হয়। ধনীর সম্পদ পুঞ্জীভূত না থেকে দরিদ্র লোকদের হাতেও যায়। ফলে রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থা সচল হয় এবং দারিদ্র্য দূর হয়। সুতরাং উদ্দীপকে দেখা যায়, মিসেস ফারিহা যাকাত ইবাদাতটিই পালন করেছেন।

ঘ ফারিহার স্বামীর পালনকৃত ইবাদতটি হলো ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ 'হজ'।

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাইতুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত করাকে হজ বলে। হজ শুধু ঐ সমস্ত ধনী-মুসলমানের উপর ফরজ, যাদের পবিত্র মক্কায় যাতায়াত ও হজের কাজ সম্পাদনের আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ্য রয়েছে।

ধনসম্পদ, বর্ণ-গোত্র ও জাতীয়তার দিক থেকে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকলেও হজ এসব ভেদাভেদ ভুলিয়ে মুসলমানদের ঐক্যবন্ধ হতে শেখায়। হজ মুসলমানদের আদর্শিক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবন্ধ করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব তৈরি করে। রাজা-প্রজা, মালিক-ভৃত্য সকলকে সেলাইবিহীন একই কাপড় পরিধান করায়। একই উদ্দেশ্যে মহান প্রভুর দরবারে উপস্থিত করে সাম্যের প্রশিক্ষণ দেয়। হজ মানুষকে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা দিয়ে সহানুভূতিশীল করে গড়ে তোলে। তাই আমাদের হজ সম্পন্ন করা উচিত। কেননা রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হজ করে সে যেন নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়।' (ইবনে মাজাহ)

সুতরাং বলা যায়, ফারিহার স্বামীর পালনকৃত ইবাদতটি হলো হজ। যার থেকে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা লাভ করতে পেরেছেন।

প্রশ্ন ▶ ০৭ ফারদিন ও ফারজানা দু'ভাই-বোন। ফারদিন দীনি ইলম অর্জন করার জন্য ঢাকার একটি বিখ্যাত আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হতে আগ্রহী। সে কুরআন, হাদিস ও ফিকাহসহ যাবতীয় জ্ঞান অর্জন করে দেশের মানুষের সেবা করতে চায়। পক্ষান্তরে ফারজানা চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে দেশের অসহায়, হতদরিদ্র মানুষ ও দেশের সার্বিক কল্যাণে কাজ করতে চান।

ক. ইবাদত কাকে বলে? ১

খ. জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ এক নয়– বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. ফারদিন কোন ধরনের জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী? মানবজীবনে এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ফারদিন ও ফারজানার জ্ঞানার্জনের বিষয় ভিন্ন হলেও তাদের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন– বক্তব্যটির পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক দৈনন্দিন জীবনে সকল কাজকর্মে আল্লাহ তায়ালার বিধি-বিধান মেনে চলাকে ইবাদত বলা হয়।

খ ইসলামি জ্ঞানের স্বল্পতা থাকার কারণে এক শ্রেণির লোক জিহাদ ও সন্ত্রাসকে এক করে ফেলেছে। বস্তুত উভয়ের মাঝে বিশাল পার্থক্য বিদ্যমান। বলা যায়, এ দুটো পরস্পর বিপরীত। রাজ্যজয়, ক্ষমতা দখল, সম্পদের লোভ, খুন-খারাবি, লুটতরাজ এবং অন্যায় রক্তপাত জিহাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং মানুষকে মানুষের দাসত্ব হতে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে নিয়ে আসা এবং যুলুম ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে ইনসাফ ও ন্যায়ের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসাই জিহাদের উদ্দেশ্য।

গ ফারদিন দীনি জ্ঞান বা নৈতিক শিক্ষা অর্জনে আগ্রহী।

মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে এবং পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে উঠতে নৈতিকতাপূর্ণ শিক্ষার দরকার। নৈতিকতাপূর্ণ শিক্ষার উৎস হলো ওহিভিত্তিক শিক্ষা। কেবলমাত্র ওহিভিত্তিক শিক্ষা অর্জন করলেই মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটবে এবং পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে উঠবে। এজন্য পবিত্র কুরআনের শুরুতেই বলা হয়েছে 'পড়'। যার আরবি প্রতিশব্দ হলো 'ইকরা'। মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেন– طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ অর্থাৎ, ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ' (ইবনে মাজাহ)। জ্ঞানার্জনের উপর গুরুত্বারোপ করে মহান আল্লাহ বলেন, 'তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ বের হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারে এবং তাদের জাতিকে সতর্ক করতে পারে। যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে।' (সূরা আত তাওবা : আয়াত-১২২)

সুতরাং উপরিউক্ত আয়াত ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সত্যিকার মানুষ হতে হলে ওহিভিত্তিক ইলম তথা কুরআন ও সুন্নাহের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

ঘ কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক কল্যাণকর ইলম বা জ্ঞানই গ্রহণযোগ্য ইলম।

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব এত বেশি যে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন নাজিলের সূচনা করেছেন পড়ুন (اِقْرَأْ) শব্দ দ্বারা। পড়ার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন হয় বিধায় মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে এবং পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে উঠতে জ্ঞানচর্চা অপরিহার্য। জ্ঞানবান ব্যক্তি ও অজ্ঞ ব্যক্তি কখনো সমান হতে পারে না। ইলম অর্জন করলে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করা যায়। বৈধ-অবৈধ বোঝা যায়, আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। ইলম জ্ঞানীর মর্যাদা সমৃদ্ধ ও সমুন্নত করে।

ধর্মীয় ও দুনিয়াবি উভয় ধরনের ইলমের ব্যাপারে ইসলাম ও মুসলমানদের অবদান সুবিদিত। 'দুনিয়াবি ইলম' অর্থ পার্থিব জ্ঞান। দুনিয়াবি ইলম বলতে এমন জ্ঞানকে বোঝায়, যা পার্থিব উন্নতির সাথে সম্পৃক্ত। যেমন : গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, সাহিত্য, পদার্থ, রসায়ন ইত্যাদির জ্ঞান। তাছাড়া ব্যবহারিক বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানও দুনিয়াবি ইলম এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন : বিল্ডিং নির্মাণ কৌশল, গাড়ি চালানোর জ্ঞান, বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি ও ব্যবহারের জ্ঞান ইত্যাদি। সুতরাং উপরিউক্ত বিষয়ের ইলম বা জ্ঞান গ্রহণযোগ্য ইলম। অর্থাৎ ফারদিন ও ফারজানার জ্ঞানার্জনের বিষয় যদিও ভিন্ন কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য এক। বক্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৮ রিয়াদ গতকাল ইংরেজি বইটি খুঁজে না পেয়ে বন্ধু হানিফের নিকট থেকে ধার নেয় এবং কথামতো আজ স্কুলে উপস্থিত হয়েই বইটি ফেরত দেয়। সে রিকসা ভাড়া পরিশোধ করতে গিয়ে দেখে তার পকেটে টাকা নেই। নিরুপায় হয়ে অপর বন্ধু আরিফের নিকট একশত টাকা ধার চায়। উত্তরে আরিফ তার নিকট কোনো টাকা নেই বলে জানায়। অদূরে দাঁড়িয়ে আরিফের পিতা কথাটি শুনতে পেয়ে তাকে কাছে ডেকে বলেন, তোমার নিকট টাকা থাকা সত্ত্বেও অস্বীকার করা অন্যায়।

ক. আখলাকে হামিদা কাকে বলে? ১

খ. ফিতনা-ফাসাদ হত্যার চেয়েও জঘন্য– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রিয়াদের মধ্যে কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আরিফের আচরণে যে গুণের অভাব রয়েছে তা চিহ্নিতপূর্বক পিতার মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানব চরিত্রের সুন্দর, নির্মল ও মার্জিত গুণাবলিকে আখলাকে হামিদাহ বলে।

খ ফিতনা-ফ্যাসাদ বলতে বিশৃঙ্খলা বিপর্যয় সৃষ্টি বোঝায়।

যে সমাজে ফিতনা-ফ্যাসাদ প্রসার লাভ করে সে সমাজ কখনো উন্নতি করতে পারে না। সমাজের ঐক্য সংহতি বিনষ্ট হয়। এরূপ সমাজে মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের কোনো নিরাপত্তা থাকে না। মানুষ স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম, ব্যবসায়-বাণিজ্য, লেনদেন, আচার-অনুষ্ঠান পালন ও উদ্‌যাপন করতে পারে না। এককথায় ফিতনা ফ্যাসাদের ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নেমে আসে চরম অমানিশা। এজন্যই আল্লাহ বলেন, 'ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য।'

(সূরা আল-বাকারা : আয়াত-১৯১)

গ রিয়াদের মধ্যে আখলাকে হামিদাহর "ওয়াদা পালন" গুণটি প্রকাশ পেয়েছে।

ইসলামি পরিভাষায় কারও সাথে কোনোরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে, অঙ্গীকার করলে বা কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে রক্ষা করাকে ওয়াদা পালন বলে। মানবজীবনে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে সবাই তাকে ভালোবাসে। তার প্রতি সকলের আস্থা ও বিশ্বাস থাকে। সমাজে সে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা লাভ করে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন– يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ অর্থাৎ, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর' (সূরা আল-মায়িদা : আয়াত-১)। আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন– 'তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন কর। নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে' (সূরা বনি ইসরাইল : আয়াত-৩৪)। হাশরের ময়দানে প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ওয়াদা পালন করে না, আখিরাতে সে শাস্তি ভোগ করবে। এই ভয়েই নাবিল কারও কাছে কোনো কথা দিলে তা পূর্ণ করার চেষ্টা করে। সে এটাকে দ্বীনের অংশ মনে করে। কারণ যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না সে পূর্ণাঙ্গ মুমিন ও দ্বীনদার হতে পারে না। একটি হাদিসে মহানবি (সা.) বলেন– لَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهٗ অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না, তার দ্বীন নেই'। (মুসনাদে আহমাদ)

উদ্দীপকে দেখা যায়, রিয়াদ গতকাল ইংরেজি বইটি খুঁজে না পেয়ে বন্ধু হানিফের নিকট থেকে ধার নেয় এবং কথামতো আজ স্কুলে উপস্থিত হয়েই বইটি ফেরত দেয়। এটি ওয়াদা পালন।

ঘ আরিফের আচরণে 'সত্যবাদিতা' গুণটির অভাব রয়েছে।

সৎভাবে জীবনযাপন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। সত্যবাদিতা এই কঠিন কাজই সহজ করে দেয়।

সত্যবাদিতা একটি মহৎ গুণ। কথাবার্তা, কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণে সত্যবাদিতা ও সততা অবলম্বন করলে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ـ

অর্থাৎ, হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও সঠিক কথা বলো। (সূরা আল-আহযাব : আয়াত-৭০)

যে সবসময়ে সত্য কথা বলে সে পাপ কাজে লিপ্ত হতে পারে না। কোনো খারাপ কাজ করলে যদি লোকে জিজ্ঞাসা করে তাহলে সে মিথ্যা বলতে পারবে না। তখন তাকে লজ্জিত ও শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই ভাবনা তাকে সব পাপ কাজ থেকে দূরে রাখে।

সত্যবাদিতার বিপরীত হলো মিথ্যা বলা। মিথ্যা বলার প্রভাব ও পরিণতি খুবই ভয়াবহ।

উদ্দীপকে আরিফ মিথ্যা কথা বলেছে। তাই তার বাবা যথার্থই বলেছেন, 'তোমার নিকট টাকা থাকা সত্ত্বেও অস্বীকার করায় অন্যায় হয়েছে। কেননা, এ আচরণটি মানুষের জীবনে ধ্বংস ডেকে আনে।'

পরিশেষে বলা যায়, মিথ্যা বলা মহাপাপ। এটি সব পাপের মূল বা জননী। বলা হয়– اَلصِّدْقُ يُنْجِىْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ অর্থাৎ, সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ বিদ্যালয়ের শিক্ষাসপ্তাহ পালনের সময় প্রধান অতিথি তার বক্তৃতায় আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি গঠনের নিমিত্তে জ্ঞানীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি তার বক্তৃতায় প্রথমত এমন একজন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন তিনি তার কাজের জন্য সারা রাষ্ট্রময় সুখ্যাতি অর্জন করেন। ফলে তার দেশের রাষ্ট্রপ্রধান তাঁকে রাজদরবারে গিয়ে জ্ঞানের শিক্ষা দেয়ার জন্য বলেন। কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধের কারণে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। দ্বিতীয়ত প্রধান অতিথি অপর একজন জ্ঞানীর কথা বলেন- যিনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন আইনের তত্ত্বকে বোর্ড গঠনের মাধ্যমে সহজ করে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেন। এজন্য সরকার তাকে বিচারপতির পদ দিতে চাইলে তিনি তা গ্রহণ করেননি। পরিশেষে প্রধান অতিথি বলেন- উভয় জ্ঞানীই আত্মমর্যাদাবোধকে সমুন্নত রেখেছেন।

ক. খুলাফায়ে রাশেদিন বলতে কী বোঝ? ১

খ. হযরত উমর (রা.)-কে 'ফারুক' উপাধি দেয়া হয়েছিল কেন? ২

গ. প্রধান অতিথির আলোচনায় প্রথমোক্ত ব্যক্তির মধ্যে কোন মনীষীর আদর্শ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দ্বিতীয়জন সম্পর্কে প্রধান অতিথির মন্তব্যের সঠিকতা সংশ্লিষ্ট মনীষীর জীবনাদর্শের আলোকে নিরূপণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের প্রথম চারজন খলিফাকে খুলাফায়ে রাশেদিন বলে।

খ হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার পর মহানবি (সা.)-কে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ইসলাম যদি সত্য হয় তাহলে আর গোপন নয়, এখন থেকে আমরা প্রকাশ্যে কাবার সামনে সালাত আদায় করব। মহানবি (সা.) তাতে খুশি হয়ে তাঁকে 'ফারুক' (সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী) উপাধি দেন। তাই তাঁকে ফারুক বলা হয়।

গ প্রধান অতিথির আলোচনায় প্রথমোক্ত ব্যক্তির মধ্যে ইমাম বুখারির আদর্শ ফুটে উঠেছে।

ইমাম বুখারি (রহ.) ছয় বছরে কুরআন হিফয করার পর হাদিসশাস্ত্রের জ্ঞানের জন্য দূরদূরান্তে পড়তে গিয়েছেন। তিনি লক্ষাধিক হাদিস সনদসহ মুখস্থ করেন। পরবর্তীতে তিনি হাদিসশাস্ত্রে বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ রচনা করেন। তার বইতে হাদিস বাছাইয়ের জন্য অযু, গোসল ও নফল নামাজের সহায়তা নেন। তাঁর গ্রন্থ পৃথিবীতে কুরআনের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে খ্যাত। তিনি স্বাধীনচেতা ও আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এ কারণে কোনো রাজা-বাদশাহের দরবারে গমনাগমন করতেন না। অধ্যাপকের আলোচনার প্রথমোক্ত ব্যক্তির মধ্যেও এ গুণটি লক্ষণীয়। সুতরাং বলা যায়, প্রধান অতিথির আলোচনায় প্রথম ব্যক্তি হলেন ইমাম বুখারি (রহ.)।

ঘ প্রধান অতিথির মন্তব্যের দ্বিতীয়জন হলেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ছিলেন ফিকহশাস্ত্রের উদ্ভাবক। তিনি তাঁর ৪০ জন ছাত্রের সমন্বয়ে 'ফিকহ সম্পাদনা বোর্ড' গঠন করেন। এই বোর্ড দীর্ঘ ২২ বছর কঠোর সাধনা করে ফিকহকে একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র হিসেবে রূপদান করেন। পরবর্তীতে মাত্র ১০ জন নিয়ে বোর্ড গঠন করেন। ফিকহশাস্ত্র প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এই বোর্ডের অবদান সবচেয়ে বেশি। কোনো মাসয়ালার জন্য এ বোর্ড গবেষণা করত এবং কুরআন-হাদিসের আলোকে গবেষণা করে সমাধান দিত। ফিকহশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক দেওয়া সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাখ্যান করে ইমাম আবু হানিফা নৈতিক ও দীনি ইলমের মর্যাদা সমুন্নত রেখেছেন। প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ না করাতে খলিফা আল মনসুরের আদেশে তাকে জেলখানায় আবদ্ধ করে রাখা হয়। উদ্দীপকে দ্বিতীয়জন প্রসঙ্গে আলোচকের মন্তব্যে উপরিউক্ত বিষয়গুলোই প্রতিফলিত হয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, প্রধান অতিথির মন্তব্যের দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)।

প্রশ্ন ▶ ১০ **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব ফারুক একজন সমাজপতি। তিনি তার অধীনস্তদের প্রতি সবসময় সদয় ব্যবহার করেন। নিজে যা খান তা তাদেরকে খাওয়ান। তিনি তার স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করেন।

দৃশ্যকল্প-২ : জনাব হাদী একজন অসাধারণ শক্তিধর ব্যক্তি। তাঁর বীরত্বে খুশি হয়ে সরকার তাকে বীরত্বসূচক উপাধিতে ভূষিত করেন। পাশাপাশি তিনি একজন জ্ঞানতাপসও বটে।

ক. আল-বিরুনি এর পূর্ণনাম কী? ১

খ. হযরত উসমান (রা.)কে যুননুরাইন বলা হতো কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ বর্ণিত জনাব ফারুক সাহেবের কর্মে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ভাষণের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর সাথে খুলাফায়ে রাশেদিনের কোন খলিফার আদর্শের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল বিরুনি এর পূর্ণনাম হলো– বুরহানুল হক আবু রায়হান মুহাম্মাদ বিন আহমাদ।

খ মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর দু'কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে (একজনের মৃত্যুর পর আরেকজনকে) তাঁর সাথে বিবাহ দেন। এ কারণে তাঁকে যুননুরাইন (দুই জ্যোতির অধিকারী) বলা হয়।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ বর্ণিত জনাব ফারুক সাহেবের কর্মে আমার পাঠ্যবইয়ের 'বিদায় হজের' ভাষণের প্রতিফলন ঘটেছে।

দশম হিজরির জিলহজ মাসের নয় তারিখ (৬৩২ খ্রি.) মহানবি (সা.) বিশ্বমানবতার জীবন পরিচালনার সার্বিক নির্দেশনাস্বরূপ মক্কার আরাফাতের ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। মহানবি (সা.)-এর জীবনের শেষ তথা একমাত্র হজ বলে তা 'বিদায় হজের ভাষণ' নামে খ্যাত। এ ভাষণে তিনি মুসলিমদের তথা মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার সার্বিক উপদেশ প্রদান করেন। অধীন বা দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার, ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা, স্ত্রীদের প্রতি সদয় আচরণ ছিল এ ভাষণের অন্যতম কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ। জনাব ফারুক সাহেবের কর্ম এ উপদেশগুলোরই বাস্তব প্রতিফলন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব ফারুক সাহেব তার অধীনস্তদের প্রতি সবসময় সদয় ব্যবহার করেন। নিজে যা খান তা তাদেরকে খাওয়ান। তিনি তার স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করেন। তার এ ধরনের কর্ম মহানবি (সা.)-এর বিদায় হজের ভাষণের আদর্শের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। মহানবি (সা.) বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন, 'দাস-দাসীদের সাথে সদয় ব্যবহার কর। তাদের উপর কোনোরূপ অত্যাচার করবে না। তোমরা যা খাবে, তাদেরও তাই খাওয়াবে, তোমরা যা পরবে, তাদেরও তাই পরাবে। তারা যদি কোনো অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলে, তবে তাদের মুক্ত করে দেবে, তবুও তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে না। কেননা তারাও তোমাদের মতোই মানুষ, আল্লাহর সৃষ্টি। সব মুসলিম একে অন্যের ভাই এবং তোমরা একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।' তিনি আরও বলেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে, তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না। তাদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি তোমাদের উপরও তাদের অধিকার রয়েছে।' এ ভাষণে তিনি আরও ঘোষণা দেন, 'ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না; আগের অনেক জাতি এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে।'

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা হয় যে, বিদায় হজের ভাষণে মহানবি (সা.) মানবজাতির জীবন পরিচালনার সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এ ভাষণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক জনাব ফারুক সাহেবের কর্মে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং বিদায় হজের ভাষণের আলোকে ফারুক সাহেবের কর্মসমূহ যথার্থ।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এর সাথে খুলাফায়ে রাশেদিনের হযরত আলি (রা.)-এর আদর্শের মিল রয়েছে।

মহানবি (সা.) ৬৩২ খ্রি. (দশম হিজরিতে) তাঁর শেষ হজের নবম তারিখে আরাফাতের ময়দানে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, তা আমাদের নিকট বিদায় হজের ভাষণ নামে খ্যাত। 'জাবালে রহমত' নামক পাহাড়ে লক্ষ শ্রোতার সামনে সেদিনকার ভাষণ আজও মানবতা ও নৈতিকতার গুরুত্বপূর্ণ আইনি ভিত্তি হিসেবে ভূমিকা রাখছে। বিদায় হজের ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ দুটি নির্দেশ ছিল। যথা : ১. হে বিশ্বাসীগণ! স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে। তাদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তেমনই তোমাদের উপর তাদের অধিকার রয়েছে এবং

২. দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। তোমরা যা আহার করবে ও পরিধান করবে তাদেরকেও তা আহার করাবে ও পরিধান করাবে। তারা যদি কোনো অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলে, তবে তাদের মুক্ত করে দেবে। তবুও তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে না। কেননা তারাও তোমাদের মতো মানুষ। উদ্দীপকে চেয়ারম্যানের বক্তব্যে এ বিষয়গুলোই প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে জনাব হাদি একজন অসাধারণ শক্তিধর ব্যক্তি। তার বীরত্বে খুশি হয়ে সরকার তাকে বীরত্বসূচক উপাধিতে ভূষিত করেন। পাশাপাশি তিনি একজন জ্ঞানতাপসও বটে। এগুলো হযরত আলি (রা.)-এর বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▸ ১১ জনাব গণি ও মনির দুভাই। গণি প্রবাসে কর্মরত। প্রতিমাসে তার পরিবার-পরিজন ও পিতামাতার ভরণপোষণের জন্য ছোটো ভাই মনিরের কাছে টাকা পাঠান। মনির বড়ো ভাই গণির সংসারে থেকে পড়াশুনা করে। সম্প্রতি মনিরের উচ্চ শিক্ষাগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। সে বাসাবাড়িতে বসে বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দেয়। কোনো কাজ করতে চায় না। মনিরের এরূপ অবস্থা দেখে মনিরের মামা বললেন– তুমি এক সময় সমাজের জন্য বোঝা হয়ে যাবে।

ক. যুলফিকার কী? ১

খ. হযরত আবুবকর (রা.) কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন? ২

গ. জনাব গণির কাজে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মনিরের অবস্থা চিহ্নিতপূর্বক মামার বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুলফিকার হচ্ছে একটি তরবারি। যা বদর যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের জন্য রাসুল (সা.) হযরত আলি (রা.)-কে উপহার দেন।

খ মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর মুসলিম রাষ্ট্রে কতিপয় সমস্যা দেখা দেয়। হযরত আবু বকর (রা.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এসব মোকাবেলা করে ইসলাম ও মুসলমানদের বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করেন। এছাড়াও ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের অনেক হাফিয শাহাদাতবরণ করেন। এতে কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দিলে হযরত আবু বকর (রা.) পবিত্র কুরআনকে একত্র করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এসব যুগান্তকারী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করায় তাঁকে ইসলামের 'ত্রাণকর্তা' বলা হয়।

গ জনাব গণির কাজে 'কর্তব্যপরায়ণতা' গুণটি প্রকাশ পেয়েছে। কর্তব্যপরায়ণতা মানুষের একটি অপরিহার্য গুণ। মানুষের সার্বিক উন্নতি ও সফলতার জন্য এর কোনো বিকল্প নেই।

উদ্দীপকে জনাব গণির কর্মকাণ্ডে দেখা যায়, তিনি প্রবাস থেকে প্রতিমাসে তার পরিবার-পরিজন ও পিতামাতার ভরণপোষণের জন্য ছোট ভাই মনিরের নিকট টাকা পাঠান। দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন থাকা, সময়মতো সুন্দর ও সুচারুভাবে এগুলো পালন করা এবং এক্ষেত্রে কোনোরূপ অবহেলা বা উদাসীনতা প্রদর্শন না করাকেই কর্তব্যপরায়ণতা বলে। আর এটি আখলাকে হামিদাহর অন্যতম গুণ। সুতরাং জনাব গণির কাজে কর্তব্যপরায়ণতা প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ জনাব মনির কাজে কর্মবিমুখতা প্রকাশ পেয়েছে। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোনো কাজ না করে অলস বা বেকার বসে থাকাকে কর্মবিমুখতা বলে। কর্মবিমুখতা একটি জাতির জন্য দুর্ভোগ ও কলঙ্কস্বরূপ। এ দুর্ভাগ্যজনক অবস্থাটিই জনাব মনিরের মধ্যে লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মনিরের উচ্চ শিক্ষাগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। সে বাসায় বসে বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দেয়। কোনো কাজ করতে চায় না। মনিরের এরূপ অবস্থা দেখে মনিরের মামা বললেন, "তুমি এক সময় সমাজের জন্য বোঝা হয়ে যাবে"। আমরা জানি, যোগ্যতা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অলসতা বা অন্য যেকোনো কারণে স্বেচ্ছায় কোনো কাজ না করে বসে থাকা হলো কর্মবিমুখতা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে জহিরের কাজটি কর্মবিমুখতার আওতাভুক্ত এবং ইসলামে এর কোনো সুযোগ নেই। ইসলামে মানুষকে কাজ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর' (সূরা আল-জুমুআ : আয়াত-১০)। হাদিসে হালাল জীবিকা অর্জনকে ফরজ ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হয়, মনির সম্পর্কে মামার বক্তব্যটি যথার্থ।

কুমিল্লা বোর্ড– ২০২৪

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) **বিষয় কোড : 1 1 1**

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময়– ৩০ মিনিট পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. **আল্লাহ তায়ালা ও রাসুল (সা.) এর আনুগত্য করাকে কী বলে?**
ক) ইসলাম খ) তাওহিদ গ) রিসালাত ঘ) ইমান

২. **নবি-রাসুলগণের দায়িত্বের নাম কী?**
ক) সিরাত খ) রিসালাত গ) হাশর ঘ) মিযান

৩. **কুরআন অর্থ কী?**
ক) জ্যোতি খ) সত্য গ) পঠিত ঘ) উপদেশ

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
আনিসার নিকট তার প্রতিবেশী হাফসা মাছ কাটার জন্য বটি ধার চাইলে আনিসা তা দিতে অস্বীকার করে। তার স্বামী নয়ন সাধারণত বাড়িতে নামাজ আদায় করে। মসজিদ পরিচালনা কমিটি গঠনের কয়েকদিন আগ থেকে জামাআতে নামাজ পড়ে ও কমিটির সদস্য পদপ্রার্থী হয়।

৪. **আনিসার কর্মকাণ্ডে কোন সূরার শিক্ষা লঙ্ঘিত হয়েছে?**
ক) আল-ইনশিরাহ খ) আল মাউন গ) আদ-দুহা ঘ) আত্-তীন

৫. **নয়নের আচরণের ফলে সে ভোগ করবে–**
i. দুনিয়ার দুর্ভোগ ii. আল্লাহর অসন্তুষ্টি ii. পরকালীন শাস্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬. **কুরআন লিপিবদ্ধকারী সাহাবিগণের মধ্যে প্রধান কে ছিলেন?**
ক) হযরত উসমান (রা.) খ) হযরত আলি (রা.)
গ) হযরত আমর ইবনে আ'স (রা.) ঘ) হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)

৭. **নিফাক অর্থ কী?**
ক) পরনিন্দা খ) হিংসা গ) কপটতা ঘ) অবাধ্যতা

৮. **হাসিব মনে করে, এই পৃথিবীর জীবনই একমাত্র জীবন। মৃত্যুর পরে মানুষ মাটির সাথে মিশে যাবে। তাকে আর কোনদিন জীবিত করা হবে না। তার এ ধারণা কীসের শামিল?**
ক) নিফাক খ) কুফর গ) শিরক ঘ) ফিতনা

৯. **সনদের ভিত্তিতে হাদিস কত প্রকার?**
ক) তিন খ) চার গ) পাঁচ ঘ) ছয়

১০. **সকল মানুষ আদম (আ.) এর বংশধর। এর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?**
ক) একই কালিমায় বিশ্বাসীগণ ভাই ভাই।
খ) একই পিতা-মাতার থেকে জন্মগ্রহণকারী পরস্পর ভাই।
গ) ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ ভাই ভাই।
ঘ) একই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ পরস্পর ভাই ভাই।

১১. **আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) ছোটবেলায় এক সফরে ডাকাতের কবলে পড়েন। ডাকাতদল তাঁর কাছে জানতে চাইল, তোমার টাকা-পয়সা কোথায়? তিনি তাঁর মায়ের উপদেশ স্মরণ করে জামার আস্তিনের ভিতরে লুকানো মুদ্রাগুলো দেখিয়ে দেন। আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) এর ভূমিকায় আখলাকে হামিদার কোন গুণটি ফুটে উঠেছে?**
ক) আমানত খ) ওয়াদা পালন
গ) সত্যবাদিতা ঘ) কর্তব্য পরায়ণতা

১২. **মাদানি সূরার সংখ্যা কয়টি?**
ক) ২৮ খ) ৪০ গ) ৪২ ঘ) ৮৬

১৩. **নুযুল অর্থ কী?**
ক) পূর্বাহ্ন খ) প্রতিদান গ) পাঠ করা ঘ) অবতরণ

১৪. **কোন নবি কৃষিকাজ করতেন?**
ক) হযরত আদম (আ.) খ) হযরত শিস (আ.)
গ) হযরত দাউদ (আ.) ঘ) হযরত ইদরিস (আ.)

১৫. **আরবের কোন গোত্র বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় কথা বলত?**
ক) কোরাইশ খ) বনু সাদ গ) উমাইয়া ঘ) বনু বকর

১৬. **কোনটির মাধ্যমে তুমি মানবসেবা করতে চাইবে?**
ক) নফল সালাত খ) কুরআন তিলাওয়াত
গ) ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান ঘ) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

১৭. **আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় পাপকাজ থেকে বিরত থাকাকে কী বলে?**
ক) তাকওয়া খ) সত্যবাদিতা গ) আমানত ঘ) মানবসেবা

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
শাকিল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গ্রামের লোকদের টাকা ধার দেয়। বছর শেষে সে প্রতি হাজার টাকায় ১ মণ ধান মূলধনের সাথে বেশি আদায় করে। অপরদিকে তার ভাই জহির ছেলের বিয়ে উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী বাসভবন আলোকসজ্জা করে রাখে।

১৮. **শাকিলের আদায়কৃত অতিরিক্ত এক মণ ধান কী হিসেবে গণ্য হবে?**
ক) সুদ খ) ঘুষ গ) গিবত ঘ) ফিতনা

১৯. **জহিরের কর্মকাণ্ডের ফলে–**
i. সে অভাব অনটনে পড়বে ii. অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হবে
iii. আল্লাহর বিরাগভাজন হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২০. **হাদিসের মূল বক্তব্যকে কী বলে?**
ক) কাওলি খ) ফে'লি গ) সনদ ঘ) মতন

২১. **"প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথ-প্রদর্শক রয়েছে।"– আয়াতে কোন বিষয়টির গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে?**
ক) তাওহিদ খ) রিসালাত গ) জান্নাত ঘ) জাহান্নাম

২২. **কোন কাজটি কেউ আদায় না করলে সম্মিলিতভাবে সকলেই দায়ী হবে?**
ক) বিতর সালাত খ) জানাযার সালাত
গ) তারাবিহের সালাত ঘ) ঈদের সালাত

২৩. **কোনটিকে নিজ মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে?**
ক) হাসাদ খ) গিবত গ) ফিতনা ঘ) কিযব

২৪. **মদিনা সনদের ধারা ছিল কয়টি?**
ক) ৪৫ খ) ৪৬ গ) ৪৭ ঘ) ৪৮

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সালমান সাহেব সুবহি-সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকেন। তার নয় বছরের ছেলে রাফিন নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত বাধ্যতামূলক ইবাদত আল্লাহর জন্য আদায় করে।

২৫. **সালমান সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোন ইবাদত পালিত হয়েছে?**
ক) সালাত খ) যাকাত গ) হজ্জ ঘ) সাওম

২৬. **রাফিদের কর্মকাণ্ডের ফলে–**
i. নৈতিক জীবন মজবুত হবে ii. সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে
iii. ক্ষুধার্তের প্রতি সহানুভূতি জন্মাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৭. **'আল কানুন ফিত-তিব্ব'– কে রচনা করেন?**
ক) ইবনে খালদুন খ) আল কিন্দি গ) ইবনে সিনা ঘ) আল মাসউদি

২৮. **কোনটি মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে?**
ক) যাকাত খ) সাওম গ) হজ্জ ঘ) সালাত

২৯. **হায়দার সাহেব একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী। তিনি তার ধন-সম্পদ ইসলাম ও মানবতার সেবায় অকাতরে ব্যয় করেন। হায়দার সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোন খলিফার আচরণের মিল পাওয়া যায়?**
ক) হযরত আবু বকর (রা.) খ) হযরত উসমান (রা.)
গ) হযরত উমর (রা.) ঘ) হযরত আলি (রা.)

৩০. **দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা কোন ধরনের আহ্কাম?**
ক) ফরজে কিফায়াহ খ) ফরজে আইন
গ) সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ ঘ) সুন্নতে যায়েদাহ্

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

কুমিল্লা বোর্ড– ২০২৪

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল প্রশ্ন) **বিষয় কোড : 1 1 1**

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] **পূর্ণমান– ৭০**

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। জনাব রকিব একজন ভালো কৃষক হিসেবে গ্রামে পরিচিতি লাভ করেছেন। কিন্তু এবার প্রাকৃতিক দুর্যোগে তার ফসল নষ্ট হয়ে যায়। স্থানীয় একজন বিত্তবান ব্যক্তি তাকে আর্থিকভাবে অনেক সহায়তা করেন, ফলে রকিব এই ব্যক্তিকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে। অপরদিকে সোলেমান মেম্বার বাহ্যিকভাবে ইসলাম ধর্মের কিছু বিধিবিধান পালন করলেও মনে মনে তিনি ইসলাম ধর্মকে অবজ্ঞার চোখে দেখেন। জনৈক আলেম তাকে একদিন বলেন, "ইসলাম হলো আল্লাহ তায়ালার প্রবর্তিত ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান"।

ক. 'কুফর' কী? ১
খ. শিরকের গুনাহ আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করবেন না কেন? ২
গ. রকিবের বিশ্বাসে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সোলেমান মেম্বারের কর্মের কুফল ও পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

২। শেফালী বেগম তার এক বান্ধবী ঝরনা বেগমের সাথে ইসলাম ধর্মের বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করছিল। শেফালী বেগম বলেন, ইসলাম ধর্মের সকল বিধানগুলো আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হলেও আখিরাতে বিশ্বাস আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আমি মনি করি এ পৃথিবীতেই ভালো ও মন্দ কাজের পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করা হয়। এর উত্তরে ঝরনা বেগম তাকে বলেন, ইসলাম আল্লাহর মনোনীত ধর্ম, এর কোনো একটি বিধান অস্বীকার করলে সে কাফির হিসেবে পরিগণিত হবে।

ক. 'আসমানী কিতাব' কী? ১
খ. রিসালাত বলতে কী বুঝ? ২
গ. শেফালী বেগমের চিন্তার পরিণতি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে লেখ। ৩
ঘ. ঝরনা বেগমের বক্তব্য কি সঠিক? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩। **দৃশ্যকল্প-১ :** সোমালিয়ার মিস রাহেলো ওমর বিচারকদের দ্বারা শারীরিক গঠন, আকার, আকৃতি ও ব্যক্তিত্ব বিচারে প্রথম হিজাব পরিহিতা মিস ওয়ার্ল্ড-২০২২ নির্বাচিত হন।

দৃশ্যকল্প-২ : দিন মজুর জনাব মতিনের কন্যাকে বিবাহ উপলক্ষ্যে বরপক্ষ দেখতে আসায় তিনি জনাব সবুরের স্ত্রীর নিকট এক ডজন সিরামিক প্লেট, দশটি গ্লাস ও দুটি জগ ধার চান। যদিও তিনি উদাসীন মনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন তথাপি তিনি গৃহস্থালির এ ছোটখাটো তৈজসপত্রগুলো নিজ হাতে সরবরাহ করেন।

ক. 'সুন্নাহ' কাকে বলে? ১
খ. মহান আল্লাহ কীভাবে আল-কুরআন সংরক্ষণ করেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. কোন সূরার শিক্ষা দৃশ্যকল্প-১ এ প্রস্ফুটিত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো যে, দৃশ্যকল্প-২ এ প্রদর্শিত জনাব সবুরের স্ত্রীর কর্মকাণ্ড যথার্থ? তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৪। জনাব আঃ হাকিম একটি সরকারি রাস্তার উভয় পার্শ্বে ৬০০ আম গাছ ও ৮০০ লিচু গাছ রোপণ করেন। তিনি ধারণা করেন যে, এগুলো আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়ক হবে। তার স্ত্রী শাকিলা বেগম একটি বিড়াল ছানা লালন-পালন করেন। রাতে বিড়ালটি তার সাথে একই বিছানায় ঘুমায়। বিড়ালটি প্রতিবেশীর গৃহে প্রবেশ করে তাদের রান্না করা মাছ-মাংস খেয়ে ফেলে। ফলে তারা খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে বিড়ালটিকে মেরে ফেলে। বিড়ালটির জন্য সারাদিন সে অনাহারে থাকে এবং কান্না করে।

ক. 'তাকরিরি' হাদিস কী? ১
খ. হাদিসে কুদসি বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শাকিলা বেগমের চরিত্রে কোন হাদিসের শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব আঃ হাকিমের চিন্তাধারা কতটুকু সঠিক বলে তুমি মনে কর? হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। জনাব সুজন প্রতি মাসের দুই তারিখে কর্মচারীদের বেতন দেবেন বলে ঘোষণা দেন। কিন্তু দশ তারিখ পেরিয়ে গেলেও তিনি তা দিতে গড়ি-মসি করেন। এদিকে সুজন মিয়ার স্ত্রী ও দুই মেয়ে ভদ্রতা, নম্রতা, সু-রুচি ও লজ্জাশীলতা অবলম্বন করে জীবন-যাপন করেন। এতে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করে।

ক. 'আখলাক' কাকে বলে? ১
খ. "সচ্চরিত্রই পূর্ণ।" ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সুজনের আচরণে আখলাকে হামিদাহর কোন গুণের অভাব পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সুজনের স্ত্রী ও মেয়েদের উল্লিখিত গুণাবলির গুরুত্ব কোরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬.

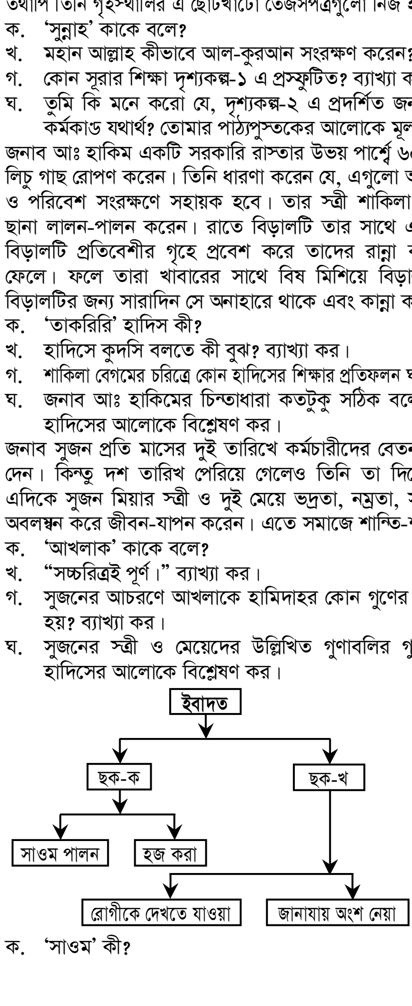

ক. 'সাওম' কী? ১
খ. "দান করলে সম্পদ বাড়ে"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্রে প্রদর্শিত 'ছক-ক' এর ইবাদতসমূহ কোন প্রকারের ইবাদত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. চিত্রে প্রদর্শিত 'ছক-খ' এর ইবাদতের গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। এমএ পাশ করার পর জনাব কাফি ও শাফি দুই ভাই দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা বাহিনীতে চাকরি করেন। সম্প্রতি তারা দু'জনে সীমান্ত এলাকায় মাদক চালান রোধের দায়িত্ব পান। কাফি বিশ্বাস করেন, দেশ-প্রেম ও দেশের সেবা করা ইবাদতস্বরূপ। এদিকে শাফি মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে এগুলোতে সঠিক দৃষ্টি দেন না।

ক. 'নৈতিকতা' কী? ১
খ. শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিতে হবে কেন? ২
গ. কাফির কাজটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শাফির কর্মকাণ্ড চিহ্নিতপূর্বক এর পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। জনাব নয়ন সরকারের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তার অফিসের কোনো ফাইলই অতিরিক্ত অর্থ প্রদান ছাড়া চলে না। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে নামাজ, রোজার পাশাপাশি কিছু দান খয়রাত করে থাকেন। তার ছেলে সুজন সরকার বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে কর্মহীন জীবন-যাপন করেন। তাকে কর্মের কথা বললে সে বলে বাবার অঢেল টাকা আছে কর্মের কোনো প্রয়োজন নেই।

ক. 'প্রতারণা' কী? ১
খ. গিবতের কুফলগুলো লেখ। ২
গ. জনাব নয়ন এর কর্মটি চিহ্নিতপূর্বক পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সুজন সরকারের কাজের পরিণতি ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। চৈতি বেগম বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। তার ধারণা ইসলাম নারীদেরকে বিভিন্নভাবে অসম্মানিত করেছে। বিশেষ করে তাদের ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে। তার এক বান্ধবী মুমতাহিনা শাহিনার অনুপস্থিতিতে শ্রেণিকক্ষে বলে– শাহিনার স্বভাব চরিত্র ভালো না। তোমরা কেউ তাকে টাকা ধার দেবে না।

ক. আত্মশুদ্ধি কী? ১
খ. ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে কেন? ২
গ. চৈতি বেগমের ধারণা ইসলামের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মুমতাহিনার বক্তব্যটি চিহ্নিতপূর্বক এর পরিণাম কোরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। জনাব মোস্তফা জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণদানকালে বলেন, যদি আমি আল্লাহর আদেশ মান্য করি তবে আপনারা আমাকে অনুসরণ ও সহায়তা করবেন। আর যদি এর বিপরীত করি তবে আমাকে সংশোধন করবেন। তার ভাতিজা মোজাহার উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে অসাধারণ বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য 'সোর্ড অফ ওনার' উপহার পেতে এবং জাতীয় পতাকাকে সমুন্নত রাখতে ও দেশমাতৃকার শান্তি স্থাপনে জীবনের কঠিন ঝুঁকি নিতে চায়।

ক. 'যুলফিকার' কী? ১
খ. হযরত উমর (রাঃ) কে কেন ন্যায় ও ইনসাফের মূর্ত প্রতীক বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব মোস্তফার ভাষণে কোন খলিফার জীবন কর্মের প্রতিফলন ঘটে। ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর যে, মোজাহারের আকাঙ্ক্ষায় কোনো এক খলিফার আদর্শ পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

১১। **দৃশ্যকল্প-১ :** পাবনার জরিনা বেগম তার নবজাতক পুত্র সন্তান সারওয়ারকে উত্তম পরিচর্যা ও বিশুদ্ধ খাঁটি বাংলা ভাষা শেখার জন্য বগুড়া শহরের একটি ডে কেয়ার সেন্টারে প্রেরণ করেন। পাঁচ বছরের মধ্যে শিশুটি বাংলা ভাষার ওপর উত্তম দখল অর্জন করে।

দৃশ্যকল্প-২ : ইতিহাস পড়ে জনাব করিম জানতে পারেন যে, দীর্ঘদিন ধরে দুটো গোত্রের মাঝে যুদ্ধ চলার কারণে সৌদি আরবের একটি ভূখণ্ডের শান্ত ও নির্মল পরিবেশ বসবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে। অতঃপর ৬২২ খ্রিঃ একজন মহামানবের মধ্যস্থতায় চিরদিনের জন্য সে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। পরিশেষে সকল গোত্রের সম্মতিতে লিখিত সংবিধানের আলোকে একটি গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হয়।

ক. 'যুননুরাইন' কী? ১
খ. জাবির ইবনে হাইয়ানকে রসায়নশাস্ত্রের জনক বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবনের কোন অংশটুকু প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবনের কোনো এক ঘটনার সাথে দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত ঘটনার সাথে মিল খুঁজে পাও? যৌক্তিক উত্তর দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	K	২	L	৩	M	৪	L	৫	N	৬	N	৭	M	৮	L	৯	K	১০	M	১১	M	১২	K	১৩	N	১৪	K	১৫	L
	১৬	M	১৭	K	১৮	K	১৯	N	২০	N	২১	L	২২	L	২৩	L	২৪	M	২৫	N	২৬	K	২৭	M	২৮	K	২৯	L	৩০	L

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ জনাব রকিব একজন ভালো কৃষক হিসেবে গ্রামে পরিচিতি লাভ করেছেন। কিন্তু এবার প্রাকৃতিক দুর্যোগে তার ফসল নষ্ট হয়ে যায়। স্থানীয় একজন বিত্তবান ব্যক্তি তাকে আর্থিকভাবে অনেক সহায়তা করেন, ফলে রকিব এই ব্যক্তিকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে। অপরদিকে সোলেমান মেম্বার বাহ্যিকভাবে ইসলাম ধর্মের কিছু বিধিবিধান পালন করলেও মনে মনে তিনি ইসলাম ধর্মকে অবজ্ঞার চোখে দেখেন। জনৈক আলেম তাকে একদিন বলেন, "ইসলাম হলো আল্লাহ তায়ালার প্রবর্তিত ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান"।

ক. 'কুফর' কী? ১

খ. শিরকের গুনাহ আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করবেন না কেন? ২

গ. রকিবের বিশ্বাসে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সোলেমান মেম্বারের কর্মের কুফল ও পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটির প্রতিও অবিশ্বাস করাকে কুফর বলা হয়।

খ মহান আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করায় শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। শিরকের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সত্তা, অস্তিত্ব, গুণাবলি ও ক্ষমতার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করা হয়, যা আল্লাহর সাথে জুলুম করার শামিল। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– 'নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম' (সূরা লুকমান : আয়াত-১৩)। আল্লাহ তায়ালাই আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। আমরা তাঁর নিয়ামত ভোগ করি। এরপরও কেউ যদি তাঁর সাথে কোনো মানুষ বা অন্য কোনো কিছুকে অংশীদার করে তবে তা আল্লাহ কিছুতেই ক্ষমা করবেন না।

গ রকিবের বিশ্বাসে শিরক প্রকাশ পেয়েছে। যা একটি জঘন্য ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

শিরক শব্দের অর্থ– অংশীদার সাব্যস্ত করা, একাধিক স্রষ্টা বা উপাস্যে বিশ্বাস করা। ইসলামি পরিভাষায়– মহান আল্লাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়। জনাব রকিবের কাজে এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে জনাব রকিব একজন ভালো কৃষক হিসেবে গ্রামে পরিচিতি লাভ করেছেন। কিন্তু এবার প্রাকৃতিক দুর্যোগে তার ফসল নষ্ট হয়ে যায়। স্থানীয় একজন বিত্তবান ব্যক্তি তাকে আর্থিকভাবে অনেক সহায়তা করেন, ফলে রকিব এই ব্যক্তিকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে। তার এ কাজটি জঘন্য পাপ কাজ শিরককে ধারণ করে। কারণ ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে শরিক করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আর শিরক হলো পৃথিবীর সকল প্রকার জুলুমের মধ্যে সবচেয়ে বড়। মানুষ শিরকের পর্যায়ভুক্ত যেসব কাজ করে তা সম্পূর্ণ অর্থহীন। কারণ মহান আল্লাহ বলেন, 'কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়' (সূরা আশ-শুরা : আয়াত-১১)। অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যদি সেথায় (আসমান ও জমিনে) আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ থাকত তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত' (সূরা আল-আম্বিয়া : আয়াত-২২)। মহান আল্লাহ যেসব ক্ষমতার অধিকারী, তার পরিবর্তে সেসব কাজ করার ইখতিয়ার কারও নেই। এ হিসেবে কোনো সহায়তা কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে হলেও সে আল্লাহর সমকক্ষ হতে পারে না।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে, রকিবের কাজটি এক ধরনের শিরক। আর ইসলামি শরিয়তে এ ধরনের কাজ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ঘ সোলেমান মেম্বারের কর্মে নিফাকি প্রকাশ পেয়েছে। যার কুফল বা পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

নিফাক একটি মারাত্মক পাপ। এটি মানুষের চরিত্র ও নৈতিকতা ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে মানুষ মিথ্যাচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ অর্থাৎ, আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী। (সূরা আল-মুনাফিকুন : আয়াত-১)

মুনাফিকরা ভিতরে এক আর বাইরে অন্য রকম হওয়ায় লোকজন তাদের বিশ্বাস করে না; বরং সন্দেহ ও ঘৃণার চোখে দেখে। সমাজের মানুষের নিকট তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জীবন কাটায়। মুনাফিকদের করুণ পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।' (সূরা আন-নিসা : আয়াত-১৪৫)

ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য মুনাফিকরা খুবই ক্ষতিকর। কেননা তারা মুসলমানদের সাথে মিশে ইসলামের শত্রুদের সাহায্য করে। মুসলমানদের গোপন তথ্য ও দুর্বলতার কথা শত্রুদের জানিয়ে দেয়।

সুতরাং উদ্দীপকের সোলেমান মেম্বারের কর্মকাণ্ডে নিফাক প্রকাশ পেয়েছে। নিফাকের মতো নৈতিকতা বিবর্জিত স্বভাব থেকে প্রত্যেক মুসলিমের বেঁচে থাকা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ০২ শেফালী বেগম তার এক বান্ধবী ঝরনা বেগমের সাথে ইসলাম ধর্মের বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করছিল। শেফালী বেগম বলেন, ইসলাম ধর্মের সকল বিধানগুলো আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হলেও আখিরাতে বিশ্বাস আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আমি মনি করি এ পৃথিবীতেই ভালো ও মন্দ কাজের পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করা হয়। এর উত্তরে ঝরনা বেগম তাকে বলেন, ইসলাম আল্লাহর মনোনীত ধর্ম, এর কোনো একটি বিধান অস্বীকার করলে সে কাফির হিসেবে পরিগণিত হবে।

ক. 'আসমানী কিতাব' কী? ১

খ. রিসালাত বলতে কী বুঝ? ২

গ. শেফালী বেগমের চিন্তার পরিণতি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে লেখ। ৩

ঘ. ঝরনা বেগমের বক্তব্য কি সঠিক? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব কিতাব আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য দিকনির্দেশনাস্বরূপ নাজিল করেছেন তাকে আসমানি কিতাব বলে।

খ রিসালাত বলতে মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বকে বোঝায়।

রিসালাত শব্দের অর্থ হলো– চিঠি পৌঁছানো, সংবাদ বা কোনো ভালো কাজের দায়িত্ব বহন করা। মানবজাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে বহু নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। তারা আল্লাহর নির্দেশে মানুষকে আল্লাহর পথে ডেকেছেন, ইহ ও পরকালীন শান্তি ও মুক্তির দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁদের এই আগমন ও কাজই হলো রিসালাত।

গ শেফালি বেগমের চিন্তাধারা কুফরির অন্তর্ভুক্ত। যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ।

কুফর ইমানের ঠিক বিপরীত। ইসলামের মৌলিক সাতটি বিষয়ের যেকোনো একটির প্রতি অবিশ্বাস বা সন্দেহ পোষণ করাই কুফর। এ সাতটি বিষয় হলো– এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস, নবি রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস, আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস, তাকদিরের (ভাগ্যের ভালোমন্দ) উপর বিশ্বাস, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের (পুনরায় জীবিত হওয়া) উপর বিশ্বাস এবং আখিরাত বা পরকালের প্রতি বিশ্বাস। শেফালি পরকাল বা চিরস্থায়ী জীবনের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করেছে। আখিরাত হলো মৃত্যুর পরের জীবন। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষের এ জীবনের শুরু হয়। এর কোনো শেষ নেই। অনন্তকাল ধরে এ জীবন চলতে থাকবে। দুনিয়াতে যারা ভালো কাজ করবে, আখিরাতে তারা চিরস্থায়ী সুখের আবাস জান্নাত লাভ করবে। আর যারা ইহকালীন জীবনে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে নিজেদের খেয়ালখুশি মতো জীবন পরিচালনা করবে; তারা অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে শাস্তি ভোগ করবে। যারা এ অনন্ত ও চিরস্থায়ী জীবনের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করবে, তারা কাফির। সুতরাং বলা যায়, শেফালির মনোভাব কুফরের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ ইসলামের কোনো একটি বিধান অস্বীকার করলে সে কাফির হিসেবে পরিগণিত হবে– ঝরনা বেগমের এ বক্তব্যটি সঠিক।

কুফর শব্দের আভিধানিক অর্থ অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, ঢেকে রাখা, গোপন করা, অবাধ্য হওয়া ইত্যাদি। কুফর হলো ইমানের বিপরীত। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোতে বিশ্বাসের নাম ইমান। আর আখিরাত ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। তাই আখিরাতে অবিশ্বাস করাও কুফরের শামিল। যা ঝরনা বেগমের বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে শেফালী বেগম আখিরাতে বিশ্বাস করে না। তার এ কাজটিকে ঝরনা বেগম কুফরের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে মন্তব্য করেছেন। যা সঠিক এবং যুক্তিসঙ্গত। কেননা আখিরাত ইসলামের অন্যতম একটি মৌলিক বিষয়। এটি অনন্তকালের জীবন। এ জীবনের শুরু আছে, কিন্তু শেষ নেই। আখিরাতে মানুষের দুনিয়ার কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। এরপর ভালো কাজের পুরস্কারস্বরূপ জান্নাত এবং মন্দ কাজের জন্য জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া হবে। শেফালী বেগম আখিরাত সম্পর্কিত এ বিষয়গুলো বিশ্বাস করে না। তাই তার বিশ্বাস কুফরের শামিল।

সুতরাং বলা যায়, ইসলামের কোনো একটি বিধান অস্বীকার করা কুফরের শামিল। তাই এ সম্পর্কিত ঝরনা বেগমের বক্তব্যটি সঠিক।

প্রশ্ন ▶ ০৩ **দৃশ্যকল্প-১ :** সোমালিয়ার মিস রাহেলা ওমর বিচারকদের দ্বারা শারীরিক গঠন, আকার, আকৃতি ও ব্যক্তিত্ব বিচারে প্রথম হিজাব পরিহিতা মিস ওয়ার্ল্ড-২০২২ নির্বাচিত হন।

দৃশ্যকল্প-২ : দিন মজুর জনাব মতিনের কন্যাকে বিবাহ উপলক্ষ্যে বরপক্ষ দেখতে আসায় তিনি জনাব সবুরের স্ত্রীর নিকট এক ডজন সিরামিক প্লেট, দশটি গ্লাস ও দুটি জগ ধার চান। যদিও তিনি উদাসীন মনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন তথাপি তিনি গৃহস্থালির এ ছোটখাটো তৈজসপত্রগুলো নিজ হাতে সরবরাহ করেন।

ক. 'সুন্নাহ' কাকে বলে? ১

খ. মহান আল্লাহ কীভাবে আল-কুরআন সংরক্ষণ করেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কোন সূরার শিক্ষা দৃশ্যকল্প-১ এ প্রস্ফুটিত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো যে, দৃশ্যকল্প-২ এ প্রদর্শিত জনাব সবুরের স্ত্রীর কর্মকাণ্ড যথার্থ? তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামি পরিভাষায় মহানবি (সা.)-এর বাণী, কর্ম ও তাঁর সমর্থিত রীতিনীতিকে সুন্নাহ বলে। সুন্নাহকে হাদিস নামেও অভিহিত করা হয়।

খ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের সার্বিক জীবনবিধান ও দিকনির্দেশনা এতে বিদ্যমান। সুতরাং এর সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহান আল্লাহ স্বয়ং এর সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করেছেন। তিনি ঘোষণা করেন–

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ -

অর্থ : "আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই এর সংরক্ষক।" (সূরা আল-হিজর, আয়াত ৯)

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং আল-কুরআনের সংরক্ষক। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ কিতাব সংরক্ষণ করেন। এজন্যই আজ পর্যন্ত এ কিতাবের একটি হরফ (অক্ষর), হরকত বা নুকতারও পরিবর্তন হয়নি। এটি যেভাবে নাজিল হয়েছিল আজও ঠিক সেভাবেই বিদ্যমান। আর কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে।

গ সূরা আত-তীন এর শিক্ষা দৃশ্যকল্প-১ এ প্রস্ফুটিত।

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ সফলতা লাভের দিকনির্দেশনা ও পরকালের জবাবদিহিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এ সূরা নাজিল করেন। সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। এ সূরার প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শপথ করে মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর সৃষ্টি হিসেবে ঘোষণা করেন। সৃষ্টি জগতের মধ্যে মানুষের আকৃতিই সবচেয়ে সুন্দর। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছি।' তবে মানুষ যদি ভালো কাজ না করে অসৎকাজে লিপ্ত হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করেন। তাকে শাস্তি প্রদান করেন।

তখন সেই সৃষ্টির নিম্নতম স্তরে নেমে যায়। আল্লাহ তায়ালা তাই পঞ্চম আয়াতে বলেন, 'এরপর আমি তাকে নামিয়ে দিয়েছি সর্বনিম্ন স্তরে।' উদ্দীপকে মানুষের শারীরিক গঠন, আকার-আকৃতি ও ব্যক্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। যা পুরোপুরি অত্র সূরার বক্তব্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, দৃশ্যকল্প-১ এ সূরা আত-তীনের বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, দৃশ্যকল্প-১ এ প্রদর্শিত জনাব সবুরের স্ত্রীর কর্মকাণ্ড যথার্থ। সূরা আল-মাউন মক্কায় অবতীর্ণ অন্যতম একটি সূরা। সূরা আল-মাউনের ৭টি আয়াতে যে সকল বিষয় বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুটি হলো–

১. সালাত সম্পর্কে উদাসীন ব্যক্তিদের দুর্ভোগের কথা বলা আছে। এর শিক্ষা হলো সালাতে অবহেলা বা অলসতা করা চলবে না। লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করা যাবে না। বরং বিশুদ্ধ নিয়তে সঠিকভাবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সালাত আদায় করতে হবে।

২. গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটখাটো বস্তু অন্যকে না দান করায় দুর্ভোগের কথা বলা হয়েছে। এর শিক্ষা হলো প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোতে অন্যকে সহযোগিতা করা।

উদ্দীপকে জনাব সবুরের স্ত্রী এ সূরা থেকে শিক্ষা নিয়ে তার যথাযথ আমল করেছে। কারণ গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটোখাটো বস্তু তার প্রতিবেশীকে ধার দিয়েছে। সুতরাং বলা যায়– জনাব সবুরের স্ত্রীর কর্মকাণ্ড যথার্থ।

প্রশ্ন ▸ ০৪ জনাব আঃ হাকিম একটি সরকারি রাস্তার উভয় পার্শ্বে ৬০০ আম গাছ ও ৮০০ লিচু গাছ রোপণ করেন। তিনি ধারণা করেন যে, এগুলো আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়ক হবে। তার স্ত্রী শাকিলা বেগম একটি বিড়াল ছানা লালন-পালন করেন। রাতে বিড়ালটি তার সাথে একই বিছানায় ঘুমায়। বিড়ালটি প্রতিবেশীর গৃহে প্রবেশ করে তাদের রান্না করা মাছ-মাংস খেয়ে ফেলে। ফলে তারা খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে বিড়ালটিকে মেরে ফেলে। বিড়ালটির জন্য সারাদিন সে অনাহারে থাকে এবং কান্না করে।

ক. 'তাকরিরি' হাদিস কী? ১
খ. হাদিসে কুদসি বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শাকিলা বেগমের চরিত্রে কোন হাদিসের শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব আঃ হাকিমের চিন্তাধারা কতটুকু সঠিক বলে তুমি মনে কর? হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অনুমোদনসূচক হাদিসই হলো তাকরিরি হাদিস।

খ কুদসি শব্দের অর্থ– পবিত্র। ইসলামি পরিভাষায় যে হাদিসের শব্দ ও ভাষা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিজস্ব; কিন্তু তার অর্থ, ভাব ও মূলকথা আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে ইলহাম বা স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত, তাকে হাদিসে কুদসি বলে। সংক্ষেপে, যে হাদিসের মূলকথা আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং মহানবি (সা.) নিজের ভাষায় তা উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন সেটাই হাদিসে কুদসি। হাদিসে কুদসির ভাব, অর্থ ও মূলকথা আল্লাহ তায়ালার হলেও তা আল-কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি হাদিসের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

গ শাকিলা বেগমের চরিত্রে 'ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা' সম্পর্কিত হাদিসের শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে।

আলোচ্য হাদিসটিতে রাসুল (সা.) বলেন, 'মুমিনের সকল কাজ বিস্ময়কর। আর প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আর এ কল্যাণ মুমিন ছাড়া আর কেউ লাভ করতে পারে না। যদি সে সুখ-শান্তি লাভ করে, তবে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এটা তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি সে দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়, তবে সে ধৈর্যধারণ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর।' (মুসলিম) উদ্দীপকে দেখা যায়, শাকিলা বিড়ালটিকে মেরে ফেলার পর প্রতিশোধ না নিয়ে ধৈর্যধারণ করেছে। ভেঙে পড়েনি; বরং তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করে ধৈর্যধারণ করেছেন। অর্থাৎ তিনি উপরিউক্ত হাদিসের উপর পূর্ণ আমল করেছেন। এ হাদিসের শিক্ষা হলো– সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ এসব মানবজীবনের স্বাভাবিক বিষয়। দুঃখ-কষ্ট বা বিপদের সময় হতাশ হওয়া চলবে না। মনোবল হারানো যাবে না; বরং ধৈর্যসহকারে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও অন্যান্য করণীয় কর্তব্য পালন করতে হবে। আর উদ্দীপকে শাকিলার মধ্যে 'ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা' সম্পর্কিত এই হাদিসটির শিক্ষাই ফুটে উঠেছে।

ঘ জনাব আঃ হাকিমের চিন্তাধারা সম্পূর্ণই সঠিক।

বৃক্ষরোপণ মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কাজ। মানুষ এর দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রয়োজন। বৃক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের সে প্রয়োজন পূরণ করে। বৃক্ষ থেকে আমরা খাদ্য, ওষুধ, পোশাক, কাঠ, ফল ইত্যাদি পাই। বৃক্ষ আমাদের আর্থিক সচ্ছলতাও প্রদান করে। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায়ও বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি, জলবায়ুর উষ্ণতা রোধ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বৃক্ষের অবদান অতুলনীয়। মহানবি (সা.) বৃক্ষরোপণের নির্দেশ দানের মাধ্যমে আমাদের এসব নিয়ামত ও উপকার লাভের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

উদ্দীপকের আঃ হাকিম একটি সরকারি রাস্তার উভয় পার্শ্বে ৬০০ আম গাছ ও ৮০০ লিচু গাছ রোপন করেন। তিনি ধারণা করেন যে, এগুলো আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়ক হবে। তিনি মূলত মহানবি (সা.)-এর হাদিসের উপর আমল করেছেন। তার এ কাজটি সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে। ফলে তিনি নিজের অজান্তেই অনেক সাওয়াব লাভ করবেন। যেমন মহানবি (সা.) বলেন–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ ـ

অর্থাৎ, 'কোনো মুসলমান যদি বৃক্ষরোপণ করে কিংবা কোনো ফসল আবাদ করে, এরপর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু কিছু ভক্ষণ করে তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।' (বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং বলা যায়, হাদিসের আলোকে আঃ হাকিমের কাজটি সম্পূর্ণই সঠিক এবং ইহা সদকা হিসেবেও গণ্য হবে।

প্রশ্ন ▸ ০৫ জনাব সুজন প্রতি মাসের দুই তারিখে কর্মচারীদের বেতন দেবেন বলে ঘোষণা দেন। কিন্তু দশ তারিখ পেরিয়ে গেলেও তিনি তা দিতে গড়ি-মসি করেন। এদিকে সুজন মিয়ার স্ত্রী ও দুই মেয়ে ভদ্রতা, নম্রতা, সু-রুচি ও লজ্জাশীলতা অবলম্বন করে জীবন-যাপন করেন। এতে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করে।

ক. 'আখলাক' কাকে বলে? ১
খ. "সচ্চরিত্রই পূর্ণ।" ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সুজনের আচরণে আখলাকে হামিদাহর কোন গুণের অভাব পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সুজনের স্ত্রী ও মেয়েদের উল্লিখিত গুণাবলির গুরুত্ব কোরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক আখলাক হলো মানুষের স্বভাবসমূহের সমন্বিত রূপ। এককথায়, মানুষের সকল কাজ ও নীতির সমষ্টিকেই আখলাক বলা হয়।

খ সৎচরিত্র ও সুন্দর ব্যবহার পরকালীন জীবনেও মানুষের কল্যাণের হাতিয়ার, মুক্তির উপায় হবে। উত্তম আচার-আচরণ মানুষকে পুণ্য বা সাওয়াব দান করে। এজন্য মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেন, 'সুন্দর চরিত্রই পুণ্য' (মুসলিম)। প্রশংসনীয় আচরণ ও স্বভাব কিয়ামতের দিন মুমিনের আমলের পাল্লা ভারি করবে। অন্য একটি হাদিসে মহানবি (সা.) বলেন, 'নিশ্চয়ই (কিয়ামতের দিন) মিযানে সুন্দর চরিত্র অপেক্ষা ভারী বস্তু আর কিছুই থাকবে না।' (তিরমিযি)

গ সুজনের আচরণে আখলাকে হামিদার 'ওয়াদা পালন' গুণের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ওয়াদাকে আরবি ভাষায় বলা হয় আল-আহদু (اَلْعَهْدُ)। আল-আহদু-এর শাব্দিক অর্থ– ওয়াদা, অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, চুক্তি, কাউকে কোনো কথা দেওয়া বা কোনো কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় কারও সাথে কোনোরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে, অঙ্গীকার করলে বা কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে রক্ষা করাকে ওয়াদা পালন বলে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব সুজন প্রতি মাসের ২ তারিখ কর্মচারীদের বেতন দিবেন বলে ঘোষণা দেন। কিন্তু দশ তারিখ পেরিয়ে গেলেও তিনি তা দিতে গড়িমসি করেন। যা মূলত ওয়াদা ভঙ্গের শামিল। ওয়াদা পালন করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। সৎ ও নৈতিক গুণাবলির অধিকারী ব্যক্তিগণ সর্বদা ওয়াদা রক্ষা করে থাকেন। যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না সে পূর্ণাঙ্গ মুমিন ও দ্বীনদার হতে পারে না। একটি হাদিসে মহানবি (সা.) বলেছেন– لَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهٗ অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না, তার দ্বীন নেই।' (মুসনাদে আহমাদ)

ঘ সুজনের স্ত্রী ও মেয়েদের উল্লিখিত গুণাবলি শালীনতার অন্তর্ভুক্ত। ইসলামে এর গুরুত্ব অনেক।

শালীনতা আখলাকে হামিদাহ বা উত্তম চরিত্রের অন্যতম দিক। শালীনতা অর্থ মার্জিত, সুন্দর ও শোভন হওয়া। শালীনতার পরিধি খুবই ব্যাপক। এটি বহুগুণের সমষ্টি। ভদ্রতা, নম্রতা, সৌন্দর্য, সুরুচি, লজ্জাশীলতা, কৃষ্টি-কালচার ইত্যাদি গুণাবলির সমন্বিত রূপের মাধ্যমে শালীনতা প্রকাশ পায়, যেমনটি সুজনের স্ত্রী ও মেয়েদের ক্ষেত্রে ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সুজন মিয়ার স্ত্রী ও দুই মেয়ে ভদ্রতা, নম্রতা, সুরুচি ও লজ্জাশীলতা অবলম্বন করে জীবন-যাপন করেন। অতএব সুজনের স্ত্রী ও মেয়েদের গুণগুলো শালীনতার অন্তর্ভুক্ত এবং কুরআন ও হাদিসে এর গুরুত্ব অনেক।

প্রশ্ন ▸ ০৬

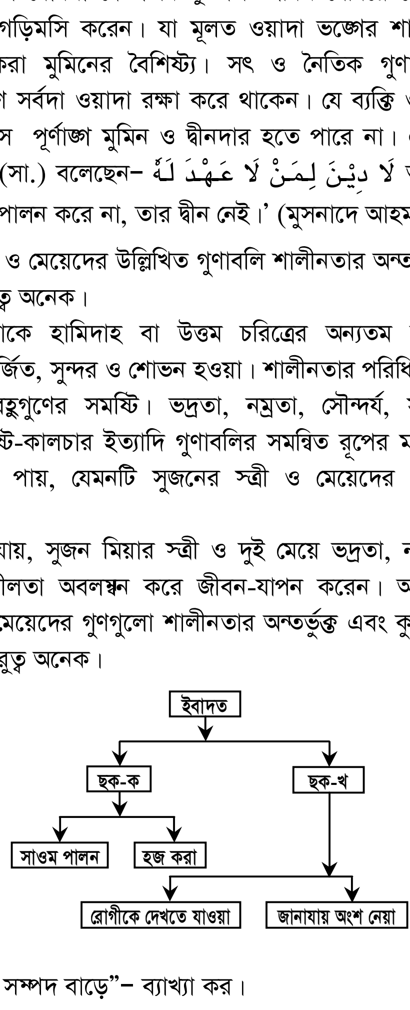

ক. 'সাওম' কী? ১

খ. "দান করলে সম্পদ বাড়ে"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্রে প্রদর্শিত 'ছক-ক' এর ইবাদতসমূহ কোন প্রকারের ইবাদত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্রে প্রদর্শিত 'ছক-খ' এর ইবাদতের গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলে।

খ "দান করলে সম্পদ বাড়ে"– বাক্যটিতে দানশীলতার গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

দান করার মাধ্যমে মানুষের ইমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বাহ্যিকভাবে এতে দেখা যায় যে, সম্পদ কমে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে সম্পদ কমে না; বরং আল্লাহ তায়ালা খুশি হয়ে দানশীল ব্যক্তিকে আরও প্রভূত পরিমাণে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। তার অবশিষ্ট সম্পদে বরকত হয়। আসমানের ফেরেশতা প্রতিদিন সকালে তার পক্ষে আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করেন। তাই বলা যায়, দান করলে সম্পদ কমে না; বরং বাড়ে।

গ চিত্রে প্রদর্শিত 'ছক-ক' এর ইবাদাতসমূহ 'হাক্কুল্লাহ' এর অন্তর্ভুক্ত।

ইবাদত দুই ধরনের। যথা– (১) হাক্কুল্লাহ ও (২) হাক্কুল ইবাদ। আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে হাক্কুল্লাহ বলে। অর্থাৎ যে ইবাদতসমূহ শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্দিষ্ট সেগুলোই হলো হাক্কুল্লাহ। যেমন– সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হজ পালন করা ইত্যাদি। আর হাক্কুল ইবাদ হলো সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত অধিকার ও কর্তব্যকে বোঝায়। তাই 'ছক-ক'-এর ইবাদতটি হাক্কুল্লাহর পর্যায়ভুক্ত। চিত্রে প্রদর্শিত 'ছক-ক'-এর বিষয়বস্তু সাওম ও হজ, যা হাক্কুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। আর এ প্রকারের ইবাদতসমূহ শুধু আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। এর মাধ্যমে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় এবং তাঁর দাসত্ব করার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। পৃথক কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর দাসত্ব বা স্বার্থ প্রকাশ পায় না। তাই বলা যায়, ছক-'ক' এ প্রদর্শিত ইবাদতটি হাক্কুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত।

ঘ চিত্রে প্রদর্শিত 'ছক-খ' এর ইবাদাত 'হাক্কুল ইবাদ' এর অন্তর্ভুক্ত। ইসলামে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

আমরা সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করি। সমাজের একজনের দুঃখ ও বিপদে অন্যজন সাড়া দেই, সাহায্য-সহযোগিতা করি। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) মানুষের প্রতি মানুষকে সহানুভূতি প্রদর্শন ও দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। পরস্পরের প্রতি এই দায়িত্ব-কর্তব্যই হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক।

ইসলামে মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্যকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের ছয়টি অধিকার রয়েছে। যেমন : 'সালামের জবাব দেওয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত কবুল করা, মজলুমকে সাহায্য করা ও হাঁচির জবাব দেওয়া' (বুখারি ও মুসলিম)। আবার মানুষের প্রতি মানুষের অধিকারকে আটটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন : ১. নিকটাত্মীয়ের হক, ২. দূরাত্মীয়ের হক, ৩. প্রতিবেশীর হক, ৪. দেশবাসীর হক, ৫. শাসক-শাসিতের হক, ৬. সাধারণ মুসলমানের হক, ৭. অভাবী লোকের হক এবং ৮. অমুসলিমদের হক। অতএব হাক্কুল ইবাদ এর গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ০৭ এমএ পাশ করার পর জনাব কাফি ও শাফি দুই ভাই দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা বাহিনীতে চাকরি করেন। সম্প্রতি তারা দু'জনে সীমান্ত এলাকায় মাদক চালান রোধের দায়িত্ব পান। কাফি বিশ্বাস করেন, দেশ-প্রেম ও দেশের সেবা করা ইবাদতস্বরূপ। এদিকে শাফি মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে এগুলোতে সঠিক দৃষ্টি দেন না।

ক. 'নৈতিকতা' কী? ১
খ. শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিতে হবে কেন? ২
গ. কাফির কাজটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শাফির কর্মকাণ্ড চিহ্নিতপূর্বক এর পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক সততা, সদাচার, সৌজন্যমূলক আচরণ, সুন্দর স্বভাব, মিষ্টি কথা ও উন্নত চরিত্র এসব কিছুর সমন্বয় হলো নৈতিকতা।

খ শ্রমিকের পারিশ্রমিক দিতে বিলম্ব করা সমীচীন নয়।
রাসুল (সা.) বলেছেন, 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও' (ইবনে মাজাহ)। শ্রমিকরা তাদের পারিশ্রমিক দিয়েই নিত্যদিনের প্রয়োজন মেটায়। তাদের হাতে কোনো অর্থ জমা থাকে না। তাই পারিশ্রমিক পেতে দেরি হলে তাদের অর্থ সংকটে পড়তে হয়। সময় মতো পারিশ্রমিক পেলে তারা উৎসাহের সাথে কাজ করবে, তাতে উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে।

গ কাফির কাজটি আখলাকে হামিদার 'স্বদেশপ্রেম' এর অন্তর্ভুক্ত।
স্বদেশ তথা নিজ দেশ বা মাতৃভূমির প্রতি মায়া-মমতা, আকর্ষণই হলো স্বদেশপ্রেম। স্বদেশপ্রেম একটি অনুভূতির বিষয়। ব্যক্তির নিজের কাজ ও সেবার দ্বারা দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা যায়। দেশের স্বার্থে কাজ করার দ্বারা দেশপ্রেম প্রমাণিত হয়। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার কাজ করা, জাতীয় উন্নতিতে অবদান রাখা, দেশের স্বার্থবিরোধী কাজে কাউকে সাহায্য না করা, দেশের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা, দেশের স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করা, দেশের মানুষকে ভালোবাসা ও তাদের জন্য কাজ ইত্যাদি দেশপ্রেমের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। উদ্দীপকে কাফি সীমান্ত এলাকায় মাদক চালান রোধের দায়িত্ব পান। এ অবস্থায় তিনি বিশ্বাস করেন, দেশপ্রেমে ও দেশের সেবা করা ইবাদাতস্বরূপ। কাজেই তার মনোভাবটি স্বদেশপ্রেম হিসেবে বিবেচিত।
উদ্দীপকে সীমান্ত এলাকায় মাদক চালান রোধে দায়িত্বপ্রাপ্ত কাফি বিশ্বাস করেন দেশপ্রেম ও দেশের সেবা করা ইবাদাতস্বরূপ। কাফির এ মনোভাবটি দেশপ্রেমের পরিচয় বহন করে। যা তাৎপর্যপূর্ণ। দেশপ্রেমিক ব্যক্তি দেশের সম্পদ ও মর্যাদা রক্ষায় শুধু কাজ করেই ক্ষ্যান্ত হন না, তারা এর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতেও পিছপা হন না। কাফির মনোভাবে এ বিষয়টিই ফুটে উঠেছে।
পরিশেষে বলা যায়, কাফির কাজটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে স্বদেশপ্রেম হিসেবে বিবেচিত।

ঘ শাফির কর্মকাণ্ড আখলাকে যামিমার 'ঘুষ গ্রহণ' এর অন্তর্ভুক্ত। যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।
ঘুষ অর্থ উৎকোচ। স্বাভাবিক প্রাপ্যের পরও অসদুপায়ে অতিরিক্ত সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করাকে ঘুষ বলে। এটি একটি অনৈতিক কাজ এবং অত্যন্ত জঘন্য অর্থনৈতিক অপরাধ। জনাব শাফির কাজে এটিই প্রকাশ পেয়েছে, যার জন্য তাকে কঠোর পরিণতি ভোগ করতে হবে।
উদ্দীপকে শাফি সীমান্ত এলাকায় মাদক চালান রোধে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তিনি মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে এ কাজে সঠিক দৃষ্টি দেন না। তার কাজই হচ্ছে অবৈধ মাদক চালান রোধ করা। এজন্যই সরকার তাকে বেতন দিয়ে ঐ জায়গায় বসিয়েছে; কিন্তু তিনি বেতনের বাইরে জনগণের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নিচ্ছেন। এটি সম্পূর্ণ হারাম তথা অবৈধ। ঘুষ মানবসমাজে অশান্তি ডেকে আনে। ঘুষখোর ব্যক্তি নিজ দায়িত্ব-কর্তব্যে অবহেলা করে, আমানতের খিয়ানত করে। এর মাধ্যমে অসহায়-বঞ্চিতদের অধিকার হরণ করা হয়। সমাজে সৃষ্টি হয় হানাহানি ও দ্বন্দ্ব। ধর্মীয়ভাবে বলা যায়– ঘুষের মাধ্যমে অর্জিত টাকা-পয়সা সম্পূর্ণ হারাম। আর হারাম টাকায় কেনা পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে ইবাদত করলে তা কবুল হয় না। নবি করিম (সা.) বলেছেন, 'ঘুষ গ্রহণকারী এবং ঘুষ প্রদানকারী উভয়ের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত' (বুখারি ও মুসলিম)। পরকালে ঘুষের লেনদেনকারীর স্থান হবে জাহান্নাম। কিয়ামতের দিন এরা মহাশাস্তির সম্মুখীন হবে।
পরিশেষে বলা যায়, জনাব শাফির কাজটি সমাজের জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমনি পরকালেও এ ধরনের কাজের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ জনাব নয়ন সরকারের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তার অফিসের কোনো ফাইলই অতিরিক্ত অর্থ প্রদান ছাড়া চলে না। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে নামাজ, রোজার পাশাপাশি কিছু দান খয়রাত করে থাকেন। তার ছেলে সুজন সরকার বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে কর্মহীন জীবন-যাপন করেন। তাকে কর্মের কথা বললে সে বলে বাবার অঢেল টাকা আছে কর্মের কোনো প্রয়োজন নেই।

ক. 'প্রতারণা' কী? ১
খ. গিবতের কুফলগুলো লেখ। ২
গ. জনাব নয়ন এর কর্মটি চিহ্নিতপূর্বক পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সুজন সরকারের কাজের পরিণতি ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে ফাঁকি বা ধোঁকার উপর ভিত্তি করে নিজ স্বার্থ হাসিল করাকে প্রতারণা বলা হয়।

খ গিবতের ইহকাল ও পরকালীন কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ। গিবতকারীকে কেউই ভালোবাসে না। সবাই তাকে এড়িয়ে চলে ও ঘৃণা করে। একজনের দোষ-ত্রুটি অন্যের কাছে প্রকাশ করলে এর দ্বারা ঝগড়া-ফ্যাসাদ, মারামারি পর্যন্ত হয়। ফলে সমাজ অশান্তিতে ভরে যায়। গিবতকারীর পাপ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ ঐ ব্যক্তি ক্ষমা না করবেন। রাসুল (সা.) গিবতকে ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক বলে অভিহিত করেছেন। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত গিবত থেকে নিজেকে দূরে রাখা।

গ জনাব নয়ন এর কর্মটি আখলাকে যামিমার 'ঘুষ গ্রহণ' এর অন্তর্ভুক্ত। যা অত্যন্ত খারাপ একটি কাজ।

ঘুষ অর্থ উৎকোচ। স্বাভাবিক প্রাপ্যের পরও অসদুপায়ে অতিরিক্ত সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করাকে ঘুষ বলে। এটি একটি অনৈতিক কাজ এবং অত্যন্ত জঘন্য অর্থনৈতিক অপরাধ। জনাব নয়নের কাজে এটিই প্রকাশ পেয়েছে, যার জন্য তাকে কঠোর পরিণতি ভোগ করতে হবে।

উদ্দীপকে জনাব নয়ন সরকারের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তার অফিসের কোনো ফাইলই অতিরিক্ত অর্থ প্রদান ছাড়া চলে না। তার কাজই হচ্ছে জনসাধারণের কাজ করে দেওয়া। এজন্যই সরকার তাকে বেতন দিয়ে ঐ জায়গায় বসিয়েছে; কিন্তু তিনি বেতনের বাইরে জনগণের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নিচ্ছেন। এটি সম্পূর্ণ হারাম তথা অবৈধ। ঘুষ মানবসমাজে অশান্তি ডেকে আনে। ঘুষখোর ব্যক্তি নিজ দায়িত্ব-কর্তব্যে অবহেলা করে, আমানতের খিয়ানত করে। এর মাধ্যমে অসহায়-বঞ্চিতদের অধিকার হরণ করা হয়। সমাজে সৃষ্টি হয় হানাহানি ও দ্বন্দ্ব। ধর্মীয়ভাবে বলা যায়– ঘুষের মাধ্যমে অর্জিত টাকা-পয়সা সম্পূর্ণ হারাম। আর হারাম টাকায় কেনা পোশাক-পরিচ্ছদ পরে ইবাদত করলে তা কবুল হয় না। নবি করিম (সা.) বলেছেন, 'ঘুষ গ্রহণকারী এবং ঘুষ প্রদানকারী উভয়ের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত' (বুখারি ও মুসলিম)। পরকালে ঘুষের লেনদেনকারীর স্থান হবে জাহান্নাম। কিয়ামতের দিন এরা মহাশাস্তির সম্মুখীন হবে।

পরিশেষে বলা যায়, জনাব নয়নের কাজটি সমাজের জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমনি পরকালেও এ ধরনের কাজের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

ঘ সুজন সরকারের কাজটি আখলাকে যামিমার 'কর্মবিমুখতা' এর অন্তর্ভুক্ত। যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ।

কর্মবিমুখতা বলতে কাজ না করার প্রবণতাকে বোঝায়। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোনো কাজ না করে অলস বা বেকার বসে থাকাকে কর্মবিমুখতা বলা হয়। কর্মবিমুখতা একটি জাতির জন্য দুর্ভোগ ও কলঙ্কস্বরূপ। এ দুর্ভোগজনক অবস্থাটি সুজন সরকারের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সুজন সরকার বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে কর্মহীন জীবন-যাপন করেন। তাকে কর্মের কথা বললে সে বলে বাবার অঢেল টাকা আছে কর্মের কোনো প্রয়োজন নেই। সুজন সরকার এভাবে চলতে থাকলে এক সময় পরিবার ও সমাজের বোঝা হয়ে যাবে। কারণ তার এ ধরনের কর্মহীন জীবনযাপনের ফলে পরিবার এবং সমাজে আর্থিক বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। কেউ কাজ না করে বেকার বসে থাকলে অন্যদেরকে তার ব্যয়ভার বহন করতে হয়। ফলে সে ধীরে ধীরে বোঝা হিসেবে পরিগণিত হয়। কর্মবিমুখতা মানবজীবনে অভিশাপস্বরূপ, ইসলামে এর কোনো সুযোগ নেই। ইসলাম মানুষকে হালাল পন্থায় জীবিকা অর্জনের নির্দেশ দিয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'অতঃপর সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর' (সূরা আল-জুমুআ : আয়াত-১০)। হাদিসেও হালাল জীবিকা অর্জনকে ফরজ ঘোষণা করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, কর্মবিমুখ ব্যক্তি সমাজ ও জাতির জন্য বোঝাস্বরূপ। এরা সমাজের সার্বিক উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করে। তাই উদ্দীপকের সুজন সরকারের অবস্থা অর্থাৎ কর্মবিমুখতাকে ইসলাম সমর্থন করে না। কেননা সমাজজীবনে এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ চৈতি বেগম বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। তার ধারণা ইসলাম নারীদেরকে বিভিন্নভাবে অসম্মানিত করেছে। বিশেষ করে তাদের ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে। তার এক বান্ধবী মুমতাহিনা শাহিনার অনুপস্থিতিতে শ্রেণিকক্ষে বলে– শাহিনার স্বভাব চরিত্র ভালো না। তোমরা কেউ তাকে টাকা ধার দেবে না।

ক. আত্মশুদ্ধি কী? ১

খ. ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে কেন? ২

গ. চৈতি বেগমের ধারণা ইসলামের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মুমতাহিনার বক্তব্যটি চিহ্নিতপূর্বক এর পরিণাম কোরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক আত্মশুদ্ধি হলো সর্বপ্রকার অনৈসলামিক কথা ও কাজ থেকে নিজ অন্তরকে মুক্ত ও নির্মল রাখা।

খ অপচয় ও কৃপণতার কুফল থেকে রক্ষা পাওয়া যায় বলে ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হয়।

গ চৈতি বেগমের ধারণায় ইসলামে নারীর প্রতি সম্মানবোধের বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছে।

নারীর প্রতি সম্মানবোধ বলতে নারীকে সম্মান প্রদর্শনের মনোভাবকে বোঝায়। নারীদের অধিকার প্রদান, তাদের সম্মান ও সম্পদ সংরক্ষণ করা ইত্যাদি নারীর প্রতি সম্মানবোধের প্রকৃত উদাহরণ। ইসলামে নারীদের প্রভূত সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চৈতি বেগমের মনোভাবে এ ধারণার ব্যত্যয় ঘটেছে।

উদ্দীপকে চৈতি বেগমের ধারণা ইসলাম নারীদেরকে বিভিন্নভাবে অসম্মানিত করেছে। বিশেষ করে তাদের ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে। আর এ ধারণা মোটেই সঠিক নয়। কেননা ইসলাম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের অধিকার ও মর্যাদা সংরক্ষণ করেছে। পিতামাতার সম্পত্তিতে তাদের উত্তরাধিকার দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জনেরও বিধান দেওয়া হয়েছে। তবে সেটা অবশ্যই পর্দার বিধান ও ইসলামি নীতি অনুযায়ী হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য, আর নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৩২)

সুতরাং বলা যায়, ইসলামে নারীর অধিকার সংক্রান্ত চৈতি বেগমের ধারণা সঠিক নয়।

ঘ মুমতাহিনার বক্তব্যে গিবত প্রকাশ পেয়েছে। যার পরিণাম খুবই ভয়াবহ।

মহানবি (সা.) বলেছেন, 'গিবত ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক।'

আল্লাহ গিবত করা সম্পর্কে কঠোর বাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'তোমরা একে অন্যের গিবত কর না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে ভালোবাস? না, তোমরা তা অপছন্দ কর।' অর্থাৎ মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার ন্যায় জঘন্য অপরাধ হচ্ছে গিবত করা। গিবতের কারণে সমাজের মানুষের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এবং মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পায়। সামাজিকভাবে ফিতনা-ফ্যাসাদের সৃষ্টি হয়। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ইত্যাদি সকলের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং সম্পর্কের অবনতি ঘটে। বান্দা যখন গিবত করে তখন তার অনেক নেক আমল ধ্বংস হতে থাকে। ফলে তার পরকালীন জীবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হাদিসের ভাষ্যানুযায়ী গিবতকারীর ইবাদত কবুল হয় না। এটি কবীরা গুনাহ। তাওবা ব্যতীত গিবতের গুনাহ মাফ হয় না। গিবতের অনিবার্য পরিণতি হলো জাহান্নাম।

পরিশেষে বলা যায়, গিবত একটি জঘন্য অপরাধ। আমাদের ইহকাল ও পরকালের স্বার্থে গিবত পরিহার করা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ১০ জনাব মোস্তফা জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণদানকালে বলেন, যদি আমি আল্লাহর আদেশ মান্য করি তবে আপনারা আমাকে অনুসরণ ও সহায়তা করবেন। আর যদি এর বিপরীত করি তবে আমাকে সংশোধন করবেন। তার ভাতিজা মোজাহার উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে অসাধারণ বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য 'সোর্ড অফ ওনার' উপহার পেতে এবং জাতীয় পতাকাকে সমুন্নত রাখতে ও দেশমাতৃকার শান্তি স্থাপনে জীবনের কঠিন ঝুঁকি নিতে চায়।

ক. 'যুলফিকার' কী? ১

খ. হযরত উমর (রাঃ) কে কেন ন্যায় ও ইনসাফের মূর্ত প্রতীক বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব মোস্তফার ভাষণে কোন খলিফার জীবন কর্মের প্রতিফলন ঘটে। ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর যে, মোজাহারের আকাঙ্ক্ষায় কোনো এক খলিফার আদর্শ পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুলফিকার হলো একটি তরবারির নাম, যা আলী (রা.) বদর যুদ্ধে তার অসাধারণ বীরত্বের জন্য রাসুল (সা.) কর্তৃক উপহার হিসেবে পান।

খ মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) ছিলেন ন্যায় ও ইনসাফের মূর্ত প্রতীক।

হযরত উমর (রা.)-এর চোখে ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু, আপন-পর বলে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। আইন সবার জন্য সমান– তিনি এ নীতিতে বিশ্বাস করতেন। ব্যাভিচারের অপরাধে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় তিনি তার ছেলেকেও শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেননি। তাই তাকে ন্যায় ও ইনসাফের মূর্ত প্রতীক বলা হয়।

গ জনাব মোস্তফার ভাষণে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর জীবনকর্মের প্রতিফলন ঘটে।

হযরত আবু বকর (রা.) বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক। রাসুল (সা.)-এর মৃত্যুর পূর্বে তিনি সার্বক্ষণিক তাঁর এবং ইসলামের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। কুরআন এবং সুন্নাহকে তিনি জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাই রাসুল (সা.)-এর মৃত্যুর পর (৬৩২ খ্রি.) তিনিই খিলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহ এবং রাসুল (সা.)-এর নির্দেশ মোতাবেক তিনি খিলাফত পরিচালনা করার শপথ গ্রহণ করেন। জনাব মোস্তফার মধ্যে তার আদর্শেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব মোস্তফা জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণদানকালে বলেন, যদি আমি আল্লাহর আদেশ মান্য করি তবে আপনারা আমাকে অনুসরণ ও সহায়তা করবেন। আর যদি এর বিপরীত করি তবে আমাকে সংশোধন করবেন। হযরত আবু বকর (রা.)-ও মুসলিম জাহানের খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর জনতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'যতদিন আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর অনুসরণ করি, ততদিন তোমরা আমার অনুসরণ করবে এবং আমাকে সাহায্য করবে। আর ভুল পথে চললে তোমরা আমাকে সাথে সাথে সংশোধন করে দেবে।' তার এ বক্তব্যে আল্লাহ ও রাসুল (সা.)-এর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ, গণতন্ত্র তথা জনগণের মতামতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং বলা যায়, জনপ্রতিনিধি মোস্তফা সাহেব সর্বকালের অনুকরণীয় শাসক হযরত আবু বকর (রা.)-এর বৈশিষ্ট্যকেই লালন করছেন।

ঘ মোজাহারের আকাঙ্ক্ষায় ইসলামের ৪র্থ খলিফা হযরত আলি (রা.) এর আদর্শ পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে।

হযরত আলি (রা.) ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা। তিনি মহানবি (সা.)-এর চাচা আবু তালিবের পুত্র তথা চাচাতো ভাই এবং জামাতা ছিলেন। তিনি খলিফা হয়েও অত্যন্ত সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন এবং পারিবারিক যাবতীয় কাজকর্ম নিজ হাতে করতেন। উদ্দীপকে জনাব মোজাহারের মধ্যেও এই গুণগুলোর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়– মোজাহার উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে অসাধারণ বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য 'সোর্ড অফ ওনার' উপহার পেতে এবং জাতীয় পতাকাকে সমুন্নত রাখতে ও দেশমাতৃকার শান্তি স্থাপনে জীবনের কঠিন ঝুঁকি নিতে চায়। তার এরূপ জীবনযাপনের সাথে খলিফা হযরত আলি (রা.)-এর সাথে মিল রয়েছে। হযরত আলি (রা.) খলিফা হওয়ার পরও অনাড়ম্বর ও সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন। নিজ হাতে কাজ করে উপার্জন করতেন। কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। বাসায় কোনো কাজের লোক ছিল না। তাঁর স্ত্রী রাসুল (সা.)-এর আদরের কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) নিজ হাতে জাঁতা পিষে গম গুঁড়ো করতেন এবং রুটি তৈরি করতেন। মুসলিম জাহানের খলিফা হয়েও তিনি বাসায় কাজের লোক রাখেননি।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জনাব মোজাহারের কর্মকাণ্ডে হযরত আলি (রা.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ **দৃশ্যকল্প-১ :** পাবনার জরিনা বেগম তার নবজাতক পুত্র সন্তান সারওয়ারকে উত্তম পরিচর্যা ও বিশুদ্ধ খাঁটি বাংলা ভাষা শেখার জন্য বগুড়া শহরের একটি ডে কেয়ার সেন্টারে প্রেরণ করেন। পাঁচ বছরের মধ্যে শিশুটি বাংলা ভাষার ওপর উত্তম দখল অর্জন করে।

দৃশ্যকল্প-২ : ইতিহাস পড়ে জনাব করিম জানতে পারেন যে, দীর্ঘদিন ধরে দুটো গোত্রের মাঝে যুদ্ধ চলার কারণে সৌদি আরবের একটি ভূখণ্ডের শান্ত ও নির্মল পরিবেশ বসবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে। অতঃপর ৬২২ খ্রিঃ একজন মহামানবের মধ্যস্থতায় চিরদিনের জন্য সে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। পরিশেষে সকল গোত্রের সম্মতিতে লিখিত সংবিধানের আলোকে একটি গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হয়।

ক. 'যুননুরাইন' কী? ১

খ. জাবির ইবনে হাইয়ানকে রসায়নশাস্ত্রের জনক বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবনের কোন অংশটুকু প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবনের কোনো এক ঘটনার সাথে দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত ঘটনার সাথে মিল খুঁজে পাও? যৌক্তিক উত্তর দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'যুননুরাইন' হলো হযরত উসমান (রা.)-এর উপাধি, যার অর্থ দুই নূরের অধিকারী।

খ জাবির ইবনে হাইয়ান সর্বপ্রথম রসায়নশাস্ত্রের মৌলিক গবেষণায় অসাধারণ অবদান রখেছেন বিধায় তাকে এ শাস্ত্রের জনক বলা হয়।
জাবির ইবনে হাইয়ান রসায়ন বিজ্ঞানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, যথা– পরিস্রবণ, ভস্মীকরণ, বাষ্পীকরণ, ধাতুর শোধন ও তরলীকরণ, ইস্পাত তৈরির প্রক্রিয়া প্রভৃতি আবিষ্কার করেন। এছাড়া তিনি লোহার মরিচা রোধক বার্নিশ, চুলের কলপ, লেখার কালি, কাঁচ ইত্যাদি দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালি উদ্ভাবন করেন। এসব আবিষ্কারের ফলে রসায়নশাস্ত্র বিজ্ঞানের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। এ কারণে তাকে রসায়নশাস্ত্রের জনক বলা হয়।

গ দৃশ্যকল্প-১এ মহানবি (সা.)-এর শৈশবের ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে।
জন্মের পর মহানবি (সা.)-এর ধাত্রী মা হালিমার গৃহে লালিত পালিত হন। হালিমা (রা.) বনু সাদ গোত্রের লোক ছিলেন। আর বনু সাদ গোত্র বিশুদ্ধ আরবিতে কথা বলতে পারতো। তাই মহানবি (সা.)-ও বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় কথা বলতেন। দৃশ্যকল্প-১এ এই ঘটনাটি ফুটে উঠেছে। দৃশ্যকল্প-১এ দেখা যায়, জরিনা বেগম তার পুত্র সন্তানকে বিশুদ্ধ বাংলা শেখার জন্য বগুড়ার একটি ডে কেয়ার সেন্টারে পাঠান। সেখানে শিশুটি পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলা ভাষার উপর উত্তম দখল অর্জন করে। উল্লেখ্য, মহানবি (সা.) হালিমা (রা.)-এর পরিচর্যায় পাঁচ বছর অতিবাহিত করেন। সেখানে বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শিখে তিনি মা আমিনার গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। সুতরাং বলা যায়, দৃশ্যকল্প-১এর ঘটনা মহানবি (সা.)-এর শৈশবের ঘটনারই প্রতিচ্ছবি।

ঘ দৃশ্যকল্প-২এ বর্ণিত ঘটনাটি মহানবি (সা.)-এর মাদানি জীবনে সংঘটিত মদিনা সনদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
মহানবি (সা.) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরত করে গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি দীর্ঘদিন ধরে চলমান আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের যুদ্ধ বন্ধ করেন, মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। মদিনা সনদ প্রণয়ন করেন। দৃশ্যকল্প-২ এ এরূপ ঘটনাই তুলে ধরা হয়েছে।
দৃশ্যকল্প-২এ বর্ণিত করিম সাহেব ইতিহাস গ্রন্থ পড়ে আরবের দুটি গোত্রের দ্বন্দ্ব নিরসন ও একটি লিখিত সংবিধান সম্পর্কে জানতে পারেন। আর এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি মহানবি (সা.)-এর মাদানি জীবনকে নির্দেশ করে। মহানবি (সা.) মদিনার আউস ও খাযরাজ গোত্রের দ্বন্দ্ব নিরসন ছাড়াও বেশকিছু পদক্ষেপ নেন। যার মধ্যে মদিনা সনদ অন্যতম। মদিনা সনদের ধারা ছিল ৪৭টি। মদিনার বিভিন্ন ধর্মের ও গোত্রের লোকদের সঙ্গে নিয়ে মহানবি (সা.) এ সনদ প্রণয়ন করেন। আর এ সনদটি প্রণয়নের মাধ্যমে ইসলামকে সমুন্নত করে মদিনায় একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।
পরিশেষে বলা যায়, মহানবি (সা.) মদিনা সনদের মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ফুটিয়ে তুলেছিলেন। দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত করিম সাহেব মহানবি (সা.)-এর মাদানি জীবনের এ ঘটনাটি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছেন।

যশোর বোর্ড–২০২৪

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 111

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময়– ৩০ মিনিট **পূর্ণমান– ৩০**

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. ইঞ্জিল কিতাব কোন নবির উপর নাজিল হয়?
ক) হযরত আদম (আঃ) খ) হযরত ইবরাহিম (আঃ)
গ) হযরত মুসা (আঃ) ঘ) হযরত ঈসা (আঃ)

২. ফজরের ফরজ সালাতের পূর্বে দুই রাকাত সালাত আদায়ের শরয়ী হুকুম কী?
ক) সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ খ) ওয়াজিব
গ) সুন্নতে যায়িদাহ ঘ) মুস্তাহাব

□ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
"সুমন ট্রেনের সিটে বসে লক্ষ করল একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। তাই সে সিট ছেড়ে দিয়ে মহিলাটিকে বসতে দিল"।

৩. সুমনের আচরণে আখলাকে হামিদার কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক) কর্তব্যপরায়ণতা খ) নারীর প্রতি সম্মানবোধ
গ) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ঘ) মানব সেবা

৪. আল্লাহর একত্ববাদ কোন সূরায় বর্ণিত হয়েছে?
ক) আদ-দুহা খ) আত-তীন গ) আল মাউন ঘ) আল ইখলাস

৫. মৃত্যুর পরের জীবনকে কী বলে?
ক) আখিরাত খ) বারযাখ গ) হাশর ঘ) কিয়ামত

৬. যে হাদিসের মূলকথা আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং মহানবি (সাঃ) নিজের ভাষায় তা উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন তাকে বলা হয়–
ক) মারফু হাদিস খ) হাদিস কুদসি
গ) মাওকুফ হাদিস ঘ) মাকতু হাদিস

৭. "যাতে সম্পদ শুধু তোমার অর্থশালীদের হাতেই পুঞ্জীভূত না হয়"–অত্র আয়াত কোন বিষয়টি নির্দেশ করে?
ক) হজ করা খ) দান করা
গ) যাকাত আদায় ঘ) সাহায্য করা

□ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
"তাজুল সাহেব বাংলাদেশ থেকে পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। হজের সকল বিধি-বিধান সুষ্ঠুভাবে পালন করলেও অসুস্থতার কারণে তাওয়াফে যিয়ারত করতে পারেননি।"

৮. তাজুল সাহেব হজের কোন বিধানটি পালনে অপারগ হয়েছেন?
ক) মুস্তাহাব খ) সুন্নত গ) ওয়াজিব ঘ) ফরজ

৯. এমতাবস্থায় তাজুল সাহেবের করণীয় কী?
ক) পুনরায় হজ করা খ) দম দেওয়া
গ) সাদকা করা ঘ) আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা

১০. কে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে?
ক) হযরত আবু বকর (রাঃ) খ) হযরত উমর (রাঃ)
গ) হযরত উসমান (রাঃ) ঘ) হযরত আলী (রাঃ)

□ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
দশম শ্রেণির ছাত্র সামিন স্কুলে নিয়মিত টিফিন নিয়ে আসে। কিন্তু তার সহপাঠী রাকিব অভাবের কারণে কোনো টিফিন আনতে পারে না। তাই প্রতিদিন সামিন রাকিবকে নিয়ে টিফিন ভাগ করে খায়।

১১. সামিনের কর্মকাণ্ডে কোন ইবাদতের শিক্ষা ফুটে উঠেছে?
ক) সালাত খ) যাকাত গ) সাওম ঘ) হজ

১২. মিথ্যাবাদীকে আরবীতে কী বলে?
ক) সাদিক খ) কাযিব গ) ফাসিক ঘ) কাফির

□ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
"হাফিজ সাহেবের সন্তান যায়েদ বন্ধুদের সাথে মিলে খালেদকে প্রহার করে। খালেদ যায়েদের পিতার কাছে বিচারপ্রার্থী হলে তিনি তার সন্তানকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি নেন।"

১৩. হাফিজ সাহেবের কাজের মাধ্যমে কোন খলিফার আদর্শ ফুটে উঠেছে?
ক) হযরত আবু বকর (রাঃ) খ) হযরত উমর (রাঃ)
গ) হযরত উসমান (রাঃ) ঘ) হযরত আলী (রাঃ)

১৪. হাফিজ সাহেবের বিচারের ফলে–
i. ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে ii. শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে
iii. প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৫. আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় পাপাচার থেকে বিরত থাকাকে কী বলে?
ক) তাকওয়া খ) আমানত গ) সত্যবাদিতা ঘ) ওয়াদা পালন

১৬. হজের ওয়াজিব কয়টি?
ক) ৩টি খ) ৫টি গ) ৬টি ঘ) ৭টি

১৭. "জামিউল কুরআন" কাকে বলা হয়?
ক) হযরত আবু বকর (রাঃ) খ) হযরত উমর (রাঃ)
গ) হযরত উসমান (রাঃ) ঘ) হযরত আলী (রাঃ)

১৮. কাকে রসায়ন শাস্ত্রের জনক বলা হয়?
ক) ইবনে খালদুন খ) উমর খৈয়াম
গ) হাসান ইবনে হাইসাম ঘ) জাবির ইবনে হাইয়ান

১৯. মানুষের জন্য মহা সাফল্য হলো–
ক) অর্থ সম্পদের মালিক হওয়া খ) রাষ্ট্রক্ষমতার মালিক হওয়া
গ) ডান হাতে আমলনামা পাওয়া ঘ) কবরে আজাব না হওয়া

২০. মুনাফিক জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষিপ্ত হবে, কারণ–
i. ইমানদারের অভিনয় করায় ii. মুসলমানদের গোপনে ক্ষতি করায়
iii. আখিরাতের চেয়ে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়ায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২১. "আমি জিন ও মানব জাতিকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি"– এটি কোন সূরার আয়াত?
ক) আন-নাহল খ) আল যারিয়াত
গ) আল আনকাবুত ঘ) আল বাকারা

২২. "আমরা রাসুলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না" –কথাটির তাৎপর্য কী?
ক) রাসুলগণ আল্লাহর প্রেরিত বান্দা।
খ) রাসুলগণ মানব জাতির শিক্ষক।
গ) রাসুলগণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রেরিত হয়েছেন।
ঘ) রাসুলগণকে সমানভাবে বিশ্বাস করতে হবে।

২৩. রোকেয়া বেগম সব সময় নিজেকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখেন। এ অবস্থায় তার–
i. মন প্রফুল্ল থাকবে ii. কাজে উৎসাহ পাবে iii. গুনাহ মাফ হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৪. হতাশা সৃষ্টি হয় কীসের দ্বারা?
ক) শিরক খ) কুফর গ) নিফাক ঘ) প্রতারণা

২৫. বিদায় হজের সময় মহানবি (সাঃ) ও সাহাবিগণ কোথায় এসে ইহরাম বাঁধেন?
ক) হুদায়বিয়ায় খ) জেদ্দায় গ) যুল হুলাইফায় ঘ) ইয়া লাম লামে

২৬. নিচের কোনটি মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্য?
ক) শব্দমালা শক্তিশালী, ভাবগম্ভীর।
খ) শরিয়তের বিধিবিধান আছে।
গ) শিরক ও কুফরের পরিচয় বর্ণনা আছে।
ঘ) তাওহিদ ও রিসালাতের বর্ণনা আছে।

২৭. চিকিৎসাবিষয়ক শতাধিক গ্রন্থ কে রচনা করেন?
ক) আল রাযি খ) ইবনে সিনা গ) আল বিরুনি ঘ) ইবনে রুশদ

২৮. ওয়াদা পালনের ফলে–
i. ব্যক্তি মর্যাদাবান ও আস্থাশীল হয় ii. সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়
iii. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৯. "যারা তাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন"– আয়াতাংশের দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?
ক) নামাজে দাঁড়ায়ে অন্যমনস্ক না হওয়া।
খ) দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা।
গ) লোক দেখানোর জন্য নামাজ আদায় করা।
ঘ) মাঝে মধ্যে নামাজ আদায় করা।

৩০. আল্লাহর সাথে শিরক কত ধরনের হতে পারে?
ক) তিন খ) চার গ) পাঁচ ঘ) সাত

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

যশোর বোর্ড–২০২৪

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 1 1

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। জনাব হাফিজ একজন শিল্পপতি। তিনি বছর শেষে তার সকল অর্থ-সম্পদ হিসাব করেন। অতঃপর তার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রামের গরিব-অসহায়দের মাঝে বিতরণ করেন। অপরদিকে তার বড়ো ভাই জনাব আনোয়ার একটি ফরজ ইবাদত পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে যান। সেখানে নির্দিষ্ট কতগুলো অনুষ্ঠান পালন শেষে দেশে ফিরে আসেন।

ক. হাক্কুল ইবাদ কী? ১
খ. সাওমের নৈতিক শিক্ষা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব হাফিজ কোন ইবাদত পালন করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব আনোয়ারের পালনকৃত ইবাদতটি চিহ্নিত করে তার ফজিলত বিশ্লেষণ কর। ৪

২। জনাব তুহিন একজন সমাজ সেবক। তিনি যুব সমাজের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। যুবকদের মধ্যে কেহ ভালো কাজ করলে তাকে অনুপ্রেরণা দেবার জন্য পুরস্কৃত করেন। আর কেহ অন্যায় কাজ করলে যেকোনোভাবেই হোক তা বন্ধ করার পাশাপাশি সঠিক কাজ করার পরামর্শ দেন। জনাব তুহিনের ছোটো ভাই 'ক' এর বন্ধু তালিব এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়। তার 'ক' মন খারাপ করে এবং ব্যাপারটি সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। তাই সে তালিবকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। 'ক' এর আচরণ বুঝতে পেরে তার বাবা জনাব আঃ সালাম বলেন, "এমন আচরণ মানুষের ভালো কাজকে ধ্বংস করে দেয়।"

ক. আত্মশুদ্ধি কী? ১
খ. "ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ" –ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব তুহিনের আচরণে আখলাকে হামিদার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'ক' এর আচরণ চিহ্নিতপূর্বক জনাব আঃ সালামের মন্তব্যের মূল্যায়ন কর। ৪

৩। জনাব 'ক' তার বন্ধু তারিকের কাছ থেকে এক হাজার টাকা ধার নেন। সাত দিনের মধ্যেই তা ফেরত দিবেন বলে তাকে কথা দেন। সাতদিন পরে তারিক টাকা ফেরত চাইলে জনাব 'ক' তা দিকে অস্বীকৃতি জানায়। জনাব 'ক' এর বন্ধু সাগর একজন শিক্ষক। তিনি সব সময় নিজেকে পরিপাটি রাখেন এবং পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করেন। তার এমন আচরণ দেখে তার বাবা জনাব আঃ রহিম বলেন, "তোমার এমন আচরণের ফলে তুমি আল্লাহর রহম প্রাপ্ত হবে।"

ক. শালীনতা কাকে বলে? ১
খ. আমানত রক্ষা করা জরুরি কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'ক' এর আচরণে আখলাকে হামিদার কোন গুণটি অনুপস্থিত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব সাগরের আচরণে আখলাকে হামিদার যে গুণটি পরিলক্ষিত হয় তা চিহ্নিতপূর্বক জনাব আঃ রহিমের মতামতের মূল্যায়ন কর। ৪

৪। জনাব মহসিন একজন সমাজ সেবক। তিনি নিজ গ্রামের অনাহারি মানুষদের খাবারের ব্যবস্থা করেন। যাদের কাপড়ের অভাব তাদেরকে লুঙ্গি, শাড়ি ইত্যাদি কিনে দিয়ে সাহায্য করেন। অপরদিকে তার ভাই জনাব 'ক' একজন ব্যবসায়ী। তিনি দোকানের ভালো মানের দ্রব্যের সাথে নিম্নমানের দ্রব্যাদি মিশিয়ে ক্রেতাদের কাছে বিক্রয় করেন। বিষয়টি এলাকার শিক্ষক জনাব আরিফ এর নজরে আসলে তিনি বলেন, ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষকে ধোকা দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ক. সত্যবাদিতা কী? ১
খ. "দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ" –ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব মহসিনের কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদার কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব 'ক' এর কর্মকাণ্ড চিহ্নিতপূর্বক আরিফ সাহেবের মন্তব্যের মূল্যায়ন কর। ৪

৫। ১০ম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক জনাব আবুল কালাম শ্রেণিতে পাঠদানের সময় বলেন, ইসলামে এমন একটি ইবাদত আছে– যার দ্বারা আত্মা পরিশুদ্ধ হয়, ইমান মজবুত হয় এবং যা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারি। কালাম সাহেবের বন্ধু রফিক একজন শিল্পপতি। তিনি যথাসময়ে কর্মীদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করেন। তার কার্যক্রম দেখে এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেব বলেন– রফিক সাহেবের নীতিটি মহানবি (সাঃ) এর একটি আদর্শ।

ক. ইসলাম কী? ১
খ. "ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক হলো আত্মার সম্পর্ক" –ব্যাখ্যা কর। ২
গ. কালাম সাহেব কোন ইবাদতের কথা বলেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রফিক সাহেবের কর্মটি শনাক্তপূর্বক ইমাম সাহেবের মন্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৬। জনাব আঃ রহিম তার একটি ক্লাশে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,মহান আল্লাহপাক যুগে যুগে কিছু মহামানব পাঠিয়েছিলেন যারা পথভোলা মানুষদেরকে সঠিক পথ দেখাতেন। অপরদিকে জনাব রিফাত তার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বলেন, পরকালীন জীবনে একটি স্তর আছে যেখানে সকল মানুষ একত্রিত হয়ে আল্লাহর বিচারের অপেক্ষা করবে। এমতাবস্থায় একমাত্র মহানবি (সাঃ) সকলের পক্ষে আল্লাহর নিকট অনুরোধ করার মাধ্যমে বিচার কাজ শুরু হবে। ঐ ক্লাশের এক ছাত্র তমাল বললো, "সেই দিনের মহানবি (সাঃ) এর অনুরোধ মুসলিম ও মুমিনদের জন্য এক বিশেষ নিয়ামত।"

ক. সিরাত কী? ১
খ. আল কুরআনকে 'আন-নূর' বলার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব আঃ রহিমের আলোচনায় আকাইদের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব রিফাতের আলোচনার বিষয়টি চিহ্নিতপূর্বক তমালের মতামতের মূল্যায়ন কর। ৪

৭। জনাব 'ক' কমদামে মানসম্মত স্বর্ণ কেনার উদ্দেশ্যে হাজী সাহেবদের সাথে মক্কায় হজ করতে যান। তার ছেলে সুমন গতমাসে সরকারি চাকরিতে যোগদান করে। তাই সে খুশি হয়ে এতিম ও অসহায়দের খাবারের ব্যবস্থা করে। সুমনের বন্ধু জনাব 'খ' বিরূপ মন্তব্য করে বলল, নিজ যোগ্যতায় চাকরি পেয়ে অন্যদেরকে খাওয়ানোর কি দরকার ছিল?

ক. সুন্নাতে যায়িদাহ কী? ১
খ. ইজমার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'ক' এর কর্মকাণ্ড কোন হাদিসের শিক্ষার পরিপন্থি? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব 'খ এর মন্তব্যটি কোন সূরার শিক্ষার পরিপন্থি তা চিহ্নিতপূর্বক সুমনের কাজের মূল্যায়ন কর। ৪

৮। মেয়র নোমান নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে প্রথম সভায় বললেন, আমার পৌর এলাকার বর্ণ-গোত্র, সম্প্রদায় নির্বিশেষে তোমরা সকলেই সমান। তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না। তাঁর বন্ধু জনাব কামাল ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর বললেন, ততদিন তোমরা আমাকে অনুসরণ করবে যতদিন আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাঃ)কে অনুসরণ করব।

ক. মদিনা সনদ কী? ১
খ. ইসলামের খেদমতে হযরত উসমান (রাঃ) এর অবদান ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মেয়র নোমান সাহেবের বক্তব্য কোন মহামানবের বক্তব্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব কামালের বক্তব্য যে খলিফার বক্তব্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা চিহ্নিতপূর্বক ইসলামে তার অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

৯। চেয়ারম্যান মকবুল সাহেব অসহায় শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনে রাতে অন্ধকারে ইউনিয়নের তহবিল থেকে আটার বস্তা নিয়ে তাদের মধ্যে বিতরণ করেন। এমনকি অসহায় গর্ভবতী মহিলাদের প্রসব বেদনায় সাহায্য করার জন্য তার স্ত্রীকে সেখানে নিয়ে যান। চেয়ারম্যানের বোন আবেদা মনে করে ইসলামি জ্ঞানের পাশাপাশি মুসলমানরা চিকিৎসাক্ষেত্রেও যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। যাদের কাছে বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেকাংশেই ঋণী।

ক. হিলফুল ফুজুল কী? ১
খ. প্রাক-ইসলামি যুগে নারীদের অবস্থা কেমন ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মকবুল সাহেবের কর্মকান্ড ইসলামের কোন খলিফার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আবেদার মন্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? তোমার মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০। জনাব 'ক' পরীক্ষার আগে একটি মাজারে গিয়ে পীরের নামে একটি ছাগল কুরবানি করে এবং তার পরীক্ষায় ভালো ফলাফল কামনা করে। তার বন্ধু 'খ' ইউরোপে পড়াশুনা করতে গিয়ে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। দেশে ফেরার পর কোনো এক রাতে মদ পান করতে দেখলে তার মা তাকে বললেন, তোমার কাজটি সঠিক নয়। উত্তরে 'খ' বলল, আমার মনে হয় এতে দোষের কিছুই নেই।

ক. নিফাক কী? ১
খ. আখিরাতে বিশ্বাস করতে হবে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'ক' এর কর্মকাণ্ডে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব 'খ' এর কর্মকাণ্ড চিহ্নিতপূর্বক তার পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। হাসান মেম্বার তার নির্বাচনি এলাকায় অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। সড়কের দুই ধারে রকমারী ফলের গাছ লাগান। পক্ষান্তরে তার বন্ধু একজন ধনীলোক। তিনি আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করেন না। গরিব ও অসহায়দের কল্যাণে কাজ করেন না। এমনকি তার বাসায় কোনো ভিক্ষুক গেলে তাকে ধমক দিয়ে বের করে দেন।

ক. 'মারফু' হাদিস কী? ১
খ. "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছি।" –ব্যাখ্যা কর। ২
গ. হাসান মেম্বারের কর্মে কোন হাদিসের শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. হাসান সাহেবের বন্ধুর কর্মকাণ্ড পবিত্র কুরআনের যে সূরার শিক্ষার পরিপন্থি তা চিহ্নিতপূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	N	২	K	৩	L	৪	N	৫	K	৬	L	৭	M	৮	N	৯	K	১০	K	১১	M	১২	L	১৩	L	১৪	K	১৫	K
	১৬	N	১৭	M	১৮	N	১৯	M	২০	N	২১	L	২২	N	২৩	K	২৪	L	২৫	M	২৬	L	২৭	K	২৮	N	২৯	M	৩০	L

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ জনাব হাফিজ একজন শিল্পপতি। তিনি বছর শেষে তার সকল অর্থ-সম্পদ হিসাব করেন। অতঃপর তার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রামের গরিব-অসহায়দের মাঝে বিতরণ করেন। অপরদিকে তার বড়ো ভাই জনাব আনোয়ার একটি ফরজ ইবাদত পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে যান। সেখানে নির্দিষ্ট কতগুলো অনুষ্ঠান পালন শেষে দেশে ফিরে আসেন।

ক. হাক্কুল ইবাদ কী? ১
খ. সাওমের নৈতিক শিক্ষা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব হাফিজ কোন ইবাদত পালন করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব আনোয়ারের পালনকৃত ইবাদতটি চিহ্নিত করে তার ফজিলত বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বান্দার সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে হাক্কুল ইবাদ বলে।

খ ইসলামি শরিয়তের অন্যতম একটি রুকন হচ্ছে সাওম। সাওমের মাধ্যমে মানুষ বিভিন্নভাবে নৈতিক শিক্ষা লাভ করে থাকে। যেমন : ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতার শিক্ষা, আদর্শ সমাজ গঠনের শিক্ষা, ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা, নৈতিক চরিত্র অর্জনের শিক্ষা।

গ জনাব হাফিজ ইসলামের ফরজ বিধান যাকাত পালন করেন।

ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো মুসলমান নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫০ ভাগ হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলে। জনাব হাফিজ এই ফরজ বিধানটিই পালন করেছেন।

উদ্দীপকে জনাব হাফিজ একজন শিল্পপতি। তিনি বছর শেষে তার সকল অর্থ-সম্পদ হিসাব করেন। অত:পর তার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রামের গরিব-অসহায়দের মাঝে বিতরণ করেন। যা যাকাতকেই নির্দেশ করে। আমরা জানি, জনকল্যাণমুখী প্রকল্পসমূহের সাফল্য যাকাতের উপর নির্ভরশীল। এতে সম্পদের প্রবাহ গতিশীল হয়। ধনীর সম্পদ পুঞ্জীভূত না থেকে দরিদ্র লোকদের হাতেও যায়। ফলে রাষ্ট্রের অর্থনীতি সচল হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বেকারত্ব হ্রাস পায়। মাথাপিছু আয় বেড়ে যায়। আর্থিকভাবে অসচ্ছল মানুষ ধীরে ধীরে সচ্ছল হতে থাকে। সুতরাং বলতে পারি, জনাব হাফিজ ইসলামের মৌলিক ইবাদাত যাকাত পালন করেছেন।

ঘ জনাব আনোয়ারের পালনকৃত ইবাদাতটি হলো ইসলামের মৌলিক বিধান হজ। যার ফজিলত অপরিসীম।

হজ ইসলামের পঞ্চম ভিত্তি। হজ শব্দের অর্থ সংকল্প করা, ইচ্ছা করা। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাইতুল্লাহ ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত করাকে হজ বলে। আর্থিক ও শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান মুসলমানদের ওপর জীবনে একবার হজ পালন করা ফরজ। জনাব আনোয়ার এ ইবাদতটি পালন করেছেন।

উদ্দীপকে জনাব আনোয়ার একটি ফরজ ইবাদত পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব যান। সেখানে নির্দিষ্ট কতগুলো অনুষ্ঠান পালন শেষে দেশে ফিরে আসেন। যা হজকেই নির্দেশ করে। কেননা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিলহজ মাসে মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরবে অবস্থিত বায়তুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত করা হলো হজ। ইসলামে হজের গুরুত্ব অপরিসীম। হজের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের একটি সূরার নামকরণ করেছেন হজ নামে। হজের ধর্মীয় গুরুত্ব কতটুকু তা রাসুল (সা.)-এর হাদিস থেকে বোঝা যায়। রাসুল (সা.) বলেন, 'মাকবুল (কবুলকৃত) হজের বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নেই।' (বুখারি ও মুসলিম) রাসুল (সা.) অন্যত্র বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হজ করে সে যেন নবজাতক শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়।' (ইবনে মাজাহ) আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'মানুষের মধ্যে যার আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য আছে তার ওপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ করা অবশ্য কর্তব্য।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৭)

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, জনাব আনোয়ার এর পালনকৃত ইবাদতটি হজ। যার ফজিলত অসামান্য।

প্রশ্ন ▶ ০২ জনাব তুহিন একজন সমাজ সেবক। তিনি যুব সমাজের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। যুবকদের মধ্যে কেহ ভালো কাজ করলে তাকে অনুপ্রেরণা দেবার জন্য পুরস্কৃত করেন। আর কেহ অন্যায় কাজ করলে যেকোনোভাবেই হোক তা বন্ধ করার পাশাপাশি সঠিক কাজ করার পরামর্শ দেন। জনাব তুহিনের ছোটো ভাই 'ক' এর বন্ধু তালিব এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়। তার 'ক' মন খারাপ করে এবং ব্যাপারটি সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। তাই সে তালিবকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। 'ক' এর আচরণ বুঝতে পেরে তার বাবা জনাব আঃ সালাম বলেন, "এমন আচরণ মানুষের ভালো কাজকে ধ্বংস করে দেয়।"

ক. আত্মশুদ্ধি কী? ১
খ. "ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপনথা অবলম্বন করা ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ" −ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব তুহিনের আচরণে আখলাকে হামিদার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'ক' এর আচরণ চিহ্নিতপূর্বক জনাব আঃ সালামের মন্তব্যের মূল্যায়ন কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আত্মশুদ্ধি হলো সর্বপ্রকার অনৈসলামিক কথা ও কাজ থেকে নিজ অন্তরকে মুক্ত ও নির্মল রাখা।

খ মিতব্যয়িতা একটি গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক গুণ। এটি মানবসমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে। পক্ষান্তরে কৃপণতা ও অপচয় সমাজে

নানা অশান্তির সৃষ্টি করে। অপচয়কারীর সম্পদ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে সে নানা অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়। অন্যদিকে কৃপণতা মানুষের মধ্যে মনোমালিন্য ও শত্রুতার জন্ম দেয়। সমাজে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে। মিতব্যয়িতা মানুষকে অপচয় ও কৃপণতার কুফল থেকে রক্ষা করে। যেমন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন– مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ رِفْقُهُ فِيْ مَعِيْشَتِهِ অর্থাৎ, 'ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ।' (মুসনাদে আহমাদ)

গ জনাব তুহিনের আচরণে আখলাকে হামিদার সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ প্রদানের দিকটি ফুটে উঠেছে।

আমর বিল মারুফ বলতে কাউকে ন্যায় ও ভালো কাজের নির্দেশে দান করাকে বোঝায়। আর নাহি আনিল মুনকার বলতে যাবতীয় মন্দ, খারাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে কাউকে বিরত রাখাকে বোঝায়। সমাজে সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজের নিষেধ করার জন্য সবসময়ই কিছু সংখ্যক লোক থাকতে হয়। জনাব তুহিনের আচরণে এ দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

জনাব তুহিন একজন সামাজসেবক। যুবকদের মধ্যে কেউ ভালো কাজ করলে তাকে অনুপ্রেরণা দেন। আবার কেউ অন্যায় করলে সঠিক পরামর্শ দেন। যা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকে নির্দেশ করে। কারণ বর্তমান সমাজে নানা অন্যায়-অত্যাচার ও অসংগতি বেড়ে গেছে, যা সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। এ অবস্থায় মানুষকে সৎপথে ফিরিয়ে আনা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সৎ কাজের আদেশ সমাজে সৎ ও ন্যায় কার্যাবলির প্রসার ঘটায়। আর অসৎ কাজের নিষেধ সমাজ থেকে অন্যায়, অশ্লীলতা ও নির্যাতনের মূলোৎপাটন করে। মানুষ এর মাধ্যমে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ বুঝতে শিখে ধীরে ধীরে সত্য ও ন্যায়ের পথ অনুসরণ করে। সুতরাং জনাব তুহিনের আচরণে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রদানের দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ 'ক'-এর আচরণে আখলাকে যামিমার হিংসার দিকটি ফুটে উঠেছে। এ ধরনের অভ্যাস মানব চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়।

হিংসা আখলাকে যামিমার অন্যতম নিকৃষ্ট দিক। হিংসা-বিদ্বেষ হচ্ছে অন্যের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করা, নিজেকে বড়ো মনে করা, অন্যকে ঘৃণা, শত্রুতাবশত অন্যের ক্ষত কামনা করা, অন্যের উন্নতি, সুখ সহ্য করতে না পারা ইত্যাদি। 'ক'-এর আচরণেও হিংসার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে 'ক'-এর বন্ধু তালিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায় বলে 'ক' মন খারাপ করে এবং ব্যাপারটি সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। যা হিংসাকে নির্দেশ করে। এ ধরনের অভ্যাস মানব চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়। সামাজিক শান্তির জন্য প্রয়োজন সাম্য, মৈত্রী, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব, পরস্পর সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। হিংসা এসব সৎগুণ ধ্বংস করে দেয়। হিংসুক ব্যক্তি নিজেকে বড়ো মনে করে এবং নিজের স্বার্থকে সবচেয়ে বড়ো করে দেখে। সে অন্যকে ঘৃণা করে। অন্যের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, অন্যের অনিষ্ট কামনা করে। এতে মানব সমাজে ঐক্য, সংহতি বিনষ্ট হয় এবং শান্তি-শৃঙ্খলা থাকে না। হিংসুক ব্যক্তির চরিত্র ধীরে ধীরে বিভিন্ন অসৎ বৈশিষ্ট্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, যা তার সামগ্রিক চরিত্রে প্রভাব ফেলে।

পরিশেষে বলা যায়, হিংসা মানুষের নেক আমল ও সচ্চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়। তাই ব্যক্তিগত সাফল্য ও জাতীয় উন্নতির জন্য সবার হিংসা বিদ্বেষ ত্যাগ করা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ০৩ জনাব 'ক' তার বন্ধু তারিকের কাছ থেকে এক হাজার টাকা ধার নেন। সাত দিনের মধ্যেই তা ফেরত দিবেন বলে তাকে কথা দেন। সাতদিন পরে তারিক টাকা ফেরত চাইলে জনাব 'ক' তা দিকে অস্বীকৃতি জানায়। জনাব 'ক' এর বন্ধু সাগর একজন শিক্ষক। তিনি সব সময় নিজেকে পরিপাটি রাখেন এবং পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করেন। তার এমন আচরণ দেখে তার বাবা জনাব আঃ রহিম বলেন, "তোমার এমন আচরণের ফলে তুমি আল্লাহর রহমপ্রাপ্ত হবে।"

ক. শালীনতা কাকে বলে? ১

খ. আমানত রক্ষা করা জরুরি কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'ক' এর আচরণে আখলাকে হামিদার কোন গুণটি অনুপস্থিত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব সাগরের আচরণে আখলাকে হামিদার যে গুণটি পরিলক্ষিত হয় তা চিহ্নিতপূর্বক জনাব আঃ রহিমের মতামতের মূল্যায়ন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও চলাফেরায় ভদ্র, সভ্য ও মার্জিত হওয়াকেই শালীনতা বলে।

খ আমানত রক্ষা করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাসুল (সা.) বলেন, 'যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ইমান নেই' (মুসনাদে আহমাদ)। তাছাড়া আমানতের খিয়ানত করা মুনাফিকের চিহ্ন। তাই মুমিন হিসেবে টিকে থাকতে হলে আমানত রক্ষা করতে হবে।

গ জনাব 'ক' এর আচরণে আখলাকে হামিদার 'ওয়াদা পালন' গুণটি অনুপস্থিত।

ওয়াদাকে আরবি ভাষায় বলা হয় আল-আহদু (اَلْعَهْدُ)। আল-আহদু-এর শাব্দিক অর্থ– ওয়াদা, অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, চুক্তি, কাউকে কোনো কথা দেওয়া বা কোনো কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় কারও সাথে কোনোরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে, অঙ্গীকার করলে বা কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে রক্ষা করাকে ওয়াদা পালন বলে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব 'ক' তার বন্ধু তারিকের কাছ থেকে এক হাজার টাকা ধার নেন। সাতদিনের মধ্যেই তা ফেরত দিবেন বলে তাকে কথা দেন। সাতদিন পরে তারিক টাকা ফেরত চাইলে জনাব 'ক' তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। যা মূলত ওয়াদা ভঙ্গের শামিল। ওয়াদা পালন করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। সৎ ও নৈতিক গুণাবলির অধিকারী ব্যক্তিগণ সর্বদা ওয়াদা রক্ষা করে থাকেন। যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না সে পূর্ণাঙ্গ মুমিন ও দ্বীনদার হতে পারে না। একটি হাদিসে মহানবি (সা.) বলেছেন– لَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهٗ অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না, তার দ্বীন নেই।' (মুসনাদে আহমাদ) সুতরাং, জনাব 'ক' এর মধ্যে 'ওয়াদা পালন' গুণটির অভাব রয়েছে।

ঘ জনাব সাগরের আচরণে আখলাকে হামিদার পরিচ্ছন্নতার গুণটি পরিলক্ষিত হয়েছে।

পরিষ্কার, সুন্দর ও পরিপাটি অবস্থাকে পরিচ্ছন্নতা বলে। শরীর, মন ও অন্যান্য ব্যবহার্য বস্তু সুন্দর ও পবিত্র রাখা, ময়লা-আবর্জনা ও বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে মুক্ত রাখাকে পরিচ্ছন্নতা বলা হয়। জনাব সাগরের মধ্যে এ গুণটিই লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে জনাব সাগর একজন শিক্ষক। তিনি সবসময় নিজেকে পরিপাটি রাখেন এবং পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করেন। তার এ আচরণে আখলাকে হামিদার পরিচ্ছন্নতার গুণটি প্রকাশ পায়। পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত লাভ করে। ইসলামে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নোংরা, ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত থাকা ইমানদারদের স্বভাব নয়। বরং মুমিনগণ সর্বদা পরিষ্কার ও পবিত্র থাকেন। রাসুল (সা.) বলেন, 'পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক' (মুসলিম) প্রকৃত ইমানদার হওয়ার জন্য পবিত্র থাকা অপরিহার্য। কেননা পবিত্রতা ছাড়া কোনো ইবাদত কবুল হয় না। সালাত আদায়ের জন্য মানুষের শরীর, পোশাক ও সালাতের স্থান পরিষ্কার ও পবিত্র হতে হয়। এগুলো নাপাক থাকলে সালাত শুদ্ধ হয় না। তেমনি আল-কুরআন তিলাওয়াতের জন্যও পাক-পবিত্র হতে হয়। অপবিত্র অবস্থায় আল-কুরআন স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আর এটা (আল-কুরআন) পবিত্রগণ ছাড়া আর কেউ স্পর্শ করবে না।' (সূরা আল-ওয়াকিয়া, আয়াত ৭৯) পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিদের সবাই ভালোবাসে। আল্লাহ তায়ালাও তাদের ভালোবাসেন, পছন্দ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরও ভালোবাসেন।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, জনাব সাগরের আচরণে আখলাকে হামিদার পরিচ্ছন্নতার গুণটি প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের সকলের উচিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে জীবন পরিচালনা করা।

প্রশ্ন ▶ ০৪ জনাব মহসিন একজন সমাজ সেবক। তিনি নিজ গ্রামের অনাহারি মানুষদের খাবারের ব্যবস্থা করেন। যাদের কাপড়ের অভাব তাদেরকে লুঙ্গি, শাড়ি ইত্যাদি কিনে দিয়ে সাহায্য করেন। অপরদিকে তার ভাই জনাব 'ক' একজন ব্যবসায়ী। তিনি দোকানের ভালো মানের দ্রব্যের সাথে নিম্নমানের দ্রব্যাদি মিশিয়ে ক্রেতাদের কাছে বিক্রয় করেন। বিষয়টি এলাকার শিক্ষক জনাব আরিফ এর নজরে আসলে তিনি বলেন, ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষকে ধোকা দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ক. সত্যবাদিতা কী? ১

খ. "দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ" –ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব মহসিনের কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদার কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব 'ক' এর কর্মকাণ্ড চিহ্নিতপূর্বক আরিফ সাহেবের মন্তব্যের মূল্যায়ন কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনা বা বিষয় প্রকাশ করাকে সত্যবাদিতা বলে।

খ স্বদেশপ্রেম একটি মহৎ মানবিক গুণ। স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা ইমানের অঙ্গ। বলা হয়েছে, حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْاِيْمَانِ

অর্থ : "স্বদেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ।"

প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি নিজ জন্মভূমিকে ভালোবাসেন। দেশের স্বার্থরক্ষায় কাজ করেন। অপরদিকে যারা দেশকে ভালোবাসে না, তারা চরম অকৃতজ্ঞ। তারা দেশদ্রোহী ও জঘন্য চরিত্রের অধিকারী। আর এরূপ ব্যক্তিরা কখনো প্রকৃত ধার্মিক ও মুমিন হতে পারে না।

গ জনাব মহসিনের কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদার 'মানবসেবা' বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

মানবসেবা উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক। যিনি মানুষের সেবা করেন তিনি মহৎ প্রাণ। এরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালোবাসেন। মহানবি (সা.) বলেন– 'তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন' (তিরমিযি)। অন্যত্র রাসুল (সা.) বলেন, 'বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যরত থাকে ততক্ষণ আল্লাহ তাকে সাহায্য করতে থাকেন' (মুসলিম)। তিনি আরও বলেছেন, 'তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, রোগীর সেবা কর, বন্দিকে মুক্ত কর এবং ঋণগ্রস্থকে ঋণমুক্ত কর' (বুখারি)।

উদ্দীপকে জনাব মহসিন একজন সমাজ সেবক। তিনি নিজ গ্রামের অনাহারি মানুষদের খাবারের ব্যবস্থা করেন। যাদের কাপড়ের অভাব তাদেরকে লুঙ্গি, শাড়ি ইত্যাদি কিনে দিয়ে সাহায্য করেন। কাজেই দেখা যায়, জনাব মহসিন রাসুল (সা.) এর নির্দেশিত পথে মানবসেবার কাজ করেছেন। আর এজন্য তিনি মহান আল্লাহর দরবারে পুরস্কার পাবেন।

ঘ জনাব 'ক' এর কর্মকাণ্ড আখলাকে যামিমার 'প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত। ইসলামে যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে স্বীকৃত।

ইসলামি শরিয়তে প্রতারণা করা, ধোঁকা দেওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম। ব্যবসায়-বাণিজ্য, লেনদেন, আচার-ব্যবহার ও আর্থ-সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডে কোনো অবস্থাতেই প্রতারণা বৈধ নয়। কোনো কাজেই প্রতারণা করা যাবে না, সত্য মিথ্যার মিশ্রণ করা যাবে না এবং সত্য ও প্রকৃত অবস্থা গোপন করা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-

অর্থাৎ, 'তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ কর না এবং জেনে, শুনে সত্য গোপন কর না।' (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-৪২)

উদ্দীপকে জনাব 'ক' একজন ব্যবসায়ী। তিনি দোকানের ভালো মানের দ্রব্যের সাথে নিম্নমানের দ্রব্যাদি মিশিয়ে ক্রেতাদের কাছে বিক্রয় করেন। যা প্রতারণার শামিল।

প্রতারণা একটি সমাজদ্রোহী অপরাধ। এজন্য প্রতারণাকারীকে কেউ পছন্দ করে না। সে মানবসমাজে যেমন ঘৃণিত তেমনি আল্লাহ তায়ালার নিকটও ঘৃণিত। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দোষযুক্ত পণ্য বিক্রি করে এবং ক্রেতাকে দোষের কথা জানায় না, এমন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট ঘৃণিত। ফেরেশতাগণ সর্বদা তাকে অভিশাপ দিতে থাকেন।' (ইবনে মাজাহ)

পরিশেষে বলা যায়, প্রতারণা অত্যন্ত গর্হিত ও ঘৃণিত কাজ। এটি মিথ্যাচারের শামিল। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণা মিথ্যা অপেক্ষাও জঘন্য। কেননা প্রতারণা করার দ্বারা দুটো পাপ হয়। একটি মিথ্যা বলা ও অপরটি বিশ্বাস ভঙ্গ করা। সুতরাং সর্বাবস্থায় প্রতারণা বর্জন করা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ০৫ ১০ম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক জনাব আবুল কালাম শ্রেণিতে পাঠদানের সময় বলেন, ইসলামে এমন একটি ইবাদত আছে– যার দ্বারা আত্মা পরিশুদ্ধ হয়, ইমান মজবুত হয় এবং যা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারি। কালাম সাহেবের বন্ধু রফিক একজন শিল্পপতি। তিনি যথাসময়ে কর্মীদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করেন। তার কার্যক্রম দেখে এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেব বলেন– রফিক সাহেবের নীতিটি মহানবি (সাঃ) এর একটি আদর্শ।

ক. ইসলাম কী? ১

খ. "ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক হলো আত্মার সম্পর্ক" –ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কালাম সাহেব কোন ইবাদতের কথা বলেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রফিক সাহেবের কর্মটি শনাক্তপূর্বক ইমাম সাহেবের মন্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাহ তায়ালা ও রাসুল (সা.)-এর আনুগত্য করাকে ইসলাম বলে।

খ ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক আদর্শিক ও আন্তরিক হওয়া উচিত। এটি আত্মার সম্পর্কও বটে। এ সম্পর্ক পিতা-পুত্রের সম্পর্কের সজ্ঞে তুলনীয়। পিতা যেমন সর্বদা পুত্রের কল্যাণ কামনা করেন ও তাকে কল্যাণের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করেন, আদর্শবান শিক্ষকও তেমনি তার ছাত্রের কল্যাণ কামনা করেন ও তাকে সৎপথ দেখান। পুত্র তার পিতা থেকে সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়, পক্ষান্তরে ছাত্রও তার শিক্ষক থেকে জ্ঞানের ও নৈতিকতার উত্তরাধিকারী হয়। সুতরাং ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যকার পারস্পরিক স্নেহ মমতা ও সম্মান ও শ্রদ্ধার।

গ কালাম সাহেব ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত 'সালাত' এর কথা বলেছেন।

ইসলামের মূলভিত্তি ৫টি। সালাত তন্মধ্যে দ্বিতীয়। মহানবি (সা.) বলেন, সালাত দ্বীনের ভিত্তি। অন্যত্র তিনি বলেন, সালাত জান্নাতের চাবি। সালাত আদায় করতে গিয়ে বান্দা দৈনিক কমপক্ষে পাঁচবার শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা হাসিল করে আল্লাহর সান্নিধ্যে যায়। এতে তার ইমান বৃদ্ধি পায়। কুফর ও ইমানের মাঝে সালাত পার্থক্য সৃষ্টি করে। কারণ যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করে সে ইমানদার। আর যে নামাজ পরিত্যাগ করে তার ইমান নেই। ইমানহীন ব্যক্তি কাফির। মহানবি (সা.) বলেন, 'সালাত হলো ইমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী' (তিরমিযি)। সালাত মানুষকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে' (সূরা আল-আনকাবূত : আয়াত-৪৫)। সালাতের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি হয়। প্রতিদিন পাঁচবার একত্রে সালাত আদায় করার ফলে মুসলমানদের মধ্যে হৃদ্যতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, মুসলমানদের জীবনে সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যধিক।

ঘ রফিক সাহেবের কাজে শ্রমিকের প্রতি উত্তম ব্যবহারের দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে। ইমাম সাহেবের মন্তব্য যথার্থ।

সমাজে কাজের সম্পর্কের কারণে কেউ মালিক হয় আবার কেউ হয় শ্রমিক। মালিক শ্রেণি যেমন শ্রমিক শ্রেণির সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না, তেমনিভাবে শ্রমিক শ্রেণির দৈনন্দিন জীবন মালিক শ্রেণির বেতন ভাতার ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। তাই ইসলাম শ্রমিক বা অধীনস্তদের সাথে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। রফিক সাহেব এ নির্দেশ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করেছেন।

উদ্দীপকে রফিক একজন শিল্পপতি। তিনি যথাসময়ে কর্মীদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করেন। ইসলামে শ্রমিকদের সাথে এমন আচরণেরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা রাসুল (সা.) বলেছেন, "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।" (ইবনে মাজাহ) রফিক সাহেবের অনুসৃত নীতিটি মহানবি (সা.)-এর একটি আদর্শ। রাসুল (সা.)-ও এমন কাজ করতেন। পারিশ্রমিক দিতে অকারণে বিলম্ব করা সমীচীন নয়। শ্রমিক যাতে তার শ্রমের সঠিক মূল্য পায় সে ব্যাপারে রাসুল (সা.) বলেছেন, "মজুরের পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করে তাকে কাজে নিয়োগ করো না। তিনি আরো বলেন, গোলাম (শ্রমিক) যখন তার মালিকের কাজ সুচারুরূপে করে এবং সুষ্ঠুভাবে আল্লাহর ইবাদত করে, তখন সে দ্বিগুণ প্রতিদান পায়।" (বুখারী ও মুসলিম)।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, রফিক সাহেব শ্রমিকের প্রতি উত্তম ব্যবহার করেছেন। মালিক-শ্রমিক যদি ইসলাম স্বীকৃত পন্থায় তাদের সম্পর্ক তৈরি করতে পারে, তাহলে শ্রমিক তার ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে আর মালিকও তার সঠিক শ্রম পাবে।

প্রশ্ন ▶ ০৬ জনাব আঃ রহিম তার একটি ক্লাশে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,মহান আল্লাহপাক যুগে যুগে কিছু মহামানব পাঠিয়েছিলেন যারা পথভোলা মানুষদেরকে সঠিক পথ দেখাতেন। অপরদিকে জনাব রিফাত তার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বলেন, পরকালীন জীবনে একটি স্তর আছে যেখানে সকল মানুষ একত্রিত হয়ে আল্লাহর বিচারের অপেক্ষা করবে। এমতাবস্থায় একমাত্র মহানবি (সাঃ) সকলের পক্ষে আল্লাহর নিকট অনুরোধ করার মাধ্যমে বিচার কাজ শুরু হবে। ঐ ক্লাশের এক ছাত্র তমাল বললো, "সেই দিনের মহানবি (সাঃ) এর অনুরোধ মুসলিম ও মুমিনদের জন্য এক বিশেষ নিয়ামত।"

ক. সিরাত কী? ১
খ. আল কুরআনকে 'আন-নূর' বলার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব আঃ রহিমের আলোচনায় আকাইদের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব রিফাতের আলোচনার বিষয়টি চিহ্নিতপূর্বক তমালের মতামতের মূল্যায়ন কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিরাত হলো হাশরের ময়দান হতে জান্নাত পর্যন্ত জাহান্নামের উপর দিয়ে চলমান একটি উড়াল সেতু।

খ মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল-কুরআন জ্যোতিস্বরূপ হওয়ায় একে আন-নুর বলে।

আন-নুর অর্থ জ্যোতি। সঠিক পথে চলার জন্য আল-কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত জ্যোতি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "এবং যারা তাঁর সাথে যে নুর নাজিল হয়েছে তা অনুসরণ করে, তারাই সফলকাম।" (সূরা বনি-ইসরাইল, আয়াত ৮১)

গ জনাব আঃ রহিমের আলোচনায় আকাইদের 'রিসালাত' বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ অর্থাৎ, 'আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই পথপ্রদর্শক রয়েছে' (সূরা আর-রাদ : আয়াত-৭)। তাঁরা মানুষের নিকট আল্লাহ তায়ালার পরিচয় তুলে ধরতেন। সত্য ও সুন্দরের প্রতি আহ্বান করতেন, আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন।

উদ্দীপকে জনাব আঃ রহিম তার একটি ক্লাশে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, মহান আল্লাহ পাক যুগে যুগে কিছু মহামানব পাঠিয়েছিলেন যারা পথভোলা মানুষদেরকে সঠিক পথ দেখাতেন। তাই মুসলমানদের জন্য রিসালাতে বিশ্বাস করা আবশ্যক। রিসালাতে বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন হতে পারে না। কেননা মানুষের সীমিত জ্ঞান দ্বারা অনন্ত, অসীম আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসুল প্রেরণের মাধ্যমে স্রষ্টা হিসেবে নিজের পরিচয় মানুষের নিকট তুলে ধরেছেন।

সুতরাং বলা যায়, জনাব আঃ রহিমের আলোচনায় রিসালাতের বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

ঘ জনাব রিফাতের আলোচনায় হাশর এবং তমালের মন্তব্যে শাফাআতের পরিচয় পাওয়া যায়।

হাশর হলো মহাসমাবেশ। একদিন পৃথিবীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ একই জায়গায় সমবেত হবে। মানুষের এ মহাসমাবেশকেই হাশর বলে। হাশরের ময়দানে মানুষের সকল কাজ-কর্মের হিসাব নেওয়া হবে। যা জনাব রিফাতের আলোচনায় লক্ষণীয়।

উদ্দীপকের জনাব রিফাত শ্রেণিকক্ষে পরকালীন জীবনের একটি স্তরের বর্ণনা দেন, যেখানে সকল মানুষ একত্রিত হয়ে আল্লাহর বিচারের অপেক্ষা করবে। তার এ বক্তব্য হাশরকে নির্দেশ করে। অপরদিকে ঐ শ্রেণির ছাত্র তমাল বলে, সেই দিনে মহানবি (সা.)-এর অনুরোধ মুসলিম ও মুমিনদের জন্য এক বিশেষ নিয়ামত। তমালের এ বক্তব্যে শাফাআতের পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা হাশরের ময়দানে মহানবি (সা.)-এর শাফাআত ছাড়া বড়ো নিয়ামত আর কী হতে পারে। সেদিন মহানবি (সা.)-এর শাফাআত ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। রাসুল (সা.) বলেন, 'আমাকে শাফাআত করার অধিকার দেওয়া হয়েছে।" (বুখারি ও মুসলিম)

পরিশেষে বলা যায়, হাশরের ময়দান ভীষণ কষ্টের একটি জায়গা। যেদিন রাসুল (সা.)-এর শাফাআত প্রাপ্তিই হবে সবচেয়ে বড়ো সফলতা। তাই সবাইকে শাফাআত লাভের জন্য নেক আমল করা অপরিহার্য।

প্রশ্ন ▸ ০৭ জনাব 'ক' কমদামে মানসম্মত স্বর্ণ কেনার উদ্দেশ্যে হাজী সাহেবদের সাথে মক্কায় হজ করতে যান। তার ছেলে সুমন গতমাসে সরকারি চাকরিতে যোগদান করে। তাই সে খুশি হয়ে এতিম ও অসহায়দের খাবারের ব্যবস্থা করে। সুমনের বন্ধু জনাব 'খ' বিরূপ মন্তব্য করে বলল, নিজ যোগ্যতায় চাকরি পেয়ে অন্যদেরকে খাওয়ানোর কি দরকার ছিল?

ক. সুন্নাতে যায়িদাহ কী? ১
খ. ইজমার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'ক' এর কর্মকাণ্ড কোন হাদিসের শিক্ষার পরিপন্থি? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব 'খ এর মন্তব্যটি কোন সূরার শিক্ষার পরিপন্থি তা চিহ্নিতপূর্বক সুমনের কাজের মূল্যায়ন কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল কাজ মহানবি (সা.) সর্বদা পালন না করে মাঝে মাঝে পালন করতেন তাকে সুন্নতে যায়িদাহ বলে।

খ ইসলামি শরিয়তে ইজমার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

ইজমার উৎপত্তি রাসুল (সা.)-এর সময় হতেই লক্ষ করা যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং বিভিন্ন বিষয়ে সাহাবিদের পরামর্শ নিতেন। অতঃপর তাঁদের মতামতের আলোকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তাদের কাজকর্ম সম্পাদিত হয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে' (সূরা আশ্ শুরা, আয়াত ৩৮) এভাবেই রাসুল (সা.) ইজমার বৈধতা, দৃষ্টান্ত ও আদর্শ স্থাপন করেন। কুরআন ও হাদিসে কোনো বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান না পাওয়া গেলে মুসলিম উম্মাহর মুজতাহিদদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত ইজমার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

গ জনাব 'ক' এর কর্মকাণ্ড নিয়ত সম্পর্কিত হাদিসের শিক্ষার পরিপন্থি।

নিয়ত সম্পর্কিত হাদিসটি হচ্ছে– 'প্রকৃতপক্ষে সকল কাজ এর ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল' (বুখারি)। এ হাদিস থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, নিয়তের উপরেই কাজের সফলতা নির্ভর করে। মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক আমলের সাথে সাথে অন্তরের অবস্থাও লক্ষ করেন। উদ্দীপকের 'ক' এর উদ্দেশ্য হাদিসটির এ শিক্ষার পরিপন্থি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব 'ক' কমদামে মানসম্মত স্বর্ণ কেনার উদ্দেশ্যে হাজী সাহেবদের সাথে মক্কায় হজ করতে যান। এ বিষয়টি আলোচ্য হাদিসটি বিবেচনায় কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা পরকালে মানুষের সব কাজের নিয়তের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন। মানুষ যদি সৎ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে তবে সে তার পুরস্কার লাভ করবে। নেক নিয়তে কাজ করে ব্যর্থ হলেও সে তার জন্য পুরস্কার পাবে। আর মানুষ যদি মন্দ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে তবে সে শাস্তি ভোগ করবে। এমনকি খারাপ উদ্দেশ্যে ইবাদত করলেও কিংবা ভালো কাজ করলেও তাতে কোনো সাওয়াব হয় না। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, 'ক' এর হজে গমনের উদ্দেশ্য নিয়ত সম্পর্কিত হাদিসের শিক্ষার পরিপন্থি।

ঘ জনাব 'খ'-এর মন্তব্যটি সূরা আল-মাউনের শিক্ষার পরিপন্থি।

সূরা আল-মাউন আল-কুরআনের ১০৭তম সূরা। এ সূরার তিন নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে বলেন, "আর যে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না।" এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিফাকের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং এ বৈশিষ্ট্য থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু জনাব 'খ'-এর মন্তব্যে এর বিপরীত দিক প্রকাশ পায়।

উদ্দীপকে 'খ'-এর বন্ধু সুমন সরকারি চাকরির সুবাদে ইয়াতিম ও মিসকিনদের আহার করান। এতে 'খ' বিরূপ মন্তব্য করে বলে, নিজ যোগ্যতায় চাকরি পেয়ে অন্যদের খাওয়ানোর কী দরকার? 'খ'-এর এমন মন্তব্য মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ইয়াতিম ও মিসকিনদের আহার করানোর ব্যাপারে আল্লাহ তায়লা নির্দেশনা দিয়েছেন। আর যার সামর্থ্য থাকার পরও ইয়াতিম ও অসহায়দের সাহায্য করে না এবং এ ব্যাপারে অন্যদের নিরূৎসাহিত করে, সে মুনাফিক হিসেবে গণ্য হবে। অপরদিকে, ইয়াতিম ও অসহায়দের খাবারের ব্যবস্থা করে সুমন ইমানি দায়িত্ব পালন করেছেন।

সুতরাং বলা যায়, ইয়াতিম ও অসহায়দের সহায়তার কাজে নিরুৎসাহিত করায় জনাব 'খ' একজন মুনাফিক। আর এজন্য পরকালে তাকে শাস্তি পেতে হবে।

প্রশ্ন ▸ ০৮ মেয়র নোমান নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে প্রথম সভায় বললেন, আমার পৌর এলাকার বর্ণ-গোত্র, সম্প্রদায় নির্বিশেষে তোমরা সকলেই সমান। তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না। তাঁর বন্ধু জনাব কামাল ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর বললেন, ততদিন তোমরা আমাকে অনুসরণ করবে যতদিন আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাঃ)কে অনুসরণ করব।

ক. মদিনা সনদ কী? ১
খ. ইসলামের খেদমতে হযরত উসমান (রাঃ) এর অবদান ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মেয়র নোমান সাহেবের বক্তব্য কোন মহামানবের বক্তব্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব কামালের বক্তব্য যে খলিফার বক্তব্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা চিহ্নিতপূর্বক ইসলামে তার অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (সা.) একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা নিলেন এবং মদিনার সকল গোত্রের নেতাদের সাথে বৈঠক করে একটি লিখিত সনদ প্রণয়ন করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে 'মদিনা সনদ' নামে খ্যাত।

খ ইসলামের খেদমতে হযরত উসমান (রা.)-এর অবদান অপরিসীম। ইসলামের খেদমতে উসমান (রা.) অঢেল সম্পত্তি দান ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। মদিনাবাসীদের পানির অভাব দূর করতে তিনি সে সময়ে আঠারো হাজার দিনার ব্যয় করে একটি কূপের ব্যবস্থা করেন। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি খাবারের ব্যবস্থা করেন। নিজ খরচে মসজিদ সম্প্রসারণ করেন। এছাড়াও তাবুক যুদ্ধ, রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধসহ বিভিন্ন সময়ে তিনি প্রচুর অর্থ প্রদান করেন।

গ মেয়র নোমান সাহেবের বক্তব্য মহানবি (সা.) এর বিদায় হজের ভাষণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
দশম হিজরির (৬৩২ খ্রি.) জিলহজ মাসের ৯ তারিখ আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে মহানবি (সা.) এক যুগান্তকারী ভাষণ দেন। এ ভাষণে রাসুল (সা.) মানুষকে ন্যায় ও সত্যের পথে চলার নির্দেশনা প্রদান করেন। মেয়র নোমান সাহেবের বক্তব্য এ বিষয়েরই প্রতিনিধিত্ব করে।
উদ্দীপকে মেয়র নোমান নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে প্রথম সভায় বললেন, আমার পৌর এলাকার বর্ণ-গোত্র, সম্প্রদায় নির্বিশেষে তোমরা সকলেই সমান। তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না। বিদায় হজের ভাষণে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সব মানুষের সাথে অন্যায় আচরণ পরিহার করতে বলেন। বর্ণ-গোত্র, বিভেদ ও বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে সবাইকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেন। জীবন পরিচালনার জন্য মানুষকে আল্লাহ কুরআন এবং তাঁর রাসুল (সা.)-এর জীবনাদর্শ পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করতে বলেন। মানুষকে সৎকর্মশীল হওয়ার আহ্বান জানান। মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এ ভাষণের মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি পরকালীন জীবনে শাস্তি থেকে মানুষের মুক্তির উপায় নির্দেশ করেন।
সুতরাং বলা যায়, মেয়র নোমান সাহেবের বক্তব্য মহানবি (সা.) এর বিদায় হজের ভাষণেরই বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

ঘ জনাব কামালের বক্তব্য ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর বক্তব্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ইসলামের খেদমতে যার অবদান অপরিসীম।
হযরত আবু বকর (রা.) বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক। রাসুল (সা.)-এর মৃত্যুর পূর্বে তিনি সার্বক্ষণিক তাঁর এবং ইসলামের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। কুরআন এবং সুন্নাহকে তিনি জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাই রাসুল (সা.)-এর মৃত্যুর পর (৬৩২ খ্রি.) তিনিই খিলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহ এবং রাসুল (সা.)-এর নির্দেশ মোতাবেক তিনি খিলাফত পরিচালনা করার শপথ গ্রহণ করেন। জনাব কামালের বক্তব্যে তাঁর এ আদর্শেরেই প্রতিফলন ঘটেছে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব কামাল ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর বললেন, ততদিন তোমরা আমাকে অনুসরণ করবে যতদিন আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাঃ)কে অনুসরণ করব। তার এ বক্তব্যে আবু বকর (রা.)-এর ভাষণের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। ইসলামের সেবায় আবু বকর (রা.)-এর অবদান অপরিসীম। আবু বকর (রা.) বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তাবুক যুদ্ধের সময় তিনি তার সমুদয় সম্পত্তি দান করেন। খলিফা নির্বাচিত হয়ে তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে আল্লাহর একত্ববাদ, গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন। তিনি ভণ্ড নবি দমন ও যাকাত অস্বীকারকারীদের প্রতিহত করে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করেন।
সুতরাং বলা যায়, আবু বকর (রা.) ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ। আমাদের উচিত তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলাম ও দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করা।

প্রশ্ন ▶ ০৯ চেয়ারম্যান মকবুল সাহেব অসহায় শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনে রাতে অন্ধকারে ইউনিয়নের তহবিল থেকে আটার বস্তা নিয়ে তাদের মধ্যে বিতরণ করেন। এমনকি অসহায় গর্ভবতী মহিলাদের প্রসব বেদনায় সাহায্য করার জন্য তার স্ত্রীকে সেখানে নিয়ে যান। চেয়ারম্যানের বোন আবেদা মনে করে ইসলামি জ্ঞানের পাশাপাশি মুসলমানরা চিকিৎসাক্ষেত্রেও যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। যাদের কাছে বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেকাংশেই ঋণী।

ক. হিলফুল ফুজুল কী? ১
খ. প্রাক-ইসলামি যুগে নারীদের অবস্থা কেমন ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মকবুল সাহেবের কর্মকান্ড ইসলামের কোন খলিফার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আবেদার মন্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? তোমার মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক আরবের শান্তিকামী যুবকদের নিয়ে রাসুল (সা.)-এর গঠিত শান্তি সংঘকে হিলফুল ফুযুল বলে।

খ প্রাক ইসলামি যুগে নারীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। তাদের কোনো মর্যাদা ও অধিকার ছিল না। এসময় নারীদের ভোগ্য পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হতো। পুরুষরা একাধিক নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক রাখতে পারত। নারীরা পণ্যদ্রব্যের মতো হাটে বাজারে বিক্রি হতো। কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। দাসীদেরকে উপপত্নী হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তাদের জীবনমৃত্যু মনিবের ইচ্ছার উপর নির্ভর করত।

গ মকবুল সাহেবের কর্মকাণ্ড ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) ছিলেন ন্যায় এবং ইনসাফের মূর্তপ্রতীক। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি আপন-পর কোনো ভেদাভেদ করতেন না। তার চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। সত্য ও ন্যায়ের জন্য তিনি যেমন কঠোরতা অবলম্বন করতেন, তেমনি মানবতার জন্য তিনি কষ্ট অনুভব করতেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট তাকে পীড়া দিত। তাই তাদের দুঃখ মোচনে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতেন। উদ্দীপকে মকবুল সাহেব তার এ মহান আদর্শকেই অনুসরণ করেছেন।
উদ্দীপকে চেয়ারম্যান মকবুল সাহেব অসহায় শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনে রাতে অন্ধকারে ইউনিয়নের তহবিল থেকে আটার বস্তা নিয়ে তাদের মধ্যে বিতরণ করেন। এমনকি অসহায় গর্ভবতী মহিলাদের

প্রসব বেদনায় সাহায্য করার জন্য তার স্ত্রীকে সেখানে নিয়ে যান। একই বৈশিষ্ট্য হযরত উমর (রা.)-এর চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। তিনি ন্যায়বিচারক এবং নিরপেক্ষ শাসক ছিলেন। তাই নিজ পুত্র আবু শাহমাকে মদপানের অপরাধে কঠোর শাস্তি দেন। এছাড়াও একজন প্রজাবৎসল শাসক হিসেবে তিনি গভীর রাতে পাড়া-মহল্লায় ঘুরে ঘুরে প্রজাদের সার্বিক অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করেন। ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে নিজ কাঁধে করে আটার বস্তা তাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসেন। তিনি নিজ স্ত্রীকে নিয়ে যান প্রসব বেদনায় কাতর বেদুইন নারীকে সাহায্য করার জন্য।

পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, হযরত উমর (রা.) ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ। ন্যায় ও জবাবদিহিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা, প্রজাকল্যাণ সাধন করে তিনি আদর্শ শাসক হিসেবে ইতিহাসে অনুকরণীয় হয়ে আছেন। উদ্দীপকে মকবুল সাহেব তার এসব আদর্শকেই ধারণ করেছেন।

ঘ হ্যাঁ, আবেদার মন্তব্যে চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলিম মনীষীদের অবদানের কথা ফুটে উঠেছে বিধায় তার সাথে আমি একমত।

চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান অবিস্মরণীয়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির মূলে রয়েছে মুসলমানদের অবদান। যাদের অবদানের কারণে চিকিৎসাশাস্ত্র উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– আবু বকর আল রাযি, আল বিরুনি, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ প্রমুখ। আবেদার বক্তব্যে এ বিষয়টিই লক্ষণীয়।

উদ্দীপকের আবেদার মন্তব্য হলো– চিকিৎসাক্ষেত্রে মুসলমানরা যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। তাদের কাছে বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেকাংশে ঋণী। তার এ বক্তব্যে চিকিৎসাক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান ফুটে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানরা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। আল রাযি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ ও তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ। তিনি হাম, নিউরোসাইট্রিক ইত্যাদি চিকিৎসার নতুন মতবাদ প্রবর্তন করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য আরেকটি নাম ইবনে সিনা। তিনি আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র ও শল্যচিকিৎসার দিশারি হিসেবে খ্যাত। তাঁর রচিত 'আল-কানুন ফিত-তিব্ব' চিকিৎসাশাস্ত্রের বাইবেল হিসেবে প্রসিদ্ধ। এছাড়াও আরো বহু মুসলিম মনীষী চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর গ্রন্থ রচনা করে চিকিৎসাক্ষেত্রে বহু অবদান রেখে গেছেন।

সুতরাং বলা যায়, চিকিৎসাক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় মুসলমানদের কাছে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেকাংশে ঋণী। তাই এ সম্পর্কিত আবেদার মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▸ ১০ জনাব 'ক' পরীক্ষার আগে একটি মাজারে গিয়ে পীরের নামে একটি ছাগল কুরবানি করে এবং তার পরীক্ষায় ভালো ফলাফল কামনা করে। তার বন্ধু 'খ' ইউরোপে পড়াশুনা করতে গিয়ে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। দেশে ফেরার পর কোনো এক রাতে মদ পান করতে দেখলে তার মা তাকে বললেন, তোমার কাজটি সঠিক নয়। উত্তরে 'খ' বলল, আমার মনে হয় এতে দোষের কিছুই নেই।

ক. নিফাক কী? ১
খ. আখিরাতে বিশ্বাস করতে হবে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'ক' এর কর্মকাণ্ডে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব 'খ' এর কর্মকাণ্ড চিহ্নিতপূর্বক তার পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক অন্তরে কুফর ও অবাধ্যতা গোপন করে মুখে ইসলামকে স্বীকার করার নাম হলো নিফাক।

খ আখিরাতে বিশ্বাস করা ইমানের একটি অঙ্গ। আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া মুমিন ও মুত্তাকি হওয়া যায় না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর কেউ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি অবিশ্বাস করলে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।' আখিরাতে বিশ্বাস না থাকলে মানুষ সত্যপথ থেকে দূরে সরে যায়। তাই আখিরাতে বিশ্বাস করতে হয়।

গ জনাব 'ক' এর কর্মকাণ্ডে মারাত্মক অপরাধ হিসেবে খ্যাত 'শিরক' বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

শিরক শব্দের অর্থ– অংশীদার সাব্যস্ত করা, একাধিক স্রষ্টা বা উপাস্যে বিশ্বাস করা। ইসলামি পরিভাষায়– মহান আল্লাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়। জনাব 'ক' এর কর্মকাণ্ডে এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে জনাব 'ক' পরীক্ষার আগে একটি মাজারে গিয়ে পীরের নামে একটি ছাগল কুরবানি করে এবং তার পরীক্ষায় ভালো ফলাফল কামনা করে। তার এ কাজটি জঘন্য পাপ কাজ শিরককে ধারণ করে। কারণ ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে শরিক করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আর শিরক হলো পৃথিবীর সকল প্রকার জুলুমের মধ্যে সবচেয়ে বড়। মানুষ শিরকের পর্যায়ভুক্ত যেসব কাজ করে তা সম্পূর্ণ অর্থহীন। কারণ মহান আল্লাহ বলেন, 'কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়' (সূরা আশ-শুরা : আয়াত-১১)। অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যদি সেথায় (আসমান ও জমিনে) আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ থাকত তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত' (সূরা আল-আম্বিয়া : আয়াত-২২)। মহান আল্লাহ যেসব ক্ষমতার অধিকারী, তার পরিবর্তে সেসব কাজ করার ইখতিয়ার কারও নেই।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে, জনাব 'ক' এর কাজটি এক ধরনের শিরক। আর ইসলামি শরিয়তে এ ধরনের কাজ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ঘ জনাব 'খ' এর কর্মকাণ্ড কুফরির অন্তর্ভুক্ত। যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ।

কুফর শব্দের অর্থ– অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটির প্রতি অবিশ্বাস করাকেই কুফর বলা হয়। এ ধরনের কাজের মধ্যে রয়েছে– আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও গুণাবলিকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা, ইমানের মৌলিক সাতটি বিষয়কে অস্বীকার করা, ইসলামের মৌলিক ইবাদতকে অস্বীকার করা, হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল মনে করা, ইচ্ছাকৃতভাবে কাফিরদের অনুকরণ করা, ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা প্রভৃতি। এগুলোর মধ্যে জনাব 'খ' এর মানসিকতায় হারামকে হালাল মনে করার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। যার কুফল ও পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

উদ্দীপকে 'খ' ইউরোপে পড়াশুনা করতে গিয়ে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। দেশে ফেরার পর কোনো এক রাতে মদ পান করতে দেখলে তার মা তাকে বললেন, তোমার কাজটি সঠিক নয়। উত্তরে 'খ' বলল, আমার মনে হয় এতে দোষের কিছুই নেই। তার এরূপ মনোভাব কুফরের

অন্তর্ভুক্ত। কারণ সে ইসলামে হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে বৈধ মনে করে। তার এ মনোভাব জেনে তার এলাকার ইমাম সাহেব বলেন, এর ফলে দুনিয়াতে অনৈতিকতার প্রসার ঘটবে এবং তাকে অনন্তকালের শাস্তি ভোগ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে যারা কুফরি করবে দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় স্থানেই তাদেরকে করুণ পরিণতি বরণ করতে হবে। কুফর মানবসমাজে পাপাচার বৃদ্ধি করে এবং অনৈতিকতার প্রসার ঘটায়। কাফিরদের কাছে দুনিয়ার জীবনই সবকিছু বলে মনে হয়। তাই তারা হালাল-হারাম, নীতি-নৈতিকতা বিবেচনা না করে যা খুশি তাই করে বেড়ায়। ফলে সমাজে মিথ্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার প্রভৃতি পাপ কাজ প্রসার লাভ করে। এ ধরনের কাজের জন্য কাফিররা জাহান্নামে অনন্তকালের শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ বলেন, 'যারা কুফরি করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।' (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-৩৯)

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, জনাব 'খ'-এর মনোভাবে কুফরির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এর ফলাফল অত্যন্ত মারাত্মক। তাই এ সম্পর্কিত ইমাম সাহেবের বক্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▸ ১১ হাসান মেম্বার তার নির্বাচনি এলাকায় অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। সড়কের দুই ধারে রকমারী ফলের গাছ লাগান। পক্ষান্তরে তার বন্ধু একজন ধনীলোক। তিনি আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করেন না। গরিব ও অসহায়দের কল্যাণে কাজ করেন না। এমনকি তার বাসায় কোনো ভিক্ষুক গেলে তাকে ধমক দিয়ে বের করে দেন।

ক. 'মারফু' হাদিস কী? ১

খ. "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছি।" –ব্যাখ্যা কর। ২

গ. হাসান মেম্বারের কর্মে কোন হাদিসের শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. হাসান সাহেবের বন্ধুর কর্মকাণ্ড পবিত্র কুরআনের যে সূরার শিক্ষার পরিপন্থি তা চিহ্নিতপূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হাদিসের সনদ রাসূল (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মারফু হাদিস বলে।

খ 'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছি'– উক্তিটি পবিত্র কুরআনের সূরা আত-তীনের ৪ নম্বর আয়াতের অর্থ।

সূরা আত-তীনের এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর গঠনে সৃষ্টি করে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সৃষ্টিজগতের মধ্যে মানুষের আকৃতিই সবচেয়ে সুন্দর। তবে মানুষ যদি ভালো কাজ না করে অসৎকাজে লিপ্ত হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করবেন। তাকে শাস্তি প্রদান করবেন।

গ হাসান মেম্বারের কর্মে বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত হাদিসের শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে।

বৃক্ষরোপণ মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কাজ। মানুষ এর দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রয়োজন। বৃক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের সে প্রয়োজন পূরণ করে। বৃক্ষ থেকে আমরা খাদ্য, ওষুধ, পোশাক, কাঠ, ফল ইত্যাদি পাই। বৃক্ষ আমাদের আর্থিক সচ্ছলতাও প্রদান করে। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায়ও বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি, জলবায়ুর উষ্ণতা রোধ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বৃক্ষের অবদান অতুলনীয়। মহানবি (সা.) বৃক্ষরোপণের নির্দেশ দানের মাধ্যমে আমাদের এসব নিয়ামত ও উপকার লাভের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

উদ্দীপকে হাসান মেম্বার তার নির্বাচনি এলাকায় অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। সড়কের দুই ধারে রকমারী ফলের গাছ লাগান। এতে মূলত তিনি মহানবি (সা.)-এর হাদিসের উপর আমল করেছেন। তার এ কাজটি সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে। ফলে তিনি নিজের অজান্তেই অনেক সাওয়াব লাভ করবেন। যেমন মহানবি (সা.) বলেন–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهٗ بِهٖ صَدَقَةٌ۔

অর্থাৎ, 'কোনো মুসলমান যদি বৃক্ষরোপণ করে কিংবা কোনো ফসল আবাদ করে, এরপর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু কিছু ভক্ষণ করে তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।' (বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং বলা যায়, হাদিসের আলোকে হাসান মেম্বারের কাজটি সদকা হিসেবে গণ্য হবে।

ঘ হাসান সাহেবের বন্ধুর কর্মকাণ্ড সূরা আদ-দুহার শিক্ষার পরিপন্থি।

সূরা আদ-দুহার শিক্ষার অন্যতম বিষয় হলো– ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তিদের উচিত গরিব, দুঃখী, ইয়াতিম ও ভিক্ষুকদের কল্যাণ করা। অভাবী, সাহায্যপ্রার্থী ও ইয়াতিমদের প্রতি কঠোর না হওয়া। তাদের গালমন্দ কিংবা প্রহার করা যাবে না এবং তাদের ধমকও দেওয়া যাবে না, বরং তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। কিন্তু হাসান সাহেবের বন্ধুর কাজে এর বিপরীত চিত্র প্রকাশ পায়।

উদ্দীপকে হাসান সাহেবের বন্ধু আত্মীয়দের হক আদায় করেন না। গরিব ও অসহায়দের সাহায্য করেন না। এমনকি ভিক্ষুকদেরকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেন। অথচ সূরা আদ-দুহায় বলা হয়েছে, আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন, তাদের কল্যাণময় জীবন দান করেন। এছাড়াও বহু নিয়ামত দান করেন। তাই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তিদের উচিত গরিব, দুঃখী, ইয়াতিম ও ভিক্ষুকদের কল্যাণ করা। অভাবী, সাহায্যপ্রার্থী ইয়াতিমদের প্রতি কঠোর না হওয়া, তাদের গালমন্দ কিংবা মারধর না করা এবং তাদের ধমকও না দেওয়া। বরং তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে।

সুতরাং বলা যায়, সূরা আদ-দুহা আমাদেরকে নমনীয়তার শিক্ষা গ্রহণ করে কঠোরতা বর্জনের নির্দেশ দেয়। তাই সবার উচিত এ সূরার শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা।

চট্টগ্রাম বোর্ড−২০২৪

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 1 1

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময়− ৩০ মিনিট পূর্ণমান− ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. পরিবারের সারা বছরের খরচ মিটিয়ে জনাব আব্দুল করিমের নিকট ১৫,০০,০০০ টাকা ছিল। সুতরাং তাকে যাকাত আদায় করতে হবে −
ⓚ ২৫,০০০ টাকা ⓚ ২৫,৫০০ টাকা
ⓖ ৩৫,০০০ টাকা ⓖ ৩৭,৫০০ টাকা

২. সূরা আত-তীন এর অন্যতম শিক্ষা হলো −
ⓚ মানুষ সৃষ্টিজগতের সুন্দরতম সৃষ্টি
ⓚ কোনো অবস্থাতেই সালাত উপেক্ষা করা যাবে না
ⓖ মানব জীবনে সুখ-দুঃখ থাকবেই
ⓖ ধনীদের উচিত দরিদ্রদের কল্যাণ করা

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মিসেস শাজিয়ার আপন বলতে কেহ নেই। দু বছর বোন ক্যান্সারে ভোগার পরে সে একদা গভীর রাতে মারা যায়। অতঃপর তাকে জানাযা ছাড়াই দাফন করা হয়।

৩. এ ব্যাপারে ইসলামি শরিয়তের কোন বিধানটি লঙ্ঘিত হয়?
ⓚ সুন্নাহ ⓚ ওয়াজিব
ⓖ ফরজে কিফায়া ⓖ ফরজে আইন

৪. একজন মানুষ যদি সত্যবাদিতা অবলম্বন করে তবে তা তাকে −
i. উত্তম নৈতিক চরিত্র গড়ে তুলতে সাহায্য করে
ii. সুন্দর জীবন অনুশীলনে সাহায্য করে
iii. পাপকার্য থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৫. মানব জীবনে সফলতা অর্জনের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কোনটিকে বিবেচনা করা হয়?
ⓚ কর্তব্যপরায়ণতা ⓚ আত্মশুদ্ধি
ⓖ ভ্রাতৃত্ববোধ ⓖ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

৬. নবুয়ত লাভের পূর্বে মহানবি (সঃ) এর চরিত্রে প্রকাশ পায়−
i. প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জনগণকে সাহায্য করা
ii. নিঃস্ব ও অভাবীদের স্বাবলম্বি করা iii. মক্কার মূর্তিপূজারীদের অপমান করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৭. হরতালের সময় পাবলিক বাস ভাংচুরকারী −
ⓚ ফাসিক ⓚ মুনাফিক ⓖ কাফির ⓖ মুশরিক

৮. 'মুজামুল বুলদান' কোন শাস্ত্রের গ্রন্থ?
ⓚ ভূগোল ⓚ চিকিৎসা ⓖ রসায়ন ⓖ গণিত

৯. হাদিসকে আল-কুরআনের পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ −
i. এতে আল-কুরআনের বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা বিদ্যমান।
ii. এতে রাসুল (সঃ) এর হাতে-কলমে শিক্ষাদানের বর্ণনা রয়েছে।
iii. এতে আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধতার নির্দেশনা রয়েছে।
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১০. 'যুননুরাইন' কার উপাধী?
ⓚ আবু বকর (রাঃ) ⓚ উমর (রাঃ) ⓖ উসমান (রাঃ) ⓖ আলী (রাঃ)

১১. অসুস্থতার কারণে জনাব আসাদ ৯ জিল হজ মুজদালিফায় অবস্থান করতে পারেননি। তিনি হজের কোন বিধানটি পরিত্যাগ করেন?
ⓚ ফরজ ⓚ ওয়াজিব ⓖ সুন্নাহ ⓖ মুস্তাহাব

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২ থেকে ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব জামাল নিয়মিত সম্মিলিত ইবাদত পালন করেন। কিন্তু তিনি মনে করেন, মহান আল্লাহর নির্দেশ ছাড়াই ফেরেশতা ইস্রাফিল (আঃ) পৃথিবীকে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে বাধ্য করেন।

১২. জনাব জামালের চিন্তাধারায় কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে?
ⓚ ফিতনা ⓚ কুফর ⓖ নিফাক ⓖ শিরক

১৩. তার উক্ত চিন্তাধারার ফলে −
i. মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন ii. তা অমার্জনীয় পাপ বলে বিবেচিত হবে
iii. নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৪. মানুষের মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত সময়কে কী বলা হয়?
ⓚ অনন্ত জীবন ⓚ কষ্টের জীবন ⓖ হাশর ⓖ বারযাখ

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫ থেকে ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
আমবৌলা গ্রামের পনেরো বছরের বালক মহিউদ্দিন জীবনের প্রথমবার এমন একটি ইবাদত পালন করে যা প্রত্যেক নবির যুগে ফরজ ছিলো যা দ্বারা দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি অর্জিত হয়।

১৫. মহিউদ্দিন কোন ইবাদতটি পালন করে?
ⓚ সালাত ⓚ সাওম ⓖ যাকাত ⓖ হজ

১৬. উক্ত ইবাদতের ফলে সে −
i. সহকর্মী ও সহানুভূতিশীল হতে পারবে
ii. অনাহারীর ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করতে পারবে
iii. ধনী-দরিদ্র বৈষম্য দূরীকরণে ভূমিকা রাখতে পারবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৭. ইসলামি শরিয়তের চতুর্থ উৎস কোনটি?
ⓚ আল-কুরআন ⓚ সুন্নাহ ⓖ ইজমা ⓖ কিয়াস

১৮. কোনটি মানুষকে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে সম্মান-মর্যাদা ও সফলতাদান করে?
ⓚ সত্যবাদিতা ⓚ তাকওয়া ⓖ জ্ঞান ⓖ ইলম

১৯. প্রয়োজন মাফিক অর্থ ব্যয় করাকে কী বলে?
ⓚ কার্পণ্য ⓚ কৃচ্ছতা ⓖ মিতব্যয়িতা ⓖ দৈন্যতা

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২০ থেকে ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
পয়সারহাটের জনাব মজিদ খান প্রতিদিন সম্মিলিতভাবে এমন একটি ইবাদত পালন করেন যার হিসাব কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম বান্দার নিকট থেকে নিবেন।

২০. জনাব মজিদ খান কোন ইবাদতটি পালন করেন?
ⓚ সালাত ⓚ কুরআন তিলাওয়াত
ⓖ সাওম ⓖ জিকর

২১. উক্ত ইবাদতটি পালনের ফলে তিনি −
i. স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি করতে পারবেন
ii. সামাজিক ভেদাভেদ দূর করতে পারবেন
iii. নিরন্ন ও অভাবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২২. অপরের অসাক্ষাতে তার দোষ প্রকাশ করাকে কী বলে?
ⓚ পরশ্রীকাতরতা ⓚ হিংসা ⓖ ঘৃণা ⓖ গিবত

২৩. 'ঈমান' শব্দের অর্থ কী?
ⓚ আনুগত্য করা ⓚ বিশ্বাস করা
ⓖ শাস্তিকে ভয় করা ⓖ একত্ববাদ

২৪. মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী পৌছে দেয়ার দায়িত্বকে কী বলা হয়?
ⓚ আকাইদ ⓚ আখিরাত ⓖ রিসালাত ⓖ ঐশীগ্রন্থ

২৫. আল-কুরআন সর্বপ্রথম কোথায় লিপিবদ্ধ ছিল?
ⓚ বাইতুল ইজ্জাহ ⓚ বাইতুল মা'মুর
ⓖ আল-হেরা ⓖ লাওহে মাহফুজ

২৬. ইমাম বুখারি (রহ.) কোনো রাজা-বাদশার দরবারে গমন করতেন না, কারণ তিনি −
i. স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন ii. আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন
iii. বিদ্রোহী লোক ছিলেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৭. মহানবি (সঃ) এর সম্মতিসূচক হাদিসকে কী নামে অভিহিত করা হয়?
ⓚ কাওলি হাদিস ⓚ মারফু হাদিস
ⓖ হাদিসে কুদসি ⓖ তাকরিরি হাদিস

২৮. কোন ইবাদত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে?
ⓚ সালাত ⓚ সাওম ⓖ যাকাত ⓖ হজ

২৯. কোনটি জ্ঞানীর মর্যাদা সমৃদ্ধ করে?
ⓚ অধ্যবসায় ⓚ জ্ঞান ⓖ আগ্রহ ⓖ সততা

৩০. ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বিবেচনা করা হয়। কেননা, এতে রয়েছে−
i. মানবজীবনের সকল দিকনির্দেশনা ii. পরকালীন জীবনের বিশদ বর্ণনা
iii. বিশ্বভ্রাতৃত্বের সকল উপাদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ⓖ iii ⓖ i ও ii

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০২৪

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 1 1

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। **প্রেক্ষাপট-১ :** আদিল ও আবির দু'সহপাঠি। তারা স্কুলের একটি অনুষ্ঠানের জন্য ছাত্রদের কাছ থেকে ৫০ টাকা থেকে ১০০ টাকা করে মোট ৫,০০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করে আদিল এর নিকট জমা রাখে। অনুষ্ঠানে মোট ৪,০০০ টাকা খরচ হলেও আদিল বলে, সব টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে।

প্রেক্ষাপট-২ : ইসলাম-পূর্ব যুগে 'ওয়াকিয়া' নামক জনৈক ব্যক্তি স্রষ্টার সান্নিধ্যলাভের আশায় কাবাঘর তাওয়াফ করার পাশাপাশি মূর্তিগুলোর সামনে মাথানত করে সাহায্য প্রার্থনা করত।

ক. ঈমান কী? ১
খ. তাওহীদের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব আদিল এর কাজে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ইসলাম পূর্ব যুগে 'ওয়াকিয়া' নামক ব্যক্তির কাজ চিহ্নিতপূর্বক এর কুফল বিশ্লেষণ কর। ৪

২। **প্রেক্ষাপট-১ :** জনাব 'ক' একজন আধুনিক শিক্ষিত লোক। তিনি নিয়মিত সালাত, সাওম ও যাকাত আদায় করেন। তিনি বিশ্বাস করেন প্রত্যেক যুগেই নবি-রাসুলদের আগমন প্রয়োজন। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে ও ভবিষ্যতে অনেকেই রিসালাতের দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রেক্ষাপট-২ : ইমাম সাহেব জুমার দিনের আলোচনায় পরকালীন একটি স্তর নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, সেই ভয়ানক বিভীষিকাময় দিনে সকল মানুষের মাথার উপর সূর্য থাকবে এবং সকল মানুষ প্রচণ্ড তাপে ঘামতে থাকবে।

ক. কুফর এর পরিচয় দাও। ১
খ. আখিরাতে বিশ্বাস করা অপরিহার্য কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'ক' পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টি অস্বীকার করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ইমাম সাহেব পরকালের কোন স্তর নিয়ে আলোচনা করেছেন? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। শিক্ষক শ্রেণিতে পবিত্র কুরআনের একটি সূরা পাঠদানকালে শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে বলেন মহানবি (সঃ) ইসলামের দাওয়াত দিলে লোকেরা তাঁকে কবি, গনক, যাদুকর ও পাগল বলে কষ্ট দিত। সিজদায় গেলে উটের নাড়িভুড়ি শরীরের উপর চাপিয়ে দিত। অপরদিকে মাহজাবিন অত্যন্ত সুন্দরী একজন মহিলা, তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার ননদ তাবাসসুম বলল, আল্লাহ পাক মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাই মানুষের উচিত আল্লাহ পাকের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।

ক. কুরআন কী? ১
খ. হযরত উসমান (রাঃ) কে 'জামিউল কুরআন' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শিক্ষক শ্রেণিতে পবিত্র কুরআনের যে সূরা নিয়ে আলোচনা করেছেন তার শিক্ষা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তাবাসসুমের কথা পাঠ্যবইয়ের যে সূরার সাথে সম্পৃক্ত তা চিহ্নিতপূর্বক মানব জীবনে এই সূরার শিক্ষার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। জনাব আকরাম সাহেব একজন গরিব লোক। তিনি নিজ গ্রাম থেকে বের হওয়ার একমাত্র রাস্তার দু-পাশে প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তায় তাল গাছের চারা রোপণ করেন। নিয়মিত চারাগুলোর পরিচর্যা করেন। বর্তমানে চারাগুলো অনেক বড় হয়েছে। সেই রাস্তার সৌন্দর্য ভোগ করতে এখন দর্শনার্থীরা সেখানে ভীড় জমায়। সবাই তাকে ধন্যবাদ জানায়। পক্ষান্তরে তারই প্রতিবেশী জনাব রফিক সাহেব একজন চাল ব্যবসায়ী। তিনি দীর্ঘদিন যাবত ইসলামের বিধি-বিধান মেনে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। তিনি খাদ্যে ভেজাল মেশানো থেকে বিরত থাকেন।

ক. সুন্নাহ এর সংজ্ঞা দাও। ১
খ. হিজরি ৩য় শতককে হাদিস সংকলনের স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব আকরাম সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন হাদিসের সম্পৃক্ততা রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব রফিক সাহেবের কাজটি পাঠ্যবইয়ের হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। জনাব হেদায়েত সাহেব একজন শিল্পপতি। তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল জীবন-যাপন করেন। ইয়াতিম-অসহায় লোকদেরকে পেলে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। সাধ্যমত তাদেরকে সহযোগিতা করেন। কখনো তাদের সাথে ধমকের সুরে কথা বলেন না। তারই স্ত্রী মিসেস সুলতানা নিজ সংসারের ব্যাপারে খুবই যত্নশীল। কোনো প্রতিবেশী মহিলা গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় কোনো দ্রব্য সাহায্য চাইলে তিনি সহযোগিতা করেন।

ক. 'কাওলী হাদিস' কাকে বলে? ১
খ. কুরআন তিলাওয়াতকে উত্তম ইবাদত বলা হয় কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শিল্পপতির আচরণে পবিত্র কুরআনের কোন সূরার শিক্ষা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মিসেস সুলতানার কর্মকাণ্ডে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সূরার শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। আশরাফুল ইসলাম সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। যুক্তরাষ্ট্রের একটি কোম্পানি তাকে দশগুণ বেশি বেতনে চাকরির জন্য আহ্বান করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। দেশের জন্য কাজ করতে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী। তিনি জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত দেশের জন্য কাজ করে মরতে চান। তারই বন্ধু জনাব হাবিবুর রহমান একজন শিক্ষক। তিনি বিদ্যালয় শুরু হওয়ার ত্রিশ মিনিট পূর্বে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। শ্রেণিতে যাওয়ার পূর্বে প্রস্তুতি নিয়ে পাঠদান করেন। বিদ্যালয় ছুটি হওয়ার পর সকলের শেষে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন।

ক. আখলাকে হামিদা কী? ১
খ. হারাম বর্জনীয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব আশরাফুল ইসলামের সিদ্ধান্তে আখলাকে হামিদার কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মিঃ হাবিব সাহেব কি একজন আদর্শবান শিক্ষক? তোমার মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭। সজল একজন ফল বিক্রেতা। তিনি ফল বিক্রি করার সময় ভালো ফলের সাথে দু-চারটি নষ্ট ফল ক্রেতাকে দিয়ে ভালো ফলের মূল্য গ্রহণ করেন। তারই বাল্যবন্ধু কয়েস একজন কর্মকর্তা। তিনি চাকরিকালে অনেক লোকদের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করেন। উপহার পেলে দ্রুত তাদের ফাইলে স্বাক্ষর করেন। যারা উপহার দেন না তাদের ফাইলে স্বাক্ষর করতে অকারণে বিলম্ব করেন।

ক. ইজমা এর পরিচয় দাও। ১
খ. আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ফল বিক্রেতা সজলের কর্মকাণ্ডে আখলাকে যামিমার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কয়েস সাহেবের উপহার গ্রহণ পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত তা চিহ্নিত করে এর পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। ডাঃ মিফতা নিজ চেম্বারে প্রতিদিন বিনা ফিতে শতাধিক রোগী দেখেন। যাদের ঔষধ ক্রয়ের সামর্থ্য নেই তাদেরকে ফ্রি ঔষধ প্রদান করেন। এমনকি শীতকালে অসহায়দের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। পক্ষান্তরে জনাব রাজু সাহেব একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তিনি প্রয়োজনমতো সংসারের খরচ করেন। অপচয় করাকে তিনি পছন্দ করেন না। আবার কৃপণতা অবলম্বনকে তিনি ঘৃণা করেন।

ক. তাকওয়া কী? ১
খ. অশ্লীল ও অশালীন কাজ বর্জনীয় কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. ডাঃ মিফতাহের কাজে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাজু সাহেবের কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। জনাব হাফিজ তাড়াপুর নামক এলাকায় বসবাস করেন। সেখানকার মানুষ প্রতিনিয়ত তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে মারামারি ও ঝগড়া ঝাটিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তথায় মানুষের জান-মাল ও ইজ্জতের কোনো মূল্য নেই। জনাব হাফিজের বন্ধু নাদিম একজন সমাজ সেবক। তিনি তার অধীনস্তদের সাথে সদ্ব্যবহার করেন। নিজে যা আহার করেন, তাদেরকেও তা খাওয়ান।

ক. মদিনার সনদ কী? ১
খ. রাসূল (সঃ) এর জীবনাদর্শ অনুকরণীয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব হাফিজ এর এলাকার মানুষের অবস্থা মহানবি (সাঃ) সময়কার কোন অবস্থার সাথে তুলনা করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব নাদিম এর কর্মকাণ্ডে মহানবি (সাঃ) এর জীবনের কোন ভাষণের প্রতিফলন ঘটেছে? আদর্শ সমাজ গঠনে উক্ত ভাষণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। জনাব ইফতেখার সাহেব একজন শিল্পপতি। তিনি পাহাড়িয়া অঞ্চলে বসবাস করেন। তাঁর এলাকায় পানীয় জলের বড়ই অভাব। জনগণের অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে তিনি ৫ লক্ষ টাকা খরচ করে একটি নলকূপ স্থাপন করে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। তারই ছোট ভাই আহমদ সাহেব খুবই শৌর্য-বীর্য ও অসাধারণ শক্তির অধিকারী। তিনি জ্ঞান সাধনায় অতুলনীয় ও অগ্রপথিক। কিন্তু আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল। তাই পরিবারের সকল কাজ তিনি ও তার স্ত্রী নিজ হাতেই করেন।

ক. হিংসা বলতে কী বুঝায়? ১
খ. হযরত উমর (রাঃ) ছিলেন "ন্যায় ও ইনসাফের এক মূর্ত প্রতীক"– বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. জনাব ইফতেখার সাহেবের কাজ কোন মহান খলিফার আদর্শের সাথে তুলনীয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. খোলাফায়ে রাশেদিনের কোন খলিফার সাথে জনাব আহমদ সাহেবের কাজগুলোর মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৪

১১। জনাব জাহাঙ্গীর ও নায়েম একই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। অফিস কার্যক্রম শেষ হলে জনাব জাহাঙ্গীর পার্শ্ববর্তী দোকান থেকে কিছু আম, কমলা ও আঙুর ক্রয় করেন। কিন্তু টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে দেখেন কিছু টাকার অভাব রয়েছে। তাই আগামীকাল পরিশোধ করার শর্তে সহকর্মী নায়েম সাহেবের কাছ থেকে ১,০০০ টাকা ধার নেন এবং পরের দিন কথামতো তা পরিশোধ করে দেন। তাদেরই সন্তান ক ও খ একই স্কুলে পড়াশোনা করে। তারা স্কুলের ডেস্ক, বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, চক, ডাস্টার যাবতীয় মাল সামগ্রির যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ করে।

ক. জীবনাদর্শ বলতে কী বুঝ? ১
খ. হযরত আবু বকর (রাঃ) কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জাহাঙ্গীর সাহেবের কাজে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ক ও খ এর কাজে আখলাকে হামিদার কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? শিক্ষার্থীদের জীবনে এরূপ গুণাবলি অর্জনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	N	২	K	৩	M	৪	N	৫	L	৬	K	৭	L	৮	K	৯	K	১০	M	১১	L	১২	N	১৩	K	১৪	N	১৫	L
	১৬	K	১৭	N	১৮	L	১৯	M	২০	K	২১	K	২২	N	২৩	L	২৪	M	২৫	N	২৬	K	২৭	N	২৮	K	২৯	L	৩০	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ প্রেক্ষাপট-১ : আদিল ও আবির দু'সহপাঠি। তারা স্কুলের একটি অনুষ্ঠানের জন্য ছাত্রদের কাছ থেকে ৫০ টাকা থেকে ১০০ টাকা করে মোট ৫,০০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করে আদিল এর নিকট জমা রাখে। অনুষ্ঠানে মোট ৪,০০০ টাকা খরচ হলেও আদিল বলে, সব টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে।

প্রেক্ষাপট-২ : ইসলাম-পূর্ব যুগে 'ওয়াকিয়া' নামক জনৈক ব্যক্তি স্রষ্টার সান্নিধ্যলাভের আশায় কাবাঘর তাওয়াফ করার পাশাপাশি মূর্তিগুলোর সামনে মাথানত করে সাহায্য প্রার্থনা করত।

ক. ঈমান কী? ১

খ. তাওহিদের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব আদিল এর কাজে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইসলাম– পূর্ব যুগে 'ওয়াকিয়া' নামক ব্যক্তির কাজ চিহ্নিতপূর্বক এর কুফল বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং তদনুযায়ী আমল করাকে ইমান বলে।

খ তাওহিদের মূলকথা হলো আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়।
তাওহিদ বলতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে এক এবং অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার করে নেওয়াকে বোঝায়। মহান আল্লাহ তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে এক ও অদ্বিতীয়। সকল প্রশংসা এবং ইবাদতের একমাত্র মালিক তিনি। কোনোকিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়। অর্থাৎ তাওহিদে বিশ্বাসের মাধ্যমে মহান আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করা হয়।

গ জনাব আদিলের কাজে নিফাক প্রকাশ পেয়েছে।
নিফাক শব্দের আভিধানিক অর্থ– ভণ্ডামি, কপটতা, প্রতারণা, দ্বিমুখীভাব ইত্যাদি। অন্তরে বিরোধিতা গোপন রেখে বাইরে আনুগত্য প্রদর্শন করাই হলো নিফাক। জনাব আদিলের কাজ এ বিষয়টিকে ধারণ করে।
উদ্দীপকে আদিলের নিকট ৫,০০০ টাকা জমা রাখা হয়। অনুষ্ঠানে ৪,০০০ টাকা খরচ হলেও আদিল বলে সব টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ আদিল অস্বীকার করে, মিথ্যা বলে এবং আমানতের খিয়ানত করে। আর এ তিনটি বৈশিষ্ট্যই মুনাফিকদের মধ্যে বিদ্যমান। মহানবি (সা.) বলেন, 'মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, আর যখন কোনো কিছু তার নিকট আমানত রাখা হয়, তখন তার খিয়ানত করে (সহিহ বুখারি)। এ ধরনের ব্যক্তির মিথ্যুক হওয়ার কারণে নানা ধরনের অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। পার্থিব লোভ-লালসা ও স্বার্থ রক্ষায় তারা মানুষের সব ধরনের অকল্যাণ করতে পারে। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। পরকালীন জীবনে মুনাফিকদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।' (সূরা আন-নিসা : আয়াত-১৪৫)
সুতরাং পরিশেষে বলা যায়, আদিলের কাজটি হলো নিফাকের অন্তর্ভুক্ত। আর এ ধরনের কাজের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ঘ ইসলাম-পূর্ব যুগে 'ওয়াকিয়া' নামক ব্যক্তির কর্মে 'শিরক' প্রকাশ পেয়েছে। এর কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ।
আল্লাহ তায়ালা এ বিশ্বজগতের একমাত্র অধিপতি ও মালিক। তিনি একক ও অদ্বিতীয় সত্তা। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি অনন্য ও অতুলনীয়। আর এ বিশ্বাসটিকে অস্বীকার করে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করলে কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করলে সেটি হয় শিরক। শিরককারীর জন্য আল্লাহ তায়ালা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন।
উদ্দীপকে ইসলাম-পূর্ব যুগে ওয়াকিয়া নামক জনৈক ব্যক্তি স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের আশায় কাবাঘর তাওয়াফ করার পাশাপাশি মূর্তিগুলোর সামনে মাথানত করে সাহায্য প্রার্থনা করে। তার এই বিশ্বাসই আল্লাহর সাথে অংশীদার করা তথা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। শিরক আল্লাহর সাথে চরম জুলুম করার নামান্তর। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম।' (সূরা লুকমান : আয়াত-৪) আল্লাহ তায়ালা শিরককারীদের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট। তিনি অপার ক্ষমাশীল ও অসীম দয়াময় হওয়া সত্ত্বেও শিরকের অপরাধ ক্ষমা করেন না। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এতদ্ব্যতীত যেকোনো পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।' (সূরা আন-নিসা : আয়াত-৪৮)
প্রকৃতপক্ষে শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আল্লাহ তায়ালা নিজেই শিরকের অপরাধ ক্ষমা না করার এবং তাদের জন্য জান্নাত হারাম করার ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহর এ ঘোষণা ওয়াকিয়ার বিশ্বাসকে ভয়াবহ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে প্রমাণ করে। আল্লাহ তায়ালা শিরককারীর ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করে বলেন– 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম।' (সূরা আল-মায়িদা : আয়াত-৭২)

প্রশ্ন ▶ ০২ প্রেক্ষাপট-১ : জনাব 'ক' একজন আধুনিক শিক্ষিত লোক। তিনি নিয়মিত সালাত, সাওম ও যাকাত আদায় করেন। তিনি বিশ্বাস করেন প্রত্যেক যুগেই নবি-রাসুলদের আগমন প্রয়োজন। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে ও ভবিষ্যতে অনেকেই রিসালাতের দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রেক্ষাপট-২ : ইমাম সাহেব জুমার দিনের আলোচনায় পরকালীন একটি স্তর নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, সেই ভয়ানক বিভীষিকাময় দিনে সকল মানুষের মাথার উপর সূর্য থাকবে এবং সকল মানুষ প্রচণ্ড তাপে ঘামতে থাকবে।

ক. কুফর এর পরিচয় দাও। ১
খ. আখিরাতে বিশ্বাস করা অপরিহার্য কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'ক' পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টি অস্বীকার করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ইমাম সাহেব পরকালের কোন স্তর নিয়ে আলোচনা করেছেন? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটিরও প্রতি অবিশ্বাস করাকে কুফর বলা হয়।

খ আখিরাতে বিশ্বাস করা ইমানের একটি অঙ্গ। আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া মুমিন ও মুত্তাকি হওয়া যায় না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর কেউ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি অবিশ্বাস করলে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।' আখিরাতে বিশ্বাস না থাকলে মানুষ সত্যপথ থেকে দূরে সরে যায়। তাই আখিরাতে বিশ্বাস করতে হয়।

গ জনাব 'ক' পাঠ্যবইয়ের 'খতমে নবুয়ত' বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

খতমে নবুয়তের অর্থ নবুয়তের সমাপ্তি। আর যার মাধ্যমে নবুয়তের ধারার সমাপ্তি ঘটে তিনি হলেন খাতামুন নাবিয়্যিন বা সর্বশেষ নবি। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন সর্বশেষ নবি। তাঁর মাধ্যমে দ্বীনের পূর্ণতা ঘোষিত হয় এবং নবুয়তের ধারা সমাপ্ত হয়। তিনি নবি-রাসুলগণের ধারার সর্বশেষ আগমন করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ-

অর্থাৎ, 'মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবি।' (সূরা আল-আহযাব : আয়াত- ৪০)

অতএব প্রিয় নবি (সা.) ছিলেন সর্বশেষ নবি। তাঁর পরে আর কোনো নবি নেই। তাঁর পর আজ পর্যন্ত কোনো নবি আসেননি, কিয়ামত পর্যন্ত আসবেনও না। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে সর্বশেষ নবি হিসেবে বিশ্বাস করা ইমানের অন্যতম অঙ্গ। উদ্দীপকে জনাব 'ক' এর ধারণার মধ্যে সর্বশেষ নবির প্রতি বিশ্বাসের ঘাটতি রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, খতমে নবুয়তের প্রতি জনাব 'ক' এর অবিশ্বাস রয়েছে।

ঘ ইমাম সাহেব পরকালের 'হাশর' ময়দানের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

মৃত্যুর পর সকল মানুষ ও প্রাণিকুল আল্লাহর নির্দেশে পুনরায় জীবিত হবে। সকলেই সেদিন এক ফেরেশতার ডাকে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। সেদিন পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষের হিসাব নেওয়া হবে। বিচারক হবেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ অর্থাৎ, 'তিনি (আল্লাহ) বিচার দিবসের মালিক।' (সূরা আল-ফাতিহা : আয়াত-৩)

যারা পুণ্যবান তারা ডান হাতে আমলনামা লাভ করবে। আর পাপীরা বাম হাতে আমলনামা পাবে। সেদিন সূর্য মাথার উপর একেবারে নিকটে থাকবে। আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত সেদিন আর কোনো ছায়া থাকবে না। বস্তুত হাশরের ময়দানে পুণ্যবানরা নানাবিধ সুবিধাজনক স্থান লাভ করবে। পক্ষান্তরে, পাপীরা হাশরের ময়দানেই কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

অতএব বলা যায়, একটি জায়গায় সমবেত করে সকল কাজের হিসাব নেওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্দীপকে ইমাম সাহেবের বক্তব্যে আখিরাতে হাশর ময়দানের প্রকৃত অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন ▸ ০৩ শিক্ষক শ্রেণিতে পবিত্র কুরআনের একটি সূরা পাঠদানকালে শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে বলেন মহানবি (সঃ) ইসলামের দাওয়াত দিলে লোকেরা তাঁকে কবি, গনক, যাদুকর ও পাগল বলে কষ্ট দিত। সিজদায় গেলে উটের নাড়িভুড়ি শরীরের উপর চাপিয়ে দিত। অপরদিকে মাহজাবিন অত্যন্ত সুন্দরী একজন মহিলা, তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার ননদ তাবাসসুম বলল, আল্লাহ পাক মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাই মানুষের উচিত আল্লাহ পাকের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।

ক. কুরআন কী? ১
খ. হযরত উসমান (রাঃ) কে 'জামিউল কুরআন' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শিক্ষক শ্রেণিতে পবিত্র কুরআনের যে সূরা নিয়ে আলোচনা করেছেন তার শিক্ষা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তাবাসসুমের কথা পাঠ্যবইয়ের যে সূরার সাথে সম্পৃক্ত তা চিহ্নিতপূর্বক মানব জীবনে এই সূরার শিক্ষার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল-কুরআন হলো আল্লাহ তায়ালার পবিত্র বাণী।

খ হযরত উসমান (রা.) হযরত যায়দ ইবনে সাবিদ (রা.) কে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করে দেন। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.), হযরত সাঈদ ইবনে আল-আস (রা.) ও হযরত আব্দুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশাম (রা.)। হিজরি ৩০ মোতাবেক ৬৫১ খ্রি. তাঁরা হযরত হাফসা (রা.) থেকে সংগৃহীত কপির আলোকে আরও ৭টি কপি তৈরি করেন এবং তা মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। একে 'মাসহাফে উসমানি' বলা হয়। ফলে সারাবিশ্বে একটি রীতিতে কুরআন তিলাওয়াত আরম্ভ হয়। এজন্য তাঁকে 'জামিউল কুরআন' (কুরআন একত্রকারী বা কুরআন সংকলক) বলা হয়।

গ শিক্ষক শ্রেণিতে পবিত্র কুরআনের সূরা আল-ইনশিরাহ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

সূরা আল-ইনশিরাহ মাক্কি সূরাসমূহের অন্যতম। এর আয়াত সংখ্যা ৮টি। এটি কুরআনের ৯৪তম সূরা। এ সূরায় মহান আল্লাহ দুঃখ-কষ্ট বিপদ-আপদের সময় ধৈর্যধারণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। শিক্ষক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, মহানবি (সা.) ইসলামের দাওয়াত দিলে লোকেরা তাকে কবি, গণক, জাদুকর ও পাগল বলে কষ্ট দিত। সিজদায় গেলে উটের নাড়িভুড়ি শরীরের উপর চাপিয়ে দিত। সর্বোপরি তাঁকে অমানবিক কষ্ট দেয়া হতো। অর্থাৎ শিক্ষক বলতে চেয়েছেন জীবন কখনো চিরসুখের হয় না; বরং সুখ-দুঃখ নিয়েই মানুষের জীবন। তাই দুঃখ ও কষ্টে হতাশ হওয়া চলবে না; বরং ধৈর্যসহকারে এর মোকাবিলা করতে হবে। সেই সাথে সময়কে কাজে লাগিয়ে নিজের করণীয় কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, সুখ-দুঃখ মেনে নিয়েই জীবনকে এগিয়ে নিতে হবে। হতাশ হয়ে বসে থাকা চলবে না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান। তাই সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে এবং দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

ঘ তাবাসসুমের কথা পাঠ্যবইয়ের সূরা আত-ত্বীন এর সাথে সম্পৃক্ত। মানবজীবনে এই সূরার শিক্ষার তাৎপর্য ব্যাপক।

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ সফলতা লাভের দিকনির্দেশনা ও পরকালের জবাবদিহিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এ সূরা নাজিল করেন। সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। এ সূরার প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শপথ করে মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর সৃষ্টি হিসেবে ঘোষণা করেন। সৃষ্টি জগতের মধ্যে মানুষের আকৃতিই সবচেয়ে সুন্দর। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছি।' তবে মানুষ যদি ভালো কাজ না করে অসৎকাজে লিপ্ত হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করেন। তাকে শাস্তি প্রদান করেন।

তখন সেই সৃষ্টির নিম্নতম স্তরে নেমে যায়। আল্লাহ তায়ালা তাই পঞ্চম আয়াতে বলেন, 'এরপর আমি তাকে নামিয়ে দিয়েছি সর্বনিম্ন স্তরে।' উদ্দীপকে মাহজাবিন অত্যন্ত সুন্দরী একজন মহিলা। তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার ননদ তাবাসসুম বলেন, আল্লাহ পাক মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাই মানুষের উচিত আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধ মেনে চলা। যা পুরোপুরি অত্র সূরার বক্তব্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, সূরা আত-ত্বীনের শিক্ষার তাৎপর্য ব্যাপক।

প্রশ্ন ▶ ০৪ জনাব আকরাম সাহেব একজন গরিব লোক। তিনি নিজ গ্রাম থেকে বের হওয়ার একমাত্র রাস্তার দু-পাশে প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তায় তাল গাছের চারা রোপণ করেন। নিয়মিত চারাগুলোর পরিচর্যা করেন। বর্তমানে চারাগুলো অনেক বড় হয়েছে। সেই রাস্তার সৌন্দর্য ভোগ করতে এখন দর্শনার্থীরা সেখানে ভীড় জমায়। সবাই তাকে ধন্যবাদ জানায়। পক্ষান্তরে তারই প্রতিবেশী জনাব রফিক সাহেব একজন চাল ব্যবসায়ী। তিনি দীর্ঘদিন যাবত ইসলামের বিধি-বিধান মেনে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। তিনি খাদ্যে ভেজাল মেশানো থেকে বিরত থাকেন।

ক. সুন্নাহ এর সংজ্ঞা দাও। ১

খ. হিজরি ৩য় শতককে হাদিস সংকলনের স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব আকরাম সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন হাদিসের সম্পৃক্ততা রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব রফিক সাহেবের কাজটি পাঠ্যবইয়ের হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামি পরিভাষায় মহানবি (সা.)-এর বাণী, কর্ম ও তাঁর সমর্থিত রীতিনীতিকে সুন্নাহ বলে। সুন্নাহকে হাদিস নামেও অভিহিত করা হয়।

খ হিজরি ৩য় শতক ছিল হাদিস সংকলনের স্বর্ণযুগ। এ সময় হাদিসের বিশুদ্ধতম ছয়টি কিতাব সংকলিত হয়। এগুলোকে একত্রে সিহাহ সিত্তাহ বা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ বলা হয়। বিশুদ্ধ ৬টি হাদিস গ্রন্থ হলো– ১. বুখারি, ২. মুসলিম, ৩. তিরমিযি, ৪. নাসাই, ৫. আবু দাউদ ও ৬. ইবনে মাজাহ। মূলত এ ৬টি হাদিস গ্রন্থের মাধ্যমে প্রায় সকল হাদিস সংকলন করা হয়। তাই এসময়কে হাদিস সংকলনের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

গ জনাব আকরাম সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যবইয়ের 'বৃক্ষরোপণ' সম্পর্কিত হাদিসের সম্পৃক্ততা রয়েছে।

বৃক্ষরোপণ মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কাজ। মানুষ এর দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রয়োজন। বৃক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের সে প্রয়োজন পূরণ করে। বৃক্ষ থেকে আমরা খাদ্য, ওষুধ, পোশাক, কাঠ, ফল ইত্যাদি পাই। বৃক্ষ আমাদের আর্থিক সচ্ছলতাও প্রদান করে। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায়ও বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি, জলবায়ুর উষ্ণতা রোধ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বৃক্ষের অবদান অতুলনীয়। মহানবি (সা.) বৃক্ষরোপণের নির্দেশ দানের মাধ্যমে আমাদের এসব নিয়ামত ও উপকার লাভের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

উদ্দীপকে জনাব আকরাম সাহেব নিজ গ্রাম থেকে বের হওয়ার একমাত্র রাস্তার দু-পাশে প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তায় তাল গাছের চারা রোপণ করেন। নিয়মিত চারাগুলোর পরিচর্যা করেন। বর্তমানে চারাগুলো অনেক বড় হয়েছে। সেই রাস্তার সৌন্দর্য ভোগ করতে এখন দর্শনার্থীরা সেখানে ভীড় জমায়। সবাই তাকে ধন্যবাদ জানায়। এতে মূলত আকরাম সাহেব মহানবি (সা.)-এর হাদিসের উপর আমল করেছেন। তার এ কাজটি সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে। ফলে তিনি নিজের অজান্তেই অনেক সাওয়াব লাভ করবেন। যেমন মহানবি (সা.) বলেন–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهٗ بِهٖ صَدَقَةٌ -

অর্থাৎ, 'কোনো মুসলমান যদি বৃক্ষরোপণ করে কিংবা কোনো ফসল আবাদ করে, এরপর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু কিছু ভক্ষণ করে তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।' (বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং বলা যায়, আকরাম সাহেবের কাজটি সদকাস্বরূপ।

ঘ জনাব রফিক সাহেবের কাজটি পাঠ্যবইয়ের 'ব্যবসায়ে সততা সম্পর্কিত' হাদিসের অন্তর্ভুক্ত। যেমন রাসুল (সা.) বলেন– 'বিশ্বস্ত, সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহিদগণের সঙ্গে থাকবেন।' (ইবনে মাজাহ)

উদ্দীপকে জনাব রফিক সাহেব একজন চাল ব্যবসায়ী। তিনি দীর্ঘদিন যাবত ইসলামের বিধি-বিধান মেনে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। তিনি খাদ্যে ভেজাল মেশানো থেকে বিরত থাকেন। উপরিউক্ত হাদিসের প্রতিধ্বনি তার আচরণে পাওয়া যায়। মানুষ ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে পার্থিব উন্নতি সাধন করে। এ জাগতিক উন্নতির মোহে মানুষ অনেক সময় অসৎ পথ বেছে নেয়। অর্থের লোভে ধোঁকা বা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে। পাশাপাশি কিছু মানুষ সমাজের এ জাগতিক মোহের গড্ডালিকা প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে না দিয়ে বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতার পথ আঁকড়ে ধরে থাকে। ধৈর্যের পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে সৎ ও ন্যায়ভাবে ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনা করে। পণ্যদ্রব্যে কোনো ধরনের ভেজাল না দিয়ে যেভাবে আছে সেভাবেই বিক্রি করে। মাল বিক্রি করার সময় সে মালের অযথা তারিফ করে ক্রেতাকে বিভ্রান্তিতে ফেলে না। তার নিজের নিকট অন্যের ধার থাকলে পাওনাদারকে অযথা হয়রানি করে না।

উক্ত হাদিসে এসব বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী ব্যবসায়ীদের সৎ ও ন্যায়ের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে তারা পুরস্কার হিসেবে কিয়ামতের দিন শহিদদের সঙ্গে থাকবেন।

প্রশ্ন ▶ ০৫ জনাব হেদায়েত সাহেব একজন শিল্পপতি। তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল জীবন-যাপন করেন। ইয়াতিম-অসহায় লোকদেরকে পেলে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। সাধ্যমতো তাদেরকে সহযোগিতা করেন। কখনো তাদের সাথে ধমকের সুরে কথা বলেন না। তারই স্ত্রী মিসেস সুলতানা নিজ সংসারের ব্যাপারে খুবই যত্নশীল। কোনো প্রতিবেশী মহিলা গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় কোনো দ্রব্য সাহায্য চাইলে তিনি সহযোগিতা করেন।

ক. 'কাওলী হাদিস' কাকে বলে? ১

খ. কুরআন তিলাওয়াতকে উত্তম ইবাদত বলা হয় কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শিল্পপতির আচরণে পবিত্র কুরআনের কোন সূরার শিক্ষা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মিসেস সুলতানার কর্মকাণ্ডে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সূরার শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (সা.)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণীকে কাওলি বা বাণীসূচক হাদিস বলে।

খ 'আমার উম্মতের উত্তম ইবাদত হলো কুরআন তিলাওয়াত' হাদিসটির মর্মার্থ হলো– কুরআন তিলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদত। কুরআন হলো আল্লাহর নুর বা জ্যোতি। এটি তিলাওয়াতকারীর মর্যাদা সমুন্নত করে। এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। এর মাধ্যমে মানুষের অন্তর পরিশুদ্ধ হয়। মানুষ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলিতে উদ্ভাসিত হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত শিল্পপতির আচরণে পবিত্র কুরআনের 'সূরা আল-মাউন' এর শিক্ষা ফুটে উঠেছে।

মহান আল্লাহ সূরা আল-মাউনে কাফির-মুনাফিকদের কিছু বৈশিষ্ট্য ও কাজের বর্ণনা দিয়েছেন। এখান থেকে আমরা ঐ বৈশিষ্ট্যগুলো ত্যাগ করে বিপরীত বৈশিষ্ট্য ধারণের শিক্ষা পাই। এসব শিক্ষার একটি অর্থাৎ নিঃস্ব-দুস্থদের সাহায্য করার বিষয়টি শিল্পপতির আচরণে প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে জনাব হেদায়েত সাহেব ইয়াতিম-অসহায় লোকদের পেলে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। সাধ্যমতো তাদের সহযোগিতা করেন। কখনো তাদের সাথে ধমকের সুরে কথা বলেন না। মহান আল্লাহ সূরা মাউনে পরোক্ষভাবে এ ধরনের কাজ করার জন্যই মানুষকে উৎসাহিত করেছেন। ইয়াতিম, দুঃস্থ, অসহায়দের তাড়িয়ে দেওয়া নয়; বরং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। যথাসম্ভব তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। এছাড়া সূরা আল-মাউন থেকে আমরা আরও শিক্ষা পাই যে ইয়াতিম, নিঃস্বদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সবাইকে উৎসাহ দিতে হবে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের হেদায়েত সাহেব এর সূরা আল-মাউনের শিক্ষা অনুযায়ী যথার্থ আচরণ ফুটে উঠেছে।

ঘ মিসেস সুলতানার কর্মকাণ্ডে আমার পাঠ্যবইয়ের 'সূরা আল-মাউন' এর শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে।

সূরা আল-মাউন মক্কায় অবতীর্ণ অন্যতম একটি সূরা। সূরা আল-মাউনের ৭টি আয়াতে যে সকল বিষয় বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুটি হলো–

১. সালাত সম্পর্কে উদাসীন ব্যক্তিদের দুর্ভোগের কথা বলা আছে। এর শিক্ষা হলো সালাতে অবহেলা বা অলসতা করা চলবে না। লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করা যাবে না। বরং বিশুদ্ধ নিয়তে সঠিকভাবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সালাত আদায় করতে হবে।

২. গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটখাটো বস্তু অন্যকে না দান করায় দুর্ভোগের কথা বলা হয়েছে। এর শিক্ষা হলো প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোতে অন্যকে সহযোগিতা করা।

উদ্দীপকে মিসেস সুলতানা নিজ সংসারের ব্যাপারে খুবই যত্নশীল। কোনো প্রতিবেশী মহিলা গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় কোনো দ্রব্য সাহায্য চাইলে তিনি সহযোগিতা করেন। যা তিনি সূরা আল-মাউন থেকে শিক্ষা নিয়ে এর উপর আমল করেছেন। সুতরাং বলা যায়, মিসেস সুলতানার মধ্যে সূরা আল-মাউন এর শিক্ষার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৬ আশরাফুল ইসলাম সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। যুক্তরাষ্ট্রের একটি কোম্পানি তাকে দশগুণ বেশি বেতনে চাকরির জন্য আহ্বান করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। দেশের জন্য কাজ করতে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী। তিনি জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত দেশের জন্য কাজ করে মরতে চান। তারই বন্ধু জনাব হাবিবুর রহমান একজন শিক্ষক। তিনি বিদ্যালয় শুরু হওয়ার ত্রিশ মিনিট পূর্বে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। শ্রেণিতে যাওয়ার পূর্বে প্রস্তুতি নিয়ে পাঠদান করেন। বিদ্যালয় ছুটি হওয়ার পর সকলের শেষে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন।

ক. আখলাকে হামিদা কী? ১

খ. হারাম বর্জনীয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব আশরাফুল ইসলামের সিদ্ধান্তে আখলাকে হামিদার কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মিঃ হাবিব সাহেব কি একজন আদর্শবান শিক্ষক? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামি পরিভাষায়, যেসব স্বভাব বা চরিত্র সমাজে প্রশংসনীয় ও সমাদৃত, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর নিকট প্রিয় সেসব স্বভাব বা চরিত্রকে আখলাকে হামিদাহ বলা হয়।

খ হারাম অর্থ নিষিদ্ধ, মন্দ, অসংগত, অপবিত্র ইত্যাদি। মানব জীবনে হারাম বস্তু, কথা ও কাজের পরিণাম ও কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ। কোনো কোনো হারাম দ্রব্যের মধ্যে এমন উপাদান বিদ্যমান থাকে যা মানুষের মন, মস্তিষ্ক ও শরীরের জন্য চরম ক্ষতিকর। হারাম কাজ মানবসমাজেও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। সর্বোপরি, হারাম মানুষকে অকল্যাণ ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, তাই হারাম বর্জনীয়।

গ জনাব আশরাফুল ইসলামের সিদ্ধান্তে আখলাকে হামিদার 'স্বদেশপ্রেম' বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

স্বদেশ তথা নিজ দেশ বা মাতৃভূমির প্রতি মায়া-মমতা, আকর্ষণই হলো স্বদেশপ্রেম। স্বদেশপ্রেম একটি অনুভূতির বিষয়। ব্যক্তির নিজের কাজ ও সেবার দ্বারা দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা যায়। দেশের স্বার্থে কাজ করার দ্বারা দেশপ্রেম প্রমাণিত হয়। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার কাজ করা, জাতীয় উন্নতিতে অবদান রাখা, দেশের স্বার্থবিরোধী কাজে

কাউকে সাহায্য না করা, দেশের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা, দেশের স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করা, দেশের মানুষকে ভালোবাসা ও তাদের জন্য কাজ ইত্যাদি দেশপ্রেমের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আশরাফুল ইসলাম সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। যুক্তরাষ্ট্রের একটি কোম্পানি তাকে দশগুণ বেশি বেতনে চাকরির জন্য আহ্বান করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। দেশের জন্য কাজ করতে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী। তিনি জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত দেশের জন্য কাজ করে মরতে চান। এতে তার কর্মকাণ্ড স্বদেশপ্রেম হিসেবে বিবেচিত।

দেশপ্রেমিক ব্যক্তি দেশের সম্পদ ও মর্যাদা রক্ষায় শুধু কাজ করেই ক্ষ্যান্ত হন না, তারা এর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতেও পিছপা হন না। পরিশেষে বলা যায় যে, আশরাফুল ইসলামের সিদ্ধান্তে 'স্বদেশপ্রেম' গুণটিই ফুটে উঠেছে।

ঘ হ্যাঁ, মি. হাবিব সাহেব একজন আদর্শবান শিক্ষক।

যিনি শিক্ষা দেন তিনি হলেন শিক্ষক। একজন শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালান।

উদ্দীপকে জনাব হাবিবুর রহমান একজন শিক্ষক। তিনি বিদ্যালয় শুরু হওয়ার ত্রিশ মিনিট পূর্বে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। শ্রেণিতে যাওয়ার পূর্বে প্রস্তুতি নিয়ে পাঠদান করেন। বিদ্যালয় ছুটি হওয়ার পর সকলের শেষে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। যা আদর্শ শিক্ষক হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষক মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। তিনিই ছাত্রের জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক করে দেন। ছাত্র শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করে জীবনে উন্নতি লাভ করে। একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যে শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন, শিক্ষার্থীরা তাই শিখবে। শিক্ষক হলেন আদর্শ মানুষ গড়ার কারিগর। যে শিক্ষক এ মহান কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারে, পরবর্তী সময়ে তার আদর্শের ধারক হিসেবে শিক্ষার্থীরা গড়ে ওঠে। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় নিয়ম-কানুন, আদব-কায়দা, শিষ্টাচার, বিনয়, নম্রতা, নিয়মানুবর্তিতা, দয়া, সহানুভূতি ইত্যাদি শিক্ষা দিয়ে থাকেন। পিতা যেমন সর্বদা পুত্রের কল্যাণ কামনা করেন, শিক্ষকও তেমনি তার ছাত্রের কল্যাণ কামনা করেন ও তাকে সৎ পথ দেখান। নিঃসন্দেহে হাবিব সাহেব একজন আদর্শ শিক্ষক।

প্রশ্ন ▶ ০৭ সজল একজন ফল বিক্রেতা। তিনি ফল বিক্রি করার সময় ভালো ফলের সাথে দু-চারটি নষ্ট ফল ক্রেতাকে দিয়ে ভালো ফলের মূল্য গ্রহণ করেন। তারই বাল্যবন্ধু কয়েস একজন কর্মকর্তা। তিনি চাকরিকালে অনেক লোকদের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করেন। উপহার পেলে দ্রুত তাদের ফাইলে স্বাক্ষর করেন। যারা উপহার দেন না তাদের ফাইলে স্বাক্ষর করতে অকারণে বিলম্ব করেন।

ক. ইজমা এর পরিচয় দাও। ১

খ. আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ফল বিক্রেতা সজলের কর্মকাণ্ডে আখলাকে যামিমার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কয়েস সাহেবের উপহার গ্রহণ পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত তা চিহ্নিত করে এর পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক শরিয়তের তৃতীয় উৎস হলো ইজমা। ইজমা আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ– একমত হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া, মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। ব্যবহারিক অর্থে কোনো বিষয় বা কথায় ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলে। ইসলামি পরিভাষায়, শরিয়তের কোনো বিষয়ে একই যুগের মুসলিম উম্মতের পুণ্যবান মুজতাহিদগণের (গবেষক) ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়।

খ সুদ ফার্সি শব্দ। এর আরবি প্রতিশব্দ রিবা (اَلرِّبَوا)। কাউকে প্রদত্ত ঋণের মূল পরিমাণের উপর অতিরিক্ত আদায় করাকে রিবা (اَلرِّبَوا) বা সুদ বলা হয়। মহানবি (সা.)-এর আবির্ভাবকালে এটি একধরনের ব্যবসায়ে রূপান্তরিত হয়েছিল। আরবসহ বিশ্বের অনেক সমাজে এ প্রথা প্রচলিত ছিল। যার ফলে ধনী আরও ধনী হতো আর গরিব ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব হয়ে যেত। এটা ছিল শোষণের নামান্তর। তাই ইসলাম এটাকে হারাম ঘোষণা করে।

গ ফল বিক্রেতা সজলের কর্মকাণ্ডে আখলাকে যামিমার 'প্রতারণা' দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। কারণ সে ফল বিক্রির সময় ভালো ফলের সাথে দু-চারটি নষ্ট ফল ক্রেতাকে দিয়ে ভালো ফলের মূল্য গ্রহণ করেন। এসবই প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামি শরিয়তে প্রতারণা করা, ধোঁকা দেওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম। ব্যবসায়-বাণিজ্য, লেনদেন, আচার-ব্যবহার ও আর্থ-সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডে কোনো অবস্থাতেই প্রতারণা বৈধ নয়। কোনো কাজেই প্রতারণা করা যাবে না, সত্য মিথ্যার মিশ্রণ করা যাবে না এবং সত্য ও প্রকৃত অবস্থা গোপন করা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-

অর্থাৎ, 'তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ কর না এবং জেনে, শুনে সত্য গোপন কর না।' (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-৪২) প্রতারণা একটি সমাজদ্রোহী অপরাধ। এজন্য প্রতারণাকারীকে কেউ পছন্দ করে না। সে মানবসমাজে যেমন ঘৃণিত তেমনি আল্লাহ তায়ালার নিকটও ঘৃণিত। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দোষযুক্ত পণ্য বিক্রি করে এবং ক্রেতাকে দোষের কথা জানায় না, এমন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট ঘৃণিত। ফেরেশতাগণ সর্বদা তাকে অভিশাপ দিতে থাকেন।' (ইবনে মাজাহ)

পরিশেষে বলা যায়, প্রতারণা অত্যন্ত গর্হিত ও ঘৃণিত কাজ। এটি মিথ্যাচারের শামিল। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণা মিথ্যা অপেক্ষাও জঘন্য। কেননা প্রতারণা করার দ্বারা দুটো পাপ হয়। একটি মিথ্যা বলা ও অপরটি বিশ্বাস ভঙ্গ করা। সুতরাং সর্বাবস্থায় প্রতারণা বর্জন করা উচিত।

ঘ কয়েস সাহেবের উপহার গ্রহণ পাঠ্যবইয়ের 'ঘুষ' এর সাথে সম্পৃক্ত। ইসলামে এর পরিণতি খুবই ভয়াবহ।

ঘুষ অর্থ উৎকোচ। স্বাভাবিক প্রাপ্যের পরও অসদুপায়ে অতিরিক্ত সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করাকে ঘুষ বলে। এটি একটি অনৈতিক কাজ এবং অত্যন্ত জঘন্য অর্থনৈতিক অপরাধ। জনাব কয়েসের কাজে এটিই প্রকাশ পেয়েছে, যার জন্য তাকে কঠোর পরিণতি ভোগ করতে হবে। উদ্দীপকে জনাব কয়েস একজন কর্মকর্তা। তার কাজই হচ্ছে জনসাধারণের কাজ করে দেওয়া। এজন্যই সরকার তাকে বেতন দিয়ে ঐ জায়গায় বসিয়েছে; কিন্তু তিনি বেতনের বাইরে জনগণের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নিচ্ছেন। এটি সম্পূর্ণ হারাম তথা অবৈধ। ঘুষ মানবসমাজে অশান্তি ডেকে আনে। ঘুষখোর ব্যক্তি নিজ দায়িত্ব-কর্তব্যে অবহেলা করে, আমানতের খিয়ানত করে। এর মাধ্যমে অসহায়-বঞ্চিতদের অধিকার হরণ করা হয়। সমাজে সৃষ্টি হয় হানাহানি ও দ্বন্দ্ব। ধর্মীয়ভাবে বলা যায়– ঘুষের মাধ্যমে অর্জিত টাকা-

পয়সা সম্পূর্ণ হারাম। আর হারাম টাকায় কেনা পোশাক-পরিচ্ছদ পরে ইবাদত করলে তা কবুল হয় না। নবি করিম (সা.) বলেছেন, 'ঘুষ গ্রহণকারী এবং ঘুষ প্রদানকারী উভয়ের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত' (বুখারি ও মুসলিম)। পরকালে ঘুষের লেনদেনকারীর স্থান হবে জাহান্নাম। কিয়ামতের দিন এরা মহাশাস্তির সম্মুখীন হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, জনাব কয়েসের কাজটি সমাজের জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমনি পরকালেও এ ধরনের কাজের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ ডাঃ মিফতা নিজ চেম্বারে প্রতিদিন বিনা ফিতে শতাধিক রোগী দেখেন। যাদের ঔষধ ক্রয়ের সামর্থ্য নেই তাদেরকে ফ্রি ঔষধ প্রদান করেন। এমনকি শীতকালে অসহায়দের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। পক্ষান্তরে জনাব রাজু সাহেব একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তিনি প্রয়োজনমতো সংসারের খরচ করেন। অপচয় করাকে তিনি পছন্দ করেন না। আবার কৃপণতা অবলম্বনকে তিনি ঘৃণা করেন।

ক. তাকওয়া কী? ১

খ. অশ্লীল ও অশালীন কাজ বর্জনীয় কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. ডাঃ মিফতাহের কাজে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রাজু সাহেবের কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক তাকওয়া হলো সকল প্রকার পাপাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা।

খ ইসলাম সকল মানুষকেই নম্র, ভদ্র ও শালীন হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে। যেসব কাজ শালীনতাবিরোধী, ইসলামে সেসব কাজকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা অশ্লীল ও অশালীন কাজকর্ম মানুষের মানবিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিনষ্ট করে দেয়। মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুত্বের অভ্যাস গ্রহণ করে। ফলে সমাজে অনাচার, ব্যভিচার, অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের কুপ্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ ভেঙে দেয়। যার কারণে সর্বত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

গ ডা. মিফতাহের কাজে 'মানবসেবা' প্রকাশ পেয়েছে।

মানবসেবা আখলাকে হামিদাহর অন্যতম বিষয়। মানবসেবা মানুষের উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক। যে ব্যক্তি মানুষের সেবা করেন, তিনি মহৎপ্রাণ। সমাজে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তায়ালাও এরূপ ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। যিনি মানুষের সেবা, সাহায্য-সহযোগিতা করেন, আল্লাহ তায়ালাও তাকে সাহায্য ও দয়া করেন। মহানবি (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।' (বুখারি)

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।' (তিরমিযি)

মানবসেবা করা মুমিনের অন্যতম গুণ। মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই অন্য মানুষের খেদমতে নিয়োজিত থাকে। মহানবি (সা.) এ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, রুগ্ণ ব্যক্তির সেবা কর, বন্দীকে মুক্ত কর এবং ঋণগ্রস্তকে ঋণমুক্ত কর।' (বুখারি)

উদ্দীপকে দেখা যায়, ডাঃ মিফতা নিজ চেম্বারে প্রতিদিন বিনা ফিতে শতাধিক রোগী দেখেন। যাদের ঔষধ ক্রয়ের সামর্থ্য নেই তাদেরকে ফ্রি ঔষধ প্রদান করেন। এমনকি শীতকালে অসহায়দের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। এসব মানবসেবার অনন্য দৃষ্টান্ত।

পরিশেষে বলা যায় যে, সকল মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা করা রাসুল (সা.)-এর আদর্শ। আমাদের তিনি এজন্য অনুপ্রাণিত করে গেছেন। সুতরাং আমাদের যথাসম্ভব সব মানুষের সেবা করা উচিত।

ঘ রাজু সাহেবের কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদার 'মিতব্যয়িতা' দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

মিতব্যয়িতা একটি গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক গুণ। এটি মানবসমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে। মিতব্যয়িতা মানুষকে অপচয় ও কৃপণতার কুফল থেকে রক্ষা করে। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ' (মুসনাদে আহমাদ)। মিতব্যয়ী ব্যক্তি আল্লাহর নিয়ামতের যথাযথ ব্যবহার করেন। ফলে তিনি বহু সওয়াবের অধিকারী হন। অন্য একটি হাদিসে মহানবি (সা.) বলেছেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সৎ কাজে খরচ কর, তবে তোমার কল্যাণ হবে। আর যদি আটকে রাখ তবে তোমার অকল্যাণ হবে। তবে তোমার প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ রেখে দিলে তোমাকে তিরস্কার করা হবে না।' পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা তার একনিষ্ঠ বান্দার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, 'আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপচয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না। বরং তারা এতদুভয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করে।' (সূরা আল-ফুরকান : আয়াত-৬৭)

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব রাজু সাহেব একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তিনি প্রয়োজনমতো সংসারের খরচ করেন। অপচয় করাকে তিনি পছন্দ করেন না। আবার কৃপণতা অবলম্বনকে তিনি ঘৃণা করেন। যা মিতব্যয়িতার অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারি, রাজু সাহেব অবশ্যই সঠিক পথের উপর আছেন এবং আমাদেরও উচিত মিতব্যয়ী হওয়া। তাহলে আমাদের জীবন ভারসাম্যপূর্ণ, পুণ্যময় ও কল্যাণকর হবে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ জনাব হাফিজ তাড়াপুর নামক এলাকায় বসবাস করেন। সেখানকার মানুষ প্রতিনিয়ত তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে মারামারি ও ঝগড়াঝাটিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তথায় মানুষের জান-মাল ও ইজ্জতের কোনো মূল্য নেই। জনাব হাফিজের বন্ধু নাদিম একজন সমাজ সেবক। তিনি তার অধীনস্তদের সাথে সদ্ব্যবহার করেন। নিজে যা আহার করেন, তাদেরকেও তা খাওয়ান।

ক. মদিনার সনদ কী? ১

খ. রাসূল (সঃ) এর জীবনাদর্শ অনুকরণীয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব হাফিজ এর এলাকার মানুষের অবস্থা মহানবি (সাঃ) সময়কার কোন অবস্থার সাথে তুলনা করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব নাদিম এর কর্মকাণ্ডে মহানবি (সাঃ) এর জীবনের কোন ভাষণের প্রতিফলন ঘটেছে? আদর্শ সমাজ গঠনে উক্ত ভাষণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (সা.) একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা নিলেন এবং মদিনার সকল গোত্রের নেতাদের সাথে বৈঠক করে একটি লিখিত সনদ প্রণয়ন করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে 'মদিনা সনদ' নামে খ্যাত।

খ রাসুলুল্লাহ (সা.) ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। মানব চরিত্রের উত্তম সমস্ত বৈশিষ্ট্যই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। জাহিলিয়া যুগে আরবের লোকেরা যারা তাঁর নবুয়তকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তারাও তাঁকে আল-আমিন তথা বিশ্বস্ত উপাধিতে ভূষিত করেছিল। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের জীবনেই রয়েছে উত্তম আদর্শ।' এজন্য রাসুলের জীবনাদর্শ আমাদের জন্য অনুকরণীয়।

গ জনাব হাফিজ এর এলাকার মানুষের অবস্থা মহানবি (সা.) সময়কার প্রাক-ইসলামি যুগের আরবের সমাজব্যবস্থার সাথে তুলনা করা যায়।

প্রাক-ইসলামি যুগে আরবের সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক ছিল। তাদের কর্মকাণ্ডের সাথে সভ্য সমাজের কোনো মিল ছিল না। বলা যায়, সুষ্ঠু ও সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। মানুষের জানমাল, ইজ্জতের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। নরহত্যা, রাহাজানি, খুন-খারাবি, ডাকাতি, মারামারি, কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া, জুয়াখেলা, মদপান, সুদ, ব্যভিচার ছিল তখনকার প্রচলিত ব্যাপার। তৎকালীন সমাজে নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না। তাদেরকে সামাজিক জীব মনে করা হতো না; বরং দাসী হিসেবে বিক্রি করা হতো, ভোগবিলাসের বস্তু মনে করা হতো। তারা গোত্রে গোত্রে বিভক্ত ছিল এবং যাযাবর জীবনযাপন করত। এক কথায়, তাদের সামাজিক অবস্থা ছিল বর্বরতায় পরিপূর্ণ।

উদ্দীপকে জনাব হাফিজ তাড়াপুর নামক এলাকায় বসবাস করেন। সেখানকার মানুষ প্রতিনিয়ত তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে মারামারি ও ঝগড়াঝাটিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তথায় মানুষের জান-মাল ও ইজ্জতের কোনো মূল্য নেই।

পরিশেষে বলা যায়, জনাব হাফিজ এর এলাকার মানুষের অবস্থা প্রাক-ইসলামি যুগের আরবের সমাজব্যবস্থার সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ জনাব নাদিমের কর্মকাণ্ডে মহানবি (সা.) এর জীবনের 'বিদায় হজের' ভাষণের প্রতিফলন ঘটেছে। আদর্শ সমাজ গঠনে উক্ত ভাষণের তাৎপর্য অপরিসীম।

দশম হিজরির জিলহজ মাসের নয় তারিখ (৬৩২ খ্রি.) মহানবি (সা.) বিশ্বমানবতার জীবন পরিচালনার সার্বিক নির্দেশনাস্বরূপ মক্কার আরাফাতের ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। মহানবি (সা.)-এর জীবনের শেষ তথা একমাত্র হজ বলে তা 'বিদায় হজের ভাষণ' নামে খ্যাত। এ ভাষণে তিনি মুসলিমদের তথা মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার সার্বিক উপদেশ প্রদান করেন। অধীন বা দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার, ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা, স্ত্রীদের প্রতি সদয় আচরণ ছিল এ ভাষণের অন্যতম কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ। জনাব নাদিমের আচরণ এর বাস্তব প্রতিফলন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব নাদিম তার অধীনস্তদের সাথে সদ্ব্যাবহার করেন। নিজে যা আহার করেন, তাদেরকেও তা খাওয়ান। তার এ ধরনের মনোভাব মহানবি (সা.) এর বিদায় হজের ভাষণের আদর্শের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। মহানবি (সা.) বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন, 'দাস-দাসীদের সাথে সদয় ব্যবহার কর। তাদের উপর কোনোরূপ অত্যাচার করবে না। তোমরা যা খাবে, তাদেরও তাই খাওয়াবে, তোমরা যা পরবে, তাদেরও তাই পরাবে। তারা যদি কোনো অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলে, তবে তাদের মুক্ত করে দেবে, তবুও তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে না। কেননা তারাও তোমাদের মতোই মানুষ, আল্লাহর সৃষ্টি। সব মুসলিম একে অন্যের ভাই এবং তোমরা একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।' তিনি আরও বলেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে, তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না। তাদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি তোমাদের উপরও তাদের অধিকার রয়েছে।' এ ভাষণে তিনি আরও ঘোষণা দেন, 'ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না; আগের অনেক জাতি এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে।'

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা হয় যে, বিদায় হজের ভাষণে মহানবি (সা.) মানবজাতির জীবন পরিচালনার সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এ ভাষণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক জনাব নাদিমের আচরণে প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং মহানবি (সা.) এর জীবনের বিদায় হজের ভাষণের আলোকে জনাব নাদিমের আচরণ যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১০ জনাব ইফতেখার সাহেব একজন শিল্পপতি। তিনি পাহাড়িয়া অঞ্চলে বসবাস করেন। তাঁর এলাকায় পানীয় জলের বড়ই অভাব। জনগণের অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে তিনি ৫ লক্ষ টাকা খরচ করে একটি নলকূপ স্থাপন করে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। তারই ছোট ভাই আহমদ সাহেব খুবই শৌর্য-বীর্য ও অসাধারণ শক্তির অধিকারী। তিনি জ্ঞান সাধনায় অতুলনীয় ও অগ্রপথিক। কিন্তু আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল। তাই পরিবারের সকল কাজ তিনি ও তার স্ত্রী নিজ হাতেই করেন।

ক. হিংসা বলতে কী বুঝায়? ১

খ. হযরত উমর (রাঃ) ছিলেন "ন্যায় ও ইনসাফের এক মূর্ত প্রতীক"– বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. জনাব ইফতেখার সাহেবের কাজ কোন মহান খলিফার আদর্শের সাথে তুলনীয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. খোলাফায়ে রাশেদিনের কোন খলিফার সাথে জনাব আহমদ সাহেবের কাজগুলোর মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক অন্যের সুখ-সম্পদ, শান্তি-সাফল্য নষ্ট করে নিজে এর মালিক হওয়ার কামনাকে হিংসা বলা হয়।

খ হযরত উমর ফারুক (রা.) ছিলেন ন্যায় ও ইনসাফের এক মূর্ত প্রতীক। আইনের চোখে তিনি ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু, আপন-পরের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করতেন না। মদ্যপানের অপরাধে স্বীয় পুত্র আবু শাহমাকে তিনি অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.) ছিলেন গণতন্ত্রমনা। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং তাঁদের মতামতের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন।

গ জনাব ইফতেখার সাহেবের কাজ হযরত উসমান (রা.) এর আদর্শের সাথে তুলনীয়।

হযরত উসমান (রা.) ছিলেন আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী। ব্যবসা করে তিনি অঢেল ধন-সম্পদ অর্জন করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলাম ও মানবতার সেবায় অকাতরে তার সম্পদ ব্যয় করেন। হযরত উসমান (রা.)-এর সময় মদিনার অধিবাসীদের মধ্যে একবার পানির অভাব দেখা দেয়। এ অভাব দূর করার জন্য হযরত উসমান (রা.) ১৮০০০ দিনার দিয়ে 'বীর রুমা' নামক একটি কূপ ক্রয় করে তা ওয়াকফ করে দেন। মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি মদিনাবাসীদের

মাঝে ত্রাণ হিসেবে খাবার বিতরণ করেন। এছাড়াও তিনি মানবসেবায় অকাতরে সম্পদ ব্যয় করেন। জনাব ইফতেখার সাহেবের কার্যক্রমে এমন উদারতা ও মানবসেবার দৃষ্টান্তই লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব ইফতেখার সাহেব একজন শিল্পপতি। তিনি পাহাড়িয়া অঞ্চলে বসবাস করেন। তাঁর এলাকায় পানীয় জলের বড়ই অভাব। জনগণের অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে তিনি ৫ লক্ষ টাকা খরচ করে একটি নলকূপ স্থাপন করে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, ইফতেখার সাহেবের কার্যক্রম হযরত উসমান (রা.)-এর কাজের মতো মানবতার সাথে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ছিল। যা সবার জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

ঘ খোলাফায়ে রাশেদীনের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা.) এর সাথে জনাব আহমদ সাহেবের কাজগুলোর মিল পাওয়া যায়।

বালকদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবি হযরত আলি (রা.) ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা। তিনি শৌর্য-বীর্য ও অসাধারণ শক্তির অধিকারী। তাঁর নাম শুনলে কাফিরদের মনে ত্রাস সৃষ্টি হতো। বদর যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের জন্য রাসুল (সা.) তাঁকে 'যুলফিকার' তরবারি উপহার দেন। খায়বারে কামুস দুর্গ জয় করলে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাঁকে 'আসাদুল্লাহ' বা আল্লাহর সিংহ উপাধি প্রদান করেন। মক্কা বিজয়ের সময় মুসলিম বাহিনীর পতাকা তার হাতে ছিল। হযরত আলি (রা.) অসাধারণ মেধার অধিকারী। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন জ্ঞানতাপস ও জ্ঞানসাধক। তিনি সর্বদা জ্ঞানচর্চা করতেন। হাদিস, তাফসির, আরবি সাহিত্য ও আরবি ব্যাকরণে তিনি তাঁর যুগের সেরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর রচিত 'দিওয়ানে আলি' নামক কাব্যগ্রন্থটি আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

উদ্দীপকে আহমদ সাহেব খুবই শৌর্য-বীর্য ও অসাধারণ শক্তির অধিকারী। তিনি জ্ঞান সাধনায় অতুলনীয় ও অগ্রপথিক। কিন্তু আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল। তাই পরিবারের সকল কাজ তিনি ও তার স্ত্রী নিজ হাতেই করেন। এ সবকিছুই হযরত আলি (রা.) এর বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▸ ১১ জনাব জাহাঙ্গীর ও নায়েম একই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। অফিস কার্যক্রম শেষ হলে জনাব জাহাঙ্গীর পার্শ্ববর্তী দোকান থেকে কিছু আম, কমলা ও আঙুর ক্রয় করেন। কিন্তু টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে দেখেন কিছু টাকার অভাব রয়েছে। তাই আগামীকাল পরিশোধ করার শর্তে সহকর্মী নায়েম সাহেবের কাছ থেকে ১,০০০ টাকা ধার নেন এবং পরের দিন কথামতো তা পরিশোধ করে দেন। তাদেরই সন্তান ক ও খ একই স্কুলে পড়াশোনা করে। তারা স্কুলের ডেস্ক, বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, চক, ডাস্টার যাবতীয় মাল সামগ্রির যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ করে।

ক. জীবনাদর্শ বলতে কী বুঝ? ১

খ. হযরত আবু বকর (রাঃ) কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জাহাঙ্গীর সাহেবের কাজে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ক ও খ এর কাজে আখলাকে হামিদার কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? শিক্ষার্থীদের জীবনে এরূপ গুণাবলি অর্জনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের সামগ্রিক জীবন সুন্দর ও সফল করতে যেসব মনীষীর জীবনকর্ম অনুসরণ করা হয় তা-ই হলো জীবনাদর্শ।

খ মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর মুসলিম রাষ্ট্রে কতিপয় সমস্যা দেখা দেয়। হযরত আবু বকর (রা.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এসব মোকাবেলা করে ইসলাম ও মুসলমানদের বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করেন। এছাড়াও ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের অনেক হাফিয শাহাদাতবরণ করেন। এতে কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দিলে হযরত আবু বকর (রা.) পবিত্র কুরআনকে একত্র করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এসব যুগান্তকারী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করায় তাঁকে ইসলামের 'ত্রাণকর্তা' বলা হয়।

গ জাহাঙ্গীর সাহেবের কাজে আখলাকে হামিদার 'ওয়াদা পালন' গুণটি প্রকাশ পেয়েছে।

ইসলামি পরিভাষায় কারও সাথে কোনোরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে, অঙ্গীকার করলে বা কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে রক্ষা করাকে ওয়াদা পালন বলে। মানবজীবনে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে সবাই তাকে ভালোবাসে। তার প্রতি সকলের আস্থা ও বিশ্বাস থাকে। সমাজে সে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা লাভ করে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন– يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ অর্থাৎ, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর' (সূরা আল-মায়িদা : আয়াত-১)। আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন– 'তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন কর। নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে' (সূরা বনি ইসরাইল : আয়াত-৩৪)। হাশরের ময়দানে প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ওয়াদা পালন করে না, আখিরাতে সে শাস্তি ভোগ করবে। এই ভয়েই নাবিল কারও কাছে কোনো কথা দিলে তা পূর্ণ করার চেষ্টা করে। সে এটাকে দ্বীনের অংশ মনে করে। কারণ যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না সে পূর্ণাঙ্গ মুমিন ও দ্বীনদার হতে পারে না। একটি হাদিসে মহানবি (সা.) বলেন– لَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهٗ অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না, তার দ্বীন নেই'। (মুসনাদে আহমাদ)

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব জাহাঙ্গীর সাহেব টাকা পরিশোধ করার শর্তে সহকর্মী নায়েম সাহেবের কাছ থেকে ১,০০০ টাকা ধার নেন এবং পরের দিন কথামতো তা পরিশোধ করে দেন। এটি ওয়াদা পালন।

ঘ ক ও খ এর কাজে আখলাকে হামিদার 'কর্তব্যপরায়ণতা' গুণটি প্রকাশ পেয়েছে।

কর্তব্যপরায়ণতা মানুষের একটি অপরিহার্য গুণ। মানুষের সার্বিক উন্নতি ও সফলতার জন্য এর কোনো বিকল্প নেই।

উদ্দীপকে ক ও খ উভয়ে স্কুলের ডেস্ক, বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, চক, ডাস্টার যাবতীয় মাল সামগ্রীর যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ করে। দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন থাকা, সময়মতো সুন্দর ও সুচারুভাবে এগুলো পালন করা এবং এক্ষেত্রে কোনোরূপ অবহেলা বা উদাসীনতা প্রদর্শন না করাকেই কর্তব্যপরায়ণতা বলে। আর এটি আখলাকে হামিদাহর অন্যতম গুণ।

সুতরাং বলা যায়, ক ও খ এর মধ্যে 'কর্তব্যপরায়ণতা' গুণটি বিদ্যমান।

বরিশাল বোর্ড– ২০২৪

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) **বিষয় কোড : 111**

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময়– ৩০ মিনিট **পূর্ণমান– ৩০**

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. "আমরা রাসুলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না"– কথাটির তাৎপর্য কী?
ক) রাসুলগণ আল্লাহর প্রেরিত বান্দা
খ) রাসুলগণ মানবজাতির শিক্ষক
গ) রাসুলগণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রেরিত হয়েছে
ঘ) রাসুলগণকে সমানভাবে বিশ্বাস করতে হবে

২. রোকেয়া বেগম সব সময় নিজেকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখেন। এ অবস্থায় তার–
i. মন প্রফুল্ল থাকবে ii. কাজে উৎসাহ পাবে iii. গুনাহ মাফ হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩. হতাশা সৃষ্টি হয় কীসের দ্বারা?
ক) শিরক খ) কুফর গ) নিফাক ঘ) প্রতারণা

৪. বিদায় হজের সময় মহানবি (স:) ও সাহাবিগণ কোথায় এসে ইহরাম বাধেন?
ক) হুদায়বিয়ায় খ) জেদ্দায় গ) যুলহুলায়ফায় ঘ) ইয়ালামলামে

৫. নিচের কোনটি মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্য?
ক) শব্দমালা শক্তিশালী ও ভাবগম্ভীর
খ) শরিয়তের বিধি-বিধান আছে
গ) শিরক ও কুফরের পরিচয়ের বর্ণনা আছে
ঘ) তাওহিদ ও রিসালাতের বর্ণনা আছে

৬. চিকিৎসাবিষয়ক শতাধিক গ্রন্থ কে রচনা করেন?
ক) আল রাযি খ) ইবনে সিনা গ) আল বিরুণী ঘ) ইবনে রুশদ

৭. ওয়াদা পালনের ফলে–
i. ব্যক্তি মর্যাদাবান ও আস্থাশীল হয় ii. সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়
iii. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৮. "যারা তাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন"–আয়াতাংশের দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?
ক) নামাযে দাঁড়িয়ে অন্য মনস্ক না হাওয়া
খ) দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় না করা
গ) লোক দেখানোর জন্য নামায আদায় করা
ঘ) মাঝে মাঝে নামায আদায় করা

৯. আল্লাহর সাথে শিরক কত ধরনের হতে পারে?
ক) তিন খ) চার গ) পাঁচ ঘ) সাত

১০. ইঞ্জিল কিতাব কোন নবির উপর নাজিল হয়?
ক) হযরত আদম (আঃ) খ) হযরত ইবরাহিম (আঃ)
গ) হযরত মুসা (আঃ) ঘ) হযরত ঈসা (আঃ)

১১. ফজরের ফরজ সালাতের পূর্বে দুই রাকাত সালাত আদায়ের শরয়ী হুকুম কী?
ক) সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ খ) ওয়াজিব
গ) সুন্নতে যায়িদাহ ঘ) মুস্তাহাব

□ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
"সুমন ট্রেনের সিটে বসে লক্ষ করল একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। তাই সে সিট ছেড়ে দিয়ে মহিলাটিকে বসতে দিল"।

১২. সুমনের আচরণে আখলাকে হামিদার কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক) কর্তব্যপরায়ণতা খ) নারীর প্রতি সম্মানবোধ
গ) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ঘ) মানব সেবা

১৩. আল্লাহর একত্ববাদ কোন সূরায় বর্ণিত হয়েছে?
ক) আদ-দুহা খ) আত-তীন গ) আল মাউন ঘ) আল ইখলাস

১৪. মৃত্যুর পরের জীবনকে কী বলে?
ক) আখিরাত খ) বারযাখ গ) হাশর ঘ) কিয়ামত

১৫. যে হাদিসের মূলকথা আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং মহানবি (স:) নিজের ভাষায় তা উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন তাকে বলা হয়–
ক) মারফু হাদিস খ) হাদিসে কুদসি
গ) মাওকুফ হাদিস ঘ) মাকতু হাদিস

১৬. "যাতে সম্পদ শুধু তোমার অর্থশালীদের হাতেই পুঞ্জীভূত না হয়"–অত্র আয়াত কোন বিষয়টি নির্দেশ করে?
ক) হজ করা খ) দান করা গ) যাকাত আদায় ঘ) সাহায্য করা

□ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে এবং ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
"তাজুল সাহেব বাংলাদেশ থেকে পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। হজের সকল বিধি-বিধান সুষ্ঠুভাবে পালন করলেও অসুস্থতার কারণে তাওয়াফে যিয়ারত করতে পারেননি।"

১৭. তাজুল সাহেব হজের কোন বিধানটি পালনে অপারগ হয়েছেন?
ক) মুস্তাহাব খ) সুন্নত গ) ওয়াজিব ঘ) ফরজ

১৮. এমতাবস্থায় তাজুল সাহেবের করণীয় কী?
ক) পুনরায় হজ করা খ) দম দেওয়া
গ) সাদকা করা ঘ) আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা

১৯. কে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন?
ক) হযরত আবু বকর (রা:) খ) হযরত উমর (রা:)
গ) হযরত উসমান (রা:) ঘ) হযরত আলী (রা:)

□ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
দশম শ্রেণির ছাত্র সামিন স্কুলে নিয়মিত টিফিন নিয়ে আসে। কিন্তু তার সহপাঠী রাকিব অভাবের কারণে কোনো টিফিন আনতে পারে না। তাই প্রতিদিন সামিন রাকিবকে নিয়ে টিফিন ভাগ করে খায়।

২০. সামিনের কর্মকাণ্ডে কোন ইবাদতের শিক্ষা ফুটে উঠেছে?
ক) সালাত খ) যাকাত গ) সাওম ঘ) হজ

২১. মিথ্যাবদীকে আরবীতে কী বলে?
ক) সাদিক খ) কাযিব গ) ফাসিক ঘ) কাফির

□ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
"হাফিজ সাহেবের সন্তান যায়েদ বন্ধুদের সাথে মিলে খালেদকে প্রহার করে। খালেদ যায়েদের পিতার কাছে বিচারপ্রার্থী হলে তিনি তার সন্তানকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি নেন।"

২২. হাফিজ সাহেবের কাজের মাধ্যমে কোন খলিফার আদর্শ ফুটে উঠেছে?
ক) হযরত আবু বকর (রা:) খ) হযরত উমর (রা:)
গ) হযরত উসমান (রা:) ঘ) হযরত আলী (রা:)

২৩. হাফিজ সাহেবের বিচারের ফলে–
i. ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে ii. শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে
iii. প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৪. আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় পাপাচার থেকে বিরত থাকাকে কী বলে?
ক) তাকওয়া খ) আমানত গ) সত্যবাদিতা ঘ) ওয়াদা পালন

২৫. হজের ওয়াজিব কয়টি?
ক) তিন খ) পাঁচ গ) ছয় ঘ) সাত

২৬. "জামিউল কুরআন" কাকে বলা হয়?
ক) হযরত আবু বকর (রা:) খ) হযরত উমর (রা:)
গ) হযরত উসমান (রা:) ঘ) হযরত আলী (রা:)

২৭. কাকে 'রসায়ন শাস্ত্রের' জনক বলা হয়?
ক) ইবনে খালদুন খ) উমর খৈয়াম
গ) হাসান ইবনে হাইসাম ঘ) জাবির ইবনে হাইয়ান

২৮. মানুষের জন্য মহা সাফল্য হলো–
ক) অর্থ সম্পদের মালিক হওয়া খ) রাষ্ট্রক্ষমতার মালিক হওয়া
গ) ডান হাতে আমলনামা পাওয়া ঘ) কবরে আজাব না হওয়া

২৯. মুনাফিক জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষিপ্ত হবে, কারণ–
i. ঈমানদারের অভিনয় করায় ii. মুসলমানদের গোপনে ক্ষতি করায়
iii. আখিরাতের চেয়ে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়ায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩০. "আমি জিন ও মানব জাতিকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি"– এটি কোন সূরার আয়াত?
ক) আন-নাহল খ) আল যারিয়াত গ) আল আনকাবুত ঘ) আল বাকারা

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

বরিশাল বোর্ড– ২০২৪

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 1 1

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। তাযকিয়া একজন মুসলিম। সে নিয়মিত সালাত আদায় করে। কিন্তু ইসলামের কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। বিষয়টি জানতে পেরে তার এক শিক্ষক বলেন, "দুনিয়া ও আখিরাতে এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।"
ক. তাওহিদ কাকে বলে? ১
খ. ঈমান ও ইসলামের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ইসলামের দৃষ্টিতে তাযকিয়ার আচরণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষকের মন্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

২। **দৃশ্যকল্প-১ :** হানিফ একজন মেধাবী ছাত্র। একদিন সে তার শ্রেণি শিক্ষককে বললো যে, সকল স্কুলেই প্রধান শিক্ষক একজন, কোনো স্কুলেই প্রধান শিক্ষক একজনের বেশি নেই কেন? তার শিক্ষক জবাব দিলো যে, যদি কোনো স্কুলে একজনের বেশি প্রধান শিক্ষক থাকে তাহলে স্কুলের যাবতীয় কার্যক্রমে শৃঙ্খলা নষ্ট হবে।

দৃশ্যকল্প-২ : একদিন মারুফ তার বাবার সাথে একটি ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করতে গিয়েছিলো। সেখানে তারা দেখলো যে, কিছু মানুষ এক মহান ব্যক্তির কবরে সেজদারত অবস্থায় প্রার্থনা করতেছিলো। তখন তার বাবা তাকে বললো, "এটা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ।"
ক. কুফর কাকে বলে? ১
খ. "মুনাফিকরা কাফিরের চেয়েও ক্ষতিকর"–ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ হানিফ তার শিক্ষকের কথোপকথনে ইসলামের কোন বিষয়ের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ মারুফের বাবার উক্তিটির যথার্থতা ইসলামের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৩। জনাব 'ক' আমেরিকায় রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। তার দায়িত্ব হলো আমেরিকায় রাশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করা, রাশিয়ার স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং রাশিয়ান সরকারের পক্ষ থেকে পাঠানো বার্তা সঠিকভাবে আমেরিকান সরকারের কাছে পৌছে দেওয়া। কিন্তু তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে মাঝে মাঝে কিছু গোপন তথ্য আমেরিকান বিভিন্ন সংস্থার কাছে প্রকাশ করে দিতেন। এটা ছিলো একটি মারাত্মক অপরাধ এবং রাশিয়ার জন্য খুবই ক্ষতিকর। তার কর্মকাণ্ড জানতে পেরে রাশিয়ান সরকার তাকে আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করে। কারণ সে ছিল রাশিয়ার গোপন শত্রু।
ক. নবি-রাসুলগণের দাওয়াতের মূলকথা কী ছিল? ১
খ. "আমাকে শাফায়াত করার অধিকার দেওয়া হয়েছে।" –ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রাষ্ট্রদূত হিসেবে জনাব 'ক' এর নিয়োগ প্রাপ্তি ইসলামের কোন বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "জনাব 'ক' তার কর্মের উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছেন"– ইসলামের আলোকে প্রমাণ কর। ৪

৪। আরিফ সাহেব কুরআন মাজিদের শেষের দিকের ছোট ছোট সূরাসমূহ পড়ে তার বন্ধু মিসবাহ সাহেবকে বললেন যে, আমার পঠিত সূরাসমূহের মধ্যে মানবজীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান সংক্রান্ত তেমন কিছু পাইনি। তখন মিসবাহ সাহেব বললেন যে, কুরআন মাজিদের সূরাসমূহ দুইভাগে বিভক্ত। মানবজীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান সংক্রান্ত বিষয় জানতে হলে আপনাকে দ্বিতীয় ভাগের সূরাসমূহ পড়তে হবে।
ক. প্রধান ওহি লেখক কে ছিলেন? ১
খ. "যারা তাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন" –ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আরিফ সাহেবের পঠিত সূরাসমূহ কোন ধরনের সূরা তা চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. পবিত্র কুরআনে মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে– এটা মিসবাহ সাহেবের ইঙ্গিতকৃত সূরাসমূহের আলোকে পর্যালোচনা কর। ৪

৫। জনাব 'ম' আগামী নির্বাচনে প্রার্থী হতে চায়। তাই তিনি জনপ্রিয়তা অর্জনের উদ্দেশ্যে তার এলাকায় মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা, গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করা এবং বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছেন। অন্যদিকে জনাব 'ন' আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাস্তার দুই পাশে কিছু ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপণ করেছেন। তার কার্যক্রম দেখে ইমাম সাহেব বললেন, "এই কাজে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।"
ক. 'মারফু হাদিস' কাকে বলে? ১
খ. "কুরআন তিলাওয়াত উত্তম ইবাদত" –ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'ম' এর আচরণে কোন হাদিসের শিক্ষা লজ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ইমাম সাহেবের মন্তব্যটি তোমার পাঠ্যবইয়ের উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। জনাব আলিম আল্লাহর নির্দেশিত হালাল-হারাম মেনে চলার ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কখনো বিচ্যুতি ঘটলে তিনি পুনরায় নিজেকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনেন। অন্যদিকে জনাব সাবিত কারখানার শ্রমিকদের বেতন-ভাতা নিয়মিত প্রদান করেন এবং তাদের সাথে সদয় আচরণ করেন।
ক. দীনি ইলম কী? ১
খ. "আমাকে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।'–ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব আলিমের আচরণে কোন প্রকারের জিহাদ প্রকাশিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "জনাব সাবিতের আচরণে মালিক-শ্রমিক উভয়ই লাভবান হবে।"–এ কথার পক্ষে তোমার যুক্তি তুলে ধর। ৪

৭। জনাব যায়েদ ইসলামি শরিয়তের আলোকে প্রতি বছর তার সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট কিছু খাতে দান করে দেন। অন্যদিকে তার বন্ধু জনাব রাশেদ প্রতি বছর এমন একটি ইবাদত পালন করেন যার মাধ্যমে তিনি সমাজের গরিব-দুঃখী মানুষের কষ্ট অনুভব করতে পারেন।
ক. হজ কাকে বলে? ১
খ. "নিশ্চয় সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।"–ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব যায়েদ ইসলামের কোন মৌলিক ইবাদত পালন করেছেন তা চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "জনাব রাশেদের ইবাদতের সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম"– কথাটির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

৮। আজহার ও আফজাল দুই বন্ধু। তারা দুইজন পাশাপাশি দুটি দোকানে ফল বিক্রি করে। আজহার বেশি দামের খেজুরের প্যাকেটে কম দামের খেজুর রেখে তা উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে। অপরদিকে আফজাল আজহারের অনুপস্থিতির সুযোগে ক্রেতাদের কাছে তার এই কুকীর্তির কথা বলে দেয়।
ক. সুদ কী? ১
খ. ফিতনা-ফাসাদ বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আজহারের মাঝে আখলাকে যামিমার কোন দিকটি লক্ষণীয় তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "আফজালের কর্মের কুফর ও পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ"– কুরআন ও হাদিসের আলোকে প্রমাণ কর। ৪

৯। জাবেদ মিয়া একজন অফিস সহকারী। অফিসিয়াল একটি কাজ আদায় করার লক্ষ্যে একজন ঠিকাদার তাকে দশ হাজার টাকা দেয়ার প্রলোভন দেখায়। তিনি আল্লাহর ভয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন। অপরদিকে জনাব হাবীব তার বন্ধু জনাব সাইফুলের কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা রাখেন। জনাব সাইফুল ঐ টাকা নিজের এক প্রয়োজনে খরচ করে ফেলেন। ফলে জনাব হাবীব যখন টাকা ফেরত চেয়েছেন, তখন জনাব সাইফুল ঐ টাকা ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।
ক. শালীনতা কী? ১
খ. "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল" –বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. জাবেদ মিয়ার মাঝে আখলাকে হামিদার কোন বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "জনাব সাইফুলের আচরণ ঈমানের পরিপন্থি।" –বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। সফিক ও শাফিন দুই ভাই। সফিক ডাক্তারি পড়াশোনা করে। সে ভবিষ্যতে একজন শল্যচিকিৎসক হতে চায়। সে শল্যচিকিৎসা বিষয়ক একজন মুসলিম বিজ্ঞানী দ্বারা অনুপ্রাণিত। অপরদিকে শাফিন এমন একজন মুসলিম মনীষী দ্বারা অনুপ্রাণিত যিনি মাত্র ছয় বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। তিনি তৎকালীন শাসকের সাথে বিরোধের জেরে নিজ শহর ত্যাগ করে সমরকন্দে চলে যান। ইলমের একটি বিশেষ শাখায় তাঁর অবদান অতুলনীয়।
ক. 'বুহায়রা' কে ছিলেন? ১
খ. হযরত আলী (রা:) কে 'জ্ঞানের শহরের দরজা" বলা হয় কেন? ২
গ. সফিক যে বিজ্ঞানী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. "ইলমের একটি বিশেষ শাখায় তাঁর অবদান অতুলনীয়"– উদ্দীপকে উল্লিখিত এই কথাটি মূল্যায়ন কর। ৪

১১। জনাব জসিম একজন শিক্ষক। তিনি একদিন শ্রেণিকক্ষে বললেন, ইসলামে খলিফাদের মধ্যে এমন একজন ছিলেন যিনি বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাবুক যুদ্ধে তিনি তার সমুদয় সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেন। অপরদিকে তার বন্ধু জনাব কবির বললেন, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান বিচারের ক্ষেত্রে আপন-পর কোনো ভেদাভেদ করে না। সামাজিক বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে নিজের ছেলেকেও তিনি শাস্তি দিয়েছিলেন।
ক. হিলফুল ফুযুল কী? ১
খ. ইমাম আবু হানিফা বিখ্যাত কেন? ২
গ. সদর উপজেলা চেয়ারম্যান কোন খলিফার জীবনাদর্শ অনুসরণ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব জসিম শ্রেণিকক্ষে যে খলিফার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন ইসলামে তাঁর অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	N	২	K	৩	L	৪	M	৫	L	৬	K	৭	N	৮	M	৯	L	১০	N	১১	K	১২	L	১৩	N	১৪	K	১৫	L
	১৬	M	১৭	N	১৮	K	১৯	K	২০	M	২১	L	২২	L	২৩	K	২৪	K	২৫	N	২৬	M	২৭	N	২৮	M	২৯	N	৩০	L

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ তাযকিয়া একজন মুসলিম। সে নিয়মিত সালাত আদায় করে। কিন্তু ইসলামের কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। বিষয়টি জানতে পেরে তার এক শিক্ষক বলেন, "দুনিয়া ও আখিরাতে এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।"

ক. তাওহিদ কাকে বলে? ১

খ. ঈমান ও ইসলামের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ইসলামের দৃষ্টিতে তাযকিয়ার আচরণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষকের মন্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার করে নেওয়াকে তাওহিদ বলা হয়।

খ ইমান ও ইসলাম গাছের মূল ও শাখা-প্রশাখার মতো। ইমান হলো গাছের শিকড় বা মূল আর ইসলাম তার শাখা-প্রশাখা। মূল না থাকলে শাখা-প্রশাখা হয় না। আর শাখা-প্রশাখা ছাড়া মূল বা শিকড় মূল্যহীন। ইসলাম হলো ইমানের বহিঃপ্রকাশ। ইমান হলো অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। আর ইসলাম বাহ্যিক আচার-আচরণ ও কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত। তাই ইমান ও ইসলাম একে অন্যের পরিপূরক।

গ ইসলামের দৃষ্টিতে তাযকিয়ার আচরণে কুফরি প্রকাশ পেয়েছে।
কুফর শব্দের অর্থ– অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটির প্রতি অবিশ্বাস করাকেই কুফর বলা হয়। এ ধরনের কাজের মধ্যে রয়েছে– আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও গুণাবলিকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা, ইমানের সাতটি বিষয়কে অস্বীকার করা, ইসলামের মৌলিক ইবাদতকে অস্বীকার করা, হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল মনে করা, ইচ্ছাকৃতভাবে কাফিরদের অনুকরণ করা, ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা প্রভৃতি। তাযকিয়ার আচরণে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ প্রকাশ পেয়েছে।
উদ্দীপকে তাযকিয়া একজন মুসলিম। সে নিয়মিত সালাত আদায় করে। কিন্তু ইসলামের কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। তাযকিয়ার এ আচরণে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব তথা ইমান ও ইসলামের মৌলিক বিষয়ের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। এ ধরনের মনোভাব নিঃসন্দেহে কুফরির শামিল।

ঘ "দুনিয়া ও আখিরাতে কুফরের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ" উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষকের এই মন্তব্যটি যথার্থ।
আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দীন ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা কুফরের শামিল। মানবজীবনে এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। শুধু দুনিয়াতে নয়; বরং আখিরাতেও এর ফলে মানুষকে অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে। কারণ কুফর মানুষের মাঝে অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতার জন্ম দেয়। ফলে কাফির ব্যক্তির আল্লাহ তায়ালা, পরকাল, নবি-রাসুল ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে না, এজন্য সে দুনিয়ার ভোগ বিলাস, আরাম-আয়েশ ও নানারকম অন্যায়-অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সে জান্নাত-জাহান্নাম অবিশ্বাস করে, তাই পরকালের পরোয়া করে না। ফলে তার কাছে দুনিয়ার জীবন প্রাধান্য পায়। তাই দুনিয়ার স্বার্থে সে মিথ্যাচার, অনাচার, খুন-খারাবি, ছিনতাই প্রভৃতি অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। ফলে সমাজে অনৈতিকতার প্রসার ঘটে। আর এর জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে। তাযকিয়ার আচরণে কুফরি প্রকাশ পাওয়ায় তার এক শিক্ষক এমনি মন্তব্য করেছেন।
উদ্দীপকের তাযকিয়া নিজেকে মুসলিম দাবি করে এবং নিয়মিত সালাত আদায় করে। তবে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করায় সে কুফরিতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আর কাফিরদের জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে, যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কেননা আল্লাহ তায়ালা কাফিরদের সম্পর্কে বলেন, 'যারা কুফরি করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৩৯)
সুতরাং তার উচিত এমন কাজ থেকে বিরত থাকা এবং সঠিকভাবে তওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে আসা। নতুবা পরকালে তাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

প্রশ্ন ▸ ০২ **দৃশ্যকল্প-১ :** হানিফ একজন মেধাবী ছাত্র। একদিন সে তার শ্রেণি শিক্ষককে বললো যে, সকল স্কুলেই প্রধান শিক্ষক একজন, কোনো স্কুলেই প্রধান শিক্ষক একজনের বেশি নেই কেন? তার শিক্ষক জবাব দিলো যে, যদি কোনো স্কুলে একজনের বেশি প্রধান শিক্ষক থাকে তাহলে স্কুলের যাবতীয় কার্যক্রমে শৃঙ্খলা নষ্ট হবে।

দৃশ্যকল্প-২ : একদিন মারুফ তার বাবার সাথে একটি ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করতে গিয়েছিলো। সেখানে তারা দেখলো যে, কিছু মানুষ এক মহান ব্যক্তির কবরে সেজদারত অবস্থায় প্রার্থনা করতেছিলো। তখন তার বাবা তাকে বললো, "এটা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ।"

ক. কুফর কাকে বলে? ১

খ. "মুনাফিকরা কাফিরের চেয়েও ক্ষতিকর"–ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ হানিফ তার শিক্ষকের কথোপকথনে ইসলামের কোন বিষয়ের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ মারুফের বাবার উক্তিটির যথার্থতা ইসলামের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটিরও প্রতি অবিশ্বাস করাকে কুফর বলা হয়।

খ মুসলমানদের গোপন তথ্য শত্রুদের কাছে জানিয়ে দেয় বলে মুনাফিকরা কাফিরের চেয়েও ক্ষতিকর।

মুনাফিকরা অন্তরে অবাধ্যতা গোপন রেখে মুখে ইসলামকে স্বীকার করে। তারা মুসলমানদের সাথে মিশে ইসলামের শত্রুদের সাহায্য করে। মুসলমানদের গোপন তথ্য ও দুর্বলতার কথা শত্রুদের জানিয়ে দেয়। এতে ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এজন্য মুনাফিকরা কাফিরদের চেয়েও ক্ষতিকর।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ হানিফ ও তার শিক্ষকের কথোপকথনে ইসলামের মূল বিষয় তাওহিদ তথা মহান আল্লাহর একত্ববাদ এর মিল রয়েছে।

তাওহিদ অর্থ– একত্ববাদ। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়– আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার করে নেওয়াকে তাওহিদ বলে। তাওহিদ হলো ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয়।

উদ্দীপকে হানিফ একজন মেধাবী ছাত্র। একদিন সে তার শ্রেণি শিক্ষককে বললো যে, সকল স্কুলেই প্রধান শিক্ষক একজন, কোনো স্কুলেই প্রধান শিক্ষক একজনের বেশি নেই কেন? তার শিক্ষক জবাব দিলো যে, যদি কোনো স্কুলে একজনের বেশি প্রধান শিক্ষক থাকে তাহলে স্কুলের যাবতীয় কার্যক্রমে শৃঙ্খলা নষ্ট হবে। যাতে তাওহিদ প্রকাশ পেয়েছে। মানবজীবনে তাওহিদে বিশ্বাসের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে আত্মসচেতন ও আত্মমর্যাদাবান করে। মানুষকে সচ্চরিত্রবান করে। ইবাদত ও সৎকর্মে উৎসাহিত করে। এ বিশ্বাসের ফলে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সৎকর্মে ব্রতী হয়। অসৎ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে। ফলে মানবসমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাওহিদে বিশ্বাস পরকালীন জীবনেও মানুষকে সফলতা দান করে। বস্তুত মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই তাওহিদে বিশ্বাস মুক্তি ও সফলতার দ্বার উন্মুক্ত করে।

সুতরাং বলা যায়, তাদের কথোপকথনে মহান আল্লাহর একত্ববাদের বিষয়টিই ফুটে উঠেছে।

ঘ 'শিরক অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ'–দৃশ্যকল্প-২ এর মারুফের বাবার উক্তিটি ইসলামের আলোকে যথার্থ।

শিরক অর্থ অংশীদার সাব্যস্ত করা। আল্লাহ তায়ালার সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাই হলো শিরক। শিরক হলো তাওহিদের বিপরীত। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিজেই শিরকের ধারণা খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন, 'বলুন (হে নবি) তিনি আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়।' (সূরা আল-ইখলাস, আয়াত ১) শিরক অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। উদ্দীপকের মারুফের বাবার উক্তিতেও এটা ফুটে উঠেছে।

দৃশ্যকল্প-২ এ একদিন মারুফ তার বাবার সাথে একটি ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করতে গিয়েছিল। সেখানে তারা দেখল যে, কিছু মানুষ এক মহান ব্যক্তির কবরে সিজদাহরত অবস্থায় প্রার্থনা করতেছিল। তখন তার বাবা তাকে বলল, 'এটা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ।' কারণ পৃথিবীর সকল প্রকার জুলুমের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো হলো শিরক। আল্লাহ তায়ালা বলেন– "নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম।" (সূরা লুকমান, আয়াত ১৩) আর প্রকৃতপক্ষে শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট। তিনি অপার ক্ষমাশীল হওয়া সত্ত্বেও শিরকের অপরাধ ক্ষমা করেন না। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এছাড়া যেকোনো পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৪৮)

পরিশেষে বলা যায়, 'মহান ব্যক্তির কবরে সিজদাহ দিয়ে প্রার্থনা করার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদতের সাথে শরিক হওয়ায় তা শিরকের অন্তর্ভুক্ত, যা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। আর আমাদের সবসময় এমন জঘন্য অপরাধ অর্থাৎ শিরক থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন ▸ ০৩ জনাব 'ক' আমেরিকায় রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। তার দায়িত্ব হলো আমেরিকায় রাশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করা, রাশিয়ার স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং রাশিয়ান সরকারের পক্ষ থেকে পাঠানো বার্তা সঠিকভাবে আমেরিকান সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে মাঝে মাঝে কিছু গোপন তথ্য আমেরিকান বিভিন্ন সংস্থার কাছে প্রকাশ করে দিতেন। এটা ছিলো একটি মারাত্মক অপরাধ এবং রাশিয়ার জন্য খুবই ক্ষতিকর। তার কর্মকাণ্ড জানতে পেরে রাশিয়ান সরকার তাকে আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করে। কারণ সে ছিল রাশিয়ার গোপন শত্রু।

ক. নবি-রাসুলগণের দাওয়াতের মূলকথা কী ছিল? ১

খ. "আমাকে শাফায়াত করার অধিকার দেওয়া হয়েছে।" –ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রাষ্ট্রদূত হিসেবে জনাব 'ক' এর নিয়োগ প্রাপ্তি ইসলামের কোন বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "জনাব 'ক' তার কর্মের উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছেন"– ইসলামের আলোকে প্রমাণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক নবি-রাসুলগণের দাওয়াতের মূলকথা ছিল– لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) তথা আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।

খ "আমাকে শাফাআত করার অধিকার দেওয়া হয়েছে।"– হাদিসটি দ্বারা কিয়ামতের দিন রাসুল (সা.)-এর শাফাআত করার বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে।

শাফাআত শব্দের অর্থ সুপারিশ করা, অনুরোধ করা ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় কল্যাণ ও ক্ষমার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট নবি-রাসুল ও নেক বান্দাগণের সুপারিশ করাকে শাফাআত বলে। কিয়ামতের দিন নবি-রাসুল ও নেক বান্দাগণ আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন। আল্লাহ তায়ালা এসব শাফাআত কবুল করবেন এবং বহু মানুষকে জান্নাত দান করবেন। তবে শাফাআতের সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা থাকবে আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অধিকার। তিনি নিজেই বলেছেন– "আমাকে শাফাআত করার অধিকার দেওয়া হয়েছে।" (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

গ রাষ্ট্রদূত হিসেবে জনাব 'ক' এর নিয়োগপ্রাপ্তি ইসলামের 'রিসালাত' বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ অর্থাৎ, 'আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই পথপ্রদর্শক রয়েছে' (সূরা আর-রাদ : আয়াত-৭)। তাঁরা মানুষের নিকট আল্লাহ তায়ালার পরিচয় তুলে ধরতেন। সত্য ও সুন্দরের প্রতি আহ্বান করতেন, আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন।

উদ্দীপকে জনাব 'ক' আমেরিকায় রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। তার দায়িত্ব হলো আমেরিকায় রাশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করা, রাশিয়ার স্বার্থরক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং রাশিয়ান সরকারের পক্ষ থেকে পাঠানো বার্তা সঠিকভাবে আমেরিকান সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়া। যা নবি-রাসুলগণের দায়িত্বপ্রাপ্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই মুসলমানদের জন্য রিসালাতে বিশ্বাস করা আবশ্যক। রিসালাতে বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন হতে পারে না। কেননা মানুষের সীমিত জ্ঞান দ্বারা অনন্ত, অসীম আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসুল প্রেরণের মাধ্যমে স্রষ্টা হিসেবে নিজের পরিচয় মানুষের নিকট তুলে ধরেছেন।
সুতরাং বুঝা যায়, জনাব 'ক' এর নিয়োগপ্রাপ্তি রিসালাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ জনাব 'ক'-এর কর্মকাণ্ডে নিফাক প্রকাশ পাওয়ায় ইসলামের আলোকে তিনি উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছেন।
নিফাক শব্দের অর্থ ভন্ডামি, কপটতা, দ্বিমুখীভাব, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ইত্যাদি। অন্তরে কুফর ও অবাধ্যতা গোপন রেখে মুখে ইসলামকে স্বীকার করাকে নিফাক বলে। নিফাক একটি মারাত্মক পাপ। এর ফলে মানুষ মিথ্যাচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী।" (সূরা আল-মুনাফিকুন, আয়াত ০১) মিথ্যার পাশাপাশি মুনাফিকরা অন্যান্য খারাপ ও অনৈতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। পার্থিব লোভ-লালসা ও স্বার্থরক্ষায় তারা মানুষের অকল্যাণ করতেও পিছপা হয় না। তারা পরনিন্দা ও পরচর্চা করে। ফলে সমাজের মানুষের নিকট তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জীবন কাটায়। ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য মুনাফিকরা খুবই ক্ষতিকর। কেননা তারা মুসলমানদের সাথে মিশে ইসলামের শত্রুদের সাহায্য করে। মুসলমানদের গোপন তথ্য ও দুর্বলতার কথা শত্রুদের জানিয়ে দেয়। যা উদ্দীপকে জনাব 'ক'-এর মাঝে লক্ষ করা যায়।
উদ্দীপকে জনাব 'ক'-কে আমেরিকায় রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তার দায়িত্ব ছিল আমেরিকায় রাশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করা, রাশিয়ার স্বার্থরক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং রাশিয়ান সরকারের পক্ষ থেকে পাঠানো বার্তা সঠিকভাবে আমেরিকান সরকারের কাছে পৌঁছে দেয়া। কিন্তু তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে মাঝে মাঝে কিছু গোপন তথ্য আমেরিকান বিভিন্ন সংস্থার কাছে প্রকাশ করে দিতেন। তার কর্মকাণ্ড জানতে পেরে রাশিয়ান সরকার তাকে আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করে। ইসলামেও এমন মুনাফিকদের জন্যও অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণতির কথা বলা হয়েছে। তাদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৪৫)
সুতরাং উপরের আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, জনাব 'ক' তার কর্মের উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছেন।

প্রশ্ন ▸ ০৪ আরিফ সাহেব কুরআন মাজিদের শেষের দিকের ছোট ছোট সূরাসমূহ পড়ে তার বন্ধু মিসবাহ সাহেবকে বললেন যে, আমার পঠিত সূরাসমূহের মধ্যে মানবজীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান সংক্রান্ত তেমন কিছু পাইনি। তখন মিসবাহ সাহেব বললেন যে, কুরআন মাজিদের সূরাসমূহ দুইভাগে বিভক্ত। মানবজীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান সংক্রান্ত বিষয় জানতে হলে আপনাকে দ্বিতীয় ভাগের সূরাসমূহ পড়তে হবে।

ক. প্রধান ওহি লেখক কে ছিলেন? ১
খ. "যারা তাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন" –ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আরিফ সাহেবের পঠিত সূরাসমূহ কোন ধরনের সূরা তা চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. পবিত্র কুরআনে মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে– এটা মিসবাহ সাহেবের ইঙ্গিতকৃত সূরাসমূহের আলোকে পর্যালোচনা কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রধান ওহি লেখকের নাম হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.)।

খ 'যারা তাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন'– এ কথাটির মাধ্যমে একশ্রেণির মুনাফিকের বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করা হয়েছে।
পবিত্র কুরআনের সূরা আল-মাউনে কাফির ও মুনাফিকদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও কাজের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে একটি শ্রেণি হলো যারা ঠিকমতো সালাত আদায় করে না; বরং তারা সালাত সম্পর্কে উদাসীন। তারা শুধু মুসলমানদের দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে। সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে তারা কোনো খবর রাখে না। অথচ সালাতে অবহেলার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাধ্বংস।

গ আরিফ সাহেবের পঠিত সূরাসমূহ মাক্কি সূরার অন্তর্গত।
মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ১৪৪টি সূরা রয়েছে। অবতরণের সময় বিবেচনায় কুরআন মাজিদের সূরাসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা– মাক্কি ও মাদানি। মাক্কি সূরাসমূহে তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম, শিরক-কুফরের পরিচয়, পূর্ববর্তী নবি-রাসুলগণের কাহিনি ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। উদ্দীপকের আরিফ সাহেব মাক্কি সূরার অন্তর্গত সূরা পাঠ করেছেন।
উদ্দীপকের আরিফ সাহেব কুরআন মাজিদের শেষের দিকের ছোট ছোট সূরাসমূহ পড়ে তার বন্ধু মিসবাহ সাহেবকে বললেন যে, আমার পঠিত সূরাসমূহের মধ্যে মানবজীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান সংক্রান্ত তেমন কিছু পাইনি। যা মাক্কি সূরার বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে। আল-কুরআনে মাক্কি সূরার সংখ্যা মোট ৮৬টি। এ সূরাগুলোতে ছোট পরিসরে তাওহিদ, রিসালাত, কিয়ামত, জান্নাত-জাহান্নাম, শিরক-কুফর প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এ সূরাগুলো সাধারণত আকারে ছোট এবং আয়াতগুলোও তুলনামূলকভাবে ছোট। এ ধরনের সূরাগুলো বেশিরভাগ কুরআন মাজিদের শেষের দিকের সূরা। সুতরাং বোঝ যায়, আরিফ সাহেব কুরআন মাজিদের মাক্কি সূরাসমূহ তিরাওয়াত করেছেন।

ঘ 'পবিত্র কুরআনে মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে'– মিসবাহ সাহেবের এ বক্তব্যে পবিত্র কুরআনের মাদানি সূরাসমূহের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।
কুরআন মাজিদে ১১৪টি সূরা আছে। অবতরণের সময় বিবেচনায় কুরআন মাজিদের সূরাসমূহ ২ ভাগে বিভক্ত। যথা– মাক্কি সূরা ও মাদানি সূরা। মদিনাতে যেসব সূরা নাজিল হয় তাকে মাদানি সূরা বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা মাদানি সূরাসমূহে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহের নীতিমালা, ইবাদতের রীতিনীতি, শরিয়তের বিধি-বিধান, ভিত্তি ও কাঠামো আল-কুরআনের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। মানবজীবনের সকল সমস্যার সুস্পষ্ট সমাধান ও মূলনীতি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। মানবজীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান সংক্রান্ত বিষয় জানতে হলে দ্বিতীয় ভাগের

সূরাসমূহ বা মাদানি সূরাসমূহ পড়তে হবে। উদ্দীপকে মিসবাহ সাহেবও এদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

উদ্দীপকে মিসবাহ সাহেবের বন্ধু তাকে বললেন যে, সে তার পঠিত সূরাসমূহের মধ্যে মানবজীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান সংক্রান্ত তেমন কিছু পাইনি। তখন মিসবাহ সাহেব বললেন যে, কুরআন মাজিদের সূরাসমূহ দুইভাবে বিভক্ত। মানবজীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান সংক্রান্ত বিষয় জানতে হলে আপনাকে দ্বিতীয় ভাগের সূরাসমূহ পড়তে হবে। মিসবাহ সাহেব তার বন্ধুকে দুনিয়াবি সকল সমস্যার সমাধানের জন্য দ্বিতীয় ভাগের সূরাসমূহ বা মাদানি সূরাসমূহ পড়তে বলেছেন। মাদানি সূরায় মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের নীতিমালা ও বিধান বর্ণিত হয়েছে। এতে শরিয়তের বিধি-বিধান, ফরজ, ওয়াজিব, হালাল-হারাম ইত্যাদির সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। পাশাপাশি পারস্পরিক লেনদেন, উত্তরাধিকার আইন, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিধান বর্ণিত হয়েছে। বিচার-ব্যবস্থা, দণ্ডবিধি, জিহাদ, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদিও আলোচিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, পবিত্র কুরআন মানবজাতির সকল সমস্যার সমাধান সংক্রান্ত গ্রন্থ। মানবজীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান সংক্রান্ত বিষয় জানতে হলে আমাদেরকে কুরআনের দ্বিতীয় ভাগের সূরাসমূহ বা মাদানি সূরাসমূহ পড়তে হবে।

প্রশ্ন ▸ ০৫ জনাব 'ম' আগামী নির্বাচনে প্রার্থী হতে চায়। তাই তিনি জনপ্রিয়তা অর্জনের উদ্দেশ্যে তার এলাকায় মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা, গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করা এবং বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছেন। অন্যদিকে জনাব 'ন' আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাস্তার দুই পাশে কিছু ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপণ করেছেন। তার কার্যক্রম দেখে ইমাম সাহেব বললেন, "এই কাজে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।"

ক. 'মারফু হাদিস' কাকে বলে? ১

খ. "কুরআন তিলাওয়াত উত্তম ইবাদত" –ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'ম' এর আচরণে কোন হাদিসের শিক্ষা লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইমাম সাহেবের মন্তব্যটি তোমার পাঠ্যবইয়ের উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হাদিসের সনদ রাসুলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত পৌছেছে তাকে মারফু হাদিস বলা হয়।

খ 'আমার উম্মতের উত্তম ইবাদত হলো কুরআন তিলাওয়াত' হাদিসটির মর্মার্থ হলো– কুরআন তিলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদত। কুরআন হলো আল্লাহর নূর বা জ্যোতি। এটি তিলাওয়াতকারীর মর্যাদা সমুন্নত করে। এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। এর মাধ্যমে মানুষের অন্তর পরিশুদ্ধ হয়। মানুষ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলিতে উদ্ভাসিত হয়।

গ জনাব 'ম' এর আচরণে পাঠ্যবইয়ের ১নং হাদিস তথা নিয়ত সম্পর্কিত হাদিসের শিক্ষা লঙ্ঘিত হয়েছে।

পাঠ্যবইয়ের ১ নম্বর হাদিসে কাজের সাথে উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। কাজের ফলাফল তাই হবে, যে উদ্দেশ্যে কাজটি করা হবে। কিন্তু উদ্দীপকে 'ম'-এর কর্মকাণ্ডে এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যাচ্ছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব 'ম' আগামী নির্বাচনে প্রার্থী হতে চায়। তাই তিনি জনপ্রিয়তা অর্জনের উদ্দেশ্যে তার এলাকায় মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা, গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করা এবং বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছেন। তার কাজগুলো ভালো হলেও উদ্দেশ্য সৎ নয়। কারণ তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়; বরং তিনি লোক দেখানো বা পার্থিব উদ্দেশ্যে এ কাজ করছেন। পাঠ্যবইয়ের ১নং হাদিসে বলা হয়েছে– اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ অর্থাৎ, 'প্রকৃতপক্ষে সকল কাজ (এর ফলাফল) নিয়তের উপর নির্ভরশীল' (বুখারি)। উল্লিখিত হাদিসটিতে কাজের উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত বা এর গুরুত্ব কী সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। মানুষ যদি সৎ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে ব্যর্থও হয় তবুও সে তার পুরস্কার লাভ করবে। আর যদি মন্দ বা অসৎ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে, তবে শাস্তি ভোগ করবে। এমনকি খারাপ উদ্দেশ্যে কেউ ভালো কাজ বা ইবাদত করলেও তাতে কোনো সাওয়াব হয় না। নিয়ত সৎ না হলে ভালো কাজও মন্দ হিসেবে পরিগণিত হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে 'ম' অসৎ উদ্দেশ্যে ভালো কাজ করেছেন। আর পাঠ্যবইয়ের ১নং হাদিস বা নিয়ত সম্পর্কিত হাদিস অনুসারে আল্লাহর কাছে এ ধরনের কাজ অগ্রহণযোগ্য।

ঘ ইমাম সাহেবের মন্তব্যে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব সম্পর্কিত হাদিসের প্রতিফলন ঘটেছে।

বৃক্ষরোপণ এবং ফসল উৎপাদন করা অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ। কারণ এগুলো মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর এসব কাজের সাথে যারা জড়িত থাকেন, হাদিস অনুযায়ী তারা দুনিয়ার জীবনে যেমন উপকৃত হন, তেমনি পরকালেও লাভবান হন। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'কোনো মুসলমান যদি বৃক্ষরোপণ করে কিংবা কোনো ফসল আবাদ করে, এরপর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু কিছু ভক্ষণ করে তবে তা তার জন্য সদকা (দান) হিসেবে গণ্য হবে।' (বুখারি ও মুসলিম) উদ্দীপকের জনাব 'ন' আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একই কাজ করেছেন।

উদ্দীপকের জনাব 'ন' রাস্তার দুই পাশে কিছু ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপণ করেছেন। মসজিদের ইমাম সাহেব তার এ কাজ দেখে বলেন, 'এই কাজে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।' ইমাম সাহেবের এ বক্তব্যে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। কেননা তার এ কাজকে হাদিসে উৎসাহিত করা হয়েছে। বৃক্ষ আমাদের খাদ্য, ঔষধ, পোশাক, কাঠ, ফল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করে। আবার আর্থিক সচ্ছলতা সৃষ্টির ক্ষেত্রেও গাছপালা অবদান রাখে। অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি, জলবায়ুর উষ্ণতা রোধ, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বৃক্ষের অবদান অনস্বীকার্য। আবার বৃক্ষরোপণ করে মানুষ তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবেও স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। এ কাজগুলো দুনিয়ার প্রয়োজন পূরণ ছাড়াও পরকালীন কল্যাণ লাভে সহায়তা করে। কারণ এ হাদিস অনুযায়ী পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ কিংবা মানুষ বৃক্ষের ফল বা খেতের ফসল খেলে বৃক্ষরোপণকারী বা ফসল আবাদকারী সদকা বা দানের সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে।

পরিশেষে বলা যায়, বৃক্ষ মানুষের জীবনধারণ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে এ কাজের জন্য জনাব 'ন' দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম প্রতিদান লাভ করবেন।

প্রশ্ন ▸ ০৬ জনাব আলিম আল্লাহর নির্দেশিত হালাল-হারাম মেনে চলার ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কখনো বিচ্যুতি ঘটলে তিনি পুনরায় নিজেকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনেন। অন্যদিকে জনাব সাবিত কারখানার শ্রমিকদের বেতন-ভাতা নিয়মিত প্রদান করেন এবং তাদের সাথে সদয় আচরণ করেন।

ক. দীনি ইলম কী? ১

খ. "আমাকে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।'–ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব আলিমের আচরণে কোন প্রকারের জিহাদ প্রকাশিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "জনাব সাবিতের আচরণে মালিক-শ্রমিক উভয়ই লাভবান হবে।"–এ কথার পক্ষে তোমার যুক্তি তুলে ধর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্বীনি ইলম হলো ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান।

খ যিনি আমাদের শিক্ষা দেন তিনি শিক্ষক। পৃথিবীতে সবচাইতে সম্মান ও মর্যাদার পেশা হলো শিক্ষকতা। আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজেকে শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দিয়ে বলেছেন–

اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ـ

অর্থ : "আমাকে শিক্ষক হিসেবেই প্রেরণ করা হয়েছে।" (ইবনে মাজাহ)

গ জনাব আলিমের আচরণে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার ব্যাপারে নিজের নফসের (কুপ্রবৃত্তির) সাথে জিহাদ প্রকাশিত হয়েছে।

স্বীয় নফসের বিরুদ্ধে জিহাদই হলো প্রকৃত জিহাদ। এ প্রসঙ্গে রাসুল (সা.) বলেছেন, 'প্রকৃত মুজাহিদ সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর আনুগত্য করার ব্যাপারে নিজের নফসের (কুপ্রবৃত্তির) সাথে জিহাদ করে' (মুসনাদে আহমাদ)। আবার ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে দেশকে রক্ষা করাও জিহাদের একটি প্রকার। এটিকে জিহাদের সর্বোচ্চ স্তর বলা হয়। ব্যক্তিকে কু-প্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করা, রাষ্ট্রকে অন্যায় ও বিশৃঙ্খলা হতে রক্ষা করার প্রচেষ্টা জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে, অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে চেষ্টা সাধনা জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। জনাব আলিমের আচরণেও উক্ত বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকের জনাব আলিম আল্লাহর নির্দেশিত হালাল-হারাম মেনে চলার ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কখনো বিচ্যুতি ঘটলে তিনি পুনরায় নিজেকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনেন। প্রকৃতপক্ষে জীবনের সকল ক্ষেত্রে দীনের বৈশিষ্ট্যসমূহ রক্ষা করা এবং ইসলামের বিধি-বিধান ও অনুশাসন মেনে চলা যেমন একজন মুমিনের দায়িত্ব, অনুরূপভাবে দীন রক্ষা করা, দীনকে সমুন্নত রাখা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জিহাদ চালিয়ে যাওয়াও মুমিনের অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং আমাদের সবার উচিত আল্লাহর নির্দেশিত হালাল-হারাম মেনে চলার ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা করা ও সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।

ঘ 'জনাব সাবিতের আচরণে মালিক-শ্রমিক উভয়ই লাভবান হবে'–এ কথার সাথে আমি একমত।

ইসলামে মালিক-শ্রমিকের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। ইসলাম শ্রমিককে ভাই হিসেবে সম্বোধন করে। মালিকের সাথে শ্রমিকের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। মালিক-শ্রমিক যদি ইসলাম স্বীকৃত পন্থায় তাদের সম্পর্ক তৈরি করতে পারে, তাহলে শ্রমিক তার ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে আর মালিকও তার সঠিক শ্রম পাবে। কল-কারখানায় স্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করবে। ইসলাম অধীনস্তদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'তোমাদের অধীনস্ত যেসব দাস-দাসী (শ্রমিক) রয়েছে তাদের প্রতিও সদয় হও।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৩৬)। উদ্দীপকের জনাব সাবিতের মাঝেও এ বিষয়টির প্রতিফলন দেখা যায়।

উদ্দীপকের জনাব সাবিত তার কারখানার শ্রমিকদের বেতন-ভাতা নিয়মিত প্রদান করেন এবং তাদের সাথে সদয় আচরণ করেন। আর ইসলাম শ্রমিকের হক সঠিকভাবে যথাসময়ে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছে। শ্রমিকের পারিশ্রমিক দিতে অকারণে বিলম্ব করা সমীচীন নয়। শ্রমিক যাতে তার শ্রমের সঠিক মূল্য পায় সে ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "মজুরের পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করে তাকে কাজে নিয়োগ করো না।" একইভাবে শ্রমিককেও তার মালিকের দেওয়া দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার ব্যাপারে ইসলামে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "গোলাম (শ্রমিক) যখন তার মালিকের কাজ সুচারুরূপে করে এবং সুষ্ঠুভাবে আল্লাহর ইবাদত করে তখন সে দ্বিগুণ প্রতিদান পায়।" (বুখারি ও মুসলিম)

উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, আমাদের সকলের উচিত দেশ ও জাতির কল্যাণে ইসলাম প্রদত্ত আদম শ্রমনীতি অনুসরণ করা এবং মালিক-শ্রমিক উভয়ের সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করা।

প্রশ্ন ▸ ০৭ জনাব যায়েদ ইসলামি শরিয়তের আলোকে প্রতি বছর তার সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট কিছু খাতে দান করে দেন। অন্যদিকে তার বন্ধু জনাব রাশেদ প্রতি বছর এমন একটি ইবাদত পালন করেন যার মাধ্যমে তিনি সমাজের গরিব-দুঃখী মানুষের কষ্ট অনুভব করতে পারেন।

ক. হজ কাকে বলে? ১

খ. "নিশ্চয় সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।"–ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব যায়েদ ইসলামের কোন মৌলিক ইবাদত পালন করেছেন তা চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "জনাব রাশেদের ইবাদতের সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম"–কথাটির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাইতুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত করাকে হজ বলে।

খ আল্লাহ তায়ালা বলেন– اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।' (সূরা আল-আনকাবুত : আয়াত-৪৫)

আল্লাহ তায়ালার নিকট বান্দার আনুগত্য প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হলো সালাত। সালাতের মাধ্যমেই আল্লাহর নিকট বান্দার চরম আনুগত্যের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। সালাত মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করে।

গ জনাব যায়েদ ইসলামের যে মৌলিক ইবাদাত পালন করেছেন তা হলো যাকাত।

ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো মুসলমান নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫০ ভাগ হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলে। জনকল্যাণমুখী প্রকল্পসমূহের সাফল্য যাকাতের উপর নির্ভরশীল। এতে সম্পদের প্রবাহ গতিশীল হয়। ধনীর সম্পদ পুঞ্জীভূত না থেকে দরিদ্র লোকদের হাতেও যায়। ফলে রাষ্ট্রের

অর্থনীতি সচল হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বেকারত্ব হ্রাস পায়। মাথাপিছু আয় বেড়ে যায়। আর্থিকভাবে অসচ্ছল মানুষ ধীরে ধীরে সচ্ছল হতে থাকে। সুতরাং বলতে পারি, জনাব যায়েদ ইসলামের ফরজ বিধান যাকাত ইবাদাতটি পালন করেছেন।

ঘ 'জনাব রাশেদের পালনকৃত ইবাদত সাওমের সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম'– কথাটির সাথে আমি একমত।

সাওম শব্দের আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকা হলো সাওম। এটি ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদত। জনাব রাশেদের কাজে এ ইবাদতটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকের জনাব রাশেদ প্রতি বছর এমন একটি ইবাদত পালন করেন যার মাধ্যমে তিনি সমাজের গরিব-দুঃখী মানুষের কষ্ট অনুভব করতে পারেন। এ কাজের মাধ্যমে তিনি সাওম পালন করেছেন। তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য পানাহার থেকে বিরত থেকেছেন। আর মানব সমাজে সাওমের সামাজিক শিক্ষা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সিয়াম সাধনার ফলে সমাজের লোকদের মাঝে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়। সাওম পালন করে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত থাকার ফলে, সে অন্য আরেকজন অনাহারীর ক্ষুধার জ্বালা সহজে বুঝতে পারে। ক্ষুধা ও পিপাসার যন্ত্রণা যে কীরূপ পীড়াদায়ক হতে পারে তা সে উপলব্ধি করতে পারে। এতে অসহায় নিরন্ন মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ভাব জাগ্রত হয়। রাসুল (সা.) বলেন, 'এ মাস সহানুভূতির মাস।' (ইবনে খুযায়মা)

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, সমাজের অসহায় ও দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ও সহমর্মিতা সৃষ্টিতে সাওমের গুরুত্ব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ০৮ আজহার ও আফজাল দুই বন্ধু। তারা দুইজন পাশাপাশি দুটি দোকানে ফল বিক্রি করে। আজহার বেশি দামের খেজুরের প্যাকেটে কম দামের খেজুর রেখে তা উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে। অপরদিকে আফজাল আজহারের অনুপস্থিতির সুযোগে ক্রেতাদের কাছে তার এই কুকীর্তির কথা বলে দেয়।

ক. সুদ কী? ১
খ. ফিতনা-ফাসাদ বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আজহারের মাঝে আখলাকে যামিমার কোন দিকটি লক্ষণীয় তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "আফজালের কর্মের কুফর ও পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ"– কুরআন ও হাদিসের আলোকে প্রমাণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক কাউকে প্রদত্ত ঋণের মূল পরিমাণের উপর অতিরিক্ত আদায় করাকে রিবা (اَلـرِّبٰـوا) বা সুদ বলা হয়।

খ ফিতনা-ফ্যাসাদ বলতে বিশৃঙ্খলা বা বিপর্যয় সৃষ্টি করাকে বোঝায়। ফিতনা শব্দের অর্থ– অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, কলহ ইত্যাদি । সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ অবস্থার বিপরীতে অরাজক পরিস্থিতিই ফিতনা-ফ্যাসাদ। সমাজে ভয়ভীতি, অত্যাচার-অনাচার ইত্যাদির মাধ্যমে নানা বিপর্যয় সৃষ্টি করা হয়। এরূপ অস্থিতিশীল পরিকল্পনাকে ফিতনা-ফ্যাসাদ বলা হয়। সন্ত্রাস, ছিনতাই, রাহাজানি, গুম, খুন, অপহরণ, জঙ্গিবাদ ইত্যাদি ফিতনা-ফ্যাসাদের অন্তর্ভুক্ত।

গ আজহারের মাঝে আখলাকে যামিমার 'প্রতারণার' দিকটি লক্ষণীয়। কারণ সে অধিক লাভের আশায় বেশি দামের খেজুরের প্যাকেটে কম দামের খেজুর রেখে তা উচ্চমূল্যে বিক্রি করে। এসবই প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামি শরিয়তে প্রতারণা করা, ধোঁকা দেওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম। ব্যবসায়-বাণিজ্য, লেনদেন, আচার-ব্যবহার ও আর্থ-সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডে কোনো অবস্থাতেই প্রতারণা বৈধ নয়। কোনো কাজেই প্রতারণা করা যাবে না, সত্য মিথ্যার মিশ্রণ করা যাবে না এবং সত্য ও প্রকৃত অবস্থা গোপন করা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ, 'তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ কর না এবং জেনে, শুনে সত্য গোপন কর না।' (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-৪২)

প্রতারণা একটি সমাজদ্রোহী অপরাধ। এজন্য প্রতারণাকারীকে কেউ পছন্দ করে না। সে মানবসমাজে যেমন ঘৃণিত তেমনি আল্লাহ তায়ালার নিকটও ঘৃণিত। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দোষযুক্ত পণ্য বিক্রি করে এবং ক্রেতাকে দোষের কথা জানায় না, এমন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট ঘৃণিত। ফেরেশতাগণ সর্বদা তাকে অভিশাপ দিতে থাকেন।' (ইবনে মাজাহ)

পরিশেষে বলা যায়, প্রতারণা অত্যন্ত গর্হিত ও ঘৃণিত কাজ। এটি মিথ্যাচারের শামিল। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণা মিথ্যা অপেক্ষাও জঘন্য। কেননা প্রতারণা করার দ্বারা দুটো পাপ হয়। একটি মিথ্যা বলা ও অপরটি বিশ্বাস ভঙ্গ করা। সুতরাং সর্বাবস্থায় প্রতারণা বর্জন করা উচিত।

ঘ আফজালের কর্মটি হলো গিবত। যার কুফল ও পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

গিবত অর্থ পরনিন্দা, পরচর্চা, অসাক্ষাতে দুর্নাম করা, সমালোচনা করা, অপরের দোষ প্রকাশ করা, কুৎসা রটনা করা ইত্যাদি। এটি মানব চরিত্রের একটি গর্হিত বৈশিষ্ট্য। গিবত এমন পাপ যাকে হাদিসে ব্যাভিচারের চাইতেও মারাত্মক বলা হয়েছে। যা উদ্দীপকের আফজালের কর্মেও প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকের আজহার বেশি দামের খেজুরের প্যাকেটে কম দামের খেজুর রেখে তা উচ্চমূল্যে বিক্রি করে। আফজাল আজহারের অনুপস্থিতির সুযোগে ক্রেতাদের কাছে তার এই কুকীর্তির কথা বলে দেয়। যা গিবতের অন্তর্ভুক্ত। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'গিবত ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক।'

আল্লাহ গিবত করা সম্পর্কে কঠোর বাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'তোমরা একে অন্যের গিবত কর না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে ভালোবাস? না, তোমরা তা অপছন্দ কর।' অর্থাৎ মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার ন্যায় জঘন্য অপরাধ হচ্ছে গিবত করা। গিবতের কারণে সমাজের মানুষের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এবং মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পায়। সামাজিকভাবে ফিতনা-ফ্যাসাদের সৃষ্টি হয়। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ইত্যাদি সকলের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং সম্পর্কের অবনতি ঘটে। বান্দা যখন গিবত করে তখন তার অনেক নেক আমল ধ্বংস হতে থাকে। ফলে তার পরকালীন জীবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হাদিসের ভাষ্যানুযায়ী গিবতকারীর ইবাদত কবুল হয় না। এটি কবীরা গুনাহ। তাওবা ব্যতীত গিবতের গুনাহ মাফ হয় না। গিবতের অনিবার্য পরিণতি হলো জাহান্নাম।

প্রশ্ন ▶ ০৯ জাবেদ মিয়া একজন অফিস সহকারী। অফিসিয়াল একটি কাজ আদায় করার লক্ষ্যে একজন ঠিকাদার তাকে দশ হাজার টাকা দেয়ার প্রলোভন দেখায়। তিনি আল্লাহর ভয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন। অপরদিকে জনাব হাবীব তার বন্ধু জনাব সাইফুলের কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা রাখেন। জনাব সাইফুল ঐ টাকা নিজের এক প্রয়োজনে খরচ করে ফেলেন। ফলে জনাব হাবীব যখন টাকা ফেরত চেয়েছেন, তখন জনাব সাইফুল ঐ টাকা ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

ক. শালীনতা কী? ১

খ. "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল" –বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. জাবেদ মিয়ার মাঝে আখলাকে হামিদার কোন বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "জনাব সাইফুলের আচরণ ঈমানের পরিপন্থি।" –বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও চলাফেরায় ভদ্র, সভ্য ও মার্জিত হওয়াকেই শালীনতা বলে।

খ সামাজিক জীব হিসেবে দুনিয়াতে মানুষের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। যেগুলো পালন করা অবশ্য কর্তব্য। কাজেই অবহেলা করলে পরকালে জবাবদিহি করতে হবে। এজন্য রাসুল (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব পালনের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে।' (বুখারি)

গ জাবেদ মিয়ার মাঝে আখলাকে হামিদার 'তাকওয়া' বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

তাকওয়া অর্থ খোদাভীতি। শরিয়তের পরিভাষায় একমাত্র আল্লাহর ভয়ে সব ধরনের অন্যায়-অনাচার ও পাপ কাজ হতে বিরত থাকাকে তাকওয়া বলা হয়।

তাকওয়া একটি মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এর কারণেই ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ সবকিছু জানেন, শোনেন ও দেখেন। তিনি মানুষের অন্তরের গোপন খবরও জানেন, তাঁর কাছে মন্দকাজের জবাবদিহি করতে হবে। তাই সে ব্যক্তি কোনোরকম পাপ চিন্তা করতে বা পাপকর্মে লিপ্ত হতে পারে না। কারণ সে জানে, অন্য সবাইকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আল্লাহ তায়ালাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। যে মুমিনের অন্তরে তাকওয়া বিদ্যমান, সে কোনো অবস্থাতেই প্রলোভনে পড়বে না এবং নির্জন স্থানেও পাপকর্ম করবে না।

আর এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেন উদ্দীপকের জাবেদ মিয়া। কারণ তিনি অফিসিয়াল কাজ আদায় করে দিতে দশ হাজার টাকার প্রস্তাব পান। কিন্তু তিনি অদৃশ্য সত্তা মহান আল্লাহর ভয়ে ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় জাবেদ মিয়া নিঃসন্দেহে তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত।

ঘ সাইফুলের আচরণে আমানতের খিয়ানত প্রকাশ পেয়েছে, যা ইমানের পরিপন্থি।

কারও কাছে কোনো অর্থ-সম্পদ, কথা গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলে। আমানতের বিপরীত হলো খিয়ানত। আমানতের মাল নষ্ট করা বা তার মালিককে যথাযথভাবে ফেরত না দেওয়াকে খিয়ানত বলা হয়। খিয়ানত একটি গর্হিত কাজ। যা জনাব সাইফুলের কাজে প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে জনাব হাবিব তার বন্ধু জনাব সাইফুলের কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা রাখেন। জনাব সাইফুল ঐ টাকা নিজের এক প্রয়োজনে খরচ করে ফেলেন। ফলে জনাব হাবিব যখন টাকা ফেরত চান, তখন জনাব সাইফুল ঐ টাকা ফেরত দিতে ব্যর্থ হন। তার এ কাজে আমানতের খিয়ানত প্রকাশ পেয়েছে। অথচ ইসলামি জীবনদর্শনে আমানত রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। আমানত রক্ষা করা মুমিনের জন্য আবশ্যক। প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি কোনো অবস্থাতেই আমানতের খিয়ানত করে না। মহানবি (সা.) বলেছেন, "যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ইমান নেই।" (মুসনাদে আহমদ) ইসলামি বিধানে আমানতের খিয়ানতহ করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। তাছাড়া মহানবি (সা.)-এর হাদিসে এসেছে, খিয়ানত করা মুনাফিকের অন্যতম নিদর্শন। আল্লাহ তায়ালা খিয়ানতকারীর প্রতি অসন্তুষ্ট। তিনি খিয়ানতকারীকে পছন্দ করেন না।

তাই বলা যায়, আমানতের খিয়ানতহ করে সাইফুল অত্যন্ত গর্হিত ও ঘৃণিত কাজ করেছে, যা ইমানের পরিপন্থি। আর আমাদের সকলের এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ১০ সফিক ও শাফিন দুই ভাই। সফিক ডাক্তারি পড়াশোনা করে। সে ভবিষ্যতে একজন শল্যচিকিৎসক হতে চায়। সে শল্যচিকিৎসা বিষয়ক একজন মুসলিম বিজ্ঞানী দ্বারা অনুপ্রাণিত। অপরদিকে শাফিন এমন একজন মুসলিম মনীষী দ্বারা অনুপ্রাণিত যিনি মাত্র ছয় বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। তিনি তৎকালীন শাসকের সাথে বিরোধের জেরে নিজ শহর ত্যাগ করে সমরকন্দে চলে যান। ইলমের একটি বিশেষ শাখায় তাঁর অবদান অতুলনীয়।

ক. 'বুহায়রা' কে ছিলেন? ১

খ. হযরত আলী (রা:) কে 'জ্ঞানের শহরের দরজা" বলা হয় কেন? ২

গ. সফিক যে বিজ্ঞানী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "ইলমের একটি বিশেষ শাখায় তাঁর অবদান অতুলনীয়"– উদ্দীপকে উল্লিখিত এই কথাটি মূল্যায়ন কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক বুহায়রা হচ্ছেন একন খ্রিষ্টান পাদ্রী যার সাথে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর সিরিয়া যাওয়ার পথে সাক্ষাৎ হয়।

খ হযরত আলি (রা.) অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় তাকে জ্ঞানের শহরের দরজা বলা হয়।

হযরত আলি (রা.) ছিলেন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি। ছোটোবেলা থেকেই তিনি ছিলেন জ্ঞান তাপস ও জ্ঞান সাধক। তিনি সর্বদা জ্ঞানচর্চা করতেন। হাদিস, তাফসির, আরবি সাহিত্য ও আরবি ব্যাকরণে তিনি তার যুগের সেরা ব্যক্তি ছিলেন। তার রচিত 'দিওয়ানে আলি' নামের কাব্যগ্রন্থটি আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এসব কারণে হযরত আলি (রা.)-কে জ্ঞানের শহরের দরজা বলা হয়।

গ সফিক চিকিৎসাবিজ্ঞানী আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া আল রাযি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে।

চিকিৎসাশাস্ত্রে আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া আল রাযির অবদান অপরিসীম। চিকিৎসাশাস্ত্রকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে যেসব মনীষী অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে আল-রাযি অন্যতম। তিনি হাম, শিশু চিকিৎসা, নিউরোসাইকিয়াট্রিক ইত্যাদি চিকিৎসা সম্পর্কে নতুন মতবাদ প্রবর্তন করেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও শল্যচিকিৎসাবিদ ছিলেন। তার অস্ত্রোপচার পদ্ধতি ছিল গ্রিকদের থেকেও উন্নত।

উদ্দীপকে সফিক ডাক্তারি পড়াশোনা করে। সে ভবিষ্যতে একজন শল্যচিকিৎসক হতে চায়। সে শল্যচিকিৎসা বিষয়ক একজন মুসলিম

বিজ্ঞানী দ্বারা অনুপ্রাণিত। আর তিনি হলেন বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া আল রাযি। তিনি চিকিৎসাবিষয়ক শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। বসন্ত ও হাম রোগের উপর তাঁর 'আল জুদাইরি ওয়াল হাসবাহ' নামক গ্রন্থ বিজ্ঞানের অমূল্য সম্পদ। তাঁর আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল মানসুরি'। এটি ১০ খণ্ডে রচিত। এ গ্রন্থ দুটি আল রাযিকে চিকিৎসাশাস্ত্রে অমর করে রেখেছে। সুতরং বলা যায়, সফিক চিকিৎসা বিজ্ঞানী আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া আল রাযি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে।

ঘ ইলমের একটি বিশেষ শাখা হাদিস শাস্ত্রে ইমাম বুখারি (রহ.)-এর অবদান অতুলনীয়।

ইমাম বুখারি (রহ.) ছিলেন অসাধারণ মেধার অধিকারী। তিনি ছয় বছর বয়সে কুরআন হিফজ করেন এবং দশ বছর বয়স থেকে হাদিসশাস্ত্র মুখস্ত করা আরম্ভ করেন। শাফিনও উক্ত মুসলিম মনীষী দ্বারা অনুপ্রাণিত।

উদ্দীপকে শাফিন এমন একজন মুসলিম মনীষী দ্বারা অনুপ্রাণিত যিনি মাত্র ছয় বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হিফজ সম্পন্ন করেন। তিনি তৎকালীন শাসকের সাথে বিরোধের জেরে নিজ শহর ত্যাগ করে সমরকন্দে চলে যান। ইলমের একটি বিশেষ শাখায় তাঁর অবদান অতুলনীয়। তিনি হলেন ইমাম বুখারি (রহ.)। তিনি ছয় বছর বয়সে কুরআন হিফজ করে। তিনি একাধারে ছয় বছর হাদিস বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার পর হাদিস সংগ্রহ করার জন্য কুফা, বাগদাদ, বসরা ইত্যাদি স্থানে যান। এভাবে দীর্ঘ ষোলো বছর জ্ঞান সাধনায় ৬ লক্ষ হাদিস থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ৭২৭৫টি হাদিস বুখারি শরিফে লিপিবদ্ধ করেন। স্বাধীনচেতা ও আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন বলে তিনি কোনো রাজা-বাদশার দরবারে যেতেন না। ফলে এক সময় বুখারার বাদশাহ খালিদ ইবনে আহমেদের সাথে বিরোধের জেরে তিনি বুখারা ত্যাগ করে সমরকন্দে চলে যেতে বাধ্য হন।

উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়, ইলমের একটি বিশেষ শাখা তথা হাদিসশাস্ত্রে ইমাম বুখারি (রহ.)-এর অবদান অতুলনীয়। তাই যারা ইলম অর্জনের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চান, তাদের জন্য ইমাম বুখারি (রহ.) অনুসরণীয় আদর্শ।

প্রশ্ন ▸ ১১ জনাব জসিম একজন শিক্ষক। তিনি একদিন শ্রেণিকক্ষে বললেন, ইসলামে খলিফাদের মধ্যে এমন একজন ছিলেন যিনি বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাবুক যুদ্ধে তিনি তার সমুদয় সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেন। অপরদিকে তার বন্ধু জনাব কবির বললেন, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান বিচারের ক্ষেত্রে আপন-পর কোনো ভেদাভেদ করে না। সামাজিক বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে নিজের ছেলেকেও তিনি শাস্তি দিয়েছিলেন।

ক. হিলফুল ফুযুল কী? ১
খ. ইমাম আবু হানিফা বিখ্যাত কেন? ২
গ. সদর উপজেলা চেয়ারম্যান কোন খলিফার জীবনাদর্শ অনুসরণ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব জসিম শ্রেণিকক্ষে যে খলিফার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন ইসলামে তাঁর অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'হিলফুল ফুযুল' হলো মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি শান্তিসংঘ।

খ ফিকাহশাস্ত্রে অবদানের কারণে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বিখ্যাত।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ফিকাহশাস্ত্রের উদ্ভাবক ছিলেন। তিনি তার চল্লিশজন ছাত্রের সমন্বয়ে 'ফিকাহ সম্পাদনা বোর্ড' গঠন করেন। এই বোর্ড দীর্ঘ বাইশ বছর কঠোর সাধনা করে ফিকাহকে একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র হিসেবে রূপ দান করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বোর্ডের চল্লিশজন সদস্য থেকে দশজনকে নিয়ে একটি বিশেষ বোর্ড গঠন করেন। ফিকাহশাস্ত্র প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এই বোর্ডের অবদান সবচেয়ে বেশি। কোনো মাসআলা (সমস্যা) এলেই এই বোর্ড তা নিয়ে গবেষণা করত এবং কুরআন ও হাদিসের আলোকে গবেষণা করে ফতোয়া (সমাধান) দিতো। এভাবে কুতুবে হানাফিয়্যাতে (হানাফি মাযহাবের কিতাবসমূহ) ৮৩ হাজার মাসআলা ও সমাধান লিপিবদ্ধ করা হয়। ফিকাহশাস্ত্রে এ অসামান্য অবদানের কারণেই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বিখ্যাত।

গ সদর উপজেলার চেয়ারম্যান ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করেছেন।

হযরত উমর (রা.) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণের পর জনকল্যাণে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তিনি পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ চালু করেন। কৃষির উন্নয়নের জন্য খাল খনন করেন। জনগণের বাস্তব অবস্থা জানার জন্য ছদ্মবেশে রাতের বেলা ঘুরে বেড়াতেন। তিনি খিলাফত পরিচালনায় বয়োজ্যেষ্ঠ ও বিজ্ঞ সাহাবীদের পরামর্শ নিতেন। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তিনি যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, তা বিশ্বের ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। নিজপুত্র আবু শাহমা মদপানের অভিযোগে দোষী প্রমাণিত হলে তিনি তাকে স্বহস্তে বেত্রাঘাত করেন। এতে আবু শাহমা মৃত্যুবরণ করেন।

ন্যায়-বিচারের স্বার্থে তিনি আপন-পর পার্থক্য করেন না। তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে পরামর্শ করে কাজ করেন।

উদ্দীপকে সদর উপজেলার চেয়ারম্যান দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। এজন্য তিনি সমাজে যেমন সমাদৃত হবেন, পরকালেও তিনি অফুরন্ত কল্যাণ লাভ করবেন। কারণ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'রোজ হাশরে যখন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না, সেখানে সাত শ্রেণির লোক আশ্রয় পাবে। তন্মধ্যে ন্যায়পরায়ণ বিচারক বা শাসক দলও থাকবেন।'

ঘ জনাব জসিম শ্রেণিকক্ষে ইসরামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ইসলামে যার অবদান অপরিসীম।

হযরত আবু বকর (রা.) বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক। রাসুল (সা.)-এর মৃত্যুর পূর্বে তিনি সার্বক্ষণিক তাঁর এবং ইসলামের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। কুরআন এবং সুন্নাহকে তিনি জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাই রাসুল (সা.)-এর মৃত্যুর পর (৬৩২ খ্রি.) তিনিই খিলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহ এবং রাসুল (সা.)-এর নির্দেশ মোতাবেক তিনি খিলাফত পরিচালনা করার শপথ গ্রহণ করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায় জনাব জসিম একজন শিক্ষক। তিনি একদিন শ্রেণিকক্ষে বললেন, ইসলামে খলিফাদের মধ্যে এমন একজন ছিলেন যিনি বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাবুক যুদ্ধে তিনি তার সমুদয় সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেন। এদিক থেকে ইসলামে তার অবদান অনেক। হযরত আবু বকর (রা.)-ও মুসলিম জাহানের খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর জনতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'যতদিন আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর অনুসরণ করি, ততদিন তোমরা আমার অনুসরণ করবে এবং আমাকে সাহায্য করবে। আর ভুল পথে চললে তোমরা আমাকে সাথে সাথে সংশোধন করে দেবে।' তার এ বক্তব্যে আল্লাহ ও রাসুল (সা.)-এর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ, গণতন্ত্র তথা জনগণের মতামতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, আবু বকর (রা.) হলেন সর্বকালের অনুকরণীয় শাসক।

সিলেট বোর্ড–২০২৪

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) **বিষয় কোড : 1 1 1**

সময়– ৩০ মিনিট **[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** **পূর্ণমান– ৩০**

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. **"লজ্জাশীলতার পুরোটাই কল্যাণময়"–এটি কার কথা?**
ক আল্লাহর খ রাসুলের গ শিক্ষকের ঘ মনীষীর

২. **তাকওয়া অর্জন কোন ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য?**
ক নামাজ খ যাকাত গ রোযা ঘ হজ

৩. **পবিত্র কুরআনে যাদেরকে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম বলা হয়েছে–**
i. সৎ কাজে আদেশ দানকারীদের
ii. যাদের দেখলে আল্লাহর কথা মনে হয়
iii. অসৎ কাজে নিষেধকারীকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. **হিজরি কোন শতককে হাদিসের স্বর্ণযুগ বলা হয়?**
ক ২য় হিজরি খ ৩য় হিজরি গ ৪র্থ হিজরি ঘ ৭ম হিজরি

৫. **কীসের মাধ্যমে মানুষের মর্যাদা নিরূপিত হয়?**
ক ইমানের মাধ্যমে খ ইসলামের মাধ্যমে
গ মানব সেবার মাধ্যমে ঘ দ্বীন পালনের মাধ্যমে

৬. **ইজমার ভিত্তিতে প্রণীত বিধানের উপর আমল করা কী?**
ক ফরজ খ ওয়াজিব গ সুন্নাত ঘ মুস্তাহাব

৭. **নিউ প্লেটোনিজামের উদ্ভাবক ছিলেন কে?**
ক আল কিন্দি খ জুন্নুন মিসরি
গ আল রাজি ঘ জাবির ইবনে হাইয়ান

৮. **কীসের মাধ্যমে ইমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটে?**
ক ইসলামের মাধ্যমে খ সালাতের মাধ্যমে
গ যাকাতের মাধ্যমে ঘ হজের মাধ্যমে

৯. **'ইসলাম' শব্দটি কোন মূল ধাতু থেকে নির্গত?**
ক সালমুন খ আসলামুন গ সিলমুন ঘ সালামুন

১০. **কাদের জীবন চরম হতাশাগ্রস্ত?**
ক মুশরিকদের খ মুনাফিকদের গ কাফিরদের ঘ ফাসিকদের

১১. **'কুল্লিয়াত' গ্রন্থটি কোন বিষয়ের উপর রচিত?**
ক চিকিৎসা খ ভূগোল গ গণিত ঘ রসায়ন

১২. **তাজকিয়াতুন নফস অর্জনের উপায় হলো–**
i. তাকওয়া ও ইস্তিগফার ii. তাকওয়া ও যুহুদ iii. ইখলাস ও সবর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

১৩. **"আর তাদের কাজকর্ম সম্পাদিত হয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে"–উক্তিটি কীসের গুরুত্ব বহন করে?**
ক হাদিসের খ কিয়াসের গ ইজমার ঘ কুরআনের

১৪. **মানুষ কয়ভাবে কাফির বা অবিশ্বাসী হতে পারে?**
ক ৬ খ ৭ গ ৮ ঘ ১০

১৫. **তাওহিদের বিপরীত কী?**
ক শিরক খ নিফাক গ কুফর ঘ ফিসক

১৬. **ইসলামি নৈতিকতার মূলভিত্তি কী?**
ক কুরআন খ হাদিস
গ কুরআন ও হাদিস ঘ ইজমা ও কিয়াস

১৭. **তাবুক যুদ্ধে কত হাজার সৈন্য ছিল?**
ক ২০ হাজার খ ২৫ হাজার গ ৩০ হাজার ঘ ৪০ হাজার

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৮ থেকে ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হেলাল সাহেব নামাজ, রোজা পালন করলেও যাকাত দিতে অস্বীকার করেন।

১৮. **ইসলামি শরিয়তের আলোকে হেলাল সাহেবের পরিচয় কী?**
ক মুনাফিক খ কাফির গ ফাসিক ঘ যালিম

১৯. **হেলাল সাহেব অস্বীকার করেছেন–**
i. আল্লাহ তায়ালাকে ii. রাসুল (সা.) কে iii. আখিরাতকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

২০. **হযরত ওমর (রাঃ) কত বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন?**
ক ২৫ খ ৩০ গ ৩৩ ঘ ৩৫

২১. **আল কুরআন কাদের জন্য পথ নির্দেশক?**
ক মুমিনদের জন্য খ মুত্তাকীনদের জন্য
গ মুসলিমদের জন্য ঘ সকল মানুষের জন্য

২২. **কারা অন্তরের দিক থেকে কাফির ও অবাধ্য?**
ক মুনাফিকরা খ কাফিররা গ মুশরিকরা ঘ ফাসিকরা

২৩. **"যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের অর্থশালীদের হাতেই পুঞ্জীভূত না হয়।"– অত্র আয়াত কোন বিষয়টি নির্দেশ করে?**
ক হজ করা খ দান করা গ যাকাত আদায় ঘ সাহায্য করা

২৪. **ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় হলো–**
ক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস খ রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস
গ পরকালের প্রতি বিশ্বাস ঘ তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস

২৫. **নিচের কোনটি মিথ্যাচারের শামিল?**
ক হিংসা খ ফাসাদ গ গিবত ঘ প্রতারণা

২৬. **ইমামগণ কিয়াসের ব্যাপারে কয়টি মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন?**
ক ২টি খ ৩টি গ ৪টি ঘ ৫টি

২৭. **"প্রত্যেক প্রাণিকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।" আয়াতটি কোন সূরার?**
ক সূরা বাকারা খ সূরা মায়েদাহ
গ সূরা ইমরান ঘ সূরা নিসা

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৮ থেকে ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বিশিষ্ট মানবদরদি হাসান সাহেব গ্রামের মানুষের পানির কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে একটি গভীর নলকূপ স্থাপন করেন।

২৮. **হাসান সাহেব কোন মনীষীর জীবন অনুসরণ করেছেন?**
ক হযরত উমর (রা.) এর খ হযরত আলী (রা.) এর
গ হযরত উসমান (রা.) এর ঘ হযরত আবু বকর (রা.) এর

২৯. **হাসান সাহেবের অনুকরণীয় ব্যক্তিকে বলা হয়–**
i. জামেউল কুরআন ii. আসাদুল্লাহ iii. যুননুরাইন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. **সালাত কোন দুটির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী?**
ক ইসলাম ও শিরক খ ইমান ও শিরক
গ ইমান ও কুফর ঘ কুফর ও শিরক

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

সিলেট বোর্ড–২০২৪

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 1 1

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। মুরতাজা বিশ্বাস করেন যে পৃথিবীর সকল মানুষ ইহকালীন কর্মের জন্য একদিন সৃষ্টিকর্তার নিকট জবাবদিহিতার সম্মুখীন হবেন। হিসাব নিকাশ শেষে পুণ্যবানদের পুরস্কারস্বরূপ দেয়া হবে এক আরামদায়ক স্থান ও পাপীদের দেয়া হবে চরম শাস্তির স্থান। সে জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। অন্যদিকে কালিম মিয়ার ধারণা কিয়ামত পর্যন্ত যেহেতু পৃথিবীতে মানুষের আগমনের ধারা অব্যাহত থাকবে সেহেতু তাদের সৎপথ দেখানোর জন্য আল্লাহ নবি-রাসুলও পাঠাবেন। তিনি মনে করেন, নবুয়তের ধারা এখনও বলবৎ রয়েছে।

ক. তাওহিদ বলতে কী বোঝায়? ১
খ. "মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব"—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. কালিম মিয়ার ধারণায় ইসলামের কোন বিষয়টি অবিশ্বাস করা হয়? বিষয়টির ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. মুরতাজার বিশ্বাসটি চিহ্নিতপূর্বক মানবজীবনে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

২। দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী তাসিন এ বছর শীতের ছুটিতে তার মামাতো ভাইয়ের সাথে হরিণঘাটা পর্যটন কেন্দ্র দেখতে গেল। বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী সবুজ বন বেষ্টিত পর্যটন টাওয়ারে উঠে সমুদ্রের নীল জলরাশি দেখে অভিভূত হয়ে গেল। মনের অজান্তে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, দয়াময় প্রভু কত সুন্দর করে সমুদ্র তৈরি করেছেন। মামাতো ভাই তামিম বলল, এ সৃষ্টি জগৎ প্রাকৃতিকভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। এতে প্রভুর দয়ার কী আছে?

ক. মানবিক মূল্যবোধ কী? ১
খ. "আমি এই কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেইনি।" আল্লাহর এই বাণীটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. তামিমের মন্তব্যে যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে তা ইসলামি শরিয়তের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তাসিনের উক্তিটির যৌক্তিকতা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩। পৃথিবীর অন্যতম ম্যানগ্রোভ বন হচ্ছে সুন্দরবন। একদল অসাধু কাঠ ব্যবসায়ীর হাতে এ বন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রাণী রয়েল বেঙ্গল টাইগারসহ বহু বন্য প্রাণী বিলুপ্তির পথে। এছাড়াও কলকারখানার বিষাক্ত বর্জ্য ও পলিথিন বনের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবেশবাদীরা এখন সুন্দরবন রক্ষার জন্য সচেতন হয়ে উঠেছেন। এই দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করে বাংলাদেশের এক প্রখ্যাত গবেষক মন্তব্য করেন, গাছপালা রোপন ও পরিচর্যার ব্যাপারে মহানবি (সা.) এর বাণী অবশ্যই শিরোধার্য। অপরদিকে অন্য এক চিন্তাবিদ বলেন, 'সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন'। সুতরাং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে তার পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করে।"

ক. ফিলি হাদিস কাকে বলে? ১
খ. "সুন্নাহ বা হাদিস হলো আল কুরআনের পরিপূরক।"—বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. প্রথম গবেষক মহানবি (সা.)-এর যে বাণীটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দ্বিতীয় চিন্তাবিদের বক্তব্য তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? এর শিক্ষা তোমার জীবনে কী প্রভাব বিস্তার করতে পারে– বিশ্লেষণ করো। ৪

৪। 'ক' ও 'খ' ছোট বেলার বন্ধু। দু'জনই খুব মেধাবী। দু'জনই গুরুত্বপূর্ণ দুই অফিসের বড়ো কর্মকর্তা। 'ক' প্রচুর সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও ইয়াতিম, মিসকিন ও দরিদ্রদের প্রতি উদাসীন। কেউ সাহায্য সহযোগিতা চাইতে গেলে খারাপ আচরণ ও অপমান করেন। অপরপক্ষে 'খ' অনেক সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও সকলের প্রতি সুন্দর আচরণ করেন। রোগে-শোকে ধৈর্যহারা হন না। তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় বান্দাদের কখনও ত্যাগ করেন না। পার্থিব জগতে একটু কষ্ট হলেও পরজগতে আল্লাহ উত্তম পুরস্কার দিবেন।

ক. শরিয়ত কী? ১
খ. কুরআনুল কারিমের শানে নুযুল জানা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'ক' এর আচরণ কুরআন মাজিদের কোন সূরার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? এ সূরাটির শিক্ষা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. 'খ' এর স্বভাব কুরআন মাজিদের কোন সূরার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা উল্লেখপূর্বক সূরাটির শিক্ষা বাস্তবতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫। যুলকারনাইন এমন একটি ইবাদত পালন করেন যেটি সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলেন, এ ইবাদতটি একজন মুমিনকে সকল মন্দ ও গর্হিত কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। এর মাধ্যমে বান্দা তার প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করেন। অপরদিকে জুলহাস মিয়া অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি ২০২৩ সালের রমজান মাস শেষে আর্থিক হিসাব-নিকাশ করে ৭৪,৫০০ (চুয়াত্তর হাজার পাঁচশত) টাকা গরিব-দুঃখী ও অসহায় মানুষদের মাঝে বিতরণ করেন।

ক. নিসাব কী? ১
খ. হজের মাধ্যমে কীভাবে বিশ্বভ্রাতৃত্ব তৈরি হয়? ২
গ. জুলকারনাইনের পালনকৃত ইবাদতটি চিহ্নিত করে এর সামাজিক গুরুত্ব তুলে ধরো। ৩
ঘ. জুলহাস মিয়ার ইবাদতটি চিহ্নিত করে এর অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৬। জনাব 'X' বাংলাদেশের একজন শিল্পপতি। তিনি বেশকিছু শিল্পকারখানার মালিক। জনাব 'X' নামাজ, রোযার ব্যাপারে খুবই সতর্ক। অথচ শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি প্রদানে গড়িমসি করেন। ব্যাপারটি কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম সাহেবের দৃষ্টিগোচর হলে তিনি বলেন, 'X' এর কাজটি ইসলামের নীতি বিরোধী। অপরদিকে, সাজু নামের ৮ম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী বাসে চড়ে শহরে যাওয়ার সময় তার এক শিক্ষককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে তার নিজ সিট ছেড়ে শিক্ষককে বসতে দিল। শিক্ষক অত্যন্ত খুশি হয়ে তার এই বিনয়ী শিক্ষার্থীর জন্য মন-প্রাণ উজাড় করে দোয়া করলেন।

ক. শিক্ষার্থী কাকে বলে? ১
খ. ইসলামে ইলমের গুরুত্ব বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. সাজুর মধ্যে একজন আদর্শ শিক্ষার্থীর যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে তুলে ধরো। ৩
ঘ. ইমাম সাহেবের মন্তব্যের আলোকে 'X' এর পরিণতি কুরআন ও হাদিসের আলোকে তুলে ধরো। ৪

৭। গণি মিয়া একজন আদর্শ কৃষক। আল্লাহ তায়ালার প্রতি রয়েছে তার অগাধ বিশ্বাস। নিজের জমি না থাকায় অন্যের জমি বর্গা চাষ করেন। তিনি একটি গাভী পালন করেন। গাভীর দুধ থেকে অর্ধেক তিনি নিজে রাখেন। বাকি অর্ধেক বাজারে বিক্রি করেন। একদিন গাভীর দুধ কম হওয়ায় তার স্ত্রী কিছু পানি মিশিয়ে দুধ বিক্রি করতে বলেন। গণি মিয়া বললেন, আমি এটা পারবনা। কেননা আমি যা কিছু করি সবটাই আল্লাহ দেখেন। কালকিয়ামতের দিনে আমি এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবো। অপরদিকে তারই ছোট ভাই তারা মিয়া গ্রামের বাজারে মুদি দোকানি। তিনি সরিষার তেলের সাথে পামওয়েল মিশিয়ে বিক্রি করেন। তিনি মাল ওজনেও কম দেন।

ক. আখলাক কাকে বলে? ১
খ. আখলাকে হামিদাহ মানবীয় মৌলিক গুণ ও জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. গণি মিয়ার মন্তব্য তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন পাঠের সাথে সম্পর্কিত? বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. তারা মিয়ার পরিণাম তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে তুলে ধরো। ৪

৮। 'ক' একজন দরিদ্র কৃষক। তিনি সংসারের ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি গাভী পালন করেন। গাভীর দুধ বিক্রিতে সংসার চলছে। এতে তার প্রতিবেশির মন বেজায় খারাপ। মাঝে-মধ্যে তিনি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। তিনি গাভীর ক্ষতি কামনা করেন। এমনকি ধ্বংস কামনাও করেন। অপরদিকে 'খ' ইসলামি নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অনেক বক্তব্য দিয়ে থাকেন কিন্তু ব্যবসায় সে নিয়ম-কানুন মানছে না। ওজনে গরমিল করে। ফলে ব্যবসায় ধ্বস নামতে শুরু করে। এমতাবস্থায় ইমাম সাহেব বললেন আল্লাহর বিধান মোতাবেক চলুন, তাহলে কাবিয়াব হবেন।

ক. আত্মশুদ্ধি বলতে কী বোঝায়? ১
খ. "কর্তব্যপরায়ণতা মুমিনের অন্যতম গুণ"- উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'ক' এর কাজে প্রতিবেশীর মনোভাবে কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. 'খ' এর কর্মকাণ্ড চিহ্নিতপূর্বক পরিণতি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৯। নগরীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবার রেখে যাওয়া অঢেল সম্পত্তি ও নিজের চাকুরির টাকা দিয়ে নিজ বাড়িতে গড়ে তুলেছেন এক বিশাল শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র। এখানে শতাধিক ইয়াতিম, অনাথ ও দুঃস্থ শিশু আশ্রয় পেয়ে উন্নত পরিবেশে বড় হচ্ছে। অপরদিকে তারই ছোট বেলার বন্ধু জনাব আকিল উদ্দীন অফিসের একজন বড় কর্মকর্তা। তিনি পকেটে বাড়তি টাকা না পেলে ফাইলে সাক্ষর করেন না। জনসাধারণ তার এহেন কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হলেও ভয়ে কোনও কথাবার্তা বলেন না।

ক. 'খায়িন' কাকে বলে? ১
খ. 'যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ইমান নেই'– ব্যাখ্যা করো। ২
গ. প্রধান শিক্ষকের কর্মকাণ্ড তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৩
ঘ. জনাব আকিল উদ্দীন এর কাজটি ইসলাম সমত নয়- কথাটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১০। জনাব আকিবের ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে। তিনি জনসেবার নিয়তে এ বছর সিটি মেয়র পদে নির্বাচন করে বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। নির্বাচিত হয়েই তিনি এক বিশাল মতবিনিময় সভায় জনতার সম্মুখে এক যুগান্তকারী বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, "যতদিন আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) এর পথ অনুসরণ করি ততদিন আপনারা আমার অনুসরণ করবেন। আর ভুল পথে চললে আমাকে সাথে সাথে সংশোধন করে দিবেন। অপরদিকে তারই ঘনিষ্ঠ বন্ধু রূপম সাহেবও এ বছর উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়েই তার উপজেলায় ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক শাসন পরিচালনা শুরু করে দেন। স্বীয় সন্তান অবৈধভাবে সাধারণের উপর প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করলে তাকে কঠোর শাস্তি দেন। সাধারণ মানুষের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য গভীর রাতে ছদ্মবেশে পাড়া-মহল্লায় ঘুরে বেড়ান।

ক. আস সাবউল মুয়াল্লাকাত কী? ১
খ. 'হারবুল ফিজার' কেন অন্যায় সমর হিসেবে পরিচিত? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব আকিবের বক্তৃতা ইসলামের কোন মহামানবের বক্তৃতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ঐ মহামানবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরো। ৩
ঘ. রূপম সাহেবের কার্যক্রম কোন মহামানবের কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? বিশ্লেষণ করো। ৪

১১। আবরার মাত্র ছয় মাসের মধ্যে পবিত্র কুরআন মুখস্ত করেছেন। এতে এলাকার মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। মাত্র বারো বছর বয়সেই তিনি কয়েকশ হাদিস মুখস্ত করেছেন। অন্যদিকে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এস.এস.সি পরীক্ষার্থীরা বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করে। দ্রবণ, পরিস্রবণসহ বিভিন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক সমস্যা সফলভাবে সম্পাদন করে। এক শিক্ষার্থীতো উড়োজাহাজ তৈরি করে আকাশে উড়িয়ে হইচই ফেলে দেয়। উক্ত বিদ্যালয়ের সভাপতি স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব 'ক' শিক্ষার্থীদের ভূয়সী প্রশংসা করলেন এবং মন্তব্য করলেন, আমাদের বিদ্যালয়ের ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা একদিন দেশ সেরা বিজ্ঞানী হবে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন, দ্রবণ, পরিস্রবণ শাস্ত্রের জনক হলেন মধ্যযুগের একজন মুসলিম মনীষী।

ক. মহানবি (সা.) এর শৈশবকালে আরবের কোন গোত্র বিশুদ্ধ আরবিতে কথা বলতেন? ১
খ. "আজ তোমাদের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই, যাও তোমরা মুক্ত ও স্বাধীন"।– ব্যাখ্যা করো। ২
গ. হাফিজ আবরারের স্মৃতিশক্তির সাথে কোন মুসলিম মনীষীর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? তার জ্ঞানার্জন সম্পর্কে যা জানো লেখো। ৩
ঘ. বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মধ্যযুগের মহান মুসলিম মনীষীর অবদান নিরূপণ করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	L	২	M	৩	M	৪	L	৫	N	৬	L	৭	K	৮	K	৯	M	১০	M	১১	K	১২	N	১৩	M	১৪	M	১৫	K
	১৬	M	১৭	M	১৮	L	১৯	M	২০	M	২১	L	২২	K	২৩	M	২৪	K	২৫	N	২৬	M	২৭	M	২৮	M	২৯	M	৩০	M

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ মুরতাজা বিশ্বাস করেন যে পৃথিবীর সকল মানুষ ইহকালীন কর্মের জন্য একদিন সৃষ্টিকর্তার নিকট জবাবদিহিতার সম্মুখীন হবেন। হিসাব নিকাশ শেষে পুণ্যবানদের পুরস্কারস্বরূপ দেয়া হবে এক আরামদায়ক স্থান ও পাপীদের দেয়া হবে চরম শাস্তির স্থান। সে জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। অন্যদিকে কালিম মিয়ার ধারণা কিয়ামত পর্যন্ত যেহেতু পৃথিবীতে মানুষের আগমনের ধারা অব্যাহত থাকবে সেহেতু তাদের সৎপথ দেখানোর জন্য আল্লাহ নবি-রাসুলও পাঠাবেন। তিনি মনে করেন, নবুয়তের ধারা এখনও বলবৎ রয়েছে।

ক. তাওহিদ বলতে কী বোঝায়? ১

খ. "মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব"—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কালিম মিয়ার ধারণায় ইসলামের কোন বিষয়টি অবিশ্বাস করা হয়? বিষয়টির ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. মুরতাজার বিশ্বাসটি চিহ্নিতপূর্বক মানবজীবনে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার করে নেওয়াকে তাওহিদ বলা হয়।

খ মানুষের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য, কর্মকাণ্ড অনান্য জীব থেকে উন্নত হওয়ায় মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব বলা হয়।

মানুষ বিবেকবান প্রাণী। বিবেক-বুদ্ধির কারণেই মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা। মানুষের রয়েছে বিশেষ চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা, যা তাকে অনন্যসাধারণ কাজে উৎসাহী করে। তাই মানুষের কর্মকাণ্ড আদর্শিক এবং উন্নত হয়ে থাকে। এসব কারণেই মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব বলা হয়।

গ কলিম মিয়ার ধারণায় ইসলামের 'খতমে নবুয়ত' বিষয়টি অবিশ্বাস করা হয়।

খতমে নবুয়তের অর্থ নবুয়তের সমাপ্তি। আর যার মাধ্যমে নবুয়তের ধারার সমাপ্তি ঘটে তিনি হলেন খাতামুন নাবিয়্যিন বা সর্বশেষ নবি। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন সর্বশেষ নবি। তাঁর মাধ্যমে দ্বীনের পূর্ণতা ঘোষিত হয় এবং নবুয়তের ধারা সমাপ্ত হয়। তিনি নবি-রাসুলগণের ধারায় সর্বশেষ আগমন করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ-

অর্থাৎ, 'মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবি।' (সূরা আল-আহযাব : আয়াত- ৪০)

অতএব প্রিয় নবি (সা.) ছিলেন সর্বশেষ নবি। তাঁর পরে আর কোনো নবি নেই। তাঁর পর আজ পর্যন্ত কোনো নবি আসেননি, কিয়ামত পর্যন্ত আসবেনও না। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে সর্বশেষ নবি হিসেবে বিশ্বাস করা ইমানের অন্যতম অঙ্গ। উদ্দীপকে কালিম মিয়ার ধারণার মধ্যে সর্বশেষ নবির প্রতি বিশ্বাসের ঘাটতি রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, খতমে নবুয়তের প্রতি কালিম মিয়ার অবিশ্বাস রয়েছে।

ঘ মুরতাজার বিশ্বাসটি ইমানের মৌলিক বিষয় 'আখিরাতের' প্রতি বিশ্বাস এর অন্তর্ভুক্ত।

দুনিয়ার পরে যে চিরস্থায়ী জীবন তাই আখিরাত বা পরকাল। সেখানে কবর, হাশর, মিযান, সিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি কতগুলো পর্যায় রয়েছে। সেখানে মানুষকে দুনিয়ার জীবনের সকল কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। ভালো কাজ করলে মানুষ জান্নাত লাভ করবে। আর অসৎ কাজের জন্য জাহান্নাম। সৎকর্মশীল জীবন গঠনে আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে জীবন পরিচালনার নীতি ও আদর্শের অনুসরণ করতে বাধ্য করে। যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে সে প্রত্যহ তার প্রতিটি কাজের হিসাব নিজেই নিয়ে থাকে। এভাবে দৈনন্দিন আত্মসমালোচনার মাধ্যমে মানুষ তার ভুলত্রুটি শোধরিয়ে নিয়ে সচ্চরিত্রবান হিসেবে গড়ে ওঠতে পারে। এভাবে পরকালীন জীবনে জান্নাত লাভের আশা মানুষকে সৎকর্মশীল হতে সাহায্য করে। জাহান্নামের শাস্তির ভয়ও মানুষকে অন্যায় ও পাপ থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করে। জাহান্নামিদের কাজ যেমন : আল্লাহর আদেশ না মানা, পার্থিব লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে অন্যায়-অনৈতিক কাজ করা ইত্যাদি থেকে মানুষ বিরত থাকে। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে বড় বড় অন্যায় এবং অনৈতিক কাজের পাশাপাশি ছোট ছোট পাপ ও অসৎ কাজ থেকেও বিরত রাখে।

সুতরাং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস সৎকর্মশীল জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▸ ০২ দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী তাসিন এ বছর শীতের ছুটিতে তার মামাতো ভাইয়ের সাথে হরিণঘাটা পর্যটন কেন্দ্র দেখতে গেল। বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী সবুজ বন বেষ্টিত পর্যটন টাওয়ারে উঠে সমুদ্রের নীল জলরাশি দেখে অভিভূত হয়ে গেল। মনের অজান্তে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, দয়াময় প্রভু কত সুন্দর করে সমুদ্র তৈরি করেছেন। মামাতো ভাই তামিম বলল, এ সৃষ্টি জগৎ প্রাকৃতিকভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। এতে প্রভুর দয়ার কী আছে?

ক. মানবিক মূল্যবোধ কী? ১

খ. "আমি এই কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেইনি।" আল্লাহর এই বাণীটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. তামিমের মন্তব্যে যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে তা ইসলামি শরিয়তের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তাসিনের উক্তিটির যৌক্তিকতা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব বিষয় একমাত্র মানুষের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি হওয়ার যোগ্য তাই মানবিক মূল্যবোধ।

খ 'আমি এই কিতাবে কোনোকিছুই বাদ দিইনি'– আয়াতটি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার। এ কিতাব দ্বারা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মর্যাদাবান গ্রন্থ। এটি দুনিয়ার সকল গ্রন্থ এমনকি অন্যান্য আসমানি কিতাবের তুলনায় স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এর সমতুল্য আর কোনো কিতাব নেই। আল-কুরআন পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব। এ গ্রন্থ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার। সব বিষয়ের মূলনীতি এ গ্রন্থে বিদ্যমান।

গ তামিমের বক্তব্যে কুফরি বিষয়টি ফুটে উঠেছে, যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ।

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর যেকোনো একটির প্রতি অবিশ্বাস করাকেই কুফর বলা হয়। কুফরের ফলে শুধু দুনিয়াতেই নয় আখিরাতেও শোচনীয় পরিণতি ভোগ করতে হবে। তাই তামিমের কুফরির কারণে তাকে ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করতে হবে।

উদ্দীপকে তামিম সৃষ্টিকর্তা তথা মহান আল্লাহকে অস্বীকার করেছে। এর পরিণতি ও কুফল অত্যন্ত মারাত্মক। কুফর মানুষের মধ্যে অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতার জন্ম দেয়। কাফিরদের জন্য সমাজে ব্যভিচার ও অসামাজিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়। কাফিররা সমাজে অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য হিসেবে পরিচিতি পায়। আবার পরকালে অবিশ্বাসী হওয়ায় তারা সমাজে নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। এভাবে সমাজে পাপাচার বৃদ্ধি পায়। কাফিররা তাকদিরের বিশ্বাসী নয়। ফলে তাদের জীবন চরম হতাশার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। তাছাড়া কুফর সমাজে নানা অনৈতিকতার প্রসার ঘটায়। সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, পালনকর্তা প্রভৃতি বিষয়ে অবিশ্বাস করায় মহান আল্লাহ তাদের উপর অসন্তুষ্ট হন। কুফরকারীদের জন্য আল্লাহ পরকালে জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُوْلٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ অর্থাৎ, 'যারা কুফরি করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।' (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-৩৯)

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে তামিমের কুফরির কারণে তাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। তাকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

ঘ তাসিনের উক্তিতে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মহান প্রভুর পরিচয় ফুটে উঠেছে।

ইমানের সাতটি মৌলিক বিষয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বাপেক্ষা বিষয় হলো আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর প্রদেয় নিয়ামতের উপর গভীর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করা। মুসলিম হতে হলে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং বিশ্বজগতের সবকিছু তাঁরই সৃষ্টি। এগুলোকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাসিনের বক্তব্যও এই দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করে।

উদ্দীপকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী তাসিন এ বছর শীতের ছুটিতে তার মামাতো ভাইয়ের সাথে হরিণঘাটা পর্যটন কেন্দ্র দেখতে গেল। বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী সবুজ বন বেষ্টিত পর্যটন টাওয়ারে উঠে সমুদ্রের নীল জলরাশি দেখে অভিভূত হয়ে গেল। মনের অজান্তে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, দয়াময় প্রভু কত সুন্দর করে সমুদ্র তৈরি করেছেন। তার এই বক্তব্যে মহান আল্লাহ যেসব সৃষ্টির স্রষ্টা তা ফুটে উঠেছে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টিকর্তা। বিশ্বজগৎ ও তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই তার সৃষ্টি। আল্লাহ তায়ালা বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করেছেন যাতে মানুষ উপকৃত হয় এবং পৃথিবীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। তিনি নদী ও সাগর সৃষ্টি করেছেন যাতে মানুষ মাছ ও পানি পেতে পারে। তিনি পাহাড় সৃষ্টি করেছেন যাতে পৃথিবী ভেঙে না পড়ে। তিনি আকাশকে সৃষ্টি করেছেন যাতে ছাদরূপে মানুষ বিচরণ করতে পারে। এসব সৃষ্টি আল্লাহ তায়ালার কুদরত আর অসীম ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে। উদ্দীপকের তাসিনের বক্তব্যে এই দিকটি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং উদ্দীপকে তাসিনের বক্তব্যে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহ তায়ালার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ পৃথিবীর অন্যতম ম্যানগ্রোভ বন হচ্ছে সুন্দরবন। একদল অসাধু কাঠ ব্যবসায়ীর হাতে এ বন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রাণী রয়েল বেঙ্গল টাইগারসহ বহু বন্য প্রাণী বিলুপ্তির পথে। এছাড়াও কলকারখানার বিষাক্ত বর্জ্য ও পলিথিন বনের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবেশবাদীরা এখন সুন্দরবন রক্ষার জন্য সচেতন হয়ে উঠেছেন। এই দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করে বাংলাদেশের এক প্রখ্যাত গবেষক মন্তব্য করেন, গাছপালা রোপন ও পরিচর্যার ব্যাপারে মহানবি (সা.) এর বাণী অবশ্যই শিরোধার্য। অপরদিকে অন্য এক চিন্তাবিদ বলেন, 'সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন'। সুতরাং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে তার পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করে।"

ক. ফিলি হাদিস কাকে বলে? ১

খ. "সুন্নাহ বা হাদিস হলো আল কুরআনের পরিপূরক।"– বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. প্রথম গবেষক মহানবি (সা.)-এর যে বাণীটির প্রতি ইঙ্গিত করেছে তা উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দ্বিতীয় চিন্তাবিদের বক্তব্য তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? এর শিক্ষা তোমার জীবনে কী প্রভাব বিস্তার করতে পারে– বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফি'লি শব্দের অর্থ কাজ সম্বন্ধীয়। যে হাদিসে মহানবি (সা.)-এর কোনো কাজের বিবরণ স্থান পেয়েছে তাকে ফি'লি বা কর্মসূচক হাদিস বলা হয়।

খ কোথায়, কীভাবে, কোন সময়ে সালাত আদায় করতে হবে এর কোনো পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা আল-কুরআনে পাওয়া যায় না। বরং রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সালাতের সমস্ত নিয়মকানুন তাঁর হাদিস বা সুন্নাহ এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছেন। এভাবে আল-কুরআনের নির্দেশ ও সুন্নাহর বর্ণনার মাধ্যমে সালাত প্রতিষ্ঠা হয়।

মূলত, সুন্নাহ বা হাদিস হলো আল-কুরআনের পরিপূরক। আল-কুরআনে একে শরিয়তের দলিল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

وَمَآ اٰتٰتكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَانَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج

অর্থ : "রাসুল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর আর তোমাদের যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা আল-হাশর, আয়াত ৭)

সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, সুন্নাহ বা হাদিস শরিয়তের অন্যতম দলিল ও উৎস। আল-কুআনের পরই এর স্থান।

গ প্রথম গবেষক মহানবি (সা.) এর বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত হাদিসটির প্রতি ইঙ্গিত করেছে।

বৃক্ষরোপণ মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কাজ। মানুষ এর দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রয়োজন। বৃক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের সে প্রয়োজন পূরণ করে। বৃক্ষ থেকে আমরা খাদ্য, ওষুধ, পোশাক, কাঠ, ফল ইত্যাদি পাই। বৃক্ষ আমাদের আর্থিক সচ্ছলতাও প্রদান করে। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায়ও বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি, জলবায়ুর উষ্ণতা রোধ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বৃক্ষের অবদান অতুলনীয়। মহানবি (সা.) বৃক্ষরোপণের নির্দেশ দানের মাধ্যমে আমাদের এসব নিয়ামত ও উপকার লাভের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

উদ্দীপকে পৃথিবীর অন্যতম ম্যানগ্রোভ বন হচ্ছে সুন্দরবন। একদল অসাধু কাঠ ব্যবসায়ীর হাতে এ বন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রাণী রয়েল বেঙ্গল টাইগারসহ বহু বন্য প্রাণী বিলুপ্তির পথে। এছাড়াও কলকারখানার বিষাক্ত বর্জ্য ও পলিথিন বনের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবেশবাদীরা এখন সুন্দরবন রক্ষার জন্য সচেতন হয়ে উঠেছেন। এই দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করে বাংলাদেশের এক প্রখ্যাত গবেষক মন্তব্য করেন, গাছপালা রোপন ও পরিচর্যার ব্যাপারে মহানবী (সা.) এর বাণী অবশ্যই শিরোধার্য। মূলত প্রথম গবেষক মহানবি (সা.)-এর হাদিসের উপর আমল করেছেন। তার এ কাজটি সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে। ফলে তিনি নিজের অজান্তেই অনেক সাওয়াব লাভ করবেন। যেমন মহানবি (সা.) বলেন–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ -

অর্থাৎ, 'কোনো মুসলমান যদি বৃক্ষরোপণ করে কিংবা কোনো ফসল আবাদ করে, এরপর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু কিছু ভক্ষণ করে তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।' (বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং প্রথম গবেষক এর মন্তব্য যথার্থ।

ঘ দ্বিতীয় চিন্তাবিদের বক্তব্য আমার পাঠ্যবইয়ের 'মানবপ্রেম ও সৃষ্টির সেবা সম্পর্কিত' হাদিসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মানবপ্রেম ও সৃষ্টির সেবা সম্পর্কিত হাদিসের শিক্ষা অনুসারে কাজ করেছেন। যেমন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন–

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلَى عِيَالِهِ -

অর্থাৎ, 'সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন। সুতরাং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে তাঁর পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করে।' (বায়হাকি)

এই হাদিসের শিক্ষা হলো সকল সৃষ্টি আল্লাহ তায়ালার পরিজনস্বরূপ। সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন ও সদাচরণ করা ইসলামের আদর্শ। জীবজন্তু, পশুপাখির প্রতি দয়া প্রদর্শন করলে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন। সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ করার দ্বারা মানুষ মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত হতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, এক চিন্তাবিদ বলেন, 'সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন। সুতরাং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে তার পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করে।" অতএব, চিন্তাবিদের মন্তব্য যথার্থ। আর এর শিক্ষা মানবজীবনে অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▸ ০৪ 'ক' ও 'খ' ছোট বেলার বন্ধু। দু'জনই খুব মেধাবী। দু'জনই গুরুত্বপূর্ণ দুই অফিসের বড়ো কর্মকর্তা। 'ক' প্রচুর সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও ইয়াতিম, মিসকিন ও দরিদ্রদের প্রতি উদাসীন। কেউ সাহায্য সহযোগিতা চাইতে গেলে খারাপ আচরণ ও অপমান করেন। অপরপক্ষে 'খ' অনেক সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও সকলের প্রতি সুন্দর আচরণ করেন। রোগে-শোকে ধৈর্যহারা হন না। তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় বান্দাদের কখনও ত্যাগ করেন না। পার্থিব জগতে একটু কষ্ট হলেও পরজগতে আল্লাহ উত্তম পুরস্কার দিবেন।

ক. শরিয়ত কী? ১

খ. কুরআনুল কারিমের শানে নুযুল জানা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ক' এর আচরণ কুরআন মাজিদের কোন সূরার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? এ সূরাটির শিক্ষা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. 'খ' এর স্বভাব কুরআন মাজিদের কোন সূরার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা উল্লেখপূর্বক সূরাটির শিক্ষা বাস্তবতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামি কার্যনীতি বা জীবনপদ্ধতিকে শরিয়ত বলা হয়।

খ শানে নুযুল হচ্ছে সূরা বা আয়াত নাজিলের কারণ বা পটভূমি। শানে নুযুল জানার প্রয়োজনীয়তা অনেক। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

১. এর দ্বারা শরিয়তের বিধান প্রবর্তনের রহস্য জানা যায়।

২. আয়াতের অর্থ, উদ্দেশ্য ও সঠিক মর্মার্থ অবগত হওয়া যায়।

গ 'ক' এর আচরণ কুরআন মাজিদের সূরা আল-মাউন এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আল-কুরআনের ১০৭তম সূরা আল-মাউনে আল্লাহ তায়ালা যে বিষয়গুলো শিক্ষা দিয়েছেন, তা হলো– বিচার দিবসকে অস্বীকার করা খুবই জঘন্য কাজ; ইয়াতিম ও দুস্থদের তাড়িয়ে দেওয়া নয়, বরং তাদের যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। ইয়াতিম, নিঃস্বদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে উৎসাহ দিতে হবে; কোনোক্রমেই সালাতে অবহেলা করা চলবে না। লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করা যাবে না। বরং বিশুদ্ধ নিয়তে সঠিকভাবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সালাত আদায় করতে হবে। সালাতে উদাসীন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে মহাধ্বংস।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' প্রচুর সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও ইয়াতিম, মিসকিন ও দরিদ্রদের প্রতি উদাসীন। কেউ সাহায্য সহযোগিতা চাইতে গেলে খারাপ আচরণ ও অপমান করেন। যা সূরা আল-মাউন এর শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। সর্বোপরি এর শিক্ষা হলো এ সাংঘর্ষিক অবস্থা থেকে বিরত থাকতে হবে।

ঘ 'খ' এর স্বভাব পবিত্র কুরআন মাজিদের সূরা আদ-দুহা এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ সূরাটির শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সূরা আদ-দুহা আল-কুরআনের ৯৩তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ১১। এটি মক্কায় নাজিল হয়। সূরা আদ-দুহার ৯ ও ১০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'সুতরাং আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না এবং প্রার্থীকে ধমক দিবেন না।' এ আয়াত দুটির শিক্ষা হলো ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তিদের উচিত গরিব-দুঃখী, ইয়াতিম ও ভিক্ষুকদের কল্যাণ করা। অভাবী, সাহায্যপ্রার্থী ও ইয়াতিমদের প্রতি কঠোর হওয়া যাবে না। তাদের গালমন্দ কিংবা মারধর করা যাবে না এবং তাদের ধমকও দেওয়া যাবে না; বরং তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে।

প্রশ্ন ▸ ০৫ যুলকারনাইন এমন একটি ইবাদত পালন করেন যেটি সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলেন, এ ইবাদতটি একজন মুমিনকে সকল মন্দ ও গর্হিত কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। এর মাধ্যমে বান্দা তার প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করেন। অপরদিকে জুলহাস মিয়া অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি ২০২৩ সালের রমজান মাস শেষে আর্থিক হিসাব-নিকাশ করে ৭৪,৫০০ (চুয়াত্তর হাজার পাঁচশত) টাকা গরিব-দুঃখী ও অসহায় মানুষদের মাঝে বিতরণ করেন।

ক. নিসাব কী? ১

খ. হজের মাধ্যমে কীভাবে বিশ্বভ্রাতৃত্ব তৈরি হয়? ২

গ. জুলকারনাইনের পালনকৃত ইবাদতটি চিহ্নিত করে এর সামাজিক গুরুত্ব তুলে ধরো। ৩

ঘ. জুলহাস মিয়ার ইবাদতটি চিহ্নিত করে এর অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদের নির্ধারিত পরিমাণকে নিসাব বলে।

খ হজের মাধ্যমে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব তৈরি হয়। প্রতিবছর বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলিম একই স্থানে সমবেত হয়। হজ বিশ্ব মুসলিমের মহাসম্মেলন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, "মানুষের নিকট হজের ঘোষণা করে দাও; তারা তোমার নিকট (মক্কায়) আসবে পায়ে হেঁটে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটের পিঠে আরোহণ করে। তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে।" (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত ২৭)

হজে এসে সবাই একই রকম পোশাক পরিধান করে আল্লাহর দরবারে নিজেকে সমর্পণ করে। সম্মিলিত কণ্ঠে আওয়াজ করে বলতে থাকে লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক : হাজির হে আল্লাহ! আমরা তোমার দরবারে হাজির।

গ জুলকারনাইনের পালনকৃত ইবাদতটি হলো সালাত। যার সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম।

সালাত ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ। পবিত্র কুরআনের বহুস্থানে সম্মিলিতভাবে সালাত আদায় করার কথা বলা হয়েছে। সালাতের কারণে দৈনিক পাঁচবার মুসলমানগণ একস্থানে মিলিত হবার সুযোগ পায়। একে অপরের খোঁজ নিতে পারে। সুখে-দুঃখে একে অপরের সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে। এতে তাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। এমনকি নামাজের সারিতে দাঁড়াতে গিয়ে উঁচু-নিচু কোনো ভেদাভেদ থাকে না। ফলে সালাত আদায়কারীদের মধ্যে সাম্য সৃষ্টি হয়। সালাত আমাদের সময়ের গুরুত্ব ও শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা দেয়।

সালাত নেতার অনুসরণ করতে এবং নিয়মতান্ত্রিক ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং সালাতের সামাজিক গুরুত্ব অত্যধিক। সালাত সুস্থ, সুন্দর ও মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে মুখ্য ভূমিকা রাখে। অতএব আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ রেখে সালাত আদায় করে জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করব।

ঘ জুলহাস মিয়ার ইবাদতটি যাকাত এর অন্তর্ভুক্ত। যার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম।

নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী কেউ হলে এবং ওই সম্পদ তার নিকট এক বৎসর সঞ্চিত থাকলে তাকে শরিয়ত নির্ধারিত হারে যাকাত প্রদান করতে হয়। যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ এবং একটি কল্যাণকর অর্থব্যবস্থা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর (সূরা আন-নূর : আয়াত-৫৬)। আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, 'আপনি তাদের ধনসম্পদ থেকে সাদাকা (যাকাত) গ্রহণ করুন। এর মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র করবেন এবং পরিশুদ্ধ করবেন' (সূরা আত-তাওবা : আয়াত-১০৩)। যাকাত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো যাতে সম্পদ ধনী লোকের কাছে পুঞ্জীভূত না হয় এবং অর্থনৈতিক সাম্য সৃষ্টি হয়। ধনী-গরিবের ব্যবধান লাঘব হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের অর্থশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।' (সূরা আল-হাশর : আয়াত-৭) অতএব, যাকাতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▸ ০৬ জনাব 'X' বাংলাদেশের একজন শিল্পপতি। তিনি বেশকিছু শিল্পকারখানার মালিক। জনাব 'X' নামাজ, রোযার ব্যাপারে খুবই সতর্ক। অথচ শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি প্রদানে গড়িমসি করেন। ব্যাপারটি কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম সাহেবের দৃষ্টিগোচর হলে তিনি বলেন, 'X' এর কাজটি ইসলামের নীতি বিরোধী। অপরদিকে, সাজু নামের ৮ম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী বাসে চড়ে শহরে যাওয়ার সময় তার এক শিক্ষককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে তার নিজ সিট ছেড়ে শিক্ষককে বসতে দিল। শিক্ষক অত্যন্ত খুশি হয়ে তার এই বিনয়ী শিক্ষার্থীর জন্য মন-প্রাণ উজাড় করে দোয়া করলেন।

ক. শিক্ষার্থী কাকে বলে? ১

খ. ইসলামে ইলমের গুরুত্ব বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. সাজুর মধ্যে একজন আদর্শ শিক্ষার্থীর যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে তুলে ধরো। ৩

ঘ. ইমাম সাহেবের মন্তব্যের আলোকে 'X' এর পরিণতি কুরআন ও হাদিসের আলোকে তুলে ধরো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে নিয়মিত লেখাপড়া করে এবং শেখার প্রতি আগ্রহী ও যত্নশীল থাকে তাকে শিক্ষার্থী বলা হয়।

খ ইসলামে ইলম শিক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক। পবিত্র কুরআনের প্রথম নাজিলকৃত শব্দই হলো اِقْرَأْ তথা পড়ুন। পড়ার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন হয় বিধায় মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে এবং পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে উঠতে জ্ঞানচর্চা অপরিহার্য। তাই ইসলাম জ্ঞানার্জনকে সকল মুসলিমের উপর ফরজ (আবশ্যক) করেছে। মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ। (ইবনে মাজাহ)

গ সাজুর মধ্যে একজন আদর্শ শিক্ষার্থীর বিনয়ী বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

যে নিয়মিত লেখাপড়া করে এবং শেখার প্রতি আগ্রহী ও যত্নশীল থাকে তাকে শিক্ষার্থী বলে। তবে আদর্শ শিক্ষার্থীর কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক।

উদ্দীপকে সাজু নামের ৮ম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী বাসে চড়ে শহরে যাওয়ার সময় তার এক শিক্ষককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে তার নিজ সিট ছেড়ে শিক্ষককে বসতে দিল। শিক্ষক অত্যন্ত খুশি হয়ে তার এই বিনয়ী শিক্ষার্থীর জন্য মন-প্রাণ উজাড় করে দোয়া করলেন। একজন আদর্শ শিক্ষার্থীর এরূপ বৈশিষ্ট্যই হওয়া উচিত। আদর্শ ছাত্র শিক্ষকের আদেশ-নিষেধ মেনে চলে এবং শিক্ষক যা শিক্ষা দেন তা মনোযোগ সহকারে শোনে। তারা শ্রেণিকক্ষে এবং বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখে, শিক্ষকের সাথে নম্র, ভদ্র ও উত্তম আচরণ করে। শিক্ষকগণ অপছন্দ করেন এমন কাজ কখনোই আদর্শ ছাত্ররা করে না। তারা সর্বাবস্থায় শিক্ষকের কল্যাণ কামনা করে, খোঁজ-খবর নেয় এবং মৃত্যুর পর তাদের জন্য দোয়া করে। এছাড়াও আদর্শ শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের দেওয়া শিক্ষা অনুযায়ী সৎগুণে নিজেদেরকে গুণান্বিত করে। এসব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষকসহ সবাই ভালোবাসে। অতএব, এটাই একজন আদর্শ শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য।

ঘ জনাব X শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি প্রদানে গড়িমসি করে শ্রমিকের অধিকার লঙ্ঘন অর্থাৎ কুরআন ও হাদিসের বিধান লঙ্ঘন করেছে। এর পরিণতি খুবই ভয়াবহ।

ইসলাম শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার প্রদান করেছে। এর মধ্যে প্রধানতম হলো– প্রাপ্য মজুরি যথাসময়ে প্রদান করা। শ্রমিকের মজুরি কাজের শুরুতে নির্ধারণ করে নিতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে তা পরিশোধ করতে হবে। ইসলাম অধীনস্ত লোকদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমাদের অধীনস্ত যেসব দাস-দাসী (শ্রমিক) রয়েছে তাদের প্রতিও সদয় হও।' (সূরা আন-নিসা : আয়াত-৩৬)

উদ্দীপকে জনাব X শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি প্রদানে গড়িমসি করেন। এতে শ্রমিকদের অনেক কষ্ট হয়। অথচ খুব দ্রুত শ্রমিকের পারিশ্রমিক আদায়ের ব্যাপারে ইসলামের বিধান সুস্পষ্ট। যেমন হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেন–

اَعْطُوا الْاَجِيْرَ اَجْرَهٗ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ عَرَقُهٗ -

অর্থাৎ, 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও' (ইবনে মাজাহ)। ফাতেমা চৌধুরীর স্বামী যথাসময়ে শ্রমিকের বেতন-ভাতা পরিশোধ না করে তাদের অধিকার হরণ করেছেন। অতএব এরূপ আচরণে ইসলাম কঠিন শাস্তির বিধান রেখেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৭ গণি মিয়া একজন আদর্শ কৃষক। আল্লাহ তায়ালার প্রতি রয়েছে তার অগাধ বিশ্বাস। নিজের জমি না থাকায় অন্যের জমি বর্গা চাষ করেন। তিনি একটি গাভী পালন করেন। গাভীর দুধ থেকে অর্ধেক তিনি নিজে রাখেন। বাকি অর্ধেক বাজারে বিক্রি করেন। একদিন গাভীর দুধ কম হওয়ায় তার স্ত্রী কিছু পানি মিশিয়ে দুধ বিক্রি করতে বলেন। গণি মিয়া বললেন, আমি এটা পারবনা। কেননা আমি যা কিছু করি সবটাই আল্লাহ দেখেন। কালকিয়ামতের দিনে আমি এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবো। অপরদিকে তারই ছোট ভাই তারা মিয়া গ্রামের বাজারে মুদি দোকানি। তিনি সরিষার তেলের সাথে পামওয়েল মিশিয়ে বিক্রি করেন। তিনি মাল ওজনেও কম দেন।

ক. আখলাক কাকে বলে? ১

খ. আখলাকে হামিদাহ মানবীয় মৌলিক গুণ ও জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. গণি মিয়ার মন্তব্য তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন পাঠের সাথে সম্পর্কিত? বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. তারা মিয়ার পরিণাম তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে তুলে ধরো। ৪

<u>৭নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক আখলাক হলো মানুষের স্বভাবসমূহের সমন্বিত রূপ। এককথায়, মানুষের সকল কাজ ও নীতির সমষ্টিকেই আখলাক বলা হয়।

খ আখলাকে হামিদাহর দ্বারাই মানুষ পূর্ণমাত্রায় মনুষ্যত্বের স্তরে উপনীত হয়। তাই আখলাকে হামিদাকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয়। মানবিকতা ও নৈতিকতার আদর্শ আখলাকে হামিদার মাধ্যমেই পরিপূর্ণতা লাভ করে। মানুষের ইহ ও পরকালীন সুখ, শান্তি উত্তম আখলাকের উপরই নির্ভরশীল। সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি যেমন সমাজের চোখে ভালো, তেমনি মহান আল্লাহর নিকটও প্রিয়। যেমন মহানবি (সা.)-এর হাদিসে বলা হয়েছে– اَحَبُّ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার নিকট সেই লোকই অধিক প্রিয়, চরিত্রের বিচারে যে উত্তম। (ইবনে হিব্বান)

গ গণি মিয়ার মন্তব্য আমার পাঠ্যবইয়ের আখলাকে হামিদার 'তাকওয়া' পাঠের সাথে সম্পর্কিত।

তাকওয়া অর্থ খোদাভীতি। শরিয়তের পরিভাষায় একমাত্র আল্লাহর ভয়ে সব ধরনের অন্যায়-অনাচার ও পাপ কাজ হতে বিরত থাকাকে তাকওয়া বলা হয়।

তাকওয়া একটি মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এর কারণেই ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ সবকিছু জানেন, শোনেন ও দেখেন। তিনি মানুষের অন্তরের গোপন খবরও জানেন, তাঁর কাছে মন্দকাজের জবাবদিহি করতে হবে। তাই সে ব্যক্তি কোনোরকম পাপ চিন্তা করতে বা পাপকর্মে লিপ্ত হতে পারে না। কারণ সে জানে, অন্য সবাইকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আল্লাহ তায়ালাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। যে মুমিনের অন্তরে তাকওয়া বিদ্যমান, সে কোনো অবস্থাতেই প্রলোভনে পড়বে না এবং নির্জন স্থানেও পাপকর্ম করবে না।

আর এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেন উদ্দীপকের গণি মিয়া। কেননা তিনি একটি গাভী পালন করেন। গাভীর দুধ থেকে অর্ধেক তিনি নিজে রাখেন। বাকি অর্ধেক বাজারে বিক্রি করেন। একদিন গাভীর দুধ কম হওয়ায় তার স্ত্রী কিছু পানি মিশিয়ে দুধ বিক্রি করতে বলেন। গণি মিয়া বললেন, আমি এটা পারবনা। কেননা আমি যা কিছু করি সবটাই আল্লাহ দেখেন। কালকিয়ামতের দিনে আমি এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবো। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, জনাব গণি মিয়া তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত।

ঘ তারা মিয়ার কর্মকাণ্ড আখলাকে যামিমার 'প্রতারণার' অন্তর্ভুক্ত। যার পরিণাম খুবই ভয়াবহ।

প্রতারণা ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতাবিরোধী অতি গর্হিত কাজ।

প্রতারণা মিথ্যারই শামিল। মিথ্যা যেমন ঘৃণ্য, প্রতারণাও তেমনি ঘৃণ্য। এটি একটি সমাজদ্রোহী পাপ।

ইসলাম সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে, জীবনে যা কিছু করবে তার মধ্যে ফাঁকি ও প্রতারণার স্থান নেই। ইসলাম সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণকে কোনোমতেই সমর্থন করে না। কুরআন মাজিদে ঘোষণা করা হয়েছে–

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ, 'তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ কর না এবং তোমরা জেনেশুনে সত্য গোপন কর না' (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-৪২)। পণ্যের দোষ গোপন করা সম্বন্ধে রাসুল (সা.)-এর উক্তি হচ্ছে, 'যে ব্যক্তি দোষযুক্ত পণ্য বিক্রি করে এবং ক্রেতাকে দোষের কথা জানায় না, এমন ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহর রোষের মধ্যে থাকবে এবং ফেরেশতারা সর্বদা তাকে অভিশাপ দিতে থাকবে।'

উদ্দীপকে তারা মিয়া প্রতারণা করে আল্লাহ পাকের অবিরাম ক্রোধ এবং ফেরেশতাদের অবিরাম লানত কুড়িয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, প্রতারণা দ্বারা অর্জিত জীবিকা হারাম। আর যে দেহ হারাম রুজি দ্বারা পরিপুষ্ট তার স্থান হবে জাহান্নাম।

প্রশ্ন ▶ ০৮ 'ক' একজন দরিদ্র কৃষক। তিনি সংসারের ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি গাভী পালন করেন। গাভীর দুধ বিক্রিতে সংসার চলছে। এতে তার প্রতিবেশীর মন বেজায় খারাপ। মাঝে-মধ্যে তিনি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। তিনি গাভীর ক্ষতি কামনা করেন। এমনকি ধ্বংস কামনাও করেন। অপরদিকে 'খ' ইসলামি নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অনেক বক্তব্য দিয়ে থাকেন কিন্তু ব্যবসায় সে নিয়ম-কানুন মানছে না। ওজনে গরমিল করে। ফলে ব্যবসায় ধ্বস নামতে শুরু করে। এমতাবস্থায় ইমাম সাহেব বললেন আল্লাহর বিধান মোতাবেক চলুন, তাহলে কামিয়াব হবেন।

ক. আত্মশুদ্ধি বলতে কী বোঝায়? ১

খ. "কর্তব্যপরায়ণতা মুমিনের অন্যতম গুণ"- উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ক' এর কাজে প্রতিবেশীর মনোভাবে কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. 'খ' এর কর্মকাণ্ড চিহ্নিতপূর্বক পরিণতি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক আত্মশুদ্ধি হলো সর্বপ্রকার অনৈসলামিক কথা ও কাজ থেকে নিজ অন্তরকে মুক্ত ও নির্মল রাখা।

খ মানবজীবনে কর্তব্যপরায়ণতার গুরুত্ব অপরিসীম।
কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিকে সবাই শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। এমন ব্যক্তিরা জীবনে সফলতা অর্জন করে। মুমিনের অন্যতম গুণ হলো– অন্যের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করা। পরকালে মহান আল্লাহ দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। সেদিন যারা সঠিকভাবে দায়িত্ব কর্তব্য পালন করেছে তারাই সফলতা ও জান্নাত লাভ করবে।

গ 'ক' এর কাজে প্রতিবেশীর মনোভাবে আখলাকে যামিমার 'হিংসা' বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।
ইসলামি পরিভাষায় অন্যের সুখ-সম্পদ, শান্তি-সাফল্য, ধ্বংস হওয়া ও নিজে এর মালিক হওয়ার কামনাকে হিংসা বলে। হিংসা-বিদ্বেষ মানব চরিত্রের অত্যন্ত নিন্দনীয় অভ্যাস। যা মানব চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়। হিংসুক কখনই সচ্চরিত্রবান হতে পারে না। কেননা গর্ব, অহংকার, পরশ্রীকাতরতা, শত্রুতা, অন্যের অনিষ্ট কামনা ইত্যাদি হিংসার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। হিংসুক ব্যক্তির মধ্যে এসব অভ্যাস গড়ে ওঠে। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা আগুন যেমন কাঠকে খেয়ে ফেলে (পুড়িয়ে দেয়), হিংসাও তেমনি মানুষের সৎকর্মগুলোকে খেয়ে ফেলে (নষ্ট করে দেয়)।' (আবু দাউদ)
উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' একজন দরিদ্র কৃষক। তিনি সংসারের ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি গাভী পালন করেন। গাভীর দুধ বিক্রিতে সংসার চলছে। এতে তার প্রতিবেশীর মন বেজায় খারাপ। মাঝে-মধ্যে তিনি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। তিনি গাভীর ক্ষতি কামনা করেন। এমনকি ধ্বংস কামনাও করেন। যা হিংসার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বলা যায়, প্রতিবেশীর আচরণে আখলাকে যামিমার হিংসা বিষয়টির প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ 'খ' এর কর্মকাণ্ড আখলাকে যামিমার 'প্রতারণার' অন্তর্ভুক্ত। যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ।
প্রতারণা অর্থ ঠকানো, ফাঁকি দেওয়া, ধোঁকা দেওয়া, বিশ্বাস ভঙ্গ করা। প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে ফাঁকি বা ধোঁকার ওপর ভিত্তি করে নিজ স্বার্থ হাসিল করাই প্রতারণা। সাধারণত আর্থিক লেনদেনে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতারণার দৃষ্টান্ত বেশি দেখা যায়। 'খ' এ কাজের সাথেই সংশ্লিষ্ট।
উদ্দীপকের 'খ'-ইসলামি নিয়ম-কানুন জানলেও নিজের ব্যবসায় মান্য করে না। এমনকি ওজনেও কম দেয়। তার এ কাজটি প্রতারণার শামিল। আর প্রতারণার ইহকালীন ও পরকালীন কুফল সীমাহীন। প্রতারণার মাধ্যমে দুটো পাপ হয়। একটি মিথ্যা ও অপরটি বিশ্বাস ভঙ্গ করা। যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে প্রকৃত মুমিন নয়। আমাদের প্রিয়নবি (সা.) বলেছেন, 'যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।' (তিরমিযি) ইসলামি শরিয়তে প্রতারণা করা, ধোঁকা দেওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম। এটি একটি সমাজদ্রোহী অপরাধ। এর মাধ্যমে পরস্পরের আস্থা ও বিশ্বাস নষ্ট হয়। সমাজে শত্রুতা জন্ম নেয়। প্রতারণাকারী মানব সমাজে যেমন ঘৃণিত তেমনি আল্লাহর নিকটও ঘৃণিত। আখিরাতে তার জন্য রয়েছে দুর্ভোগ ও শাস্তি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকের নিকট থেকে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তারা মেপে বা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়।' (সূরা-আল মুতাফ্ফিফিন, আয়াত ১-৩)
উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, 'খ'-এর কাজ অর্থাৎ প্রতারণা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। তাই এটি বর্জন করা অবশ্য কর্তব্য।

প্রশ্ন ▸ ০৯ নগরীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবার রেখে যাওয়া অঢেল সম্পত্তি ও নিজের চাকুরির টাকা দিয়ে নিজ বাড়িতে গড়ে তুলেছেন এক বিশাল শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র। এখানে শতাধিক ইয়াতিম, অনাথ ও দুঃস্থ শিশু আশ্রয় পেয়ে উন্নত পরিবেশে বড় হচ্ছে। অপরদিকে তারই ছোট বেলার বন্ধু জনাব আকিল উদ্দীন অফিসের একজন বড় কর্মকর্তা। তিনি পকেটে বাড়তি টাকা না পেলে ফাইলে সাক্ষর করেন না। জনসাধারণ তার এহেন কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হলেও ভয়ে কোনও কথাবার্তা বলেন না।

ক. 'খায়িন' কাকে বলে? ১

খ. 'যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ইমান নেই'– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. প্রধান শিক্ষকের কর্মকাণ্ড তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৩

ঘ. জনাব আকিল উদ্দীন এর কাজটি ইসলাম সম্মত নয়– কথাটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যক্তি গচ্ছিত জিনিসের খিয়ানত করে তাকে খায়িন (اَلْخَائِنُ) বলা হয়।

খ আমানত রক্ষা করা আখলাকে হামিদাহর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। সচ্চরিত্র ব্যক্তির মধ্যে আমানতদারি বিশেষভাবে বিদ্যমান থাকে। আমানত রক্ষা করা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করতে।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৫৮)
আমানত রক্ষা করা মুমিনের জন্য আবশ্যক। প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি কোনো অবস্থাতেই আমানতের খিয়ানত করে না। মহানবি (সা.) বলেছেন,

لَاإِيْمَانَ لِمَنْ لَّاأَمَانَةَ لَهُ -

অর্থ : "যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ইমান নেই।" (মুসনাদে আহমাদ)

গ প্রধান শিক্ষকের কর্মকাণ্ড আখলাকে হামিদার 'মানবসেবার' অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের কাজের ফলে সে দুনিয়াতে আল্লাহর সাহায্য এবং পরকালে চিরসুখের স্থান জান্নাত লাভ করতে পারবে।
মানবসেবা বলতে মানুষের সেবা, পরিচর্যা, যত্ন নেওয়া, সাহায্য-সহযোগিতা করা প্রভৃতিকে বোঝায়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবা করা মানবসেবার আওতাভুক্ত। যারা মানুষের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রাখেন তারা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন। আল্লাহ তাদের প্রতিনিয়ত সহায়তা করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নগরীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবার রেখে যাওয়া অঢেল সম্পত্তি ও নিজের চাকুরির টাকা দিয়ে নিজ বাড়িতে গড়ে তুলেছেন এক বিশাল শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র। এখানে শতাধিক ইয়াতিম, অনাথ ও দুঃস্থ শিশু আশ্রয় পেয়ে উন্নত পরিবেশে বড় হচ্ছে। এসব কাজের মধ্য দিয়ে তারা আল্লাহ ও রাসুল (সা.)-এর নির্দেশ অনুসরণ করছে। কারণ মহানবি (সা.) বলেছেন, 'তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে আসমানে যিনি রয়েছেন, তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন' (তিরমিযি)। বস্তুত মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি সদয় হওয়া ও তাদের সাথে যথাযথ ব্যবহার করা। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সেবায় বা সাহায্যে রত থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ তাকে সাহায্য করতে থাকেন' (মুসলিম)। আর মানব সেবার প্রতিদান সীমাহীন। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'কোনো মুসলমান অন্য মুসলমানকে কাপড় দান করলে আল্লাহ তাকে জান্নাতের পোশাক দান করবেন; ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করলে আল্লাহ তাকে জান্নাতের সুস্বাদু ফল খাওয়াবেন; কোনো তৃষ্ণার্ত মুসলমানকে পানি পান করালে আল্লাহ তাকে জান্নাতের সিলমোহরকৃত পাত্র থেকে পবিত্র পানীয় পান করাবেন।' (আবু দাউদ)

পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মানবসেবা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। আল্লাহ মানবসেবীদের প্রভূত কল্যাণ ও মর্যাদা দান করেন। তাই প্রধান শিক্ষক তার সেবামূলক কাজের মাধ্যমে এ ধরনের প্রতিদান পাবেন।

ঘ জনাব আকিল উদ্দিনের কাজটি আখলাকে যামিমার 'ঘুষের' অন্তর্ভুক্ত। কেননা স্বাভাবিক প্রাপ্যের পরও অসদুপায়ে অতিরিক্ত সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করাকে ঘুষ বলে। যা উদ্দীপকের জনাব আকিল উদ্দিনের কাজে লক্ষণীয়।

ঘুষ মানবসমাজে অশান্তি ডেকে আনে। ঘুষখোর নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা করে এবং আমানতের খেয়ানত করে। নিজ ক্ষমতা ও দায়িত্বের অপব্যবহার করে। ঘুষদাতা ও ঘুষখোর অন্যের অধিকার হরণ করে। ফলে অধিকার বঞ্চিতদের সাথে তাদের শত্রুতা সৃষ্টি হয়। সমাজে মারামারি-হানাহানির সূত্রপাত হয়। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) সুদ ও ঘুষের লেনদেনকারীকে অভিসম্পাত করেছেন। নবি করিম (সা.) বলেছেন, 'ঘুষ প্রদানকারী ও ঘুষ গ্রহণকারী উভয়ের উপরই আল্লাহর অভিসম্পাত' (বুখারি ও মুসলিম)। ঘুষখোরদের পরিণতি প্রসঙ্গে রাসুল (সা.) বলেন, 'ঘুষদাতা ও ঘুষখোর উভয়ই জাহান্নামি।' (তাবারানি)

পরিশেষে বলা যায়, ঘুষ লেনদেন অত্যন্ত গর্হিত কাজ। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এরূপ কাজ কখনই করতে পারে না। তাই আমাদের সকলের সুদ ও ঘুষের লেনদেন থেকে বিরত থাকা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ১০ জনাব আকিবের ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে। তিনি জনসেবার নিয়তে এ বছর সিটি মেয়র পদে নির্বাচন করে বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। নির্বাচিত হয়েই তিনি এক বিশাল মতবিনিময় সভায় জনতার সম্মুখে এক যুগান্তকারী বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, "যতদিন আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) এর পথ অনুসরণ করি ততদিন আপনারা আমার অনুসরণ করবেন। আর ভুল পথে চললে আমাকে সাথে সাথে সংশোধন করে দিবেন। অপরদিকে তারই ঘনিষ্ঠ বন্ধু রূপম সাহেবও এ বছর উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়েই তার উপজেলায় ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক শাসন পরিচালনা শুরু করে দেন। স্বীয় সন্তান অবৈধভাবে সাধারণের উপর প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করলে তাকে কঠোর শাস্তি দেন। সাধারণ মানুষের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য গভীর রাতে ছদ্মবেশে পাড়া-মহল্লায় ঘুরে বেড়ান।

ক. আস সাবউল মুয়াল্লাকাত কী? ১

খ. 'হারবুল ফিজার' কেন অন্যায় সমর হিসেবে পরিচিত? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব আকিবের বক্তৃতা ইসলামের কোন মহামানবের বক্তৃতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ঐ মহামানবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরো। ৩

ঘ. রূপম সাহেবের কার্যক্রম কোন মহামানবের কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? বিশ্লেষণ করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'আস-সাবউল মুআল্লাকাত' হলো জাহিলি যুগের সাতটি গীতি কবিতা, যা সোনার কাপড়ে বাধাই করে কাবা শরিফের দেওয়ালে টাঙানো ছিল।

খ হারবুল ফিজারকে অন্যায় সমর বলার কারণ হলো– 'হারবুল ফিজার' কায়েস গোত্র অন্যায়ভাবে কুরাইশদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল এবং এ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল নিষিদ্ধ মাসে জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে। মহানবি (সা.) মাত্র ১২ বছর বয়সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে চাচার সাথে সিরিয়া যান। সিরিয়া থেকে ফিরে এসে তিনি হারবুল ফিজার যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখলেন। এ যুদ্ধ প্রায় পাঁচ বছর স্থায়ী ছিল। মহানবি (সা.) এ যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেননি। তবে এ যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

গ জনাব আকিবের বক্তৃতা ইসলামের অন্যতম কান্ডারি হযরত আবু বকর (রা.) এর বক্তৃতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

হযরত আবু বকর (রা.) বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক। রাসুল (সা.)-এর মৃত্যুর পূর্বে তিনি সার্বক্ষণিক তাঁর এবং ইসলামের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। কুরআন এবং সুন্নাহকে তিনি জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাই রাসুল (সা.)-এর মৃত্যুর পর (৬৩২ খ্রি.) তিনিই খিলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহ এবং রাসুল (সা.)-এর নির্দেশ মোতাবেক তিনি খিলাফত পরিচালনা করার শপথ গ্রহণ করেন। জনাব আকিবের মধ্যে তাঁর এ আদর্শেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব আকিবের ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে। তিনি জনসেবার নিয়তে এ বছর সিটি মেয়র পদে নির্বাচন করে বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। নির্বাচিত হয়েই তিনি এক বিশাল মতবিনিময় সভায় জনতার সম্মুখে এক যুগান্তকারী বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, "যতদিন আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) এর পথ অনুসরণ করি ততদিন আপনারা আমার অনুসরণ করবেন। আর ভুল পথে চললে আমাকে সাথে সাথে সংশোধন করে দিবেন। হযরত আবু বকর (রা.)-ও মুসলিম জাহানের খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর জনতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'যতদিন আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর অনুসরণ করি, ততদিন তোমরা আমার অনুসরণ করবে এবং আমাকে সাহায্য করবে। আর ভুল পথে চললে তোমরা আমাকে সাথে সাথে সংশোধন করে দেবে।' তার এ বক্তব্যে আল্লাহ ও রাসুল (সা.)-এর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ, গণতন্ত্র তথা জনগণের মতামতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং বলা যায়, জনপ্রতিনিধি আকিব সাহেব সর্বকালের অনুকরণীয় শাসক হযরত আবু বকর (রা.) এর বৈশিষ্ট্যকেই লালন করেছেন।

ঘ রূপম সাহেবের কার্যক্রম ইসলামের অন্যতম শাসক হযরত উমর (রা.) এর কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) ছিলেন ন্যায় এবং ইনসাফের মূর্তপ্রতীক। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি আপন-পর কোনো ভেদাভেদ করতেন না। তার চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। সত্য ও ন্যায়ের জন্য তিনি যেমন কঠোরতা অবলম্বন করতেন, তেমনি মানবতার জন্য তিনি কষ্ট অনুভব করতেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট তাকে পীড়া দিত। তাই তাদের দুঃখ মোচনে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতেন। উদ্দীপকে রূপম সাহেব তার এ মহান আদর্শকেই অনুসরণ করেছেন।

উদ্দীপকে রূপম সাহেবও এ বছর উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েই তার উপজেলায় ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক শাসন পরিচালনা শুরু করে দেন। স্বীয় সন্তান অবৈধভাবে সাধারণের উপর প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করলে তাকে কঠোর শাস্তি দেন। সাধারণ মানুষের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য গভীর রাতে ছদ্মবেশে পাড়া-মহল্লায় ঘুরে বেড়ান। একই বৈশিষ্ট্য হযরত উমর (রা.)-এর চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। তিনি ন্যায়বিচারক এবং নিরপেক্ষ শাসক ছিলেন। তাই নিজ পুত্র আবু শাহমাকে মদপানের অপরাধে কঠোর শাস্তি দেন। এছাড়াও একজন প্রজাবৎসল শাসক হিসেবে তিনি গভীর রাতে পাড়া-মহল্লায় ঘুরে ঘুরে প্রজাদের সার্বিক অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করেন। ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে নিজ কাঁধে করে আটার বস্তা তাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসেন। তিনি নিজ স্ত্রীকে নিয়ে যান প্রসব বেদনায় কাতর বেদুইন নারীকে সাহায্য করার জন্য।

পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, হযরত উমর (রা.) ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ। ন্যায় ও জবাবদিহিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা, প্রজাকল্যাণ সাধন করে তিনি আদর্শ শাসক হিসেবে ইতিহাসে অনুকরণীয় হয়ে আছেন। উদ্দীপকে জনপ্রতিনিধি রূপম সাহেব তার এসব আদর্শের আংশিক ধারণ করেছেন।

প্রশ্ন ▶ ১১ আবরার মাত্র ছয় মাসের মধ্যে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেছেন। এতে এলাকার মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। মাত্র বারো বছর বয়সেই তিনি কয়েকশ হাদিস মুখস্ত করেছেন। অন্যদিকে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এস.এস.সি পরীক্ষার্থীরা বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করে। দ্রবণ, পরিস্রবণসহ বিভিন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক সমস্যা সফলভাবে সম্পাদন করে। এক শিক্ষার্থীতো উড়োজাহাজ তৈরি করে আকাশে উড়িয়ে হইচই ফেলে দেয়। উক্ত বিদ্যালয়ের সভাপতি স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব 'ক' শিক্ষার্থীদের ভূয়সী প্রশংসা করলেন এবং মন্তব্য করলেন, আমাদের বিদ্যালয়ের ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা একদিন দেশ সেরা বিজ্ঞানী হবে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন, দ্রবণ, পরিস্রবণ শাস্ত্রের জনক হলেন মধ্যযুগের একজন মুসলিম মনীষী।

ক. মহানবি (সা.) এর শৈশবকালে আরবের কোন গোত্র বিশুদ্ধ আরবিতে কথা বললেন? ১

খ. "আজ তোমাদের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই, যাও তোমরা মুক্ত ও স্বাধীন"।– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. হাফিজ আবরারের স্মৃতিশক্তির সাথে কোন মুসলিম মনীষীর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? তার জ্ঞানার্জন সম্পর্কে যা জানো লেখো। ৩

ঘ. বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মধ্যযুগের মহান মুসলিম মনীষীর অবদান নিরূপণ করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (সা.) এর শৈশবকালে আরবের বনুসা'দ গোত্র বিশুদ্ধ আরবিতে কথা বলতেন।

খ খেলাফত লাভের পর প্রথম খলিফার প্রদত্ত ভাষণে পূর্ণ গণতান্ত্রিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) খলিফা নির্বাচিত হয়ে জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, 'যতদিন আমি আল্লাহ ও তার রাসুল (সা.)-এর অনুসরণ করি ততদিন তোমরা আমার অনুসরণ করবে এবং আমাকে সাহায্য করবে। আর ভুল পথে চললে তোমরা আমাকে সাথে সাথে সংশোধন করে দেবে।'- এর মাধ্যমে তিনি জনগণকে খলিফার ভুল সংশোধনের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে পূর্ণ গণতান্ত্রিক চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

গ হাফিজ আবরারের স্মৃতিশক্তির সাথে ইমাম বুখারি (রহ.) এর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

বাল্যকাল থেকে জ্ঞানের প্রতি ইমাম বুখারি (রহ.)-এর প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি খুব তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। ফলে ছয় বছর বয়সেই পবিত্র কুরআন হিফজ (মুখস্থ) করে ফেলেন। দশ বছর বয়স থেকেই হাদিস মুখস্থ করা আরম্ভ করেন। ১৬ বছর বয়সেই তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ও আল্লামা ওয়াকি-এর লেখা হাদিস গ্রন্থদ্বয় মুখস্থ করেন। যা উদ্দীপকের আবরারের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

ইমাম বুখারি (রহ.) একসময় তাঁর মা ও ভাইসহ হজ করতে পবিত্র মক্কা নগরীতে গমন করেন। সেখানে তিনি হিজাযের মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদিসশাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। একাধারে ছয় বছর হাদিস বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার পর তিনি হাদিস সংগ্রহ করার জন্য কুফা, বাগদাদ, বসরা, মিসর, সিরিয়া, আসকালান, হিমস, দামিশক ইত্যাদি স্থানে গমন করেন। তিনি লক্ষাধিক হাদিস সনদসহ মুখস্থ করেন। তিনি স্বাধীনচেতা ও আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন বিধায় কোনো রাজা-বাদশার দরবারে গমনাগমন করতেন না। তিনি দীর্ঘ ১৬ বছর সাধনা করে ৬ লক্ষ হাদিস থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ৭২৭৫টি হাদিস সংবলিত বুখারি শরিফ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের আবরারের স্মৃতিশক্তির সাথে ইমাম বুখারির স্মৃতিশক্তি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের সাথে মধ্যযুগের মহান মুসলিম মনীষী জাবের ইবনে হাইয়ান এর অবদান সাদৃশ্যপূর্ণ।

আবু আব্দুল্লাহ জাবির ইবনে হাইয়ান দক্ষিণ আরবের আযদ বংশে ৭২২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাইয়ান একজন চিকিৎসক ছিলেন। গণিতশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ শেষে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি কুফায় চিকিৎসা জীবন শুরু করলেও এর মধ্যে তিনি রসায়নশাস্ত্রে উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি কুফায় একটি বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করে মৃত্যু পর্যন্ত (৮০৪ খ্রি.) সেখানেই গবেষণারত ছিলেন। রসায়নকে তিনি সর্বপ্রথম বিজ্ঞানের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রসায়ন ও বিজ্ঞানের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যথা পরিস্রবণ, দ্রবণ, ভস্মীকরণ, বাষ্পীকরণ, গলানো প্রভৃতি তাঁরই আবিষ্কার। তিনি তাঁর গ্রন্থে ধাতুর শোধন, তরলীকরণ, বাষ্পীকরণ, ইস্পাত তৈরির প্রক্রিয়া, লোহার মরিচা রোধক বার্নিশ, চুলের কলপ, লেখার কালি ও কাচ ইত্যাদি দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালি ও বিধি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। জাবির ইবনে হাইয়ান রসায়নশাস্ত্রের পরিপূর্ণতা দান করেছেন বিধায় তাকে এ শাস্ত্রের 'জনক' বলা হয়। উদ্দীপকের বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের কর্মকাণ্ডে এ বিষয়গুলোই পরিলক্ষিত হয়।

অতএব, মহান মুসলিম মনীষী জাবের ইবনে হাইয়ান এর অবদান অপরিসীম।

দিনাজপুর বোর্ড–২০২৪

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 1 1

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. হযরত দাউদ (আঃ) কীসের কাজ করতেন?
ⓚ কামারের ⓚ কৃষির ⓖ ব্যবসার ⓖ মেষ চরানোর

২. হাদিসশাস্ত্রে কার অবদান সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য?
ⓚ ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ⓚ ইমাম গাযালি (রহ.)
ⓖ ইমাম বুখারি (রহ.)
ⓖ ইমাম ইবনে জারির আত তাবারি (রহ.)

৩. আরাফা যোহরের নামাজের সুন্নতের পাশাপাশি আসরের নামাজের সুন্নতের প্রতিও যত্নবান, আরাফা আদায় করেন–
i. সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ ii. সুন্নতে যায়িদাহ iii. ওয়াজিব
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৪. 'মুত্তাকি' বলতে কী বুঝায়?
ⓚ যিনি সততার সাথে ব্যবসা করে
ⓚ যিনি আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করেন
ⓖ যিনি আল্লাহর ভয়ে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকেন
ⓖ যিনি মা-বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করেন

৫. ইজমার ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য নয়–
i. কুরআন সুন্নাহ দ্বারা সমাধানকৃত ii. সব কাজে ইজমা হবে
iii. কুরআন সুন্নাহ বিরোধী হবে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৬. "আমরা ছোটো জিহাদ থেকে বড়ো জিহাদের দিকে ফিরে এসেছি।" –রাসুল (সাঃ) এখানে বড়ো জিহাদ বলতে কী বুঝিয়েছেন?
ⓚ কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ⓚ শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ
ⓖ কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহদ ⓖ মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ

৭. 'ক' এর ধারণা কিয়ামতের আগে হযরত ঈসা (আঃ) দুনিয়াতে আবার নবি হিসেবে আসবেন।
'ক' এর ধারণা কেমন?
ⓚ রিসালাতে বিশ্বাস ⓚ খতমে নবুয়তের পরিপন্থি
ⓖ ঈসা (আঃ) এর নবুয়তের স্বীকৃতি ⓖ নবুয়তের ক্রমধারায় বিশ্বাস

৮. 'কাযযাব' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ কী?
ⓚ মিথ্যাবাদী ⓚ সত্যবাদী ⓖ মহাসত্যবাদী ⓖ চরম মিথ্যাবাদী

৯. নিচের কোনটি তাওহিদের বিপরীত?
ⓚ কুফর ⓚ শিরক ⓖ নিফাক ⓖ ইমান

১০. 'আকাইদ' বলতে কী বুঝ?
ⓚ বিশ্বাসমালা ⓚ নৈতিক জীবন ⓖ জীবন ব্যবস্থা ⓖ আল্লাহর দীন

১১. হযরত শিস (আঃ) এর উপর অবতীর্ণ সহিফা সংখ্যা কয়টি?
ⓚ ১০ ⓚ ২০ ⓖ ৩০ ⓖ ৫০

১২. "আপনি কুরআন আবৃত্তি করুন ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে" –এই আয়াত দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?
ⓚ নাযিয়া তিলাওয়াত ⓚ তাজবিদসহ তিলাওয়াত
ⓖ আস্তে আস্তে পড়া ⓖ কিরাত পড়া

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩ থেকে ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রায়হানদের বাসায় একজন ইয়াতিম ছেলে সাহায্যের জন্য আসলে তার মা বকা দিয়ে তাড়িয়ে দেন।

১৩. রায়হানের মায়ের কাজটি কোন সূরার শিক্ষার পরিপন্থি?
ⓚ সূরা মাউন ⓚ সূরা শামস
ⓖ সূরা ইনশিরাহ ⓖ সূরা তীন

১৪. রায়হানের মায়ের আচরণের ফলে তিনি–
i. সমাজে ঘৃণিত হবেন
ii. কাফির ও মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন
iii. আখিরাতে শাস্তি পাবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৫. লাবিব সবার সাথে মিথ্যা বলে এবং সুযোগ বুঝে প্রতারণা করে। এ ধরনের স্বভাব নিচের কোনটির মধ্যে পড়ে?
ⓚ শিরক ⓚ কুফর ⓖ নিফাক ⓖ ফিস্ক

১৬. আফজাল সাহেব একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ। তিনি এ বিষয়ে প্রচুর গবেষণা করেন। তার কোন মনীষীর তুলনা করা যায়?
ⓚ নাসির উদ্দিন তুসি ⓚ উমর খৈয়াম
ⓖ হাসন ইবনে হায়সাম ⓖ ইবনে খলদুন

১৭. কুরআন পঠনরীতি নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কথাটি কে হযরত উসমান (রাঃ) কে অবহিত করেন?
ⓚ হযরত হাফসা (রাঃ) ⓚ হযরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ)
ⓖ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)
ⓖ হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ)

১৮. সরকারিভাবে সর্বপ্রথম হাদিস সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন কে?
ⓚ হযরত আবু বকর (রাঃ) ⓚ হযরত উমর (রাঃ)
ⓖ হযরত উসমান (রাঃ)
ⓖ হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ)

১৯. রাসুল (সাঃ) কে সান্ত্বনা দিয়ে নিচের কোন সূরাটি নাযিল করা হয়েছে?
ⓚ সূরা দুহা ⓚ সূরা মাউন ⓖ সূরা তীন ⓖ সূরা শামস

২০. শ্রেণিতে সবাই একমত হলো আব্দুল্লাহকে শ্রেণি ক্যাপ্টেন বানাবে। এ ধরনের সিদ্ধান্তের সাথে নিচের কোন বিষয়ের মিল রয়েছে?
ⓚ কুরআন ⓚ কিয়াস ⓖ ইজমা ⓖ সুন্নাহ

২১. "পড়ুন আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।" –এ কথা দ্বারা কোন বিষয়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে?
ⓚ আল্লাহর নাম নিয়ে পড়া ⓚ আল্লাহর আদেশ পালন
ⓖ কুরআন নাযিলের সূচনা ⓖ জ্ঞানার্জনে ব্রতী হওয়া

২২. ভূগোলশাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ কোনটি?
ⓚ 'আল জামি' ⓚ 'আল-কানুন ফিত-তিব্ব'
ⓖ মুজামুল বুলদান ⓖ আর-রুসুল ওয়াল মুলুক

২৩. "সকল মানুষই আদম (আঃ) এর বংশধর" –এ কথা দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?
ⓚ বিশ্বভ্রাতৃত্ব ⓚ সবাই সমান
ⓖ ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ⓖ সবাই মাটির তৈরি

২৪. কখন শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ করতে হয়?
ⓚ ৮, ৯ ও ১০ জিলহজ ⓚ ৯, ১০ ও ১১ জিলহজ
ⓖ ১০, ১১ ও ১২ জিলহজ ⓖ ১০, ১১ ও ১২ জিলকদ

২৫. একজন অধীনস্ত কর্মচারীকে দৈনিক কতবার ক্ষমা করা যেতে পারে?
ⓚ চল্লিশ বার ⓚ পঞ্চাশ বার ⓖ সত্তর বার ⓖ একশত বার

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৬ থেকে ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন শেষে 'ক' বাবার টাকায় বাকি জীবন শেষ করতে চান। 'খ' চাকরি না পেলেও হাঁস-মুরগির খাবার করে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৬. 'ক' এর মানসিকতায় প্রকাশ পেয়েছে–
ⓚ অলসতা ⓚ দুর্বলতা ⓖ কর্মবিমুখতা ⓖ মিতব্যয়িতা

২৭. 'খ' এর কাজের ফলে–
i. নিজেকে স্বাবলম্বী করতে পারবে ii. সমাজে সম্মানজনকভাবে বাঁচতে পারবে
iii. সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৮. আশরাফ সাহেব নিজস্ব গাড়িতে ঢাকায় যাচ্ছিলেন। কুমিল্লা যাওয়ার পর ড্রাইভারকে বললেন, "আপনি একটু বিশ্রাম নিন, এবার আমি চালাই" আশরাফ সাহেবের এ কাজের সাথে কোন খলিফার কাজের সাদৃশ্য রয়েছে?
ⓚ হযরত আবু বকর (রাঃ) ⓚ হযরত আলী (রাঃ)
ⓖ হযরত উমর (রাঃ) ⓖ হযরত উসমান (রাঃ)

২৯. "আজ তোমাদের প্রতি কোনো অভিযোগ নেই, যাও তোমরা মুক্ত স্বাধীন" –রাসুল (সাঃ) এর উক্তিটি দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?
ⓚ ক্ষমা ⓚ মহানুভবতা ⓖ দয়া ⓖ ভালোবাসা

৩০. রহিম সাহেব মাস শেষে কর্মচারীদেরকে যথাসময়ে বেতন পরিশোধ করেন। ফলে তার কারখানা দিন দিন উন্নতি করছে। রহিম সাহেবের কাজে কী ফুটে উঠেছে?
ⓚ আত্মীয়তার সম্পর্ক ⓚ মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক
ⓖ মনিব-ভৃত্যের সম্পর্ক ⓖ মানবিক সম্পর্ক

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

দিনাজপুর বোর্ড–২০২৪

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল প্রশ্ন) **বিষয় কোড : 1 1 1**

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] **পূর্ণমান– ৭০**

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় 'ক' দৌড়ে ২য় স্থান অর্জন করেছে। কিন্তু বন্ধুদেরকে সে প্রথম হয়েছে বলে জানায়। অপরদিকে তার বড়ো ভাই একটি কোম্পানির ম্যানেজার হিসেবে ভালো বেতন ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। তাই তিনি প্রায়ই বলেন, "মূলতঃ আমার কোম্পানিই আমার উত্তম রিযিক দিয়ে থাকে"।

ক. 'ইমান' কী? ১

খ. "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত ধর্ম" –ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' এর আচরণে 'আকাইদ' এর কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ক' এর বড়ো ভাই এর বক্তব্যটি আকাইদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

২। 'খ' একজন মুদি দোকানদার। পাশাপাশি নানাজনকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য টাকা ধার দেন। মেয়াদ শেষে কিছু বাড়তি টাকাসহ তা আবার ফেরত নেন। মা তাকে এরূপ লেনদেন হারাম বললে, 'খ' উত্তরে বলে, "প্রায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান এভাবেই চলছে। তাই এটি হালাল। মা বললেন, "এসব কাজের হিসাব একদিন আল্লাহর কাছে দিতে হবে এবং তার ফলও ভোগ করতে হবে। এরকম বিশ্বাস লালন করতেন বলেই তোমার বাবা পুরো জীবনটা ন্যায় ও সত্যের পথে কাটিয়েছেন"।

ক. 'রিসালাত' কাকে বলে? ১

খ. 'কোনো কিছুই তার সদৃশ নয়'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আকাইদ এর কোন বিষয়ে বিশ্বাস 'খ' এর বাবার জীবনযাপনে প্রভাব বিস্তার করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর 'খ' এর বক্তব্যটি আকাইদ এর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৩। রাফসান একজন মেধাবী শিক্ষার্থী। সে স্নাতক পাস করার পর নানা জায়গায় চাকরির চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরে অল্প পুঁজি দিয়ে সে সততা ও ধৈর্যের সাথে ব্যবসা শুরু করে। কিছুদিন পর বড়ো ব্যবসায়ী হিসেবে তার জীবনে সমৃদ্ধি এসেছে। তার এ অবস্থা দেখে স্থানীয় ইমাম সাহেব বলেন, তুমি এভাবে সততার সাথে ব্যবসা চালিয়ে যাও, তাহলে পরকালে জিহাদে আত্মদানকারী ব্যক্তির মতো মর্যাদা পাবে।

ক. 'কিয়াস' কাকে বলে? ১

খ. 'আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমিই এর সংরক্ষক'। –ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রাফসান এর জীবনে কোন সূরার শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইমাম সাহেবের বক্তব্যের যথার্থতা সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। সাদিক সাহেব সকাল বেলায় এমন কিছু সূরা তিলাওয়াত করলেন যাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক নীতিমালা এবং যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিধান বর্ণিত হয়েছে। দুপুরে খাবার টেবিলে তিনি তাঁর পঠিত সূরাগুলোর শিক্ষা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর বড়ো ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "বাবা তোমাকে আল্লাহ নিঃস্ব থেকে স্বচ্ছল করেছেন। তাই তুমি অনাথ ও গরিবদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং কেউ সাহায্য চাইতে আসলে তাকে তাচ্ছিল্য করে ফিরিয়ে দেবে না।"

ক. 'শানে নুযুল' কাকে বলে? ১

খ. "কুরআন আবৃত্তি করুন ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে" –ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সাদিক সাহেব কোন প্রকারের সূরা তিলাওয়াত করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সাদিক সাহেবের উপদেশটি পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট সূরার আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৫। জনাব রাফি বাড়ির পাশের সরকারি রাস্তার দু'পাশে বেশকিছু গাছের চারা রোপণ করেন। তা দেখে বড়ো ছেলে শাফি বলেন, "সরকারি জায়গায় গাছ রোপণ করার দরকার কী"? উত্তরে তিনি বলেন, শুনো বাবা, এ গাছের নিচে কোনো পথিক বিশ্রাম নিবে, পাখিরা বাসা তৈরি করবে, আবার অন্য প্রাণীরাও ফল খেতে পারবে। পিতার উপদেশে শাফির চিন্তায় পরিবর্তন আসে। সে কলেজ থেকে ফেরার পথে পুকুরে পড়ে যাওয়া একটি বিড়াল ছানাকে উদ্ধার করে এবং যত্ন নিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। তা দেখে চাচা তাকী তাকে বলেন, ছোটো সৃষ্টির প্রতি তোমার এ সদয় আচরণের ফলে তুমিও আল্লাহর ভালোবাসা পাবে।

ক. 'সনদ' কাকে বলে? ১

খ. "কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে হাদিসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব রাফির কর্মকাণ্ডে কোন হাদিসের বাস্তবায়ন পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শাফির কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে চাচা তাকীর মন্তব্যের যার্থতা সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে নিরূপণ কর। ৪

৬। মিসেস তাহিরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত খাবার ও পানীয় গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকেন। তাঁর দু'ছেলে আজিম ও নাজিম বিশিষ্ট শিল্পপতি। আজিম তাঁর সমুদয় সম্পদ থেকে শতকরা ২.৫ টাকা হারে হিসাব করে তা দিয়ে কয়েকটি গাভি কিনে এলাকার গরিবদের মাঝে বণ্টন করে দেন। আর নাজিম তাঁর সম্পদের কোনো হিসাব না করে সামান্য অংশ গরিবদের মাঝে দেন। কারণ তিনি মনে করেন, গরিবদেরকে কিছু অংশ দান করলেই হলো।

ক. 'হাজ্জ' কাকে বলে? ১

খ. "নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে" –ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মিসেস তাহিরার কর্মকাণ্ডে কোন ইবাদত পরিলক্ষিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আজিম ও নাজিম এর কর্মকাণ্ডের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু? সংশ্লিষ্ট ইবাদতের বিধানের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৭। সাম্প্রতিক সামাজিক গণমাধ্যমে নকল ঔষধ তৈরির একটি প্রতিবেদন ভাইরাল হয়েছে। যা দেখে জনৈক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর মুখোমুখী হওয়ার চিন্তা থাকলে কোনো ব্যক্তি এরকম জঘন্য কাজ করতো না। উক্ত ব্যক্তির মন্তব্যের সাথে একাত্মতা পোষণ করে জসিম সাহেব বললেন, এরূপ আরো অনেক কাজ আমাদের সমাজে হচ্ছে। যেমন- কেউ মুদ্রা জাল করছে, কেউ ওজনে চুরি করছে, আবার কেউ মিথ্যা গুজব ছড়াচ্ছে। এরূপ যারা করে তারা কিন্তু আমাদের নবির উম্মত হিসেবে কখনো গণ্য হবে না।

ক. 'আখলাকে হামিদা' কাকে বলে? ১

খ. "লজ্জাশীলতা ইমানের একটি শাখা" –ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনৈক ব্যক্তির মন্তব্যে আখলাকে হামিদার কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জসিম সাহেবের মন্তব্যটি তুমি কি যথার্থ মনে কর? আখলাকে হামিদাহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে মতামত দাও। ৪

৮। বদরুল সাহেব একজন ধনী, উদার ও মানবদরদি লোক। গ্রামে সুপেয় পানির অভাব দেখা দিলে নিজ খরচে তিনি বেশ কয়েকটি গভীর নলকূপ স্থাপন করেন। এলাকার একটি পুরোনো মসজিদও নিজ ব্যয়ে সংস্কার করেন। তাঁর ছোটো ভাই ফজলুল সেনাবাহিনীর একজন চৌকস অফিসার ছিলেন। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনে দারুণ সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য সরকার তাঁকে 'বীর কেশরি' উপাধী দেন এবং 'বিজয়' নামক একটি তরবারি উপহার দেন। একজন সেনা অফিসার তাঁর সম্পর্কে বলেন, "আমাদের ফজলুল সাহেব একজন খলিফারই প্রতিচ্ছবি।"

ক. গণিত শাস্ত্রের জনক কে ছিলেন? ১

খ. "ইমাম বুখারি (রহঃ) কে কেন আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস" বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বদরুল সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোন খলিফার আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ফজলুল সাহেব সম্পর্কে সেনা অফিসারের মূল্যায়নের যথার্থতা সংশ্লিষ্ট খলিফার জীবন চরিত্রের আলোকে নিরূপণ কর। ৪

৯। 'ক' ও 'খ' অনভিজ্ঞ ঠিকাদার। 'ক' জনৈক কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত উপঢৌকন দিয়ে একটি কাজের বরাদ্দ নেন। আর 'খ' তার ঠিকাদারি থেকে আয়কৃত টাকা মূলধনের অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে মানুষকে ঋণ দেন। কেননা তিনি মনে করেন, এটা ঝুঁকিহীন বিনিয়োগ।

ক. 'পরিচ্ছন্নতা' কাকে বলে? ১

খ. "সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে" –ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' এর কর্মকাণ্ড আখলাকে যামিমাহ্র কোন বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'খ' এর কাজ ও ধারণা কুরআন-হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

১০। ইছামতি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে জনাব সাখাওয়াত এলাকার পাড়া-মহল্লায় ঘুরে ঘুরে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ নেন। তিনি কৃষি কাজের সম্প্রসারণে এলাকার ভরাট হয়ে যাওয়া খালগুলো খননের ব্যবস্থা নেন। গ্রাম আদালতের বিচারকার্যেও ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন। চেয়ারম্যান সাহেবের মেয়ে আসমা একজন মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীর বই অধ্যয়ন করছে। যিনি চিকিৎসা বিষয়ক শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অস্ত্রপচার পদ্ধতি গ্রিকদের চেয়েও উন্নত ছিল। বসন্ত ও হামের উপরও তাঁর যুগান্তকারী গবেষণা গ্রন্থ রয়েছে। আসমা মনে মনে বলে, চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর অবদান দেখি বিস্ময়কর।

ক. সুফফা কী? ১

খ. "মদিনা সনদ হলো মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান" –বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. জনাব সাখাওয়াতের মাঝে কোন মুসলিম খলিফার চরিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আসমার অধ্যয়নকৃত চিকিৎসা বিজ্ঞানী সম্পর্কে তার উপলব্ধি যথার্থ কি না? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

১১। রাকিব সাহেব সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও তার একমাত্র ছেলের বিয়েতে অযথা বিভিন্ন খরচ না করে প্রয়োজন মাফিক ব্যয় করেন। কেননা তিনি মনে করেন, এ অযথা খরচ অপচয়ের শামিল। বিষয়টি তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা স্বাভাবিকভাবে না নিয়ে সর্বত্রই বলে বেড়ায় রাকিব একজন কৃপণ লোক। তাদের আরেক আত্মীয় জামিল সাহেব বিষয়টি শুনে তাদের সতর্ক করে বলেন, "তোমাদের এমন মন্তব্য মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য"।

ক. 'আমানত' কাকে বলে? ১

খ. "স্বদেশ প্রেম একটি মহৎ মানবিক গুণ" –ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রাকিব সাহেবের কাজ ও মনোভাবে আখলাকে হামিদাহ্র কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আত্মীয়দের উদ্দেশ্যে জামিল সাহেবের সতর্কবাণীটি আখলাকে যামিমাহ্র সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	K	২	M	৩	K	৪	M	৫	K	৬	K	৭	L	৮	N	৯	L	১০	K	১১	N	১২	L	১৩	K	১৪	N	১৫	M
	১৬	M	১৭	N	১৮	N	১৯	K	২০	M	২১	N	২২	M	২৩	K	২৪	M	২৫	M	২৬	M	২৭	K	২৮	M	২৯	K	৩০	L

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় 'ক' দৌড়ে ২য় স্থান অর্জন করেছে। কিন্তু বন্ধুদেরকে সে প্রথম হয়েছে বলে জানায়। অপরদিকে তার বড়ো ভাই একটি কোম্পানির ম্যানেজার হিসেবে ভালো বেতন ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। তাই তিনি প্রায়ই বলেন, "মূলতঃ আমার কোম্পানিই আমার উত্তম রিযিক দিয়ে থাকে"।

ক. 'ইমান' কী? ১

খ. "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত ধর্ম" –ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' এর আচরণে 'আকাইদ' এর কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ক' এর বড়ো ভাই এর বক্তব্যটি আকাইদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং তদনুযায়ী আমল করাকে ইমান বলে।

খ আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে বহু আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান প্রেরণ করেছেন। এসব আদেশ-নিষেধ শরিয়ত হিসেবে প্রদান করেছেন। শরিয়তের সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ রূপ হলো ইসলাম। এটি হলো মানবজাতির জন্য নির্দেশিত সর্বশেষ ও সর্বোত্তম জীবন বিধান। আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে বলেন–

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত ধর্ম ও জীবন ব্যবস্থা।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯)

সুতরাং ইসলাম হলো আল্লাহ তায়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম। আর যিনি ইসলাম অনুসারে জীবন পরিচালনা করেন তাকে বলা হয় মুসলিম বা মুসলমান।

গ 'ক' এর আচরণে 'আকাইদ' এর অন্তর্ভুক্ত 'নিফাক' বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

নিফাক অর্থ হলো– ভণ্ডামি, কপটতা, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ইত্যাদি। ব্যবহারিক অর্থ হলো অন্তরে একরকম ভাব রেখে বাইরে এর বিপরীত অবস্থান প্রকাশ করা। রাসুল (সা.) মুনাফিকদের চিহ্ন বর্ণনা করে বলেন, 'মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, আর যখন কোনো কিছু তার নিকট আমানত রাখা হয় তার খিয়ানত করে।' (সহিহ বুখারি)

আলোচ্য উদ্দীপকে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় 'ক' দৌড়ে ২য় স্থান অর্জন করেছে। কিন্তু বন্ধুদেরকে সে প্রথম হয়েছে বলে জানায়। এর মাধ্যমে 'ক' মিথ্যা বলে মুনাফিকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

অতএব, বলা যায় 'ক' এর কর্মকাণ্ডে নিফাক প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ 'ক' এর বড়ো ভাই এর বক্তব্যটি আকাইদ সংশ্লিষ্ট বিষয় 'শিরক' এর অন্তর্ভুক্ত। যা জঘন্য অপরাধ।

শিরক হলো তাওহিদের বিপরীত। আল্লাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়। এটি একটি জঘন্য অপরাধ। 'ক' এর বড়ো ভাই এর কাজে এ জঘন্য অপরাধ করার দৃষ্টান্তই চোখে পড়ে।

উদ্দীপকে 'ক' এর বড়ো ভাই একটি কোম্পানির ম্যানেজার হিসেবে ভালো বেতন ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। তাই তিনি প্রায়ই বলেন, "মূলতঃ আমার কোম্পানিই আমার উত্তম রিযিক দিয়ে থাকে"। তার এ কাজটির মাধ্যমে আল্লাহর 'রিজিকদাতা' গুণটিতে অংশীদার সাব্যস্ত করেছেন যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আর এ ধরনের কাজ যারা করে তারা মুশরিক। তাদেরকে আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করেন না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন' (সূরা আন-নিসা : আয়াত-৪৮)। শিরক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তার প্রদত্ত নিয়ামত আমরা ভোগ করি। এরপর যদি কেউ আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে তবে তা অপেক্ষা বড় জুলুম আর হতে পারে না। এজন্য আল্লাহ মুশরিকদের উপর অসন্তুষ্ট হন। পরকালেও মুশরিকদের জন্য রয়েছে শাস্তি। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে আল্লাহ তার জন্য অবশ্যই জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম।'

(সূরা আল-মায়িদা : আয়াত-৭২)

সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকে 'ক' এর বড়ো ভাইয়ের কাজটি হলো শিরক। যার কাজটির পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

প্রশ্ন ▸ ০২ 'খ' একজন মুদি দোকানদার। পাশাপাশি নানাজনকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য টাকা ধার দেন। মেয়াদ শেষে কিছু বাড়তি টাকাসহ তা আবার ফেরত নেন। মা তাকে এরূপ লেনদেন হারাম বললে, 'খ' উত্তরে বলে, "প্রায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান এভাবেই চলছে। তাই এটি হালাল। মা বললেন, "এসব কাজের হিসাব একদিন আল্লাহর কাছে দিতে হবে এবং তার ফলও ভোগ করতে হবে। এরকম বিশ্বাস লালন করতেন বলেই তোমার বাবা পুরো জীবনটা ন্যায় ও সত্যের পথে কাটিয়েছেন"।

ক. 'রিসালাত' কাকে বলে? ১

খ. 'কোনো কিছুই তার সদৃশ নয়'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আকাইদ এর কোন বিষয়ে বিশ্বাস 'খ' এর বাবার জীবনযাপনে প্রভাব বিস্তার করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর 'খ' এর বক্তব্যটি আকাইদ এর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাহ তায়ালার পবিত্র বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বকে রিসালাত বলা হয়।

খ আলোচ্য আয়াতটি সূরা আশ-শুরার। আয়াতটিতে আল্লাহর একত্ববাদের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

আল্লাহ তায়ালার মতো কোনো কিছুর অস্তিত্ব এই বিশ্বজগতে নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে অদ্বিতীয়। তিনিই প্রশংসা ও ইবাদতের একমাত্র মালিক। এজন্যই আয়াতটিতে বলা হয়েছে কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।

গ আকাইদের অন্যতম বিষয় আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস 'খ'-এর বাবার জীবনযাপনে প্রভাব বিস্তার করেছে।

আখিরাত অর্থ পরকাল। মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলা হয়। আখিরাত অনন্তকালের জীবন। এ জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। এটিই মানুষের চিরস্থায়ী আবাস। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং পুণ্য কাজ করতে উৎসাহ যোগায়, যা জনাব 'খ'-এর বাবার জীবনযাপনে পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে জনাব 'খ'-এর মা তাকে তার বাবা সম্পর্কে বলেন, "সব কাজের হিসাব একদিন আল্লাহর কাছে দিতে হবে এবং তার ফলও ভোগ করতে হবে। এরকম বিশ্বাস লালন করতেন বলেই তোমার বাবা পুরো জীবনটা ন্যায় ও সত্যের পথে কাটিয়েছেন।" এখানে তার বাবা মূলত আখিরাতে বিশ্বাসের কারণে এমন কাজ করেছেন। কেননা আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি জানে যে, পরকালে তাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, দুনিয়ার সব কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। ফলে আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি দুনিয়াতে সৎকাজে উৎসাহিত হয় এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকে। এভাবে মানুষ অসৎ চরিত্র বর্জন করে সচ্চরিত্রবান হয়ে ওঠে। অপরদিকে যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে না, সে সুযোগ পেলেই পাপাচারে ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কারণ সে পরকালে জবাবদিহিতায় বিশ্বাসী নয়। আখিরাতে বিশ্বাসী মানুষ কখনো পাপাচার ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হতে পারে না। তাই বলা যায়, 'খ'-এর বাবার আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস থাকায় তিনি এমনভাবে জীবনযাপন করেছেন।

ঘ হ্যাঁ, 'খ'-এর বক্তব্যটি আকাইদের উল্লেখযোগ্য বিষয় ইমানের সাথে সাংঘর্ষিক, যা কুফরের সমতুল্য।

ইমান অর্থ বিশ্বাস করা। শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং তদানুযায়ী আমল করাকে ইমান বলে। আর এর বিপরীত হলো কুফর। অর্থাৎ ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ বিশ্বাস করাই হলো ইমান। আর এসব বিষয়ে অবিশ্বাস করা হলো কুফর। যা 'খ'-এর আচরণে লক্ষণীয়।

উদ্দীপকের 'খ' মুদি দোকান চালানোর পাশাপাশি নানাজনকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য টাকা ধার দেন। মেয়াদ শেষে কিছু বাড়তি টাকাসহ তা ফেরত নেন। তার মা তাকে বলেন, এরূপ লেনদেন হারাম। উত্তরে 'খ' বলে, প্রায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান এভাবেই চলছে। তাই এটি হালাল। তার এমন বক্তব্য ইমানের সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা সুদ হলো হারাম। আর হারামকে হালাল মনে করার অর্থ হলো আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করার সমান। যে এরূপ করে সে কুফরি করে, সে কাফির। আর যে কাফির তার ইমান থাকে না।

পরিশেষে বলা যায়, 'খ'-তার বক্তব্য দ্বারা হারামকে হালাল প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছে, যা সরাসরি কুফরির সাথে সম্পর্কিত। তাই তার বক্তব্য ইমানের সাথে সাংঘর্ষিক।

প্রশ্ন ▶ ০৩ রাফসান একজন মেধাবী শিক্ষার্থী। সে স্নাতক পাস করার পর নানা জায়গায় চাকরির চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরে অল্প পুঁজি দিয়ে সে সততা ও ধৈর্যের সাথে ব্যবসা শুরু করে। কিছুদিন পর বড়ো ব্যবসায়ী হিসেবে তার জীবনে সমৃদ্ধি এসেছে। তার এ অবস্থা দেখে স্থানীয় ইমাম সাহেব বলেন, তুমি এভাবে সততার সাথে ব্যবসা চালিয়ে যাও, তাহলে পরকালে জিহাদে আত্মদানকারী ব্যক্তির মতো মর্যাদা পাবে।

ক. 'কিয়াস' কাকে বলে? ১

খ. 'আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমিই এর সংরক্ষক'। –ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রাফসান এর জীবনে কোন সূরার শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইমাম সাহেবের বক্তব্যের যথার্থতা সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামি পরিভাষায় কুরআন ও সুন্নাহর আইন বা নীতির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে পরবর্তীতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দেওয়াকে কিয়াস বলে।

খ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের সার্বিক জীবনবিধান ও দিকনির্দেশনা এতে বিদ্যমান। সুতরাং এর সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহান আল্লাহ স্বয়ং এর সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করেছেন। তিনি ঘোষণা করেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ -

অর্থ : "আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই এর সংরক্ষক।" (সূরা আল-হিজর, আয়াত ৯)

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং আল-কুরআনের সংরক্ষক। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ কিতাব সংরক্ষণ করেন। এজন্যই আজ পর্যন্ত এ কিতাবের একটি হরফ (অক্ষর), হরকত বা নুকতারও পরিবর্তন হয়নি। এটি যেভাবে নাজিল হয়েছিল আজও ঠিক সেভাবেই বিদ্যমান। আর কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে।

গ রাফসানের জীবনে 'সূরা আল ইনশিরাহ' এর শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে।

সূরা আল-ইনশিরাহ রাসুল (সা.)-এর মক্কায় কষ্টময় দিনগুলোতে অবতীর্ণ একটি সূরা। এ সূরার শুরুতে আল্লাহ তায়ালা মহানবি (সা.)-এর প্রতি তাঁর নিয়ামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করেছেন। যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালাই মানুষের কষ্ট-যাতনা দূর করেন। সত্য ও ন্যায়ের পথে যে চেষ্টা করে আল্লাহ তার সহায় হন। পরবর্তী আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন যে, মানবজীবনে সুখ-দুঃখ থাকবেই। সুতরাং দুঃখ ও কষ্টে হতাশ হওয়া চলবে না। বরং ধৈর্যসহকারে এর মোকাবিলা করতে হবে। দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে হবে। অবসর সময়ে আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করতে হবে। উদ্দীপকে রাফসান একজন মেধাবী শিক্ষার্থী। সে স্নাতক পাস করার পর নানা জায়গায় চাকরির চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরে অল্প পুঁজি দিয়ে সে সততা ও ধৈর্যের সাথে ব্যবসা শুরু করে। কিছুদিন পর বড়ো ব্যবসায়ী হিসেবে তার জীবনে সমৃদ্ধি এসেছে। যা সূরা আল ইনশিরার শিক্ষার বাস্তব প্রতিফলন। সুতরাং বলা যায়, রাফসানের জীবনে সূরা ইনশিরার শিক্ষার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ ব্যবসায় সততা সম্পর্কিত হাদিসের আলোকে ইমাম সাহেবের বক্তব্য যথার্থ।

ব্যবসা-বাণিজ্য একটি পবিত্র পেশা। সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবেন। তাই ব্যবসায়ে অবশ্যই সঠিক পথ অনুসরণ করতে হবে। নিঃসন্দেহে রাফসান একজন সৎ ব্যবসায়ী। সে অবশ্যই এ মর্যাদা লাভ করবে।

উদ্দীপকে রাফসান সততা ও ধৈর্যের সাথে ব্যবসা শুরু করে। কিছুদিন পর বড়ো ব্যবসায়ী হিসেবে তার জীবনে সমৃদ্ধি এসেছে। তার এ অবস্থা দেখে স্থানীয় ইমাম সাহেব বলেন, তুমি এভাবে সততার সাথে ব্যবসা চালিয়ে যাও, তাহলে পরকালে জিহাদে আত্মদানকারী ব্যক্তির মতো মর্যাদা পাবে। এখানে হাদিস অনুযায়ী ইমাম সাহেবের বক্তব্য যথার্থ। কারণ ইসলামে ব্যবসায়ীদের দুটি শর্ত পূরণ করতে হয়। প্রথমত, সততা ও সত্যবাদিতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাদেরকে বিশ্বস্ত ও আমানতদার হতে হবে। স্বল্প পরিমাণে লাভ করতে হবে। রাসুল (সা.) বলেন, 'বিশ্বস্ত, সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহিদগণের সঙ্গে থাকবেন' (ইবনে মাজাহ)। সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করলে কিয়ামতের দিন মহাপুরস্কার লাভ করা যাবে। তাই ব্যবসার ক্ষেত্রে সকল প্রকার অন্যায় ও খারাপ কাজ ত্যাগ করতে হবে। লোভ-লালসা পরিত্যাগ করতে হবে। ওজনে কম দেওয়া, খারাপ দ্রব্য ভালো বলে বিক্রি করা, ভেজাল মেশানো, পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করা, মজুতদারি, কালোবাজারি প্রভৃতি অনৈতিক কাজ করা যাবে না। নতুবা এ মহাপুরস্কার থেকে তারা বঞ্চিত হবেন।

অবশেষে বলা যায়, ইহকালিন ও পরকালিন জীবনে একজন সৎ ব্যবসায়ী হিসেবে রাফসান আল্লাহ প্রদত্ত এক মহাপুরস্কার লাভ করবেন। তাই রাফসান সম্পর্কে ইমাম সাহেব যথার্থ মন্তব্যই করেছেন।

প্রশ্ন ▶ ০৪ সাদিক সাহেব সকাল বেলায় এমন কিছু সূরা তিলাওয়াত করলেন যাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক নীতিমালা এবং যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিধান বর্ণিত হয়েছে। দুপুরে খাবার টেবিলে তিনি তাঁর পঠিত সূরাগুলোর শিক্ষা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর বড়ো ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "বাবা তোমাকে আল্লাহ নিঃস্ব থেকে স্বচ্ছল করেছেন। তাই তুমি অনাথ ও গরিবদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং কেউ সাহায্য চাইতে আসলে তাকে তাচ্ছিল্য করে ফিরিয়ে দেবে না।"

ক. 'শানে নুযুল' কাকে বলে? ১

খ. "কুরআন আবৃত্তি করুন ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে" –ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সাদিক সাহেব কোন প্রকারের সূরা তিলাওয়াত করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সাদিক সাহেবের উপদেশটি পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট সূরার আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল-কুরআনের সূরা বা আয়াত নাজিলের কারণ বা পটভূমিকে 'শানে নুযুল' বলা হয়।

খ আল-কুরআন পাঠ করতে হবে সহিহ ও শুদ্ধভাবে, তাজবিদের নিয়ম মেনে। অশুদ্ধ ও অসুন্দর পাঠে কোনো ফযিলত নেই। অশুদ্ধ পাঠে নামাজ শুদ্ধ হয় না। তাজবিদ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'আপনি কুরআন আবৃত্তি করুন ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে'। (সূরা আল মুজ্জাম্মিল : আয়াত-৪)

গ সাদিক সাহেব আল-কুরআনের মাদানি সূরাসমূহ তিলাওয়াত করেছেন।

আল-কুরআন সর্বমোট ৩০টি অংশে বিভক্ত। কুরআন মাজিদে আছে ১১৪টি সূরা। অবতরণের সময় বিবেচনায় কুরআন মাজিদের সূরাসমূহ ২ ভাগে বিভক্ত। যথা মাক্কি সূরা ও মাদানি সূরা। মদিনাতে যেসব সূরা নাযিল হয় তাকে মাদানি সূরা বলা হয়। মাদানি সূরাতে আল্লাহ তায়ালা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক নীতিমালা, যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। যা সাদিক সাহেবের তিলাওয়াতকৃত সূরাসমূহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকের সাদিক সাহেব সকালবেলা এমনকিছু সূরা তিলাওয়াত করেন যেখানে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক নীতিমালা এবং যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিধান বর্ণিত হয়েছে। এখানে মূলত মাদানি সূরা সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেননা এ সকল সূরায় ব্যক্তিগত পারিবারিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। পাশাপাশি পারস্পরিক লেনদেন, উত্তরাধিকার আইন, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিধান বর্ণিত হয়েছে। ইবাদতের রীতিনীতি, সালাত, যাকাত, হজ, সাওম ইত্যাদি বিষয়ও বিবৃত হয়েছে। এছাড়া শরিয়তের বিধি-বিধান, ফরজ, ওয়াজিব, হালাল-হারাম ইত্যাদি বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই বলা যায়, সাদিক সাহেব যে প্রকার সূরা তিলাওয়াত করেছেন তা হলো মাদানি সূরা।

ঘ সাদিক সাহেব কর্তৃক তার ছেলেকে দেওয়া উপদেশটি পাঠ্যবইয়ের সূরা আদ-দুহার আলোকে যথার্থ।

সূরা আদ-দুহা আল-কুরআনের ৯৩ম সূরা। এ সূরায় আল্লাহ তায়ালা মহানবি (সা.)-কে প্রদত্ত নানা নিয়ামতের কথা বর্ণনা করেন। আবার এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করারও নির্দেশ দেন। উদ্দীপকেও এ সূরার শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকের সাদিক সাহেব তার ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "বাবা, তোমাকে আল্লাহ নিঃস্ব থেকে সচ্ছল করেছেন। তাই তুমি অনাথ ও গরিবদের প্রতি লক্ষ রাখবে এবং কেউ সাহায্য চাইতে আসলে তাকে তাচ্ছিল্য করে ফিরিয়ে দেবে না।" সাদিক সাহেবের দেওয়া উপদেশটি সূরা আদ-দুহার আলোকে যথার্থ। কেননা সূরা আদ-দুহা থেকেই আমরা এ শিক্ষা পেয়ে থাকি। এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদেরকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন, তাদের কল্যাণময় জীবন দান করেন। এছাড়াও বহু নিয়ামত দান করেন। তাই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তিদের উচিত গরিব, দুঃখী, ইয়াতিম ও ভিক্ষুকদের যথাসম্ভব সাহায্য ও সহযোগিতা করা। অভাবী, সাহায্যপ্রার্থী ইয়াতিমদের প্রতি কঠোর না হওয়া, তাদের গালমন্দ কিংবা মারধর না করা এবং তাদের ধমক না দেওয়া; বরং তাদের সাথে সদাচরণ করা।

পরিশেষে বলা যায়, সূরা আদ-দুহার শিক্ষার আলোকে সাদিক সাহেব তার ছেলেকে সঠিক উপদেশ দিয়েছেন। আর আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত সূরা আদ-দুহার শিক্ষাগুলো নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করা।

প্রশ্ন ▶ ০৫ জনাব রাফি বাড়ির পাশের সরকারি রাস্তার দু'পাশে বেশকিছু গাছের চারা রোপণ করেন। তা দেখে বড়ো ছেলে শাফি বলেন, "সরকারি জায়গায় গাছ রোপণ করার দরকার কী"? উত্তরে তিনি বলেন, শুনো বাবা, এ গাছের নিচে কোনো পথিক বিশ্রাম নিবে, পাখিরা বাসা তৈরি করবে, আবার অন্য প্রাণীরাও ফল খেতে পারবে। পিতার উপদেশে শাফির চিন্তায় পরিবর্তন আসে। সে কলেজ থেকে ফেরার পথে পুকুরে পড়ে যাওয়া একটি বিড়াল ছানাকে উদ্ধার করে এবং যত্ন নিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। তা দেখে চাচা ত্বাকী তাকে বলেন, ছোটো সৃষ্টির প্রতি তোমার এ সদয় আচরণের ফলে তুমিও আল্লাহর ভালোবাসা পাবে।

ক. 'সনদ' কাকে বলে? ১
খ. "কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে হাদিসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব রাফির কর্মকাণ্ডে কোন হাদিসের বাস্তবায়ন পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শাফির কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে চাচা ত্বাকীর মন্তব্যের যথার্থতা সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে নিরূপণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাদিসের রাবি পরম্পরাকে সনদ বলা হয়।

খ কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে হাদিসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য– উক্তটি যথার্থ। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে শরিয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান ও মূলনীতি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) কুরআনের বিধি-বিধানসমূহের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিতেন। অনেক ক্ষেত্রে নিজে আমল করার দ্বারা এসব বিধান হাতে কলমে শিক্ষা দিতেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এসব বাণী ও কর্মই হাদিস। সুতরাং কুরআনের বিধি-বিধান সুস্পষ্টরূপে অনুসরণের জন্য হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম।

গ জনাব রাফির কর্মকাণ্ডে 'বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত' হাদিসের বাস্তবায়ন পরিলক্ষিত হয়।
বৃক্ষরোপণ মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কাজ। মানুষ এর দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রয়োজন। বৃক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের সে প্রয়োজন পূরণ করে। বৃক্ষ থেকে আমরা খাদ্য, ওষুধ, পোশাক, কাঠ, ফল ইত্যাদি পাই। বৃক্ষ আমাদের আর্থিক সচ্ছলতাও প্রদান করে। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায়ও বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি, জলবায়ুর উষ্ণতা রোধ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বৃক্ষের অবদান অতুলনীয়। মহানবি (সা.) বৃক্ষরোপণের নির্দেশ দানের মাধ্যমে আমাদের এসব নিয়ামত ও উপকার লাভের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।
উদ্দীপকে জনাব রাফি বাড়ির পাশের সরকারি রাস্তার দু'পাশে বেশকিছু গাছের চারা রোপণ করেন। তা দেখে বড়ো ছেলে শাফি বলেন, "সরকারি জায়গায় গাছ রোপণ করার দরকার কী"? উত্তরে তিনি বলেন, শুনো বাবা, এ গাছের নিচে কোনো পথিক বিশ্রাম নিবে, পাখিরা বাসা তৈরি করবে, আবার অন্য প্রাণীরাও ফল খেতে পারবে। তিনি এ কাজটি করে মূলত মহানবি (সা.)-এর হাদিসের উপর আমল করেছেন। তার এ কাজটি সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে। ফলে তিনি নিজের অজান্তেই অনেক সাওয়াব লাভ করবেন। যেমন মহানবি (সা.) বলেন–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهٗ بِهٖ صَدَقَةٌ ـ

অর্থাৎ, 'কোনো মুসলমান যদি বৃক্ষরোপণ করে কিংবা কোনো ফসল আবাদ করে, এরপর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু কিছু ভক্ষণ করে তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।' (বুখারি ও মুসলিম)
সুতরাং বলা যায়, হাদিসের আলোকে রাফির কাজটি সদকা হিসেবে গণ্য হবে।

ঘ পাঠ্যবইয়ের 'মানবপ্রেম ও সৃষ্টির সেবা সম্পর্কিত হাদিসের' আলোকে শাফির কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে তার চাচা ত্বাকীর মন্তব্যটি যথার্থ।
আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর স্রষ্টা। তিনি ছাড়া যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্টি বা মাখলুক। মানুষ যেমন তাঁর সৃষ্টি, তেমনি পশুপাখি, কীটপতঙ্গও তাঁর সৃষ্টি। এসব মাখলুকের প্রতি অনুগ্রহ করা হলো সৃষ্টির সেবা। শাফির কাজটিতে এ সেবার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।
উদ্দীপকের শাফি কলেজ থেকে ফেরার পথে পুকুরে পড়ে যাওয়া একটি বিড়ালছানাকে উদ্ধার করে এবং যত্ন নিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। জীবের প্রতি তার এ ভালোবাসাই হলো মানবসেবা ও সৃষ্টির সেবা। তা দেখে তার চাচা ত্বাকী তাকে বলেন, "ছোট সৃষ্টির প্রতি তোমার এ সদয় আচরণের ফলে তুমিও আল্লাহর ভালোবাসা পাবে। তার চাচার এ মন্তব্যটি সঠিক। কেননা, মহান আল্লাহ এ জগৎ-সংসারের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সবকিছুর লালনকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা ও নিয়ন্ত্রক। তবে তিনি সকল সৃষ্টিকে একরকম করে সৃষ্টি করেননি। এটা তাঁর পরীক্ষা। তিনি সৃষ্টিকুলকে নানাভাবে ভাগ করেছেন এবং সবকিছুকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। তাই মানুষের উচিত আল্লাহ তায়ালার সকল সৃষ্টির প্রতি সদাচরণ করা। মহানবি (সা.) বলেছেন, "সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন। সুতরাং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে তাঁর পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করে।" (বায়হাকি) আল্লাহর সৃষ্টি জীবের প্রতি অনুগ্রহ করলে আল্লাহ খুশি হন ও তাদের বেশি ভালোবাসেন।
উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, শাফির কাজটি সৃষ্টির সেবার অন্তর্ভুক্ত। আর এ সম্পর্কে তার চাচার মন্তব্যটিও যথার্থ। এ কাজের মাধ্যমে শাফি আল্লাহর অধিক ভালোবাসা অর্জন করতে পারবে।

প্রশ্ন ▸ ০৬ মিসেস তাহিরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত খাবার ও পানীয় গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকেন। তাঁর দু'ছেলে আজিম ও নাজিম বিশিষ্ট শিল্পপতি। আজিম তাঁর সমুদয় সম্পদ থেকে শতকরা ২.৫ টাকা হারে হিসাব করে তা দিয়ে কয়েকটি গাভি কিনে এলাকার গরিবদের মাঝে বণ্টন করে দেন। আর নাজিম তাঁর সম্পদের কোনো হিসাব না করে সামান্য অংশ গরিবদের মাঝে দেন। কারণ তিনি মনে করেন, গরিবদেরকে কিছু অংশ দান করলেই হলো।

ক. 'হাজ্জ' কাকে বলে? ১
খ. "নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে" –ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মিসেস তাহিরার কর্মকাণ্ডে কোন ইবাদত পরিলক্ষিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আজিম ও নাজিম এর কর্মকাণ্ডের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু? সংশ্লিষ্ট ইবাদতের বিধানের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাইতুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত করাকে হজ বলে।

খ 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে'– আয়াতটিতে সালাতের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে।
সালাত একজন মুমিনকে যাবতীয় মন্দ ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। সালাত আদায়কারী ব্যক্তি নিজেকে পবিত্র ও শুদ্ধ রাখতে মিথ্যা বলা ও অশালীন কাজ করা থেকে বিরত রাখে। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলে যাবতীয় গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তাই বলা হয় যে, নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে।

গ মিসেস তাহিরার কর্মকাণ্ডে ইসলামের অন্যতম বিধান 'সাওম' ইবাদাতটি পরিলক্ষিত হয়েছে।

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় সাওম হলো সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকা। প্রাপ্তবয়স্ক সকল নর ও নারীর উপর রমযান মাসের এক মাস রোযা রাখা ফরজ। সকল সৎকাজের প্রতিদান আল্লাহ দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিবেন। কিন্তু সাওম-এর প্রতিদান সম্পর্কে হাদিসে কুদসিতে রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন– اَلصَّوْمُ لِىْ وَأَنَا أَجْزِىْ بِهِ অর্থাৎ, 'সাওম আমার জন্য আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।' (বুখারি)

রাসুল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও সাওয়াবের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে, আল্লাহ তায়ালা তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন' (বুখারি)। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, মিসেস তাহিরার পালনকৃত উল্লিখিত ইবাদাতটি হলো সাওম।

ঘ উদ্দীপকে আজিমের কর্মকাণ্ড দ্বারা যাকাত আদায় হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য, কিন্তু নাজিমের কর্মকান্ড দ্বারা যাকাত আদায় না হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য নয়।

যাকাত অর্থ পবিত্রতা। ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো মুসলিম নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫% হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলে। যা আজিমের কর্মকাণ্ডে পরিলক্ষিত হলেও নাজিমের কর্মকাণ্ডে অনুপস্থিত।

উদ্দীপকের আজিম ও নাজিম দুই ভাই। তারা বিশিষ্ট শিল্পপতি। আজিম তার সমুদয় সম্পদ থেকে শতকরা ২.৫ টাকা হারে হিসাব করে তা দিয়ে কয়েকটি গাভি কিনে এলাকায় গরিবদের মাঝে বণ্টন করেন। কিন্তু নাজিম তার সম্পদের কোনো হিসাব না করেই সামান্য অংশ গরিবদের মাঝে দেন। কারণ তিনি মনে করেন, গরিবদেরকে কিছু অংশ দান করলেই হলো। তাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে আজিমের কর্মকাণ্ড যাকাত হিসেবে বিবেচিত হবে। কেননা তিনি তার সমস্ত সম্পদের ২.৫% হারে হিসাব করে দান করেছেন। তাছাড়া তিনি গাভি কিনে দেওয়ায় এর মাধ্যমে গরিবরা আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারবে। যেহেতু যাকাতের উদ্দেশ্য সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করা। তাই আজিমের দান যাকাত হিসেবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে তার ছোট ভাই নাজিমের কাজটি দান হিসেবে গণ্য হবে যাকাত হিসেবে নয়। কেননা তিনি তার সম্পদের হিসাব না করেই নিজের ইচ্ছামতো কিছু অংশ দান করেছেন। ফলে তার এ কাজটি দ্বারা যাকাতের শর্ত পূরণ হয়নি।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, আজিমের কর্মকাণ্ডে যাকাত পালন হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য, কিন্তু নাজিমের কর্মকাণ্ডটি গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন ▶ ০৭ সাম্প্রতিক সামাজিক গণমাধ্যমে নকল ঔষধ তৈরির একটি প্রতিবেদন ভাইরাল হয়েছে। যা দেখে জনৈক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর মুখোমুখী হওয়ার চিন্তা থাকলে কোনো ব্যক্তি এরকম জঘন্য কাজ করতো না। উক্ত ব্যক্তির মন্তব্যের সাথে একাত্মতা পোষণ করে জসিম সাহেব বললেন, এরূপ আরো অনেক কাজ আমাদের সমাজে হচ্ছে। যেমন- কেউ মুদ্রা জাল করছে, কেউ ওজনে চুরি করছে, আবার কেউ মিথ্যা গুজব ছড়াচ্ছে। এরূপ যারা করে তারা কিন্তু আমাদের নবির উম্মত হিসেবে কখনো গণ্য হবে না।

ক. 'আখলাকে হামিদা' কাকে বলে? ১

খ. "লজ্জাশীলতা ইমানের একটি শাখা" –ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনৈক ব্যক্তির মন্তব্যে আখলাকে হামিদার কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জসিম সাহেবের মন্তব্যটি তুমি কি যথার্থ মনে কর? আখলাকে হামিদাহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে মতামত দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানব চরিত্রের সুন্দর, নির্মল ও মার্জিত গুণাবলিকে আখলাকে হামিদাহ বলে।

খ শালীনতার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য রাসুল (সা.) উল্লিখিত হাদিসটি বলেন।

ইসলাম সৌন্দর্যের ধর্ম। এটি সুন্দর, সুষ্ঠু ও সুরুচিপূর্ণ জীবনযাপনে উৎসাহিত করে। তাই ইসলামে মানুষকে নম্র, ভদ্র ও শালীন হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেসব কাজ শালীনতা বিরোধী, ইসলামে সেসব কাজকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর পূত-পবিত্রতা ও শালীনতার অন্যতম বিষয় হলো লজ্জাশীলতা। কেননা লজ্জাশীলতা মানুষকে শালীন হতে সাহায্য করে। এ কারণে রাসূল (সা.) বলেন, "লজ্জাশীলতা ইমানের একটি শাখা।" (সুনানে নাসাই)

গ জনৈক ব্যক্তির মন্তব্যে আখলাকে হামিদার 'তাকওয়া' বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

তাকওয়া অর্থ খোদাভীতি। শরিয়তের পরিভাষায় একমাত্র আল্লাহর ভয়ে সব ধরনের অন্যায়-অনাচার ও পাপ কাজ হতে বিরত থাকাকে তাকওয়া বলা হয়।

তাকওয়া একটি মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এর কারণেই ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ সবকিছু জানেন, শোনেন ও দেখেন। তিনি মানুষের অন্তরের গোপন খবরও জানেন, তাঁর কাছে মন্দকাজের জবাবদিহি করতে হবে। তাই সে ব্যক্তি কোনোরকম পাপ চিন্তা করতে বা পাপকর্মে লিপ্ত হতে পারে না। কারণ সে জানে, অন্য সবাইকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আল্লাহ তায়ালাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। যে মুমিনের অন্তরে তাকওয়া বিদ্যমান, সে কোনো অবস্থাতেই প্রলোভনে পড়বে না এবং নির্জন স্থানেও পাপকর্ম করবে না।

আর এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেন উদ্দীপকের জনৈক ব্যক্তি। কেননা তিনি সামাজিক গণমাধ্যমে নকল ঔষধ তৈরির একটি প্রতিবেদন ভাইরাল হলে যে মন্তব্যটি করেছেন তা তাকওয়ার পরিচয় বহন করে। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়, জনৈক ব্যক্তি তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে প্রতারণা বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ায় জসিম সাহেবের মন্তব্যটি আমি যথার্থ বলে মনে করি।

প্রতারণা অর্থ ঠকানো, ফাঁকি দেওয়া, ধোঁকা দেওয়া, বিশ্বাস ভঙ্গ করা। এটি মিথ্যাচারের একটি বিশেষ রূপ। প্রতারণা নানাভাবে হতে পারে। সাধারণত আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রতারণার দৃষ্টান্ত বেশি পরিলক্ষিত হয়। যেমন– ওজনে কম দেওয়া, জাল মুদ্রা চালিয়ে দেওয়া, পণ্যদ্রব্যের দোষ গোপন করা, ভালো জিনিস দেখিয়ে বিক্রির সময় খারাপ জিনিস দেওয়া, বেশি দামের দ্রব্যের সাথে কম দামের দ্রব্য মিশিয়ে বিক্রি করা, ভেজাল মেশানো, ফলে ও মাছে রাসায়নিক দ্রব্য দেওয়া, পণ্যদ্রব্যের মিথ্যা প্রচারণা চালানো ইত্যাদি, যা উদ্দীপকে জসিম সাহেবের বক্তব্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে নকল ঔষধ সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তির সাথে একাত্মতা পোষণ করে জসিম সাহেব বলেন, এরূপ আরও অনেক কাজ আমাদের সমাজে হচ্ছে। যেমন কেউ মুদ্রা জাল করছে। কেউ ওজনে চুরি করছে। আবার কেউ মিথ্যা গুজব ছড়াচ্ছে। এরূপ যারা করে তারা কিন্তু আমাদের নবির উম্মত হিসেবে কখনো গণ্য হবে না। তার বক্তব্যটি প্রতারণাকে নির্দেশ করে। আর এর কুফল সম্পর্কিত তার বক্তব্যটিও সঠিক।

কেননা, প্রতারণা অত্যন্ত গর্হিত ও ঘৃণিত কাজ। এটি মিথ্যাচারের শামিল। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণা মিথ্যা অপেক্ষাও জঘন্য। কারণ, প্রতারণা করার দ্বারা দুটো পাপ হয়। একটি মিথ্যা বলা ও অপরটি বিশ্বাস ভঙ্গ করা। সুতরাং সর্বাবস্থায় প্রতারণা বর্জন করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে প্রকৃত মুমিন নয়। কারণ ইমান ও প্রতারণা এক ব্যক্তির মধ্যে একত্রে থাকতে পারে না। প্রকৃত মুমিন কখনোই প্রতারণার আশ্রয় নেন না। নিজ স্বার্থের বিরোধী হলেও মুমিন ব্যক্তি সততা ও সত্যবাদিতার উপর অটল থাকেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) হাদিসে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "যে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (তিরমিযি)

পরিশেষে বলা যায়, প্রতারণা একটি মারাত্মক অপরাধ। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এর কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ। তাই প্রতারণা সম্পর্কিত জসিম সাহেবের বক্তব্যটি সঠিক বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▸ ০৮ বদরুল সাহেব একজন ধনী, উদার ও মানবদরদি লোক। গ্রামে সুপেয় পানির অভাব দেখা দিলে নিজ খরচে তিনি বেশ কয়েকটি গভীর নলকূপ স্থাপন করেন। এলাকার একটি পুরোনো মসজিদও নিজ ব্যয়ে সংস্কার করেন। তাঁর ছোটো ভাই ফজলুল সেনাবাহিনীর একজন চৌকস অফিসার ছিলেন। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনে দারুণ সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য সরকার তাঁকে 'বীর কেশরি' উপাধী দেন এবং 'বিজয়' নামক একটি তরবারি উপহার দেন। একজন সেনা অফিসার তাঁর সম্পর্কে বলেন, "আমাদের ফজলুল সাহেব একজন খলিফারই প্রতিচ্ছবি।"

ক. গণিত শাস্ত্রের জনক কে ছিলেন? ১
খ. "ইমাম বুখারি (রহঃ) কে কেন আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস" বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. বদরুল সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোন খলিফার আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ফজলুল সাহেব সম্পর্কে সেনা অফিসারের মূল্যায়নের যথার্থতা সংশ্লিষ্ট খলিফার জীবন চরিত্রের আলোকে নিরূপণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুহাম্মাদ ইবনে মুসা আল খাওয়ারেযমিকে গণিতশাস্ত্রের 'জনক' বলা হয়।

খ আল কুরআনের পরে পৃথিবীর বুকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ সহিহ আল-বুখারি শরিফের প্রণেতা ছিলেন ইমাম বুখারি। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ইমাম বুখারি (রহ.)-এর হাদিসশাস্ত্রে অবদান সর্বাধিক। ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করে হাদিসশাস্ত্রে অনবদ্য অবদান রাখায় তাকে 'আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদিস' উপাধি দেওয়া হয়।

গ বদরুল সাহেবের কর্মকাণ্ডে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.) এর আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে।

হযরত উসমান (রা.) ছিলেন আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী। ব্যবসা করে তিনি অঢেল ধন-সম্পদ অর্জন করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলাম ও মানবতার সেবায় অকাতরে তার সম্পদ ব্যয় করেন। বদরুল সাহেবের কর্মকাণ্ডে এমন উদারতা ও মানবসেবার দৃষ্টান্তই লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বদরুল সাহেব একজন ধনী, উদার ও মানবদরদি লোক। গ্রামে সুপেয় পানির অভাব দেখা দিলে নিজ খরচে তিনি বেশ কয়েকটি গভীর নলকূপ স্থাপন করেন। হযরত উসমান (রা.)-এর সময়ও এমন ঘটনা ঘটেছিল। মদিনার অধিবাসীদের মধ্যে একবার পানির অভাব দেখা দেয়। এ অভাব দূর করার জন্য হযরত উসমান (রা.) ১৮০০০ দিনার দিয়ে 'বীর রুমা' নামক একটি কূপ ক্রয় করে তা ওয়াকফ করে দেন। মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি মদিনাবাসীদের মাঝে ত্রাণ হিসেবে খাবার বিতরণ করেন। এছাড়াও তিনি মানবসেবায় অকাতরে সম্পদ ব্যয় করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, বদরুল সাহেবের কার্যক্রম হযরত উসমান (রা.)-এর কাজের মতো মানবতার সাথে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ছিল। যা সবার জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

ঘ ফজলুল সাহেবের সাহসিকতা সম্পর্কে সেনা অফিসারের মূল্যায়নটি ইসলামের অন্যতম খলিফা হযরত আলি (রা.)-এর চরিত্রের আলোকে যথার্থ।

হযরত আলি (রা.) ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা। তিনি মহানবি (সা.)- এর চাচা আবু তালিবের পুত্র ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে থাকতেন। মহানবি (সা.)-এর প্রতি তার অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। তাই তিনি মাত্র দশ বছর বয়সে ইসলাম কবুল করেন। তিনি শৌর্য-বীর্য ও অসাধারণ শক্তির অধিকারী ছিলেন। যা ফজলুল সাহেবের জীবনাচরণের সাথে অনেকাংশে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকের ফজলুল সাহেব সেনাবাহিনীর একজন চৌকস অফিসার ছিলেন। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনে দারুণ সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য সরকার তাকে 'বীর কেশরি' উপাধি দেন এবং বিজয় নামক একটি তরবারি উপহার দেন। একজন সেনা অফিসার তার সম্পর্কে বলেন, "আমাদের ফজলুল সাহেব একজন খলিফার প্রতিচ্ছবি।" এখানে উক্ত সেনা অফিসার ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা.) সম্পর্কে বলেছেন। কেননা হযরত আলি (রা.) ছিলেন শৌর্য-বীর্য ও অসাধারণ শক্তির অধিকারী। তার নাম শুনলে কাফিরদের মনে ত্রাস সৃষ্টি হতো। বদর যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের জন্য রাসুল (সা.) তাকে 'যুলফিকার' তরবারি উপহার দেন। আবার খায়বারে কামুস দুর্গ জয় করলে রাসুল (সা.) তাকে আসাদুল্লাহ (আল্লাহর সিংহ) উপাধি প্রদান করেন।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, হযরত আলি (রা.) যেমন সাহসী ছিলেন, ফজলুল সাহেবও তেমনি সাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন। তাই সেনা অফিসারের মূল্যায়নটি যথার্থই বলা যায়।

প্রশ্ন ▸ ০৯ 'ক' ও 'খ' অনভিজ্ঞ ঠিকাদার। 'ক' জনৈক কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত উপঢৌকন দিয়ে একটি কাজের বরাদ্দ দেন। আর 'খ' তার ঠিকাদারি থেকে আয়কৃত টাকা মূলধনের অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে মানুষকে ঋণ দেন। কেননা তিনি মনে করেন, এটা ঝুঁকিহীন বিনিয়োগ।

ক. 'পরিচ্ছন্নতা' কাকে বলে? ১
খ. "সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে" –ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'ক' এর কর্মকাণ্ড আখলাকে যামিমাহ্‌র কোন বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'খ' এর কাজ ও ধারণা কুরআন-হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক শরীর, মন ও অন্যান্য ব্যবহার্য বস্তু সুন্দর ও পবিত্র রাখা, ময়লা-আবর্জনা ও বিশৃঙ্খলা অবস্থা থেকে মুক্ত থাকাকে পরিচ্ছন্নতা বলে।

খ 'সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়'– এটি বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদ।

সত্যবাদিতা একটি মহৎগুণ। সত্যবাদিতার আরবি প্রতিশব্দ আস-সিদক। বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনা বা বিষয় প্রকাশ করাকে সিদক বা সত্যবাদিতা বলা হয়। সত্যবাদিতার ফলে মানুষ দুনিয়াতে সম্মানিত ও মর্যাদাবান হয় এবং আখিরাতে সহজে জান্নাত লাভ করতে পারে। এ কারণেই বলা হয়, সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়। অপরদিকে, মিথ্যা এমন একটি বিষয় যা মানুষের জীবনের চরম বিপর্যয় ডেকে আনে।

মিথ্যা সকল পাপের মূল। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে সে ভাবে তার কোনো অপকর্ম জনসমাজে প্রকাশ পাবে না। এজন্য সে সব ধরনের অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়ে। আর এরকম পাপীরা আল্লাহ ও মানুষের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়। জীবনের সর্বস্তরে বিফল হয়। মোটকথা তার জীবন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। তাই বলা যায়, 'মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে'।

গ 'ক' এর কর্মকাণ্ড আখলাকে যামিমার 'ঘুষ' বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘুষ অর্থ উৎকোচ। স্বাভাবিক প্রাপ্যের পরও অসদুপায়ে অতিরিক্ত সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করাকে ঘুষ বলে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী তাদের কাজের জন্য নির্দিষ্ট বেতন-ভাতা পায়। কিন্তু তারা যদি ঐ কাজের জন্য অন্যায়ভাবে আরও বেশি কিছু গ্রহণ করে তা হলো ঘুষ। পাশাপাশি কারো কাছ থেকে অবৈধভাবে কোনো সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে তাকে কোনো কিছু প্রদান করাও ঘুষ হিসেবে বিবেচিত। যা 'ক'-এর কর্মকাণ্ডে লক্ষণীয়।

উদ্দীপকের 'ক' একজন ঠিকাদার। তিনি জনৈক কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত উপঢৌকন দিয়ে একটি কাজের বরাদ্দ নেন। তার এ কর্মকাণ্ডে ঘুষ-এর বিষয়টি লক্ষ করা যায়। কেননা, কারো কাছ থেকে অবৈধভাবে কোনো কিছু পাওয়ার জন্য তাকে কোনো কিছু প্রদান করা হলে তা ঘুষ হিসেবে বিবেচিত হয়। ঘুষ অত্যন্ত জঘন্য অনৈতিক অপরাধ। এর কুফল ও অপকারিতা অত্যন্ত ভয়াবহ। ঘুষ মানবসমাজে অশান্তি ডেকে আনে। ঘুষখোর ব্যক্তি নিজ দায়িত্ব-কর্তব্যে অবহেলা করে, আমানতের খিয়ানত করে। নিজ ক্ষমতা ও দায়িত্বের অপব্যবহার করে। ঘুষদাতা ও ঘুষখোর অন্য লোকের অধিকার হরণ করে। ফলে অধিকার বঞ্চিতদের সাথে তাদের শত্রুতা সৃষ্টি হয়। সমাজে মারামারি-হানাহানির সূত্রপাত ঘটে। তাই বলা যায়, 'ক'-এর কর্মকাণ্ডের সাথে ঘুষের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ 'খ' এর কাজে সুদ প্রকাশ পাওয়ায় কুরআন-হাদিসের আলোকে তার কাজ ও ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন।

সুদ ফারসি শব্দ। এর আরবি প্রতিশব্দ রিবা (اَلرِّبٰوا)। কাউকে প্রদত্ত ঋণের মূল পরিমাণের উপর অতিরিক্ত আদায় করাকে রিবা (اَلرِّبٰوا) বা সুদ বলা হয়। ঋণদাতা কর্তৃক ঋণগ্রহীতা থেকে মূলধনের অতিরিক্ত কোনো লাভ নেওয়াই হলো সুদ। যেমন কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ১০০ টাকা এ শর্তে ঋণ দিল যে গ্রহীতা ১১০ টাকা পরিশোধ করবে। এক্ষেত্রে ১০০ টাকার অতিরিক্ত ১০ টাকা হলো সুদ। কেননা এর কোনো বিনিময় মূল্য নেই।

'খ' এর কর্মকাণ্ডে অনুরূপ অবস্থা বিদ্যমান। কেননা সে তা ঠিকাদারি থেকে আয়কৃত টাকা মূলধনের অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে মানুষকে ঋণ দেন। আর এর কোনো বিনিময় মূল্য নেই। তাই এটি সুদ হিসেবে গণ্য হবে। ইসলামে সুদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড হারাম। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন 'আর আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন' (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-২৭৫)। আর সুদের শেষ পরিণাম হলো ধ্বংস।

প্রশ্ন ▶ ১০ ইছামতি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে জনাব সাখাওয়াত এলাকার পাড়া-মহল্লায় ঘুরে ঘুরে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ নেন। তিনি কৃষি কাজের সম্প্রসারণে এলাকার ভরাট হয়ে যাওয়া খালগুলো খননের ব্যবস্থা নেন। গ্রাম আদালতের বিচারকার্যেও ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন। চেয়ারম্যান সাহেবের মেয়ে আসমা একজন মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীর বই অধ্যয়ন করছে। যিনি চিকিৎসা বিষয়ক শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অস্ত্রপচার পদ্ধতি গ্রিকদের চেয়েও উন্নত ছিল। বসন্ত ও হামের উপরও তাঁর যুগান্তকারী গবেষণা গ্রন্থ রয়েছে। আসমা মনে মনে বলে, চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর অবদান দেখি বিস্ময়কর।

ক. সুফফা কী? ১

খ. "মদিনা সনদ হলো মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান" –বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. জনাব সাখাওয়াতের মাঝে কোন মুসলিম খলিফার চরিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আসমার অধ্যয়নকৃত চিকিৎসাবিজ্ঞানী সম্পর্কে তার উপলব্ধি যথার্থ কি না? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুফফা হলো মদিনায় হিজরতের পর মসজিদে নববির বারান্দায় ৭০ জন শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি শিক্ষায়তন।

খ মদিনা সনদ হলো মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান।

মদিনা ছিল বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের লোকজনের আবাস। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এই সকল জাতিকে এক করে সেখানে একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি সকল গোত্রের নেতাদের সাথে বৈঠক করে একটি লিখিত সনদ প্রণয়ন করেন, যা ইতিহাসে 'মদিনা সনদ' নামে খ্যাত। আর এটিই ছিল মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান।

গ জনাব সাখাওয়াতের মাঝে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের চরিত্র ফুটে উঠেছে।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) ছিলেন ন্যায় এবং ইনসাফের মূর্তপ্রতীক। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি আপন-পর কোনো ভেদাভেদ করতেন না। তার চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। সত্য ও ন্যায়ের জন্য তিনি যেমন কঠোরতা অবলম্বন করতেন, তেমনি মানবতার জন্য তিনি কষ্ট অনুভব করতেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট তাকে পীড়া দিত। তাই তাদের দুঃখ মোচনে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতেন। উদ্দীপকে জনাব সাখাওয়াত সাহেব তার এ মহান আদর্শকেই অনুসরণ করেছেন।

উদ্দীপকে ইছামতি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে জনাব সাখাওয়াত এলাকার পাড়া-মহল্লায় ঘুরে ঘুরে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ নেন। তিনি কৃষি কাজের সম্প্রসারণে এলাকার ভরাট হয়ে যাওয়া খালগুলো খননের ব্যবস্থা নেন। গ্রাম আদালতের বিচারকার্যেও ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন। একই বৈশিষ্ট্য হযরত উমরের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। হযরত ওমর ন্যায়বিচারক এবং নিরপেক্ষ শাসক ছিলেন। তাই নিজ পুত্র আবু শাহমাকে মদপানের অপরাধে কঠোর শাস্তি দেন। এছাড়াও একজন প্রজাবৎসল শাসক হিসেবে তিনি গভীর রাতে পাড়া-মহল্লায় ঘুরে ঘুরে প্রজাদের সার্বিক অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করেন। ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে নিজ কাঁধে করে আটার বস্তা তাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসেন। তিনি নিজ স্ত্রীকে নিয়ে যান প্রসব বেদনায় কাতর বেদুইন নারীকে সাহায্য করার জন্য।

পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, হযরত উমর (রা.) ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ। ন্যায় ও জবাবদিহিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা, প্রজাকল্যাণ সাধন করে তিনি আদর্শ শাসক হিসেবে ইতিহাসে অনুকরণীয় হয়ে আছেন।

তাই বলা যায়, জনাব সাখাওয়াতের মাঝে হযরত উমরের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

ঘ হ্যাঁ, আসমার অধ্যয়নকৃত চিকিৎসাবিজ্ঞানী আল-রাযি সম্পর্কে তার উপলব্ধি যথার্থ।

আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া আল-রাযি নামে পরিচিত। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও শল্যচিকিৎসাবিদ ছিলেন। তৎকালীন তাঁর অস্ত্রোপচার পদ্ধতি ছিল গ্রিকদের থেকেও উন্নত। যা আসমার অধ্যয়নকৃত মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকের আসমা একজন মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানীর বই অধ্যয়ন করে। যিনি চিকিৎসাবিষয়ক শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অস্ত্রোপচার পদ্ধতি গ্রিকদের চেয়েও উন্নত ছিল। বসন্ত ও হামের উপরও তাঁর যুগান্তকারী গবেষণা গ্রন্থ রয়েছে। আসমা মনে মনে বলে, চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর অবদান দেখিয়ে বিস্ময়কর। এখানে আল-রাযি সম্পর্কে বলা হয়েছে। আল-রাযি সম্পর্কে আসমার উপলব্ধি সঠিক। কেননা, আল-রাযি শল্যচিকিৎসায় তৎকালের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শতাধিক চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি বসন্ত ও হাম রোগের উপর "আল-জুদাইরি ওয়াল হাসবাহ" নামক একখানি গ্রন্থও রচনা করেন। এর মৌলিকত্ব দেখে চিকিৎসা বিজ্ঞানের লোকেরা খুব আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আল-রাযি তৎকালীন একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন। যার কাছে চিকিৎসাবিজ্ঞান অনেকাংশে ঋণী। তাই আল-রাযি সম্পর্কে আসমার উপলব্ধি সঠিক।

প্রশ্ন ▶ ১১ রাকিব সাহেব সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও তার একমাত্র ছেলের বিয়েতে অযথা বিভিন্ন খরচ না করে প্রয়োজন মাফিক ব্যয় করেন। কেননা তিনি মনে করেন, এ অযথা খরচ অপচয়ের শামিল। বিষয়টি তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা স্বাভাবিকভাবে না নিয়ে সর্বত্রই বলে বেড়ায় রাকিব একজন কৃপণ লোক। তাদের আরেক আত্মীয় জামিল সাহেব বিষয়টি শুনে তাদের সতর্ক করে বলেন, "তোমাদের এমন মন্তব্য মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য"।

ক. 'আমানত' কাকে বলে? ১

খ. "স্বদেশ প্রেম একটি মহৎ মানবিক গুণ" –ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রাকিব সাহেবের কাজ ও মনোভাবে আখলাকে হামিদাহ্‌র কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আত্মীয়দের উদ্দেশ্যে জামিল সাহেবের সতর্কবাণীটি আখলাকে যামিমাহ্‌র সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত কারও নিকট কোনো অর্থসম্পদ কিংবা কোনো তথ্য কিংবা অন্যকিছু গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলা হয়।

খ স্বদেশপ্রেম একটি মহৎ মানবিক গুণ।

প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি নিজ জন্মভূমিকে ভালোবাসেন। দেশের স্বার্থরক্ষায় কাজ করেন। অপরদিকে যারা দেশকে ভালোবাসে না তারা চরম অকৃতজ্ঞ। তারা দেশদ্রোহী ও জঘন্য চরিত্রের অধিকারী। আর এরূপ ব্যক্তিরা কখনো ধার্মিক ও মুমিন হতে পারে না। তাই বলা হয় 'স্বদেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ'।

গ রাকিব সাহেবের কাজ ও মনোভাবে আখলাকে হামিদার 'মিতব্যয়িতা' বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

মিতব্যয়িতা একটি গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক গুণ। এটি মানবসমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে। মিতব্যয়িতা মানুষকে অপচয় ও কৃপণতার কুফল থেকে রক্ষা করে। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ' (মুসনাদে আহমাদ)। মিতব্যয়ী ব্যক্তি আল্লাহর নিয়ামতের যথাযথ ব্যবহার করেন। ফলে তিনি বহু সাওয়াবের অধিকারী হন। অন্য একটি হাদিসে মহানবি (সা.) বলেছেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সৎ কাজে খরচ কর, তবে তোমার কল্যাণ হবে। আর যদি আটকে রাখ তবে তোমার অকল্যাণ হবে। তবে তোমার প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ রেখে দিলে তোমাকে তিরস্কার করা হবে না।' পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা তার একনিষ্ঠ বান্দার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, 'আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপচয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না। বরং তারা এতদুভয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করে।' (সূরা আল-ফুরকান : আয়াত-৬৭)

উদ্দীপকে দেখা যায়, রাকিব সাহেব সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও তার একমাত্র ছেলের বিয়েতে অযথা বিভিন্ন খরচ না করে প্রয়োজনমাফিক ব্যয় করেন। যা মিতব্যয়িতার অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারি, রাকিব সাহেব অবশ্যই সঠিক পথের উপর আছেন এবং আমাদেরও উচিত মিতব্যয়ী হওয়া। তাহলে আমাদের জীবন ভারসাম্যপূর্ণ, পুণ্যময় ও কল্যাণকর হবে।

ঘ রাকিব সাহেবের আত্মীয়গণ গিবত করায় এর পরিণতি সম্পর্কে তাদের সতর্ক করার জন্য জামিল সাহেবের বক্তব্যটি যথার্থ।

মহানবি (সা.) বলেছেন, 'গিবত ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক।'

আল্লাহ গিবত করা সম্পর্কে কঠোর বাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'তোমরা একে অন্যের গিবত কর না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে ভালোবাস? না, তোমরা তা অপছন্দ কর।' অর্থাৎ মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার ন্যায় জঘন্য অপরাধ হচ্ছে গিবত করা। গিবতের কারণে সমাজের মানুষের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এবং মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পায়। সামাজিকভাবে ফিতনা-ফ্যাসাদের সৃষ্টি হয়। আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী ইত্যাদি সকলের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং সম্পর্কের অবনতি ঘটে। বান্দা যখন গিবত করে তখন তার অনেক নেক আমল ধ্বংস হতে থাকে। ফলে তার পরকালীন জীবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হাদিসের ভাষ্যানুযায়ী গিবতকারীর ইবাদত কবুল হয় না। এটি কবীরা গুনাহ। তাওবা ব্যতীত গিবতের গুনাহ মাফ হয় না। গিবতের অনিবার্য পরিণতি হলো জাহান্নাম।

পরিশেষে বলা যায়, গিবত একটি জঘন্য অপরাধ। আমাদের ইহকাল ও পরকালের স্বার্থে গিবত পরিহার করা উচিত।

ময়মনসিংহ বোর্ড– ২০২৪

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 1 1

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময়– ৩০ মিনিট **পূর্ণমান– ৩০**

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. শরিয়তের উৎসসমূহ কয়টি?
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

২. "নিশ্চয়ই শিরক চরম যুলুম"। কোন সূরার আয়াত?
ক আল মায়িদা খ আন-নিসা গ লুকমান ঘ আশ-শুরা

৩. রিফাত মহান আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে বিশ্বাস করে। সুতরাং সে–
i. সৎকর্মে উৎসাহিত হবে ii. সম্পদশালী হবে
iii. অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. মুমিনগণের সফলতা ও সম্মানের মূল চাবিকাঠি কী?
ক বংশমর্যাদা খ প্রাচুর্যতা গ জ্ঞানহীনতা ঘ নৈতিকতা

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব সিদ্দিক আদালতে সাক্ষ্য দিতে যান। সত্য সাক্ষ্য দিলে ঝুঁকি আছে জেনেও তিনি মিথ্যা বলেননি। তার সাক্ষিতে দুজন নিরপরাধী নিশ্চিত শাস্তি থেকে মুক্তি পান।

৫. জনাব সিদ্দিক এর চরিত্রে কোনটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক সিদ্‌ক খ হিকমা গ আদল ঘ হাসাদ

৬. এর ফলে তিনি–
i. পুণ্য লাভ করবেন ii. জান্নাত লাভ করবেন iii. সম্পদশালী হতে পারবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. জনাব আসাদ সাহেবের নিকট নিসাব পরিমাণের অতিরিক্ত সম্পদ রয়েছে। এমতাবস্থায় তার উপর যাকাত আদায় করা–
ক সুন্নত খ ওয়াজিব গ ফরজ ঘ মুস্তাহাব

৮. দেশের কল্যাণে আমাদের উচিত–
i. স্বাধীনতা রক্ষায় কাজ করা ii. জাতীয় উন্নতিতে অবদান রাখা
iii. সম্পদের অপচয় করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. 'নাসির উদ্দিন তুসি' কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
ক ৯৬৫ খ ৭৮০ গ ১০৪৮ ঘ ১২০১

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সাদিয়া সুলতানা তার মেয়েকে ইসলামের একজন মনীষীর কথা বলল, তিনি দীর্ঘ ১৬ বছর সাধনা করে ৬ লক্ষ হাদিস থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ৭২৭৫টি হাদিস লিপিবদ্ধ করেন।

১০. উদ্দীপকে উল্লিখিত মনীষী কে ছিলেন?
ক ইমাম বুখারী (রহ.) খ আল-বিরুণী
গ ইমাম গাযালি (রহ.) ঘ আল-কিন্দি

১১. উদ্দীপকে উল্লিখিত মনীষী যে গুণাবলির অধিকারী ছিলেন–
i. অহংকারী ii. আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন iii. স্বাধীনচেতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. জনাব 'ক' এক হাজার টাকার নোটের একটি বান্ডিলে দুইটি জাল টাকার নোট ঢুকিয়ে চালিয়ে দিলেন। জনাব 'ক' এর কাজটি কীসের শামিল?
ক মিথ্যা খ গিবত গ হিংসা ঘ প্রতারণা

১৩. জনাব তালহার জমিতে এবার প্রচুর ফসল হওয়ায় তিনি খুশি হয়ে বলেন, জমি আমাকে অনেক ফসল দিয়েছে। তার এরূপ বক্তব্যে কী প্রতিফলিত হয়েছে?
ক কুফর খ নিফাক গ ফিস্‌ক ঘ শিরক

১৪. ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষক সবসময়–
i. নিয়মনীতি কঠোরভাবে অনুশীলন করেন ii. মার্জিত পোশাক পরিধান করেন
iii. মেধাবী শিক্ষার্থীদের অধিক গুরুত্ব দেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব আদনান একজন একনিষ্ঠ মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করতে চান। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অন্যায়, অর্থনৈতিক ও অশ্লীল কাজকর্ম করবেন না। সর্বাবস্থায় তিনি নীতি নৈতিকতার অনুসরণ করবেন।

১৫. জনাব আদনান কাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?
ক সঙ্গীসাথী খ আলেম-উলামা গ সমাজপতি ঘ নবি-রাসুল

১৬. জনাব আদনানের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে তিনি–
i. শ্রেষ্ঠ আলেমের মর্যাদা পাবেন ii. নৈতিক আচরণে উদ্বুদ্ধ হবেন
iii. উত্তর চরিত্রের নমুনা হবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭. ৩০ খানা ছোট কিতাব নাযিল হয়েছিল কোন নবির উপর?
ক হযরত ইদ্রিস (আ:) খ হযরত ইব্রাহিম (আ:)
গ হযরত শিষ (আ:) ঘ হযরত আদম (আ:)

১৮. ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ কত প্রকার?
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

১৯. "চরম মিথ্যাবাদী" এর আরবি প্রতিশব্দ কী?
ক কাযযাব খ কাযিব গ সাদিক ঘ সিদ্দিক

২০. বাল্যকাল থেকে জ্ঞানের প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল কার?
ক ইমাম বুখারি (রহ.) খ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)
গ ইমাম গাযালি (রহ.) ঘ ইবনে জারির তাবারি (রহ.)

২১. 'ফিতনা' শব্দের অর্থ কী?
ক ঘৃণা খ শত্রুতা গ অরাজকতা ঘ ধ্বংস

২২. ব্যবসার উদ্দেশ্যে চাচার সঙ্গে যখন সিরিয়ায় যান তখন মহানবি (সা.) এর বয়স কত ছিল?
ক ১০ বছর খ ১১ বছর গ ১২ বছর ঘ ১৩ বছর

২৩. আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করলে–
i. আল্লাহ সফলতা দান করবেন ii. আল্লাহ সম্পদ দিয়ে দিবেন
iii. আল্লাহ খুশি হয়ে যাবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. সাওম পালনকারী পানাহার থেকে বিরত থাকে কেন?
ক আল্লাহর ভয়ে খ লোক-লজ্জার ভয়ে
গ খাদ্য না থাকায় ঘ সম্পদ জমা রাখার জন্য

২৫. মামুন কুরআনের শিক্ষা ও উপদেশ অনুধাবন করতে চায় এজন্য তাকে কুরআন পড়তে হবে–
i. বুঝে শুনে ii. চিন্তা-গবেষণা করে iii. দ্রুততার সাথে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬. ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে কুরআন পাঠে মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত ঘটে। বিষয়টি হযরত উসমান (রা:) কে অবহিত করেন কোন সাহাবি?
ক যায়িদ ইবনে সাবিত (রা.) খ হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.)
গ আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) ঘ সাঈদ ইবনে আস (রা.)

২৭. শালীনতা বিরোধী কাজের ফলে–
i. সমাজে ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে ii. সামাজিক সাম্য বিনষ্ট হয়
ii. সমাজে অনাচার ছড়িয়ে পড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. "মায়ের পায়ের তলে সন্তানের বেহেশত।" –এটি কার বাণী?
ক আল্লাহ খ সাহাবি গ তাবিই ঘ মহানবি (সা.)

২৯. যে ব্যক্তি মনোযোগসহ সালাত আদায় করে, কিয়ামতের দিন ঐ সালাত তার জন্য নূর হবে।"–
ক তিরমিযি খ বুখারি গ মুসলিম ঘ তাবারানি

৩০. মহানবি (সা.)-এর সময় পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ করা হয়-
i. মুখস্থ করার মাধ্যমে ii. লিখিতভাবে iii. গ্রন্থ আকারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ময়মনসিংহ বোর্ড– ২০২৪

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 1 1

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। জালালের সন্তান জামাল উদ্দিন করোনায় আক্রান্ত হলে তার পীরের নামে একটি গরু জবাই করে এবং সন্তানের সুস্থতার জন্য পীরের নিকট প্রার্থনা করে। অন্যদিকে সুমনের বন্ধু লোকমানের নিকট থেকে তার পার্শ্বে দোকানদার কামাল উদ্দিন পঁচিশ হাজার (২৫০০০) টাকা দুই মাস পর ফেরত দেওয়ার শর্তে ঋণ নেয়। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কামাল উদ্দিন দুই মাস পর ফেরত না দিলে তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। বিষয়টি সমাধান করে ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বলেন, আমাদের প্রত্যেকেরই কথা ও কাজের মিল থাকা উচিত।
- ক. তাওহিদ কাকে বলে? ১
- খ. তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস রাখা প্রয়োজন কেন? ২
- গ. জালালের কর্মকাণ্ডে কী ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. কামাল উদ্দিন এর চরিত্রে যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে তা চিহ্নিতপূর্বক ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতির বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

২। সাদী ও সামী একদিন ফসলের মাঠের মধ্যে হাঁটছিল। সাদী তখন সামীকে এই দিগন্ত জোড়া ফসলের মাঠ ও তার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী দেখিয়ে বলে, দেখ প্রকৃতি আমাদের কত মহান সত্তার সৃষ্টি। সাদীর আত্মীয় রুমী সাদীকে বলে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর পর গোলাম আহম্মদ নামে আরো একজন নবি এসেছিলেন। একথা শুনে সাদীর বাবা বলেন, প্রকৃত ইমানদার হতে হলে ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের উপর অবশ্যই ইমান রাখতে হবে।
- ক. রিসালাত কাকে বলে? ১
- খ. আখিরাতে বিশ্বাস করা জরুরি কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকে সামীর কথায় ইমানের কোন মৌলিক বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. রুমীর বক্তব্যে আকাইদের যে বিষয়টি লঙ্ঘিত হয়েছে তা চিহ্নিতপূর্বক সাদীর বাবার বক্তব্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। জনাব "Y" মহানবি (সঃ) এর একটি হাদিস থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রতিবছর তার গ্রামের রাস্তার পার্শ্বে বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষ রোপণ করেন। অন্যদিকে সাইমুন একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার দোকানে ভেজাল, নিম্নমানের ও বিভিন্ন রকম ত্রুটিযুক্ত মালের সাথে ভালো মাল মিশায়ে বেশি দামে বিক্রি করেন। একদিন পাশের মসজিদের ইমাম সাহেব তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, কিয়ামতের দিন সৎ ব্যবসায়ীগণ শহিদগণের সঙ্গী হবেন।
- ক. হারাম বলতে কী বোঝায়? ১
- খ. "ফরজে কিফায়া সামষ্টিকভাবে ফরজ কাজ" –বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. জনাব "Y" এর কাজটি কী হিসেবে গণ্য করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. সাইমুন ব্যবসার ক্ষেত্রে হাদিসের যে শিক্ষা লঙ্ঘন করছে তা নিরূপণপূর্বক ইমাম সাহেবের উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৪। শাকিল ইউটিউব (YouTube) এ একটি আলোচনায় এক বক্তাকে বলতে শুনলেন যে, মানব জীবনে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্য শুধুমাত্র কুরআন জানা ও মানা আবশ্যক। হাদিসের অনুসরণ কোনো প্রয়োজন নেই। বক্তব্য শুনে সে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে স্থানীয় এক ইমাম সাহেবকে বললেন। ইমাম সাহেব তাকে সূরা আল-হাশরের ৭নং আয়াতখানা পাঠ করে এর অর্থ "রাসুল তোমাদের যা প্রদান করেন তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" এবং ব্যাখ্যা শুনিয়ে দেন।
- ক. হাদিসে কুদসী বলতে কী বোঝায়? ১
- খ. "কিয়াস শরিয়তের সর্বনিম্ন স্তর" –ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. ইউটিউব (YouTube) এর বক্তার বক্তব্যটি ইসলামের দৃষ্টিতে কীরূপ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ইমাম সাহেবের বক্তব্যের যথার্থতা পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। জনাব নাজিমুদ্দিন সাহেব প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও নির্দিষ্ট মাসের রাতের শেষ প্রহরে কিছু খেয়ে সারাদিন অনাহার থাকেন অথচ অফিসে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে গড়িমসি করেন। তারই চাচাত ভাই জনাব 'খ' তার ব্যাংকে রাখা ৩৫,০০,০০০ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ) টাকা থেকে বছরান্তে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা গরিব-দুঃখী ও অসহায় মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেন। ঘটনাক্রমে মাওলানা মিজানুর রহমান জানতে পেরে তাকে বলেন, জমাকৃত সম্পদ থেকে শরিয়তের হুকুম অনুযায়ী দান না করলে সম্পূর্ণ দান নিষ্ফল হবে।
- ক. শানে নুযুল কী? ১
- খ. ইসলামে বান্দার হকের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. জনাব 'খ' কি যথাযথভাবে যাকাত আদায় করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. জনাব নাজিমুদ্দিন সাহেবের কর্মকাণ্ডের পরিণতি কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। জনাব 'X' সাহেব ধনী মানুষ। নিয়মিত নামাজ পড়েন। এবছর হজ পালন করে এসেছেন। তার দরিদ্র প্রতিবেশী কাওছার মিয়া মেয়ের বিয়েতে কিছু সহযোগিতার অনুরোধ করলে তিনি বিরক্ত হয়ে তাকে তাড়িয়ে দেন। তার ছেলে জিকু সারাক্ষণ ইন্টারনেট ও বখাটে বন্ধুদের সাথে আড্ডায় মেতে থাকে। তার মা আফসোস করে বলেন, 'ছেলেটাকে সঠিক শিক্ষা দিতে পারিনি বলেই তার আজ এই অধঃপতন।"
- ক. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী? ১
- খ. শিক্ষা ও নৈতিকতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. জনাব 'X' সাহেব কোন প্রকার ইবাদত পালন থেকে বিরত রয়েছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. তুমি কি জিকুর মায়ের মন্তব্যের সাথে একমত? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

৭। জনাব 'গ' বলেন, বর্তমান সময়ে সমাজের অধঃপতন ও নৈতিকতার অবক্ষয়ের মূল কারণ হলো ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার অভাব। একথা শুনে জহির স্যার বলেন, অবশ্যই শিক্ষার সাথে নৈতিকতার সমন্বয় আবশ্যক। তিনি আরো বলেন, নৈতিক শিক্ষা ইসলামি শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ।
- ক. শিক্ষা বলতে কী বোঝায়? ১
- খ. "আমাকে শিক্ষক হিসেবেই প্রেরণ করা হয়েছে।" –বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. সমাজের অধঃপতন ও নৈতিকতার অবক্ষয় এর কারণ হিসেবে জনাব 'গ' সাহেবের অভিমত ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব জহির স্যারের সর্বশেষ উক্তিটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। জনাব আরিফ ও শরিফ দুই ব্যবসায়ী। আরিফ বেশি লাভের আশায় পণ্যসামগ্রী গুদামজাত করে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। অন্যদিকে জনাব শরিফ ব্যবসা কথাবার্তা কাজকর্ম ও আচার ব্যবহারে সর্বদা সততা অবলম্বন করেন।
- ক. ওয়াদা পালন বলতে কী বোঝায়? ১
- খ. "এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই" –উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. জনাব আরিফের মধ্যে আখলাকে যামিমার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. জনাব শরিফের এরূপ কাজ আখলাকে হামিদাহ এর কোন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? তার কুফল বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। সালাম ও জাকিয়া দুজনে বাসায় মিষ্টি বানিয়ে বিভিন্ন দোকানদারের সাথে ব্যবসা করে। একদিন সালমা জাকিয়াকে ময়দার পরিবর্তে কম দামের আটা ও ডালের গুড়া মিশিয়ে কম খরচে মিষ্টি তৈরি করতে বলে। জাকিয়া সালমার পরিকল্পনার সাথে দ্বিমত পোষণ করে সালমার অগোচরে অন্য বান্ধবীর সাথে তার দোষণীয় কাজটি প্রকাশ করে।
- ক. গিবত কী? ১
- খ. আত্মশুদ্ধি বলতে কী বোঝায়? বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. সালমার পরিকল্পনাটি চিহ্নিতপূর্বক পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে জাকিয়ার কাজটি উল্লেখপূর্বক পরিণাম বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। বার্ষিক দোয়া অনুষ্ঠানে একজন বক্তা বলেন, একটি শিশু ছয় বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হিফজ করেন এবং পরবর্তীতে ইসলামের অন্যান্য বিষয়ে তীক্ষ্ণ মেধার স্বাক্ষর বহন করে ১৬ বছর বয়সে অসংখ্য হাদিস মুখস্থ করেন। দ্বিতীয়জন রাষ্ট্রের বিভিন্ন আইনের তত্ত্বকে বোর্ড গঠনের মাধ্যমে সহজ করে জনসাধারণের মাঝে তুলে ধরেন। এজন্য সরকার তাকে রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ দিতে চাইলে তিনি তা নিতে রাজি হননি।
- ক. খুলাফায়ে রাশেদিন কাকে বলে? ১
- খ. "আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী উহার দরজা।" –ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বক্তার উদ্ধৃত প্রথম ব্যক্তির সাথে কোন ব্যক্তির সাদৃশ্য রয়েছে? হাদিস সংকলনে তার অবদান ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মনীষীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়? তার গুণাবলি বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। মাওলানা আবু তৈয়ব ইউপি চেয়ারম্যান হয়ে পরিবারের যাবতীয় কাজকর্ম নিজ হাতে সম্পাদন করেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বিশৃঙ্খলা দমন করেন। এলাকার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে যথাযথভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন। অপরদিকে তার বন্ধু জাবির সাহেব একরাতে পাশের বাড়ির কান্নার আওয়াজ শুনলেন এবং সকালে ফজরের নামায শেষে পাশের বাড়ি গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে, সেই বাড়ির এক বৃদ্ধা পেটের ব্যথায় ছটফট করছে। বৃদ্ধার বাড়িতে অন্য কোনো লোক নেই। তিনি তৎক্ষণাৎ বাড়ি এসে তার স্ত্রীকে নিয়ে বৃদ্ধার বাড়িতে যান এবং তার সেবা যত্ন করেন।
- ক. ইবনে সিনা এর পুরো নাম কী? ১
- খ. হযরত উমর (রাঃ) কে ফারুক বলা হয় কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মাওলানা আবু তৈয়বের কর্মকাণ্ডের সাথে কোন খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উদ্ধৃত জাকির সাহেবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে কোন মহামানবের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে তা নিরূপণপূর্বক তার চরিত্র বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	M	২	M	৩	L	৪	N	৫	K	৬	K	৭	M	৮	K	৯	N	১০	K	১১	M	১২	N	১৩	K	১৪	K	১৫	N
	১৬	M	১৭	K	১৮	L	১৯	K	২০	K	২১	M	২২	M	২৩	L	২৪	K	২৫	K	২৬	L	২৭	L	২৮	N	২৯	N	৩০	K

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ জালালের সন্তান জামাল উদ্দিন করোনায় আক্রান্ত হলে তার পীরের নামে একটি গরু জবাই করে এবং সন্তানের সুস্থতার জন্য পীরের নিকট প্রার্থনা করে। অন্যদিকে সুমনের বন্ধু লোকমানের নিকট থেকে তার পার্শ্বে দোকানদার কামাল উদ্দিন পঁচিশ হাজার (২৫০০০) টাকা দুই মাস পর ফেরত দেওয়ার শর্তে ঋণ নেয়। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কামাল উদ্দিন দুই মাস পর ফেরত না দিলে তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। বিষয়টি সমাধান করে ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বলেন, আমাদের প্রত্যেকেরই কথা ও কাজের মিল থাকা উচিত।

ক. তাওহিদ কাকে বলে? ১

খ. তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস রাখা প্রয়োজন কেন? ২

গ. জালালের কর্মকাণ্ডে কী ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কামাল উদ্দিন এর চরিত্রে যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে তা চিহ্নিতপূর্বক ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতির বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার করে নেওয়াকে তাওহিদ বলা হয়।

খ তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস অত্যন্ত জরুরি। কারণ তাকদির হলো নির্ধারিত পরিমাণ, ভাগ্য বা নিয়তি। আল্লাহ তায়ালা মানুষের তাকদিরের নিয়ন্ত্রক। তিনিই তাকদিরের ভালো মন্দ নির্ধারণকারী। মানুষ যা চায় তাই-ই করতে পারবে না; বরং মানুষ শুধু তার কাজের জন্য চেষ্টা সাধনা করবে। অতঃপর ফলাফলের জন্য আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করবে। যদি চেষ্টা করার পরও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না পায় তবে হতাশ হবে না। আর যদি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেয়ে যায়, তবে আনন্দে আত্মহারা হবে না; বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞশীল হবে।

গ জালালের কর্মকাণ্ডে 'শিরক' ফুটে উঠেছে। যার পরিণাম খুবই ভয়াবহ। শিরক শব্দের অর্থ– অংশীদার সাব্যস্ত করা, একাধিক স্রষ্টা বা উপাস্যে বিশ্বাস করা। ইসলামি পরিভাষায়– মহান আল্লাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়। ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে শরিক করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যেমন : আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদাহ করা, কারও নামে পশু জবাই করা ইত্যাদি। জালালের কর্মকাণ্ডে এ ধরনের বৈশিষ্ট্যই দেখা যায়।

উদ্দীপকে জালালের সন্তান জামাল উদ্দিন করোনায় আক্রান্ত হলে তার পীরের নামে একটি গরু জবাই করে এবং সন্তানের সুস্থতার জন্য পীরের নিকট প্রার্থনা করে। তার এ ধরনের কাজ ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ সিজদাহ শুধু আল্লাহকেই করা যায়। তাঁকে ছাড়া অন্য কারও সামনে সিজদাহ করা বা মাথা নত করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। শুধু তাই নয়, অন্যের নামে পশু জবাই করা এবং সুস্থতার জন্য পীরের নিকট প্রার্থনা করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এতে আল্লাহ তায়ালার সম্মান ও মর্যাদার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করা হয়। সুতরাং বলা যায় যে, জালালের আচরণে শিরক প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ কামাল উদ্দিনের চরিত্রে মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। এ বিষয়ে ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতির বক্তব্যটি যথার্থ।

সাধারণভাবে যারা অন্তরে একরকম ভাব রেখে বাইরে তার বিপরীত অবস্থা প্রকাশ করে তাদের মুনাফিক বলা হয়। রাসুল (সা.) মুনাফিকের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, আর যখন কোনো কিছু তার কাছে আমানত রাখা হয় তার খিয়ানত করে'। (সহিহ বুখারি) আর সাঈদের চরিত্রে ওয়াদা ভঙ্গের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

কামাল উদ্দিন দুই মাস পর ফেরত দেওয়ার ওয়াদা করে সুমনের বন্ধু লোকমানের কাছ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা ঋণ নেয়। কিন্তু সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দুই মাস অতিক্রম হলেও সে টাকা ফেরত দেয়নি। এভাবে কথা দিয়ে কথা না রাখা, ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকের কাজ। এ বিষয়ে ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বলেন, আমাদের সবারই কথা ও কাজে মিল রাখা উচিত। তার এ বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে সঠিক। কারণ মুনাফিকি অত্যন্ত জঘন্য পাপ। এটি মানুষের চরিত্র ও নৈতিকতা ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে মানুষ মিথ্যাচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। মুনাফিকদের কেউ বিশ্বাস করে না। তাদেরকে সবাই ঘৃণার চোখে দেখে। সমাজের মানুষের কাছে তারা অপমাণিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জীবন কাটায়। তাদের পরকালীন পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৪৫)

উপরের আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, কামাল উদ্দিন ওয়াদা ভঙ্গ করে মুনাফিকের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেছে, যা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের জন্য ক্ষতিকর। তাই তার উচিত সর্বদা ওয়াদা রক্ষা করা তথা কথা ও কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

প্রশ্ন ▶ ০২ সাদী ও সামী একদিন ফসলের মাঠের মধ্যে হাঁটছিল। সাদী তখন সামীকে এই দিগন্ত জোড়া ফসলের মাঠ ও তার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী দেখিয়ে বলে, দেখ প্রকৃতি আমাদের কত মহান সত্তার সৃষ্টি। সাদীর আত্মীয় রুমী সাদীকে বলে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর পর গোলাম আহম্মদ নামে আরো একজন নবি এসেছিলেন। একথা শুনে সাদীর বাবা বলেন, প্রকৃত ইমানদার হতে হলে ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের উপর অবশ্যই ইমান রাখতে হবে।

ক. রিসালাত কাকে বলে? ১

খ. আখিরাতে বিশ্বাস করা জরুরি কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে সামীর কথায় ইমানের কোন মৌলিক বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রুমীর বক্তব্যে আকাইদের যে বিষয়টি লঙ্ঘিত হয়েছে তা চিহ্নিতপূর্বক সাদীর বাবার বক্তব্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাহ তায়ালার পবিত্র বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বকে রিসালাত বলা হয়।

খ আখিরাতে বিশ্বাস করা ইমানের একটি অঙ্গ। আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া মুমিন ও মুত্তাকি হওয়া যায় না। যেমন– আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর কেউ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি অবিশ্বাস করলে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।' আখিরাতে বিশ্বাস না থাকলে মানুষ সত্যপথ থেকে দূরে সরে যায়। তাই আখিরাতে বিশ্বাস করতে হয়।

গ উদ্দীপকে সামীর কথায় ইমানের মৌলিক বিষয় 'তাওহিদ' প্রকাশ পেয়েছে।

সামীর বক্তব্য হলো, জগৎ সংসারের সকল কিছুই মহান এক সত্তার সৃষ্টি। তিনিই সবকিছুর পরিচালক ও একচ্ছত্র মালিক। তার এ বক্তব্যে মহান আল্লাহর পরিচয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এবং আল্লাহর এ বক্তব্যের কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে। তাওহিদে বিশ্বাসী ব্যক্তি মনে করে। আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর স্রষ্টা। তিনি হলেন খালিক। তিনি ব্যতীত যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্টি বা মাখলুক। মানুষ যেমন তাঁর সৃষ্টি, তেমনি কীটপতঙ্গও তাঁর মাখলুক। বস্তুত জিন-ইনসান, আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত, নদীনালা, সাগর-মহাসাগর, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, তরুলতা, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সবই আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি।

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকল কিছুর লালনকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা ও নিয়ন্ত্রক। তিনি সকল সৃষ্টিকে এক রকম করে সৃষ্টি করেননি। এটি তাঁর পরীক্ষা। তিনি সৃষ্টিকুলকে নানাভাবে ভাগ করেছেন এবং সবকিছুকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। মানুষ হলো আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব।

ঘ রুমীর বক্তব্যে আকাইদের অন্যতম বিষয় খতমে নবুয়তের বিষয়টিকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং এ সম্পর্কে সাদীর বাবার বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন সর্বশেষ নবি। তাঁর মাধ্যমে দীনের পূর্ণতা ঘোষিত হয় এবং নবুয়তের ধারা সমাপ্ত হয়। তিনি নবি-রাসুলগণের আগমনের ক্রমধারায় সর্বশেষ আগমন করেছেন। এ বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করাই হলো খতমে নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস। রুমীর বক্তব্যে এ বিশ্বাস অনুপস্থিত।

রুমীর মতে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পর গোলাম আহম্মদ নামে আরো একজন নবি এসেছিলেন। অথচ কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবি।" (সূরা আল-আহযাব, আয়াত ৪০)। আমাদের প্রিয় নবি (সা.) হলেন, খাতামুন নাবিয়্যিন। খাতামুন শব্দের অর্থ সিলমোহর। কোনো কিছুতে সিলমোহর তখন অঙ্কন করা হয়, যখন তা পূর্ণ হয়ে যায়। সিলমোহর লাগানোর পরে তাতে আর কোনো কিছু প্রবেশ করানো যায় না। তাই নবি (সা.)-এর পরে আর কোনো নবি আসবেন না এটা সুস্পষ্ট। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'আমিই শেষ নবি। আমার পরে আর কোনো নবি নেই।' (সহিহ মুসলিম) প্রকৃত ইমানদার হতে হলে এ বিষয়টিসহ ইসলামের মৌলিক সব বিষয়ের উপর অবশ্যই ইমান আনতে হবে। কারণ ইসলামের মূল বিষয়গুলোর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসকেই ইমান বলা হয়। তাওহিদ, তাকদির, রিসালাত, আখিরাত, পুনরুত্থান এসব কিছুর মধ্যে একটিরও প্রতি যদি অনাস্থা থাকে তবে সে কাফির হয়ে যাবে। আর যারা কুফরি করবে এবং আল্লাহর নির্দেশ অস্বীকার করবে তারা জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তাদের চিরকাল থাকতে হবে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, রুমীর বক্তব্য খতমে নবুয়তের পরিপন্থি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সাদীর বাবার বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ০৩ জনাব "Y" মহানবি (সঃ) এর একটি হাদিস থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রতিবছর তার গ্রামের রাস্তার পার্শ্বে বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষ রোপণ করেন। অন্যদিকে সাইমুন একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার দোকানে ভেজাল, নিম্নমানের ও বিভিন্ন রকম ত্রুটিযুক্ত মালের সাথে ভালো মাল মিশায়ে বেশি দামে বিক্রি করেন। একদিন পাশের মসজিদের ইমাম সাহেব তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, কিয়ামতের দিন সৎ ব্যবসায়ীগণ শহিদগণের সঙ্গী হবেন।

ক. হারাম বলতে কী বোঝায়? ১
খ. "ফরজে কিফায়া সামষ্টিকভাবে ফরজ কাজ" –বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. জনাব "Y" এর কাজটি কী হিসেবে গণ্য করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সাইমুন ব্যবসার ক্ষেত্রে হাদিসের যে শিক্ষা লঙ্ঘন করছে তা নিরূপণপূর্বক ইমাম সাহেবের উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল কাজ বা বস্তু কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশে অবশ্য পরিত্যাজ্য বা বর্জনীয় তাকে হারাম বলে।

খ সম্মিলিত ফরজ হচ্ছে ফরজে কিফায়া।

যেসব কাজ মুসলমানের ওপর ফরজ, কিন্তু সমাজের কিছু মুসলমান যদি আদায় করে তবে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যায় সেগুলো ফরজে কিফায়া। কিছু লোকের আদায় করার কারণে সমাজের বাকি সবাই সে দায়িত্ব থেকে মুক্তি পায়। তবে কেউই যদি আদায় না করে তবে সকলেই গুনাহগার হবে। যেমন– জানাযার সালাত ইত্যাদি।

গ জনাব "Y" এর কাজটিকে সদকায়ে জারিয়াহ হিসেবে গণ্য করা যায়।

বৃক্ষরোপণ ও কৃষিকাজ মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এর দ্বারা মানুষ নানানভাবে উপকৃত হয়। এ সম্পর্কে মহানবি (সা.) হাদিসে বলেন, "কোনো মুসলমান যদি বৃক্ষরোপণ করে কিংবা কোনো ফসল আবাদ করে, এরপর তা থেকে পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু কিছু ভক্ষণ করে তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।" (বুখারি মুসলিম) হাদিসের এ বর্ণনার সাথে "Y"-এর কাজের মিল রয়েছে।

জনাব "Y" মহানবি (সা.)-এর একটি হাদিস থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রতিবছর তার গ্রামের রাস্তার পাশে বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগায়। "Y"-এর এ কর্মকাণ্ড উপরে আলোচিত হাদিসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই তার এ কাজটি হাদিসের ভাষায় সদকা হিসেবেই গণ্য হবে। বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে মানুষ পার্থিব লাভের পাশাপাশি পরকালীন কল্যাণও লাভ করতে পারে। পশু-পাখি, জীব-জন্তু ও কীট-পতঙ্গ বৃক্ষের ফল ও ক্ষেতের ফসল খেয়ে থাকে। এতে বৃক্ষরোপণকারী ও ফসল আবাদকারী সাওয়াব লাভ করে। ঐ ফল-ফসল সদকা করে দিলে যে সাওয়াব হতো, পশুপাখি বা মানুষের খাওয়ার ফলে আল্লাহ তায়ালা তার আমলনামায় সে পরিমাণ সাওয়াব লিখে দেন। ফলে সে নিজের অজান্তেই অনেক সাওয়াবের অধিকারী হয়ে যায়।

ঘ সাইমুন হাদিসে নির্দেশিত ব্যবসায়ে সততা অবলম্বনের শিক্ষা লঙ্ঘন করেছে। আর এ সম্পর্কে ইমাম সাহেবের উক্তিটি সঠিক।

ব্যবসা-বাণিজ্য একটি পবিত্র পেশা। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)ও ব্যবসা করেছেন। তবে ব্যবসার ক্ষেত্রে নবি (সা.) দুটি শর্ত পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাইমুন ব্যবসার ক্ষেত্রে এ নির্দেশ অমান্য করেছে। ব্যবসায়ী সাইমুন তার দোকানে ভেজাল, নিম্নমানের ত্রুটিযুক্ত মালের সাথে ভালো মাল মিশিয়ে বেশি দামে বিক্রি করেন। অথচ মহানবি (সা.) ব্যবসায়ীদের ব্যবসার ক্ষেত্রে দুটি শর্ত আরোপ করেছেন। প্রথমত, সততা ও সত্যবাদিতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাদেরকে বিশ্বস্ত ও আমানতাদর হতে হবে। অর্থাৎ সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে হবে। মানুষ লোভের বশবর্তী হয়ে ওজনে কম দেয়, খারাপ দ্রব্য ভালো বলে বিক্রি করে। ভালো পণ্যের সাথে ভেজাল পণ্য মেশায়, পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করে। মজুদদারি, কালো-বাজারি প্রভৃতি অনৈতিক কাজ করে। ব্যবসার ক্ষেত্রে এগুলো পরিহার করতে হবে। সততার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারলে কিয়ামতের দিন শহিদগণের সঙ্গী হওয়া যাবে। উদ্দীপকে ইমাম সাহেব এ কথাই বলেছেন। নবি (সা.) বলেছেন, "বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহিদগণের সঙ্গে থাকবেন।" (ইবনে মাজাহ)। সেদিন তাদের কোনো ভয় ও চিন্তা থাকবে না; বরং তারা সেদিন আল্লাহর তায়ালার অনুগ্রহ লাভ করে ধন্য হবেন। শহিদগণ হলেন ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তি। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য জান্নাতের ঘোষণা প্রদান করেছেন। সৎ ব্যবসায়ীগণ তাদের সাথে জান্নাতে থাকবে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, সাইমুন নবি (সা.) নির্দেশিত ব্যবসার ক্ষেত্রে সততা ও বিশ্বস্ততা অবলম্বন করেনি। তাই তাকে এ ব্যাপারে সচেতন করে ইমাম সাহেব যে মন্তব্য করেছেন তা সঠিক।

প্রশ্ন ▶ ০৪ শাকিল ইউটিউব (YouTube) এ একটি আলোচনায় এক বক্তাকে বলতে শুনলেন যে, মানব জীবনে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্য শুধুমাত্র কুরআন জানা ও মানা আবশ্যক। হাদিসের অনুসরণ কোনো প্রয়োজন নেই। বক্তব্য শুনে সে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে স্থানীয় এক ইমাম সাহেবকে বললেন। ইমাম সাহেব তাকে সূরা আল-হাশরের ৭নং আয়াতখানা পাঠ করে এর অর্থ "রাসুল তোমাদের যা প্রদান করেন তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" এবং ব্যাখ্যা শুনিয়ে দেন।

ক. হাদিসে কুদসী বলতে কী বোঝায়? ১

খ. "কিয়াস শরিয়তের সর্বনিম্ন স্তর" –ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ইউটিউব (YouTube) এর বক্তার বক্তব্যটি ইসলামের দৃষ্টিতে কীরূপ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইমাম সাহেবের বক্তব্যের যথার্থতা পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হাদিসের শব্দ ও ভাষা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিজস্ব; কিন্তু তার অর্থ, ভাব ও মূলকথা আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে ইলহাম বা স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত, তাকে হাদিসে কুদসি বলে।

খ কিয়াস ইসলামি শরিয়তের একটি বিজ্ঞানসম্মত ও যৌক্তিক উৎস হলেও শরিয়তে এর স্থান সর্বনিম্নে।

কুরআন ও সুন্নাহর আইন বা নীতির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে পরবর্তীতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দেওয়াকে কিয়াস বলে। তবে নিজের খেয়াল খুশি মতো স্বার্থপরভাবে কিয়াস করা বৈধ নয়। যেসব বিষয়ের সমাধান কুরআন, হাদিস ও ইজমায় পাওয়া যায় সেসব বিষয়ে কিয়াস করা যাবে না। অর্থাৎ শরিয়তে বিষয়সমূহের সঠিক ধারাবাহিকতা অনুযায়ী কিয়াসের স্থান সবার পরে। এ বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে কিয়াস করতে হবে।

গ ইউটিউব (You Tube) এর বক্তার বক্তব্যটি ইসলামের দৃষ্টিতে কুফরি এর অন্তর্ভুক্ত।

কুফর ইমানের ঠিক বিপরীত। ইসলামের মৌলিক সাতটি বিষয়ের যেকোনো একটির প্রতি অবিশ্বাস বা সন্দেহ পোষণ করাই কুফর। এ সাতটি বিষয় হলো– এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস, নবি রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস, আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস, তাকদিরের (ভাগ্যের ভালোমন্দ) উপর বিশ্বাস, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের (পুনরায় জীবিত হওয়া) উপর বিশ্বাস এবং আখিরাত বা পরকালের প্রতি বিশ্বাস। ইউটিউব এর বক্তা পরকাল বা চিরস্থায়ী জীবনের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করেছে।

আখিরাত হলো মৃত্যুর পরের জীবন। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষের এ জীবনের শুরু হয়। এর কোনো শেষ নেই। অনন্তকাল ধরে এ জীবন চলতে থাকবে। দুনিয়াতে যারা ভালো কাজ করবে, আখিরাতে তারা চিরস্থায়ী সুখের আবাস জান্নাত লাভ করবে। আর যারা ইহকালীন জীবনে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে নিজেদের খেয়ালখুশি মতো জীবন পরিচালনা করবে; তারা অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে শাস্তি ভোগ করবে। যারা এ অনন্ত ও চিরস্থায়ী জীবনের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করবে, তারা কাফির। সুতরাং বলা যায়, ইউটিউব এর বক্তার মনোভাব কুফরের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ ইমাম সাহেব শাকিলকে বোঝানোর জন্য সূরা আল-হাশরের ৮নং আয়াতটি বুঝিয়ে বলেছেন।

ইউটিউবের বক্তার বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টি অত্যন্ত যৌক্তিক আলোচনা হিসেবে স্বীকৃত। কারণ এখানে হাদিসের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। ইসলামি শরিয়তে হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম। হাদিস হলো শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস। এটিও এক প্রকার ওহি। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী ও কাজের অনুসরণ করা আবশ্যক। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য করলে প্রকারান্তে আল্লাহ তায়ালারই আনুগত্য করা হয়। আল্লাহ তায়ালা এতে সন্তুষ্ট হন।

ইমাম সাহেবের আলোচ্য আয়াতটি হলো "রাসুল তোমাদের যা প্রদান করেন তা তোমরা গ্রহণ করো। আর যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো।" এ আয়াতে হাদিস তথা রাসুল (সা.)-এর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) কুরআনের বিধি-বিধানসমূহের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিতেন। অনেকে ক্ষেত্রে নিজ আমল করার দ্বারা এসব বিধান হাতে-কলমে শিক্ষা দিতেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এসব বাণী ও কর্মই হাদিস। সুতরাং কুরআনের বিধি-বিধান সুস্পষ্টরূপে অনুসরণের জন্য হাদিস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নিম্নের উদাহণের মাধ্যমে আমরা আরও ভালোভাবে বিষয়টি বুঝতে পারি। যেমন– কুরআন মাজিদে সালাত কায়েম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কীভাবে, কোন সময়, কত রাকআত সালাত আদায় করতে হবে তার বিস্তারিত দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। ঠিক তেমনিভাবে কুরআনে যাকাত প্রদানেরও হুকুম

দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কে যাকাত দেবে, কাকে দেবে, কত পরিমাণ দেবে, এর কোনো নিয়ম সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়নি। রাসুলুল্লাহ (সা.) হাদিসের দ্বারা আমাদের এসব নিয়ম-কানুন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করেছেন। ফলে আমরা যথাযথভাবে এগুলো আদায় করতে পারছি। এ আয়াতে হাদিসের তথা রাসূল (সা.)-এর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "আমি তোমাদের মধ্যে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এ দুটোকে আকড়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো কিতাব (আল-কুরআন) এবং অপরটি হলো তার রাসুলের সুন্নত। (মুয়াত্তা) তাই আমাদেরকে কুরআনের পাশাপাশি হাদিস অনুসরণ করাও অত্যাবশ্যক। ইমাম সাহেব শাকিলকে এ বিষয় বোঝানোর কারণে তার বক্তব্য যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▸ ০৫ জনাব নাজিমুদ্দিন সাহেব প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও নির্দিষ্ট মাসের রাতের শেষ প্রহরে কিছু খেয়ে সারাদিন অনাহার থাকেন অথচ অফিসে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে গড়িমসি করেন। তারই চাচাত ভাই জনাব 'খ' তার ব্যাংকে রাখা ৩৫,০০,০০০ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ) টাকা থেকে বছরান্তে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা গরিব-দুঃখী ও অসহায় মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেন। ঘটনাক্রমে মাওলানা মিজানুর রহমান জানতে পেরে তাকে বলেন, জমাকৃত সম্পদ থেকে শরিয়তের হুকুম অনুযায়ী দান না করলে সম্পূর্ণ দান নিষ্ফল হবে।

ক. শানে নুযুল কী? ১
খ. ইসলামে বান্দার হকের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'খ' কি যথাযথভাবে যাকাত আদায় করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব নাজিমুদ্দিন সাহেবের কর্মকাণ্ডের পরিণতি কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল-কুরআনের সূরা বা আয়াত নাজিলের কারণ বা পটভূমিকে 'শানে নুযুল' বলা হয়।

খ শান্তিপূর্ণ সমাজ নির্মাণ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হওয়ায় ইসলামে বান্দার হকের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়েই মানুষকে বসবাস করতে হয়। এ ক্ষেত্রে একজনের দুঃখে অন্যজন সাড়া না দিলে, আপদে-বিপদে একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা না করলে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এছাড়া মহান আল্লাহকে খুশি করতে হলে তার বান্দার উপর দয়া করতে হবে। কেউ অন্যের প্রতি দয়া-ভালোবাসা দেখালে আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন। এ ব্যাপারে রাসুল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।' (বুখারি) এ কারণে ইসলামে বান্দার হকের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

গ জনাব 'খ' যথাযথভাবে যাকাত আদায় করেননি।

যাকাত ইসলামের চতুর্থ রুকন। সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে এ ইবাদতটি পালন করতে হয়। জনাব 'খ' যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করেননি।

জনাব 'খ' ৩৫,০০,০০০ টাকা ব্যাংকে জমা করে রেখেছেন। এ টাকা থেকে তিনি বছরান্তে ৩০,০০০ টাকা গরিব-দুঃখী ও অসহায় মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেন। অথচ আমরা জানি কোনো মুসলিম নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদে শতকরা ৪.৫০ হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলে। জনাব 'খ' শতকরা ২.৫০ হারে টাকা ব্যয় করেননি। তার জমাকৃত টাকা শতকরা ২.৫০ হারে হিসাব করলে যাকাতের পরিমাণ দাঁড়ায়–

১০০ টাকায় ২.৫০ টাকা

$\therefore$ ১ " $\frac{২.৫০}{১০০}$ "

$\therefore$ ৩৫,০০,০০০ " $\frac{২.৫০ \times ৩৫,০০,০০০}{১০০}$ "

= ৮৭,৫০০ টাকা।

সুতরাং বলা যায়, জনাব 'খ' এর জমাকৃত টাকায় যাকাত হয় ৮৭,৫০০ টাকা কিন্তু তিনি ৩০,০০০ টাকা দান করায় তার যাকাত আদায় যথাযথভাবে হয়নি।

ঘ অর্পিত দায়িত্ব পালনে গড়িমসি করায় জনাব নাজিমুদ্দিন সাহেবের কর্মকাণ্ডের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

মানুষ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন থাকা, সময়মতো সুন্দর ও সুচারুভাবে এগুলো পালন করা এবং এক্ষেত্রে কোনোরূপ অবহেলা বা উদাসীনতা প্রদর্শন না করাকেই কর্তব্যপরায়ণতা বলা হয়। যা নাজিমুদ্দিনের আচরণে লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে জনাব নাজিমুদ্দিন সাহেব প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও নির্দিষ্ট মাসের রাতের শেষ প্রহরে কিছু খেয়ে সারাদিন অনাহার থাকেন অথচ অফিসে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে গড়িমসি করেন। যা কর্তব্যপরায়ণতার অনুপস্থিতিকে নির্দেশ করে। মানবজীবনে কর্তব্যপরায়ণতার গুরুত্ব অপরিসীম। কর্তব্যপরায়ণতা পার্থিব জীবনের সফলতার প্রধানতম হাতিয়ার। তাই একজন মুমিনের জন্য কর্তব্যপরায়ণ হওয়া আবশ্যক। মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি বাস্তবজীবনের দায়িত্ব-কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করেন। কেননা কাজে অবহেলা করলে পরকালে জবাবদিহি করতে হবে। যেমন– মহানবি (সা.) বলেন– كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ অর্থাৎ, 'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।' (বুখারি)

পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করার জন্য সকলেরই কর্তব্যপরায়ণ হওয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন ▸ ০৬ জনাব 'X' সাহেব ধনী মানুষ। নিয়মিত নামাজ পড়েন। এবছর হজ পালন করে এসেছেন। তার দরিদ্র প্রতিবেশী কাওছার মিয়া মেয়ের বিয়েতে কিছু সহযোগিতার অনুরোধ করলে তিনি বিরক্ত হয়ে তাকে তাড়িয়ে দেন। তার ছেলে জিকু সারাক্ষণ ইন্টারনেট ও বখাটে বন্ধুদের সাথে আড্ডায় মেতে থাকে। তার মা আফসোস করে বলেন, 'ছেলেটাকে সঠিক শিক্ষা দিতে পারিনি বলেই তার আজ এই অধঃপতন।"

ক. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী? ১
খ. শিক্ষা ও নৈতিকতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'X' সাহেব কোন প্রকার ইবাদত পালন থেকে বিরত রয়েছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি জিকুর মায়ের মন্তব্যের সাথে একমত? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর ইবাদত করা।

খ নৈতিকতা হলো ব্যক্তির মৌলিক মানবীয় গুণ এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যা অর্জন করার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া। তাই শিক্ষা ও নৈতিকতা একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

গ জনাব 'X' হাক্কুল ইবাদ পালন থেকে বিরত রয়েছেন।

ইবাদত প্রধানত দুই প্রকার। এর মধ্যে হাক্কুল ইবাদ একটি। এর অর্থ হলো বান্দার হক। এ হক পালনের প্রতি ইসলামে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জনাব 'X' এ নির্দেশ অমান্য করেছেন।

জনাব 'X' প্রতিবেশীদের সাহায্য করেননি, এমনকি অসুস্থ বোনকে দেখতেও যাননি। অথচ আমরা পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের নিয়ে সামাজিকভাবে একসাথে বসবাস করি। এক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য হলো বিপদে-আপদে একে-অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করা। পরস্পরের প্রতি এ সহানভূতি ও দায়িত্বই হলো হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তোমার উপর তোমার প্রতিপালকের, তোমার শরীরের, তোমার স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতির হক রয়েছে।' অন্যত্র রাসুল (সা.) বলেছেন, 'এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের ছয়টি অধিকার রয়েছে। যেমন– সালামের জবাব দেওয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত কবুল করা, মজলুমকে সাহায্য করা ও হাঁচির জবাব দেওয়া।' (বুখারি ও মুসলিম) সুতরাং বলা যায়, জনাব 'X' হাক্কুল ইবাদ পালন থেকে বিরত রয়েছেন।

ঘ নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব ফুটে ওঠায় আমি জিকুর মায়ের মন্তব্যের সাথে একমত।

সঠিক শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে সাহায্য করে। মানব হৃদয়কে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করে। এর অভাবে মানুষ নীতিহীন পশুর পর্যায়ে নেমে যায়। জিকুর মায়ের বক্তব্যে এ বিষয়েরই সমর্থন রয়েছে।

ছেলের অধঃপতনের জন্য জিকুর মা সঠিক শিক্ষার অভাবকে দায়ী করেছেন। তার এ মন্তব্য যৌক্তিক। শিক্ষার সাথে যদি নৈতিকতার সমন্বয় থাকে তবে তাকে সঠিক শিক্ষা বলা যায়। এ ধরনের শিক্ষা ব্যক্তির মৌলিক মানবীয় গুণগুলোকে উদ্ভাসিত করে। সে ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝতে পারে। সততা, সদাচার, সৌজন্য, মিষ্টি কথা ইত্যাদি সৎগুণ চর্চায় অভ্যস্ত হয়। এ ধরনের মানুষ কখনও অযথা সময় নষ্ট করে না। বখাটেদের সাথে মেশে না। অপরদিকে নীতিহীন ও চরিত্রহীন শিক্ষার কারণে মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'তাদের হৃদয় আছে উপলব্ধি করে না; কান আছে শোনে না; এরা হলো চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তার থেকেও নিকৃষ্ট। আর এরাই হলো গাফিল।' (সূরা আল-আরাফ, আয়াত ১৭৯) উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, নৈতিকতাহীন শিক্ষার কারণেই জিকুর এমন অধঃপতন হয়েছে। তাই তার সম্পর্কে তার মায়ের বক্তব্য সঠিক।

প্রশ্ন ▶ ০৭ জনাব 'গ' বলেন, বর্তমান সময়ে সমাজের অধঃপতন ও নৈতিকতার অবক্ষয়ের মূল কারণ হলো ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার অভাব। একথা শুনে জহির স্যার বলেন, অবশ্যই শিক্ষার সাথে নৈতিকতার সমন্বয় আবশ্যক। তিনি আরো বলেন, নৈতিক শিক্ষা ইসলামি শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ক. শিক্ষা বলতে কী বোঝায়? ১

খ. "আমাকে শিক্ষক হিসেবেই প্রেরণ করা হয়েছে।" –বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. সমাজের অধঃপতন ও নৈতিকতার অবক্ষয় এর কারণ হিসেবে জনাব 'গ' সাহেবের অভিমত ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব জহির স্যারের সর্বশেষ উক্তিটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের শরীর, মন ও আত্মার বিকাশ সাধন।

খ মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজেকে শিক্ষক পরিচয় দিয়ে আলোচ্য উক্তি করেছেন।

যিনি আমাদের শিক্ষা দেন তিনি আমাদের শিক্ষক। মহানবি (সা.) আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষক। তিনিই মানুষকে মহান আল্লাহ তায়ালার জাত-সিফাত, ক্ষমতা, নিয়ামত ইত্যাদি বিষয়ে জানিয়েছেন। সত্য ও সুন্দরের দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন। বাতিলের পথে যেতে নিষেধ করেছেন। তিনি তার সমস্ত জীবনে আল্লাহ তায়ালার বিধান পালন করে আমাদেরকে বাস্তব প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি কীভাবে পরিচালনা করতে হবে এসব শিক্ষাই আমরা নবির কাছে থেকে পেয়েছি। এ কারণেই তিনি নিজেকে শিক্ষক বলেছেন।

গ সমাজের অধঃপতন ও নৈতিকতার অবক্ষয়ের কারণ হিসেবে জনাব 'গ'-এর অভিমত অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে সাহায্য করে এবং মানব হৃদয়কে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করে। তবে এ শিক্ষা হতে হবে ইসলাম ও নৈতিকতার শিক্ষা। জনাব 'গ' এর কথায় এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। জনাব 'গ' বলেছেন, বর্তমান সময়ে সমাজের অধঃপতন ও নৈতিকতার অবক্ষয়ের মূল কারণ হলো ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার অভাব। কুরআন ও হাদিসের আলোকে সমন্বিত শিক্ষাই হলো ইসলামি শিক্ষা। এ শিক্ষার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সৎচরিত্রবান, খোদাভীরু, দেশপ্রেমিক, দায়িত্বশীল ও সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে। আর যাদের মধ্যে ইসলামি শিক্ষা নেই তারা আল্লাহ, পরকাল, জাহান্নামের ভয় এগুলো সম্পর্কে কিছুই জানে না। জীবনের সকল কাজের হিসাব দেওয়ার বাস্তবতার অনুভূতি তাদের মধ্যে জাগ্রত হয় না। তাই তারা ইহকালকে প্রাধান্য দিয়ে সব রকমের অন্যায়ে লিপ্ত হতে পারে। ইসলামি শিক্ষা মানুষকে নৈতিকতা বোধে উদ্বুদ্ধ করে। আর এর অভাবে মানুষ পশুর চেয়েও অধম হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "তাদের হৃদয় আছে উপলব্ধি করে না, চোখ আছে দেখে না; কান আছে শুনে না; এরা হলো চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, বরং তার থেকেও নিকৃষ্ট। আর এরাই হলো গাফিল।" (সূরা আল-আরাফ, আয়াত ১৭৯)। সুতরাং বোঝা যায়, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার অভাবেই সমাজের অধঃপতন ও নৈতিক অবক্ষয় ঘটে। জনাব 'গ'ও এমন মত প্রকাশ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত জনাব জহির স্যারের সর্বশেষ উক্তিটি সঠিক। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণরূপে তুলে ধরা হয়েছে তাকে ইসলামি শিক্ষা বলে। অর্থাৎ কুরআন ও হাদিসের আলোকে সমন্বিত শিক্ষাই হলো ইসলামি শিক্ষা। এ শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের নৈতিকতার বিকাশ ঘটে। তাই নৈতিক শিক্ষা ইসলাম শিক্ষার অংশ। জহির স্যারের সর্বশেষ উক্তি এ বিষয়টি তুলে ধরেছে।

জহির স্যারের সর্বশেষ উক্তিটি হলো, নৈতিক শিক্ষা ইসলামি শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ। একজন মুসলমানের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে নেওয়া ও তার সন্তুষ্টি অর্জন করাই হলো ইসলামি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। মূলত ইসলামি শিক্ষার ভিত্তি হলো তাওহিদ, রিসালাত এর কার্যক্রম ও আখিরাত। এ তিনটি বিষয় মানুষের ব্যক্তিপর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের প্রয়োজনীয় সবকিছুর দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকে। যাতে মানুষ অন্যায়ের পথ ছেড়ে ন্যায়ের পথ ধরে চলতে পারে। তাদের মধ্যে নৈতিকতাবোধ জাগ্রত হয়। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, মিথ্যা, চোগলখুরি এসব অন্যায়ের পরিণতি সম্পর্কে জানার কারণে তারা এসব অপকর্ম থেকে বিরত থাকে। মহানবি (সা.) হলেন আমাদের জন্য সর্বোত্তম শিক্ষক। মানুষকে ইসলাম ও নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি প্রেরিত হয়েছেন। তিনি বলেন, আমি মহান নৈতিক গুণাবলিকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি।" (বুখারি) অর্থাৎ তিনি ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের নৈতিকতাবোধকে প্রস্ফুটিত করেছেন।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, নৈতিক শিক্ষা ইসলামি শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

প্রশ্ন ▶ ০৮ জনাব আরিফ ও শরিফ দুই ব্যবসায়ী। আরিফ বেশি লাভের আশায় পণ্যসামগ্রী গুদামজাত করে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। অন্যদিকে জনাব শরিফ ব্যবসা কথাবার্তা কাজকর্ম ও আচার ব্যবহারে সর্বদা সততা অবলম্বন করেন।

ক. ওয়াদা পালন বলতে কী বোঝায়? ১

খ. "এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই" –উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব আরিফের মধ্যে আখলাকে যামিমার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব শরিফের এরূপ কাজ আখলাকে হামিদাহ এর কোন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? তার কুফল বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক কারও সাথে কোনোরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া, অঙ্গীকার করা বা কাউকে কোনো কথা দেওয়াকে ওয়াদা বলে।

খ আলোচ্য হাদিসের মাধ্যমে ইসলামে সকল মুসলমানকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়েছে।

ইসলামে সকল মুসলমান ভাই ভাই। মুসলমানগণ বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকুক, ধনী হোক কিংবা গরিব সকলেই ভাই ভাই। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, "মুমিনতো পরস্পর ভাই ভাই।" (সূরা আল-হুজরাত, আয়াত ১০)। বিশ্বের সকল মুসলমান পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ করবে এটাই ইসলামের শিক্ষা।

গ জনাব আরিফের মধ্যে আখলাকে যামিমার 'প্রতারণার' দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। কারণ সে অধিক লাভের আশায় পণ্যসামগ্রী গুদামজাত করে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে। এসবই প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামি শরিয়তে প্রতারণা করা, ধোঁকা দেওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম। ব্যবসায়-বাণিজ্য, লেনদেন, আচার-ব্যবহার ও আর্থ-সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডে কোনো অবস্থাতেই প্রতারণা বৈধ নয়। কোনো কাজেই প্রতারণা করা যাবে না, সত্য মিথ্যার মিশ্রণ করা যাবে না এবং সত্য ও প্রকৃত অবস্থা গোপন করা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ, 'তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ কর না এবং জেনে, শুনে সত্য গোপন কর না।' (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-৪২)

প্রতারণা একটি সমাজদ্রোহী অপরাধ। এজন্য প্রতারণাকারীকে কেউ পছন্দ করে না। সে মানবসমাজে যেমন ঘৃণিত তেমনি আল্লাহ তায়ালার নিকটও ঘৃণিত। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দোষযুক্ত পণ্য বিক্রি করে এবং ক্রেতাকে দোষের কথা জানায় না, এমন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট ঘৃণিত। ফেরেশতাগণ সর্বদা তাকে অভিশাপ দিতে থাকেন।' (ইবনে মাজাহ)

পরিশেষে বলা যায়, প্রতারণা অত্যন্ত গর্হিত ও ঘৃণিত কাজ। এটি মিথ্যাচারের শামিল। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণা মিথ্যা অপেক্ষাও জঘন্য। কেননা প্রতারণা করার দ্বারা দুটো পাপ হয়। একটি মিথ্যা বলা ও অপরটি বিশ্বাস ভঙ্গ করা। সুতরাং সর্বাবস্থায় প্রতারণা বর্জন করা উচিত।

ঘ জনাব শরিফের এরূপ কাজের মাধ্যমে আখলাকে হামিদার সততার বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মানবজীবনে সততার প্রভাব ও সুফল সীমাহীন। এটি মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করে, পাপাচার ও অশালীন কাজ হতে বিরত রাখে। সততার কারণে ব্যক্তি কোনো প্রকার অন্যায়-অত্যাচার করতে পারে না। মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে না, অন্যায়কে মুখবুজে সহ্য করতে পারে না। এজন্যই বলা হয়– Honesty is the best policy. অর্থাৎ, 'সততাই সর্বোত্তম পন্থা।' সততা মানবজীবনে সাফল্য ও মুক্তি এনে দেয়। রাসুল (সা.) এ সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন, 'সত্যবাদিতা মুক্তি দেয় এবং মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে।' সততার কারণে মানুষ দুনিয়াতে সম্মানিত হয় এবং মর্যাদা লাভ করে এবং আখিরাতে জান্নাত প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেন, 'এই তো সেই দিন যেদিন সত্যবাদীদের তাদের সততা বিশেষ উপকারে আসবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।' (সূরা আল-মায়িদা : আয়াত-১১৯)

মহানবি (সা.) সততার পথ অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা সত্যবাদী হও। কেননা সত্য পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের পথে পরিচালিত করে' (বুখারী ও মুসলিম)। অন্য একটি হাদিসে আছে, একবার মহানবি (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো কী আমল করলে জান্নাতবাসী হওয়া যায়? জবাবে মহানবি (সা.) বলেছেন, 'সত্য কথা বলা।' (মুসনাদে আহমাদ)

পরিশেষে বলা যায়, জনাব শরিফের সততা অবলম্বন তাকে দুনিয়ার বুকে যেমন সম্মানিত ও মর্যাদাবান করবে তেমনি পরকালে তিনি জান্নাত লাভ করতে পারবেন। তাই আমাদের সবার সৎ হওয়া উচিত।

প্রশ্ন ▶ ০৯ সালাম ও জাকিয়া দুজনে বাসায় মিষ্টি বানিয়ে বিভিন্ন দোকানদারের সাথে ব্যবসা করে। একদিন সালমা জাকিয়াকে ময়দার পরিবর্তে কম দামের আটা ও ডালের গুড়া মিশিয়ে কম খরচে মিষ্টি তৈরি করতে বলে। জাকিয়া সালমার পরিকল্পনার সাথে দ্বিমত পোষণ করে সালমার অগোচরে অন্য বান্ধবীর সাথে তার দোষণীয় কাজটি প্রকাশ করে।

ক. গিবত কী? ১

খ. আত্মশুদ্ধি বলতে কী বোঝায়? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. সালমার পরিকল্পনাটি চিহ্নিতপূর্বক পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জাকিয়ার কাজটি উল্লেখপূর্বক এর পরিণাম বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক গিবত হলো পরনিন্দা করা। অর্থাৎ অন্যের দোষত্রুটি জনসম্মুখে প্রকাশ করা।

খ আত্মশুদ্ধি বলতে বোঝায় সব ধরনের অনৈসলামিক কথা ও কাজ থেকে নিজ অন্তরকে মুক্ত ও নির্মল রাখা।

আত্মশুদ্ধি অর্থ নিজেকে সংশোধন বা খাঁটি করা। এটি আখলাকে হামিদাহর অন্যতম দিক। আল্লাহ তায়ালার স্মরণ, আনুগত্য ও ইবাদত ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখাকেই আত্মশুদ্ধি বলে।

গ সালমার পরিকল্পনাটি আখলাকে যামিমার 'প্রতারণার' অন্তর্ভুক্ত।

প্রতারণা হলো প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে ফাঁকি বা ধোঁকার উপর ভিত্তি করে নিজ স্বার্থ হাসিল করা। প্রতারণার মাধ্যমে অন্যকে ভুল বুঝিয়ে ঠকানো হয়। প্রতারণা নানাভাবে হতে পারে। সাধারণত আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রতারণার দৃষ্টান্ত বেশি পরিলক্ষিত হয়। যেমন : ওজনে কম দেওয়া; জাল মুদ্রা চালিয়ে দেওয়া; পণ্যদ্রব্যের দোষ গোপন করা; ভালো জিনিস দেখিয়ে বিক্রির সময় খারাপ জিনিস দিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এছাড়াও মানবজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রতারণা হতে পারে। যেমন : পরীক্ষায় নকল করা। উদ্দীপকে দেখা যায়, হাসান প্যাকেটে পচা ফল লুকিয়ে রেখে কৌশলে ক্রেতাকে তা দিয়ে দেয়, যা এক ধরনের প্রতারণা। সুতরাং বলা যায়, সালমার আচরণে আখলাকে যামিমার প্রতারণা বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে জাকিয়ার কাজটি আখলাকে যামিমার গিবতের অন্তর্ভুক্ত। যার পরিণাম খুবই ভয়াবহ।

মহানবি (সা.) বলেছেন, 'গিবত ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক।'

আল্লাহ গিবত করা সম্পর্কে কঠোর বাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'তোমরা একে অন্যের গিবত কর না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে ভালোবাস? না, তোমরা তা অপছন্দ কর।' অর্থাৎ মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার ন্যায় জঘন্য অপরাধ হচ্ছে গিবত করা। গিবতের কারণে সমাজের মানুষের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এবং মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পায়। সামাজিকভাবে ফিতনা-ফ্যাসাদের সৃষ্টি হয়। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ইত্যাদি সকলের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং সম্পর্কের অবনিত ঘটে। বান্দা যখন গিবত করে তখন তার অনেক নেক আমল ধ্বংস হতে থাকে। ফলে তার পরকালীন জীবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হাদিসের ভাষ্যানুযায়ী গিবতকারীর ইবাদত কবুল হয় না। এটি কবীরা গুনাহ। তাওবা ব্যতীত গিবতের গুনাহ মাফ হয় না। গিবতের অনিবার্য পরিণতি হলো জাহান্নাম।

পরিশেষে বলা যায়, গিবত একটি জঘন্য অপরাধ। আমাদের ইহকাল ও পরকালের স্বার্থে গিবত পরিহার করা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ১০ বার্ষিক দোয়া অনুষ্ঠানে একজন বক্তা বলেন, একটি শিশু ছয় বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হিফজ করেন এবং পরবর্তীতে ইসলামের অন্যান্য বিষয়ে তীক্ষ্ণ মেধার স্বাক্ষর বহন করে ১৬ বছর বয়সে অসংখ্য হাদিস মুখস্থ করেন। দ্বিতীয়জন রাষ্ট্রের বিভিন্ন আইনের তত্ত্বকে বোর্ড গঠনের মাধ্যমে সহজ করে জনসাধারণের মাঝে তুলে ধরেন। এজন্য সরকার তাকে রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ দিতে চাইলে তিনি তা নিতে রাজি হননি।

ক. খুলাফায়ে রাশেদিন কাকে বলে? ১

খ. "আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী উহার দরজা।" –ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বক্তার উদ্ধৃত প্রথম ব্যক্তির সাথে কোন ব্যক্তির সাদৃশ্য রয়েছে? হাদিস সংকলনে তার অবদান ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মনীষীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়? তার গুণাবলি বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের প্রথম চারজন খলিফাকে খুলাফায়ে রাশেদিন বলে।

খ জ্ঞান-সাধনায় হযরত আলি (রা.)-এর অসাধারণ ব্যুৎপত্তির প্রেক্ষিতে তাকে জ্ঞানের শহরের দরজা বলা হয়।

হযরত আলি (রা.) ছিলেন অসাধারণ মেধার অধিকারী। ছোটবেলা থেকেই তিনি জ্ঞানতাপস ও জ্ঞানসাধক ছিলেন। তিনি সর্বদা জ্ঞানচর্চা করতেন। হাদিস, তাফসির, আরবি সাহিত্য ও আরবি ব্যাকরণে তিনি তাঁর যুগের সেরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কথিত আছে, 'হযরত মুহাম্মাদ (সা.) হলেন জ্ঞানের শহর, আর আলি হলেন তার দরজা।' তাঁর রচিত 'দিওয়ানে আলি' নামক কাব্যগ্রন্থটি আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

গ অধ্যাপকের আলোচনায় প্রথমোক্ত ব্যক্তির গুণে ইমাম বুখারি (রহ.)-এর আদর্শ ফুটে উঠেছে।

হাদিস শাস্ত্রে যারা স্মরণীয় অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারী হলেন ইমাম বুখারি (রহ.)। তিনি স্বাধীনচেতা ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর এ গুণ দুটির প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকের প্রথমোক্ত ব্যক্তির মধ্যে।

উদ্দীপকের প্রথম ব্যক্তি কিছু নতুন তত্ত্ব আবিষ্কারে সফল হলে রাষ্ট্রপ্রধান তাকে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে ডেকে পাঠান। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এতে তার মধ্যকার আত্মমর্যাদাবোধের প্রকাশ ঘটে যা ইমাম বুখারি (রহ.)-এর ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। তিনি হাদিস শাস্ত্রের ওপর অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেন। লক্ষাধিক হাদিস সনদসহ মুখস্ত করেন। এরপর বুখারি শরিফ নামে হাদিসগ্রন্থ প্রণয়ন করে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তৈরি করেন। তাঁর ইলমে হাদিসের এ গভীর জ্ঞানের কথা শুনে তৎকারীন বাদশাহ তাঁকে রাজদরবারে ডেকে পাঠান। এর উদ্দেশ্য ছিল বুখারি (রহ.)-এর কাছ থেকে হাদিস শোনা। কিন্তু ইমাম বুখারি বললেন, আমি হাদিসকে রাজদরবারে নিয়ে অপমান করতে চাই না। বাদশার প্রয়োজন হলে যেন আমার ঘরে বা মসজিদে আসে। এছাড়াও ইমাম বুখারি (রহ.) অন্য কোনো রাজা-বাদশার দরবারে গমনাগমন করেননি। সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের প্রথম ব্যক্তি ইমাম বুখারি (রহ.)-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

ঘ উদ্দীপকের দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে ইমাম আবু হানিফার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ফিকাহ শাস্ত্রে সর্বাধিক অবদান যে মনীষীর তিনি হলেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)। অসাধারণ সব গুণাবলির সমন্বয় ঘটেছিল এ মহান ব্যক্তির মধ্যে। তাঁর এসব গুণাবলির মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধের প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকের দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে।

দ্বিতীয়জন রাষ্ট্রের বিভিন্ন আইনের তত্ত্বকে বোর্ড গঠনের মাধ্যমে সহজ করে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেন। এজন্য সরকার তাকে গুরুত্বপূর্ণ পদ দিতে চাইলে তা তিনি গ্রহণ করেননি। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়। তিনি ফিকাহশাস্ত্রের উদ্ভাবক ছিলেন। চল্লিশজন ছাত্রের সমন্বয়ে তিনি ফিকাহ সম্পাদনা বোর্ড গঠন করেন। এ বোর্ড ফিকাহকে একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র হিসেবে রূপদান করেন। পরে তিনি এ বোর্ডের মধ্য থেকে দশজনকে নিয়ে বিশেষ বোর্ড গঠন করেন। এ বোর্ড যেকোনো সমস্যার ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিসের আলোকে গবেষণা করে ফতোয়া দিত। এসব অবদানের কারণে তৎকালীন বাগদাদের খলিফা আল মনসুর আবু হানিফা (রহ.) কে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ না করার কারণে তাকে জেলে আবদ্ধ করে রাখা হয়। পরবর্তীতে খলিফার নির্দেশে প্রয়োগকৃত বিষক্রিয়ার প্রভাবে তিনি ইন্তিকাল করেন।

প্রকৃতপক্ষে, জ্ঞান মানুষকে লোভহীন মানসিকতা দান করে। অর্থ ও পদ প্রাপ্তির প্রত্যাশাকে দূর করে। ইলম কখনো বিনিময়যোগ্য নয়। তাই ইলমকে পুঁজি করে জাগতিক স্বার্থরক্ষার চিন্তা করলে তখন ইলমের চরম অপমান করা হয়। তাই ইলমের স্থান সর্বোচ্চ বিবেচনা করে সব স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে পারলে ইলম ও ইলম অর্জনকারীর মর্যাদা সমুন্নত থাকে। এ মহান গুণাবলির ধারক ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যার প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকের দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে।

প্রশ্ন ▸ ১১ মাওলানা আবু তৈয়ব ইউপি চেয়ারম্যান হয়ে পরিবারের যাবতীয় কাজকর্ম নিজ হাতে সম্পাদন করেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বিশৃঙ্খলা দমন করেন। এলাকার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে যথাযথভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন। অপরদিকে তার বন্ধু জাবির সাহেব একরাতে পাশের বাড়ির কান্নার আওয়াজ শুনলেন এবং সকালে ফজরের নামায শেষে পাশের বাড়ি গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে, সেই বাড়ির এক বৃদ্ধা পেটের ব্যথায় ছটফট করছে। বৃদ্ধার বাড়িতে অন্য কোনো লোক নেই। তিনি তৎক্ষণাৎ বাড়ি এসে তার স্ত্রীকে নিয়ে বৃদ্ধার বাড়িতে যান এবং তার সেবা যত্ন করেন।

ক. ইবনে সিনা এর পুরো নাম কী? ১

খ. হযরত উমর (রাঃ) কে ফারুক বলা হয় কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মাওলানা আবু তৈয়বের কর্মকাণ্ডের সাথে কোন খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উদ্ধৃত্ত জাবির সাহেবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে কোন মহামানবের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে তা নিরূপণপূর্বক তার চরিত্র বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইবনে সিনার পুরো নাম– আবু আলি আল হুসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সিনা।

খ হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার পর মহানবি (সা.)-কে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ইসলাম যদি সত্য হয় তাহলে আর গোপন নয়, এখন থেকে আমরা প্রকাশ্যে কাবার সামনে সালাত আদায় করব। মহানবি (সা.) তাতে খুশি হয়ে তাঁকে 'ফারুক' (সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী) উপাধি দেন। তাই তাঁকে ফারুক বলা হয়।

গ জনাব আবু তৈয়ব এর কর্মকাণ্ডে খলিফা হযরত আলি (রা.)-এর চরিত্র ফুটে উঠেছে।

হযরত আলি (রা.) ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা। তিনি মহানবি (সা.)-এর চাচা আবু তালিবের পুত্র তথা চাচাত ভাই এবং জামাতা ছিলেন। তিনি খলিফা হয়েও অত্যন্ত সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। উদ্দীপকেও তার প্রতি ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়।

জনাব আবু তৈয়ব একজন নির্বাচতি ইউনিয়ন চেয়ারম্যান। নির্বাচিত হওয়ার পরেও তিনি পরিবারের যাবতীয় কাজকর্ম নিজ হাতে সম্পাদন করেন। তার এরূপ জীবনযাপনের সাথে খলিফা হযরত আলি (রা.)-এর মিল রয়েছে। হযরত আলি (রা.) খলিফা হওয়ার পরও অনাড়ম্বর ও সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন। নিজ হাতে কাজ করে উপার্জন করতেন। কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। বাসায় কোনো কাজের লোক ছিল না। তার স্ত্রী রাসুল (সা.)-এর আদরের কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) নিজ হাতে জাঁতা পিষে গম গুঁড়ো করতেন এবং রুটি তৈরি করতেন। মুসলিম জাহানের খলিফা হয়েও তিনি বাসায় কাজের লোক রাখেননি।

সুতরাং বলা যায়, জনাব আবু তৈয়বের কর্মকাণ্ডে হযরত আলি (রা.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ জনাব জাবির সাহেবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে হযরত উমর (রা.)-এর কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে।

মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন হযরত উমর (রা.)। তাঁর চরিত্রে বহুগুণের অসাধারণ সমন্বয় ঘটেছিল। মানবদরদি হযরত উমর (রা.) ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ। এ আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে জনাব জাবিরের মধ্যে।

জনাব জাবিরের একজন প্রতিবেশী নির্জন বাড়িতে শরীরের বেদনায় ছটফট করছিল। তিনি নিজের স্ত্রীকে নিয়ে বেদনাগ্রস্ত বৃদ্ধার বাড়ি গিয়ে তাঁর সেবাযত্ন করেন। হযরত উমর (রা.)-এর ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা আমাদের চোখে পড়ে। তিনি নিজের স্ত্রী উম্মে কুলসুমকে প্রসব বেদনায় কাতর এক বেদুইনের স্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য তাঁর ঘরে নিয়ে যান। এছাড়াও বহুবিধ গুণ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। জনসাধারণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য তিনি রাতের অন্ধকারে পাড়া-মহল্লায় ঘুরে বেড়াতেন, ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে নিজ কাঁধে করে আটার বস্তা নিয়ে তিনি তাবুতে দিয়ে আসেন। রাষ্ট্রের অধিবাসীদের খোঁজ-খবর রাখার জন্য উমর (রা.) পুলিশ বিভাগ ও গোয়েন্দা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া সেনাবাহিনীকে সুশৃঙ্খলকরণ, কৃষি উন্নয়ন, সাম্য ও মানবতাবোধ প্রতিষ্ঠা করে উমর (রা.) নিজ চরিত্রকে অনন্য অবস্থানে উত্তীর্ণ করেছেন।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, জনাব জাবিরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে হযরত উমর (রা.)-এর কাজের প্রতিফলন ঘটেছে। আর এ মহান খলিফার চরিত্র ছিল অসাধারণ গুণাবলির সমন্বিত রূপ।